إِيْقَاظُ الْـهِمَّةِ لاتِّبَاعِ نَبِيِّ الأُمَّةِ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ

(ধরণ ও এর প্রতি উৎসাহ প্রদান)

লেখক:

শাইখ খালিদ বিন স'ঊদ বিন 'আ-মির আল-'আজমী

অনুবাদক:

শাইখ মোস্তাফিজুর রহমান বিন আব্দুল আজিজ আল-মাদানী

সম্পাদক:

শাইখ আব্দুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী

প্রকাশনায়:

المركز التعاوني لدعوة وتوعية الجاليات بمدينة الملك خالد العسكرية ، حفر الباطن

বাদশাহ খালিদ সেনানিবাস প্রবাসী ধর্মীয় নির্দেশনা কেন্দ্র

পোঃ বক্স নং ১০০২৫ ফোনঃ ০৩-৭৮৭২৪৯১ ফ্যাক্সঃ ০৩-৭৮৭৩৭২৫

কে, কে, এম, সি. হাফর আল-বাতিন ৩১৯৯১

শাইখ স্বালিহ বিন ফাউযান আল-ফাউযানের বিশেষ অভিমত

সৌদি আরবের সর্বোচ্চ উলামা পরিষদের পক্ষ থেকে তাঁকে বক্ষ্যমাণ পুস্তিকাটি যাচাই করতে দেয়া হলে তিনি তা যথার্থ যাচাইয়ের পর বলেন:

আমি পুস্তিকাটি আদ্যোপান্ত দেখেছি। তাতে কোন ধরনের ভুল এ পর্যন্ত আমার চোখে পড়েনি। আল্লাহ্ তা'আলা এতে বরকত দিন।

স্বালিহ্ বিন্ ফাউযান
সদস্য, স্থায়ী ফাতাওয়া বোর্ড
সৌদি আরব
তারিখ: ১৩/৮/১৪১৮ হি:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা:

إِنَّ الْحَمْدَ لله، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِالله مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢] .

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا ﴾ [النساء: ١] .

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا ٧٠ يُصۡلِحۡ لَكُمۡ أَعۡمَٰلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠ – ٧١] .

নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করছি এবং তাঁরই সাহায্য ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি। উপরন্তু আমরা তাঁরই আশ্রয় কামনা করছি আমাদের মন ও কর্মকাণ্ডের সমূহ অনিষ্ট থেকে। আল্লাহ্ তা'আলা যাকে হিদায়াত দেন তাকে পথভ্রষ্ট করার আর কেউ নেই। আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে হিদায়াত দেয়ারও আর কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই। তিনি একক। তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মু'হাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দাহ্ ও রাসূল।

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে সত্যিকারার্থে ভয়

করো এবং তোমরা কখনো তাঁর একান্ত অনুগত না হয়ে মরো না।

(আলি 'ইমরান : ১০২)

হে মানব সকল! তোমরা নিজ প্রভুকে ভয় করো। যিনি তোমাদেরকে একই সত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে আরো সৃষ্টি করেছেন তার জোড়া। আর উভয় থেকে সৃষ্টি করেছেন অনেক পুরুষ ও মহিলা। তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করো। যাঁর একান্ত দোহাই দিয়েই তোমরা একে অপরের নিকট কোন কিছু চাও এবং ভয় করো আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের একান্তই পর্যবেক্ষক। (নিসা' : ১)

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করো এবং সবার সাথে সত্য কথা বলো। তা হলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সকল কর্মকাণ্ড সঠিক ও সুন্দর করে দিবেন এবং তোমাদের সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূলের আনুগত্য করে সেই তো সত্যিকারার্থে মহা সফলকাম। (আহ্যাব : ৭০-৭১)

আল্লাহ্ তা'আলার কথাই সর্বসত্য কথা। মু'হাম্মদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর আদর্শই সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। আর সর্ব নিকৃষ্ট কাজ হলো ইসলামের নামে আবিষ্কৃত নতুন কাজ। প্রত্যেক নতুন কাজই বিদ্'আত। আর প্রত্যেক বিদ্'আতই ভ্রষ্টতা। উপরন্তু প্রত্যেক ভ্রষ্টতাই জাহান্নামী।

আজ অধিকাংশ মানুষই রাসূল ﷺ এর আদেশ-নিষেধের প্রতি সত্যিই অযত্নবান। তারা বস্তুতঃ রাসূল ﷺ এর আনুগত্য থেকে একেবারেই বিমুখ। এমনকি তারা রাসূল ﷺ এর বিরোধিতায় সত্যিই অতি নির্মম। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে যে, তাদের কারো কারোর নিকট রাসূল ﷺ এর কোন আদেশ-নিষেধ কিংবা কোন কর্ম উপস্থাপন করা হলে সে গালভরে তথা অকুণ্ঠ চিত্তে এ কথা বলে দেয় যে, আরে এটি তো একটি সুন্নাত কাজ মাত্র। আর তা পরিত্যাগকারীকে তো কিয়ামতের দিন কোন ধরনের শাস্তিই দেয়া হবে না।

এভাবেই কারোর নিকট রাসূল ﷺ এর কোন আদেশ-নিষেধ উল্লেখ করা হলে সে চটজলদি উক্ত খোঁড়া যুক্তি দেখিয়ে পার পেয়ে যাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করে। যদিও নবী ﷺ এর আদেশটি ওয়াজিবের

পর্যায়ের কিংবা তাঁর নিষেধটি হারামের পর্যায়েরই হয়ে থাকে। আর এ জন্যই আমি এখানে এ সংক্রান্ত কিছু কুর'আনের আয়াত, নবী ﷺ এর হাদীস এমনকি সালাফে সালি'হীন তথা সাহাবা ও তাবি'য়ীনের কিছু কথা একত্রিত করার প্রয়াস চালিয়েছি। যাতে যে কোন পাঠক আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ এর আনুগত্যের ব্যাপারে কিছু না কিছু সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা ও সহযোগিতা পেতে পারে। এমনকি তা নবী ﷺ এর তাবত উম্মতের জন্যও কিছু না কিছু কল্যাণ বয়ে আনতে পারে।

জেনে রাখা দরকার যে, যে ব্যক্তি আদর্শ নবী মু'হাম্মাদ ﷺ এর সুন্নাতের বিরোধিতা করে, তাঁর পথ ভিন্ন অন্য কোন পথ অবলম্বন করে, এমনকি তাঁর দেখানো নিয়মের বাইরে গিয়ে তাঁর একান্ত আদেশ ও নিষেধ অমান্য করে সে অবশ্যই ইসলামের প্রথম রুকন কালিমায়ে তাও'হীদের দ্বিতীয় অংশের সম্পূর্ণ মর্ম বিরোধী অবস্থানে অবস্থিত। কারণ, কালিমার দ্বিতীয় অংশের মর্ম হলো রাসূল ﷺ এর দেয়া আদেশের আনুগত্য করা, তাঁর দেয়া সংবাদ বিশ্বাস করা, তাঁর নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ড থেকে দূরে থাকা ও তাঁর আনীত শরীয়তের বাইরে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদাত না করা। তা হলে যে ব্যক্তি রাসূল ﷺ এর আদেশ অমান্য করেছে এবং তাঁর বাতানো নিয়মের বাইরে চলেছে সে কি কালিমায়ে তাও'হীদের দ্বিতীয়াংশ বাস্তবায়ন করেছে?!

(আল-উসূলুস-সালাসাহ্: দ্বিতীয় মৌল সূত্র: ৩)

কুর'আন মাজীদে এমন অনেকগুলো আয়াত রয়েছে যা রাসূল ﷺ এর আনুগত্যের বাধ্যবাধকতা, তাঁর বিরুদ্ধাচরণ 'হারাম, তাঁর আনুগত্য আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যের সাথে সম্পৃক্ত এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্'র রাসূলের আনুগত্য করেনি সে মূলতঃ আল্লাহ্ তা'আলারই আনুগত্য করেনি এ সকল কথা বুঝায়।

ইমাম আহ্মাদ্ বিন্ 'হাম্বাল (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন:

نَظَرْتُ فِيْ الْمُصْحَفِ فَوَجَدْتُ فِيْهِ طَاعَةَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ ثَلاَثَةٍ وَثَلاَثِيْنَ مَوْضِعًا .

"আমি কুর'আন মাজীদের দিকে বিশেষভাবে তাকালে তাতে রাসূল ﷺ

এর আনুগত্য সম্পর্কীয় ৩৩ টি আয়াত দেখতে পাই"।

(ইবানাহ্/ইব্নু বাত্ত্বাহ্: ১/২৬০ হাদীস ৯৭)

ইমাম আ-জুর্রী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন:

ثُمَّ فَرَضَ عَلَى الْخَلْقِ طَاعَتَهُ ﷺ فِيْ نَيِّفٍ وَثَلاَثِيْنَ مَوْضِعًا مِنْ كِتَابِهِ عَزَّ وَجَلَّ .

"অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর তাবত সৃষ্টির উপর তাঁর রাসূলের আনুগত্য বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন তাঁর কিতাবের ৩০ টিরও বেশি জায়গায়"। (আশ-শারী'য়াহ্/আ-জুর্রী ৪৯)

'আল্লামাহ্ শাইখুল-ইসলাম ইব্নু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন:

وَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ طَاعَةَ الرَّسُوْلِ عَلَى جَمِيْعِ النَّاسِ فِيْ قَرِيْبٍ مِنْ أَرْبَعِيْنَ مَوْضِعًا مِنَ الْقُرْآنِ وَطَاعَتُهُ طَاعَةٌ لله .

"আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলের আনুগত্য সকল মানুষের উপর বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন কুর'আনের ৪০ টির মতো জায়গায়। তাঁর আনুগত্য মূলতঃ আল্লাহ্ তা'আলারই আনুগত্য"।

(মাজ্মূ'উল-ফাতাওয়া: ১৯/৮৩-২৬১)

আল্লাহ্ চায় তো একটু সামনে গিয়ে এর কিছুটা হলেও আপনাদের সম্মুখে উল্লেখ করা হবে।

দয়াময় আল্লাহ্ তা'আলা মূলতঃ আমাদের মাঝে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী পাঠিয়ে আমাদের উপর অপার দয়া করেছেন। যিনি মূলতঃ মানুষদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যান।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴾ [آل عمران: ١٦٤]

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের উপর অত্যন্ত দয়া করেছেন

যখন তাদের নিকট তাদের মধ্যকার এক জনকে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন। সে তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার আয়াত পড়ে শুনাবে, তাদেরকে পরিশোধন করবে ও তাদেরকে কুর'আন ও সুন্নাহ্ শিক্ষা দিবে। যদিও তারা ইতিপূর্বে সুস্পষ্ট ভ্রষ্টতার মাঝেই ছিলো না কেন। (আলি-'ইমরান: ১৬৪)

কতোই না বড় এ নিয়ামত! যার চেয়ে বড় নিয়ামত আর হতেই পারে না। যে নিয়ামত টাকা দিয়ে কেনা যায় না।

(মিফ্তাহু দারিস-সা'আদাহ্/ইব্নুল-ক্বায়্যিম: ১/৮৩)

এ নিয়ামতের প্রতি এক জন ঈমানদারের করণীয় হলো আল্লাহ্ তা'আলার ছোট-বড় সকল আদেশ-নিষেধ বিশ্বাস করা ও তা মানা।

এখন আপনাদের সম্মুখে সে সকল আয়াত উদ্ধৃত করা হবে যাতে সমূহ কল্যাণের শিক্ষক ও সকল ক্ষতি থেকে ভীতি প্রদর্শনকারী আল্লাহ্ তা'আলার রাসূলের আনুগত্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। যা এ কথা প্রমাণ করে যে, সকল সুখ-শান্তি ও হিদায়াত একমাত্র রাসূল ﷺ এর আনুগত্যেই নিহিত। আর সকল অশান্তি ও ভ্রষ্টতা একমাত্র তাঁরই বিরুদ্ধাচরণে নিহিত। আশা করি প্রত্যেক পাঠক ও শ্রোতা তা কর্তৃক নিশ্চয়ই উপকৃত হবেন।

এ সংক্রান্ত আয়াতগুলো মূলতঃ তিন ভাগে বিভক্ত। যা নিম্নরূপ:

ক. আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ এর আনুগত্যের ব্যাপারে সরাসরি আদেশ ও এর প্রতি প্রত্যক্ষ দিক নির্দেশনা।

খ. আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ এর আনুগত্যকারীর ব্যাপারে পুরস্কারের ওয়াদা ও তার ভূয়সী প্রশংসা। এমনকি তার ভালো পরিণতি তথা আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি ও জান্নাত হাসিলের বর্ণনা।

গ. আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ এর বিরুদ্ধাচরণকারীর প্রতি শাস্তির হুমকি ও তার নিন্দা। এমনকি তার খারাপ পরিণতি তথা আল্লাহ্ তা'আলার অসন্তুষ্টি ও জাহান্নাম প্রাপ্তির বর্ণনা।

নবী ﷺ এর আনুগত্যের সরাসরি আদেশ ও এর প্রতি প্রত্যক্ষ দিক নির্দেশনা মূলক আয়াতসমূহ:

প্রথম আয়াত: আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ﴾ [النساء: ٥٩] .

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যকার কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গেরও। এরপরও যদি তোমাদের মাঝে কোন কিছু নিয়ে মতবিরোধ হয় তা হলে তোমরা সে বিষয়টিকে আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের বাণীর দিকে ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী বলে দাবি করো। এটিই হবে তোমাদের জন্য উত্তম ও ভালো পরিণতির সুসংবাদবহ। (নিসা': ৫৯)

ইব্নু জারীর (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: আয়াতের অর্থ হলো: হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজ প্রভুর আদেশ-নিষেধের আনুগত্য করো। তেমনিভাবে তাঁর রাসূল মু'হাম্মাদ ﷺ এর আনুগত্য করো। কারণ, তাঁর আনুগত্য তোমাদের প্রভুরই আনুগত্য। বস্তুতঃ তাঁর আদেশেই তো তাঁর রাসূলের আনুগত্য।

'আত্বা (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: রাসূল ﷺ এর আনুগত্য মানে তাঁর সুন্নাতের অনুসরণ। তিনি আরো বলেন: রাসূল ﷺ এর আনুগত্য মানে কুর'আন ও সুন্নাতের অনুসরণ। (দারিমী ২১৯)

ইব্নু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: আল্লাহ্'র আনুগত্য মানে তাঁর কিতাবের অনুসরণ। আর রাসূলের আনুগত্য মানে তাঁর সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা। তেমনিভাবে নেতৃস্থানীয়দের আনুগত্য মানে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যের অধীনে তাঁরা যে আদেশ-নিষেধ করবে তা মেনে নেয়া। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলার বিরুদ্ধে তাঁদের কোন

আদেশ-নিষেধ মানা যাবে না। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলার বিরুদ্ধাচরণ করে তাঁর কোন সৃষ্টির আনুগত্য হতেই পারে না।

'আল্লামাহ্ শাইখুল-ইসলাম ইব্নু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: উক্ত আয়াতে "উলুল-আম্র" বলতে মানুষের মাঝে কর্তৃত্ব তথা তাদেরকে আদেশ-নিষেধ করার অধিকার রাখে এমন সকল লোককে বুঝানো হয়েছে। এতে রাষ্ট্রের ক্ষমতাশীল ব্যক্তি ও আলিম উভয়ই শামিল। অতএব, "উলুল-আম্র" হলো দু' প্রকার: আলিমগণ ও প্রশাসকবর্গ। এঁরা ঠিক হলে মানুষও ঠিক হবে। আর এঁরা খারাপ হলে মানুষও খারাপ হবে।

একদা এক আহ্মাসী মহিলা আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে জিজ্ঞাসা করলো যে, আমরা আর কতো দিন এ সত্যের উপর অটল থাকবো? উত্তরে তিনি বললেন:

مَا اسْتَقَامَتْ لَكُمْ أَئِمَّتُكُمْ .

"যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের প্রশাসকরা সঠিক পথে থাকবে"।

(ফাতাওয়া: ২৮/১৭০ ইস্তিক্বামাহ্: ২/২৯৫-২৯৬)

অতএব, "উলুল-আম্র" এর অধীনে রয়েছে রাষ্ট্রপতি, আলিম ও সর্বস্তরের প্রশাসকবর্গ। তথা দুনিয়াতে যাকেই বৈধভাবে অনুসরণ করা হয় সেই "উলুল-আম্র" এর এক জন। এঁদের কারোর অধীনে যেই থাকুক না কেন তাকে অবশ্যই তার উপরস্থের আনুগত্য করতে হবে। তবে তা আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যের মাধ্যমেই হতে হবে; তাঁর বিরুদ্ধাচরণের মাধ্যমে নয়।

আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) যখন মোসলমানদের প্রশাসক ও খলীফা নিযুক্ত হলেন তখন তিনি তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে বললেন:

أَيُّهَا النَّاسُ! ... أَطِيْعُوْنِيْ مَا أَطَعْتُ اللهَ، فَإِذَا عَصَيْتُ اللهَ فَلاَ طَاعَةَ لِيْ عَلَيْكُمْ .

"হে মানুষ! তোমরা আমার আনুগত্য করো যতক্ষণ আমি আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য করি। যখন আমি আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্য হবো

তখন আর তোমাদেরকে আমার আনুগত্য করতে হবে না”।

(বুখারী/ফাত্হ: ৭/১৮২ হাদীস ৩৮৩৪ দারিমী: ১/৮২ হাদীস ২১২)

ইমাম মুজাহিদ (রাহিমাহুল্লাহ) ও অন্যান্যরা দ্বন্দ্বপূর্ণ বিষয়ে আল্লাহ্ তা‘আলা ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরে যাওয়ার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন: আল্লাহ্ তা‘আলা ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরে যাওয়া মানে কুর‘আন ও রাসূল ﷺ এর সুন্নাতের দিকে ফিরে যাওয়া।

এটি আল্লাহ্ তা‘আলার একটি বিশেষ নির্দেশ যে, ধর্মের মূল ও শাখাগত যে কোন বিষয়ে পরস্পরের মাঝে দ্বন্দ্ব হলে তাতে কুর‘আন ও সুন্নাতের সমাধান অবশ্যই অনুসন্ধান করতে হবে।

আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন:

﴿ وَمَا ٱخۡتَلَفۡتُمۡ فِيهِ مِن شَيۡءٖ فَحُكۡمُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ [الشورى: ١٠].

“তোমরা যে কোন বিষয় নিয়ে মতবিরোধ করলে তার ফায়সালা করবে একমাত্র আল্লাহ্ তা‘আলা”। (শূরা: ১০)

সুতরাং কুর‘আন ও সুন্নাহ্ যে ফায়সালা দিবে কিংবা সেগুলো যা সত্য বলে জ্ঞান করবে তাই সত্য। আর সত্য ছাড়া দুনিয়াতে যাই রয়েছে তা নিশ্চিত অসত্য ও সুস্পষ্ট ভ্রষ্টতা ছাড়া আর কী?

উক্ত আয়াতের শেষাংশ তথা “যদি তোমরা আল্লাহ্ তা‘আলা ও পরকালে বিশ্বাসী হয়ে থাকো” এর মানে, একমাত্র আল্লাহ্ তা‘আলা ও পরকালে বিশ্বাসীরাই তাদের মধ্যকার সকল দ্বন্দ্ব ও বিগ্রহে কুর‘আন ও সুন্নাহ্’র দিকে প্রত্যাবর্তন করে থাকে। অন্য কেউ নয়।

যার বিপরীত অর্থ হলো: যারা দ্বন্দ্বপূর্ণ বিষয়ে কুর‘আন ও সুন্নাহ্’র দিকে প্রত্যাবর্তন করে না তারা সত্যিই আল্লাহ্ তা‘আলা ও পরকালে বিশ্বাসী নয়।

﴿ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ﴾ মানে, দ্বন্দ্বপূর্ণ বিষয়ে কুর‘আন ও সুন্নাহ্’র ফায়সালা মেনে নেয়া সবার জন্যই উত্তম এবং পরিণতির দিক দিয়েও সব চেয়ে সুন্দর। যা মূলতঃ ইমাম সুদ্দীর ব্যাখ্যা।

ইমাম মুজাহিদ বলেন: যা প্রতিদানের বিবেচনায় অত্যন্ত সুন্দর।

দ্বিতীয় আয়াত: আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء: ٦٥].

"না, তোমার প্রভুর কসম! তারা কখনোই মু'মিন হতে পারে না যতক্ষণ না তারা তোমাকে নিজেদের দ্বন্দ্ব-বিগ্রহে ফায়সালাকারী হিসেবে মেনে নেয় অতঃপর তাদের মনে তোমার ফায়সালার ব্যাপারে এতটুকুও কুণ্ঠাবোধ না থাকে এবং তারা তার সামনে নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত করে"। (নিসা': ৬৫)

যখন আল্লাহ্ তা'আলা রাসূল ﷺ এর আনুগত্য ছাড়া ঈমান থাকবে না বলে ঘোষণা দিয়েছেন তখন তা এটাই প্রমাণ করে যে, তাঁর আনুগত্য সকল মানুষের উপর ফরয। যে ব্যক্তি তা করবে না সে অবশ্যই শাস্তির সম্মুখীন হবে। কারণ, সে তো সে রকম ঈমানদার হতে পারেনি যে ঈমানদারের সাথে বিনা শাস্তিতে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তো তার সাথেই বিনা শাস্তিতে জান্নাতের ওয়াদা করেছেন যে তাঁর আদেশসমূহ পুরোপুরি মেনে নিবে। অতএব, যে ব্যক্তি কিছু ওয়াজিব মানবে আর কিছু ছাড়বে সে অবশ্যই শাস্তির সম্মুখীন হবে।

আর এ কথা সকল মোসলমানের ঐকমত্যের ভিত্তিতে চূড়ান্ত যে, মানুষের দ্বীন ও দুনিয়ার সকল ছোট-বড় দ্বন্দ্বপূর্ণ বিষয়ে রাসূল ﷺ এর ফায়সালা মানা ওয়াজিব। এমনকি সে ফায়সালার প্রতি কারোর মনে কোন ধরনের কুণ্ঠাবোধও থাকতে পারবে না। উপরন্তু তা মাথা পেতে মেনে নিতে হবে।

ইব্নু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নিজ পবিত্র সত্তার কসম খেয়ে বলেছেন: কোন ব্যক্তি মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ না সে রাসূল ﷺ কে তার সকল কর্মকাণ্ডের ফায়সালাকারী হিসেবে মেনে নেয়। যা তিনি ফায়সালা করবেন তাই সঠিক ও সত্য এবং তা প্রকাশ্যে ও মনে-প্রাণে সবাইকে অবশ্যই মেনে

নিতে হবে।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمٗا ﴾

[النساء: ٦٥]

মানে, যখন তারা আপনাকে ফয়সালাকারী হিসেবে মেনে নিবে তখন তাদেরকে অবশ্যই আপনার ফায়সালা মনে-প্রাণে মেনে নিতে হবে। এমনকি তাদের মনের মাঝে তার প্রতি সামান্যটুকুও কোন ধরনের কুণ্ঠাবোধ থাকতে পারবে না। উপরন্তু তা প্রকাশ্যে ও বিনা বাক্য ব্যয়ে তথা কোন ধরনের প্রতিরোধ ছাড়াই সম্পূর্ণরূপে মাথা পেতে গ্রহণ করতে হবে।

ইমাম ত্বাবারী (রাহিমাহুল্লাহ্) উক্ত আয়াতের শেষাংশের ব্যাখ্যায় ইমাম যাহ্হাক (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: এমনকি তাদের অন্তরে তাঁর (রাসূল ﷺ এর) ফায়সালাকে অস্বীকার করার ন্যায় কোন ধরনের পাপ-পঙ্কিলতা থাকতে পারবে না।

উপরন্তু তাঁর বিচার-ফায়সালাকে নবী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে আনুগত্যের নিয়্যাতে শিরোধার্য করতে হবে।

নবী ﷺ কে মানা মানে, তাঁর ফায়সালায় সন্তুষ্ট হওয়া এবং তাঁর সুন্নাতকে গ্রহণ, শিরোধার্য, ভালোবাসা ও তার আলোকে সকল আমল সম্পাদন করা।

এ জন্যই শাইখুল-ইসলাম মোহাম্মাদ বিন্ আব্দুল-ওয়াহহাব (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: ইসলাম ভঙ্গকারী বস্তু দশটি। তার মধ্যকার পাঁচ নম্বর বিষয়টি হলো: কেউ রাসূল ﷺ আনীত কোন বিধানকে ঘৃণা করলে সে কাফির হয়ে যাবে। যদিও সে তার উপর বাস্তবে আমল করে থাকে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ كَرِهُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحۡبَطَ أَعۡمَٰلَهُمۡ ﴾ [محمد: ٩]

"আর তা এ জন্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা যা নাযিল করেছেন তারা

তা অপছন্দ করেছে। তাই তিনি তাদের সমূহ কর্ম ধ্বংস করে দিয়েছেন”। (মু‘হাম্মাদ: ৯)

তিনি আরো বলেন:

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُوا۟ مَآ أَسْخَطَ ٱللَّهَ وَكَرِهُوا۟ رِضْوَٰنَهُۥ فَأَحْبَطَ أَعْمَٰلَهُمْ ﴾ [محمد: ٢٨] .

“আর তা এ জন্য যে, তারা তারই অনুসরণ করে যা আল্লাহ্ তা‘আলাকে রাগান্বিত করে। তারা মূলতঃ তাঁর সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করে। তাই তিনি তাদের সকল আমল ধ্বংস করে দিয়েছেন”। (মু‘হাম্মাদ: ২৮)

তৃতীয় আয়াত: আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন:

﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴾ [النساء: ٨٠].

“যে রাসূলের আনুগত্য করলো সে মূলতঃ আল্লাহ্ তা‘আলার আনুগত্য করলো। আর কেউ তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে তুমি অবশ্যই মনে রাখবে যে, আমি তোমাকে তাদের উপর কখনো পাহারাদার করে পাঠাইনি”। (নিসা’: ৮০)

এটি মূলতঃ আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে তাঁর নবী ﷺ এর ব্যাপারে কারোর কোন ধরনের আপত্তি জানানোর সুযোগ না রাখারই শামিল। আল্লাহ্ তা‘আলা মানব জাতিকে উদ্দেশ্য করে বলেন: তোমাদের কেউ তার নবীর আনুগত্য করলে সে যেন আমারই আনুগত্য করলো। তাই তোমরা তার কথা শুনবে ও তার আদেশ মানবে। কারণ, সে যা কিছুই তোমাদেরকে আদেশ করে তা মূলতঃ আমার আদেশের দরুনই সে তোমাদেরকে তা করতে আদেশ করে। আর সে যা কিছুই নিষেধ করে তা মূলতঃ আমার নিষেধের দরুনই সে তোমাদেরকে তা করতে নিষেধ করে। তাই তোমাদের কেউ যেন এ কথা কখনো না বলে যে, মু‘হাম্মাদ তো আমাদের মতোই এক জন মানুষ। সে মূলতঃ আমাদেরকে আদেশ-নিষেধ করে আমাদের উপর তার শ্রেষ্ঠত্বই প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে বলেন: যে ব্যক্তি তোমার আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে তুমি তাকে নিয়ে কোনরূপ ব্যস্ত হয়ো না। কারণ, আমি তো তোমাকে তাদের কর্মকাণ্ডের খবরদারির জন্য পাঠাইনি। বরং আমি তোমাকে পাঠিয়েছি তাদের প্রতি নাযিলকৃত বিধানের ব্যাখ্যা দেয়ার জন্যই মাত্র। আমিই কেবল তাদের কর্মসমূহের হিসাব গ্রহণকারী।

'আল্লামাহ্ ইব্নু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাহ্ ও রাসূলকে এ ব্যাপারে সংবাদ দেন যে, যে ব্যক্তি তাঁর আনুগত্য করলো সে যেন আল্লাহ্ তা'আলারই আনুগত্য করলো। আর যে ব্যক্তি তাঁর অবাধ্য হলো সে যেন আল্লাহ্ তা'আলারই অবাধ্য হলো। আর তা এ জন্যই যে, নবী ﷺ কখনো নিজ ইচ্ছায় কোন কথা বলেন না। বরং তিনি যা বলেন তা ওহীর ভিত্তিতেই বলেন। তাই রাসূল ﷺ বলেন:

مَنْ أَطَاعَنِيْ فَقَدْ أَطَاعَ اللهُ، وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ عَصَى اللهَ

"যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো সে যেন আল্লাহ্ তা'আলারই আনুগত্য করলো। আর যে ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধাচরণ করলো সে যেন আল্লাহ্ তা'আলারই বিরুদ্ধাচরণ করলো"।

(বুখারী ২৯৫৭, ৭১৩৭ মুসলিম ১৮৩৫)

উক্ত আয়াতের শেষাংশের মানে, যে ব্যক্তি তোমার আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো তাতে তোমার কিছুই আসে যায় না। বরং তোমার একমাত্র কাজ হলো মানুষের নিকট আল্লাহ্ তা'আলার বাণী পৌঁছিয়ে দেয়া। অতঃপর যে ব্যক্তি তোমার অনুসরণ করবে সে তো সত্যিই ভাগ্যবান ও নাজাতপ্রাপ্ত। আর তোমাকে তার সমপরিমাণ সাওয়াব দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি তোমার আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো সে তো সত্যিই দুর্ভাগা ও ক্ষতিগ্রস্ত। আর তাতে তোমার কোন ক্ষতিই নেই।

চতুর্থ আয়াত: আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحۡذَرُواْۚ فَإِن تَوَلَّيۡتُمۡ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلۡبَلَٰغُ ٱلۡمُبِينُ ﴾ [المائدة: ٩٢] .

"তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো। উপরন্তু এ ব্যাপারে সদা সতর্ক থাকো। আর যদি তোমরা আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও তা হলে তোমরা জেনে রাখো, আমার রাসূলের একমাত্র দায়িত্ব হলো মানুষের নিকট আল্লাহ্ তা'আলার সুস্পষ্ট বাণী পৌঁছিয়ে দেয়া মাত্র"।

(মা-য়িদাহ্: ৯২)

ইমাম ত্বাবারী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: আল্লাহ্ তা'আলা ইতিপূর্বে বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ ٩١ ﴾ [المائدة: ٩٠ – ٩١].

"হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া আর মূর্তি ও ভাগ্য নির্ধারক তীর ঘৃণিত শয়তানী কাজ। অতএব, তোমরা তা বর্জন করো। যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো। শয়তান তো চায়ই মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে। উপরন্তু তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণ ও নামায থেকে দূরে সরিয়ে দিতে। তা হলে কি তোমরা এগুলো থেকে বিরত থাকবে?"

(মা-য়িদাহ্: ৯০-৯১)

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: তোমরা এগুলো থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের আদেশ-নিষেধ মানো। উপরন্তু এগুলোর ব্যাপারে শয়তানের আদেশ অমান্য করো। কারণ, সে তো চায় এগুলোর মাধ্যমে তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে। তোমরা এ ব্যাপারে সতর্ক থাকো এবং আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করো যে, তিনি যেন তোমাদেরকে উক্ত নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ডগুলোর কাছেধারেও না পায়। উপরন্তু তিনি যেন তোমাদেরকে তাঁর আদেশের

নিকটও অনুপস্থিত না পায়। তা হলে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে।

এরপরও তোমরা যদি তাঁর আদেশ-নিষেধ অমান্য করো এবং আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এবং তাঁদের অনুসরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও তা হলে তোমরা জেনে রাখো, যাঁকে তোমাদের জন্য ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে পাঠানো হয়েছে তাঁর একমাত্র দায়িত্ব হলো তোমাদের নিকট আল্লাহ্ তা'আলার বাণী পৌঁছিয়ে দেয়া এবং তোমাদেরকে সত্য ও সঠিক পথ সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেয়া। আর পৃষ্ঠ প্রদর্শনের শাস্তি ও অপরাধের প্রতিশোধ তাদের উপরই বর্তাবে যাদের নিকট তাঁকে পাঠানো হয়েছে তথা তোমাদের উপর। রাসূলের উপর নয়।

এটি মূলতঃ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর আদেশ-নিষেধ অমান্যকারীদের প্রতি হুমকি। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উদ্দেশ্যে বলেন: যদি তোমরা আমার আদেশ-নিষেধ থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও তা হলে তোমরা আমার শাস্তির অপেক্ষা করো। আমার অসন্তুষ্টির ভয় করো।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলের আনুগত্যকে তাঁর আনুগত্যের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। আর তা এ জন্য যে, বস্তুতঃ তাঁর রাসূলের আনুগত্য মানে তাঁরই আনুগত্য। কারণ, মু'হাম্মাদ ﷺ যে মত ও পথে চলেন তা তো একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই চয়িত ও নির্ধারিত মত ও পথ।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল সম্পর্কে বলেন:

﴿إِنۡ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَيَّ﴾ [الأنعام: ٥٠].

"আমার নিকট যা ওহী হিসেবে পাঠানো হয় তা ছাড়া আমি অন্য কিছুই মানি না"। (আন্'আম: ৫০)

বস্তুতঃ নবী ﷺ এর সকল কাজই আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি মাফিক। তাঁর কথা ও কাজ সবই শরীয়ত। তাই তাঁর কথা ও কাজের অনুসরণ করলে আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য পাওয়া যাবে।

'হাফিয ইব্নু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ্) উক্ত আয়াতের وَاحْذَرُوْا শব্দের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন: তোমরা এ ব্যাপারে সতর্ক থাকবে যে,

তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া শরীয়ত ও তাঁর রাসূল ﷺ কর্তৃক আনীত বিধানের উপর কোন কিছু বাড়িয়ে বিদ্'আতী হতে যেয়ো না কিংবা তা কমিয়ে শরীয়তের কোন ফরয বিধানকে অচল করতে যাবে না।

ইমাম ইব্নুল-ক্বাইয়িম (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ এর আদেশ-নিষেধের প্রকৃত সম্মান হলো তাতে কোন ধরনের ছাড়াছাড়ি ও বাড়াবাড়ি না করা। বরং সোজা পথে তথা সঠিকভাবে চলতে থাকা যা জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিবে।

আল্লাহ্ তা'আলা কোন কিছুর আদেশ করলে সেখানে শয়তানের দু' ধরনের অপতৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি। এ দু'টির যে কোনটি অর্জন করতে পারলেই সে খুশি। শয়তান যখন কোন মানুষের অন্তরের ঘ্রাণ নিয়ে বুঝতে পারে যে, তার মাঝে অলসতা ও ছাড়াছাড়ির ভাব রয়েছে তখন সে তার অলসতা আরো বাড়িয়ে দেয়। তাকে সে শরীয়তের হরেক ধরনের অপব্যাখ্যা ও আল্লাহ্'র রহ্মতের অমূলক আশার বাণী শুনিয়ে উক্ত কাজের প্রতি বরাবর নিরুৎসাহিত করে। পরিশেষে এমনও দেখা যায় যে, লোকটি শেষ পর্যন্ত পুরো কাজটিই ছেড়ে দেয়।

আর যদি শয়তান কারোর মাঝে সতর্কতা, দৃঢ়তা, অসাধ্য সাধনের প্রস্তুতি ও কল্যাণের প্রতি উত্থান দেখতে পায় তখন সে আর তার সাথে অলসতার পথে অগ্রসর হয় না। বরং শয়তান তখন তাকে সে কাজে আরো অধিক পরিশ্রমের আদেশ করে। সে তাকে এ কথা বুঝাতে চেষ্টা করে যে, এতটুকু তোমার জন্য যথেষ্ট নয়। তুমি তো এর চেয়ে আরো বেশি পারো। অন্যদের চেয়ে তোমাকে এ কাজ আরো বেশি করতে হবে। তারা ঘুমালে তুমি ঘুমাবে না। তারা রোযা না রাখলেও তুমি কিন্তু নফল রোযা ছাড়তে পারো না। তারা অলস হলেও তুমি কিন্তু অলস হতে পারো না। তারা ওযুর সময় নিজেদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তিন বার ধুলে তুমি কিন্তু সাত বার ধুবে। তারা নামাযের জন্য অযু করলে তুমি গোসল করবে। শয়তান তখন তাকে বাড়াবাড়ির পরামর্শ দেয়। শয়তান তখন

তাকে কট্টরতা ও সত্য পথ অতিক্রম করা শিক্ষা দেয়। যেমনিভাবে সে প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে অলসতা শিক্ষা দিয়েছে। উভয়ের ব্যাপারে তার উদ্দেশ্য হলো তাদেরকে সত্য পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া। প্রথম ব্যক্তিকে অলসতার মাধ্যমে সত্যের কাছাকাছি পৌঁছুতে না দেয়া। আর দ্বিতীয় ব্যক্তিকে অতি উৎসাহের মাধ্যমে তা অতিক্রম করতে সাহস সঞ্চার করা। এভাবে সে অনেক মানুষকেই পথভ্রষ্ট করে। তা থেকে একমাত্র রক্ষা পায় সে ব্যক্তি যার মাঝে শরীয়তের গভীর জ্ঞান রয়েছে। উপরন্তু যার মাঝে ইসলামের সঠিক পথ আঁকড়ে ধরা ও শয়তানের মুকাবিলা করার ঈমানী শক্তি রয়েছে। (আল-ওয়াবিলস-স্বায়্যিব: ২৪-২৫)

পঞ্চম আয়াত: আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

"আর এটিই আমার দেয়া একমাত্র সঠিক ও সরল পথ যা তোমরা অনুসরণ করো। তোমরা এ ছাড়া অন্য কোন পথের অনুসরণ করো না। তা হলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে দূরে সরিয়ে দিবে। তিনি তোমাদেরকে এ পথেই চলার নির্দেশ দিচ্ছেন যাতে তোমরা তাঁকে ভয় করতে পারো"। (আন্'আম: ১৫৩)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) উক্ত আয়াত এবং নিম্নোক্ত আয়াত যাতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِۦٓ إِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓ ۖ أَنْ أَقِيمُوا۟ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا۟ فِيهِ ﴾.[الشورى: ١٣].

"তিনি তোমাদের জন্য ধর্মের সে বিধি-বিধানই দিয়েছেন যার একদা নির্দেশ দিয়েছেন নূহ্কে। আর যা আমি তোমাকে ওহীর মাধ্যমে দিয়েছি। এমনকি যার আদেশ দিয়েছি ইব্রাহীম, মূসা ও 'ঈসাকে। আর তা এই যে, তোমরা ধর্মকে পূর্ণাঙ্গভাবে প্রতিষ্ঠিত করো। তা নিয়ে কখনো নিজেদের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি করো না"। (শূরা: ১৩)

আরো এ জাতীয় অন্যান্য আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেন: আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আয়াতগুলোতে মু'মিনদেরকে ঐক্যের আদেশ দিয়েছেন। উপরন্তু তিনি তাদেরকে নিজেদের মাঝে দ্বন্দ্ব ও বিভক্তি সৃষ্টি করতে নিষেধ করেছেন। তিনি তাদেরকে এও সংবাদ দিয়েছেন যে, পূর্ববর্তী উম্মতরা আল্লাহ্ তা'আলার দ্বীন নিয়ে ঝগড়া-ফাসাদের দরুনই ধ্বংস হয়ে গেছে।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস'ঊদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ একদা যমিনে একটি লম্বা দাগ দিয়ে বললেন: এটি আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া একান্ত সোজা পথ। এরপর তিনি উক্ত দাগের ডানে-বাঁয়ে আরো কয়েকটি দাগ টেনে বলেন: এ হলো আরো অনেকগুলো রাস্তা যে রাস্তাগুলোর প্রতিটি রাস্তায় এক জন করে শয়তান বসে আছে যে মানুষকে তার দিকেই ডাকে। তারপর তিনি সূরা আন্'আমের উক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।

(আহ্মাদ: ১/৪৩৫, ৪৬৫ ৩/৩৯৭ দারিমী ২০২ সুন্নাহ্/ইব্নু আবী 'আস্বিম ১৭ 'হাকিম: ২/২৩৯ সুন্নাহ্/ইব্নু নাস্র ১১)

আবান (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা জনৈক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'ঊদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে জিজ্ঞাসা করলো যে, সীরাতুল-মুস্তাক্বীম কী? তিনি বললেন: মু'হাম্মাদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আমাদেরকে এমন এক মহাসড়কের উপর রেখে গেছেন। যা একদা জান্নাতে গিয়ে পৌঁছুবে। যার ডানে অনেকগুলো রাস্তা আছে এবং বাঁয়েও। আর এগুলোর উপর রয়েছে অনেকগুলো মানুষ যারা মহাসড়কের উপর দিয়ে যাওয়া যে কোন ব্যক্তিকে তাদের দিকে ডাকবে। যারা এ শাখা রাস্তাগুলোতে যাবে তাদেরকে এ রাস্তাগুলো জাহান্নামে পৌঁছিয়ে দিবে। আর যে ব্যক্তি মহাসড়কের উপর চলবে তাকে এ মহাসড়ক জান্নাতে পৌঁছিয়ে দিবে। এরপর ইব্নু মাস'ঊদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) উক্ত সূরা আন্'আমের আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।

শাইখুল-ইসলাম ইব্নু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: যদি পরকালে আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষাতে বিশ্বাসী কোন বুদ্ধিমান উক্ত দৃষ্টান্ত নিয়ে একটুখানি চিন্তা করে। এরপর অন্যান্য ফিরকাহ্ তথা খাওয়ারিজ, মু'তাযিলাহ্, জাহ্মিয়াহ্, রা-ফিযাহ্ ইত্যাদি নিয়ে চিন্তা করে। এমনকি

তাদের চেয়েও সুন্নাহ্'র অতি নিকটবর্তী আহ্লে কালাম তথা কার্‌রামিয়্যাহ্, কুল্লাবিয়্যাহ্, আশ'আরিয়্যাহ্ ইত্যাদি নিয়ে একটু চিন্তা করে তখন সে দেখতে পাবে যে, এদের প্রত্যেকেই এমন এক মত ও পন্থা অবলম্বন করেছে যা সাহাবায়ে কিরাম ও হাদীস বিশারদদের মত নয়। তারপরও তারা দাবি করছে যে, তারাই সঠিক। অথচ তারাই হাদীসে বর্ণিত দৃষ্টান্তের বাস্তব নমুনা। যা মূলতঃ ওহীরই বাণী। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴾ [النجم: ٤] .

"তাতো মূলতঃ ওহী যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়"।

[(নাজ্‌ম: ৪) (ফাতাওয়া: ৪/৫৭)]

তিনি ইতিপূর্বে আরো বলেন: এ সকল ভ্রষ্টতা ওকেই পেয়ে বসবে যে বস্তুতঃ কুর'আন ও সুন্নাহ্'র আশ্রয় গ্রহণ করেনি। যা ইমাম যুহ্‌রী (রাহিমাহুল্লাহ্) সর্বদাই বলতেন। তিনি বলেন: আমাদের বিশিষ্ট আলিমগণ বলতেন:

الْاعْتِصَامُ بِالسُّنَّةِ هُوَ النَّجَاةُ .

"সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরাই সত্যিকারের মুক্তির পথ"।

ইমাম মালিক (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন:

السُّنَّةُ سَفِيْنَةُ نُوْحٍ، مَنْ رَكِبَهَا نَجَا، وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ .

"সুন্নাত মূলতঃ নূহ্ عليه السلام এর নৌকার ন্যায়। যে তাতে চড়বে সেই মুক্তি পাবে। আর যে তাতে চড়বে না সে পানিতে ডুবে যাবে"।

আর তা এ জন্য যে, বস্তুতঃ সুন্নাত ও শরীয়ত এমন একটি সোজা মহাসড়ক যা বান্দাহ্‌কে আল্লাহ্ তা'আলা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। আর রাসূল ﷺ হলেন এ মহাসড়কের প্রতি এক জন অভিজ্ঞ পথ প্রদর্শনকারী।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ شَٰهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٤٥﴾ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِۦ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿٤٦﴾ ﴾ [الأحزاب: ٤٥ – ٤٦] .

"হে নবী! আমি তোমাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি এবং আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছায় তাঁর প্রতি আহ্বানকারী ও আলোকপ্রদ প্রদীপরূপে"। (আহ্যাব: ৪৫-৪৬)

নাওয়াস্ বিন্ সাম'আন (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন: আল্লাহ্ তা'আলা সিরাতুল-মুস্তাক্বীম তথা সত্যের মহা সড়কের একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। যার দু' পাশে রয়েছে দু'টি দেয়াল। যাতে রয়েছে অনেকগুলো খোলা গেইট। যে গেইটগুলোতে টাঙ্গানো রয়েছে অনেকগুলো বড় বড় পর্দা। আর মহাসড়কের গেইটে রয়েছে এক জন আহ্বানকারী। যে বলছে: হে মানুষ! তোমরা সবাই দ্রুত মহাসড়কে উঠে যাও। এদিক ওদিক বিচ্ছিন্ন হয়ে যেও না। এদিকে আরেকজন আহ্বানকারী রয়েছে মহাসড়কের উপরেই। যখন কোন মানুষ পাশের গেইটগুলোর কোন একটি খুলতে চায় তখন সে বলে: হে দুর্ভাগা! গেইটটি খোলো না। গেইটটি খুললেই তুমি তাতে প্রবেশ করতে উৎসাহী হবে। যা থেকে বের হওয়া পরবর্তীতে তোমার জন্য খুবই কষ্টকর হবে।

অতএব, মহাসড়কটি হলো ইসলাম। পাশের দু'টি দেয়াল হলো আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া নির্দিষ্ট সীমারেখা। আর খোলা গেইটগুলো হলো আল্লাহ্ তা'আলার হারাম করা বস্তু-সামগ্রী। এদিকে মহাসড়কের গেইটের আহ্বানকারী হলো আল্লাহ্ তা'আলার কুর'আন। আর মহাসড়কের উপর থেকে আহ্বানকারী হলো প্রত্যেক মোসলমানের অন্তরে প্রোথিত আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এক উপদেশকারী।

(আহ্মাদ: ৪/১৮২ 'হাকিম: ১/৭৩ ত্বা'হাওয়ী: ৩/৩৫ স'হী'হুল-জামি' ৩৮৮৭)

ইমাম আবূ জা'ফার ত্বা'হাওয়ী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: আমি উক্ত হাদীস নিয়ে একটু চিন্তা করতেই দেখতে পাই যে, এর অর্থ একেবারেই সুস্পষ্ট। তবে এর শেষাংশ তথা প্রত্যেক মোসলমানের অন্তরে প্রোথিত আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এক উপদেশকারীর ব্যাপারটি সঠিকভাবে বুঝার প্রয়োজন রয়েছে। মানুষের মাঝে উপদেশকারী বলতে যে ব্যক্তি মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলার হারামকৃত বস্তু থেকে দূরে থাকার উপদেশ দেয় তাকেই বুঝানো হয়। তেমনিভাবে এক জন মোসলমানের অন্তরের

উপদেশকারী বলতে আল্লাহ্ তা'আলার সে প্রমাণগুলোকেই বুঝানো হয় যা এক জন মোসলামনকে আল্লাহ্ তা'আলার হারাম করা বস্তু থেকে দূরে থাকার উপদেশ দেয়। মূলতঃ তা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে মানুষের অন্তরে প্রোথিত ধর্মীয় জ্ঞান ও ঈমানের আলো। যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলার নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ড থেকে বারণ করে যেমনিভাবে তাকে বারণ করে থাকে এমন ব্যক্তিও যার অন্তরে এ জাতীয় ধর্মীয় জ্ঞান ও ঈমানের আলো রয়েছে। (মুশ্কিলুল-আ-সার: ৩/৩৬-৩৭)

আলোচ্য আয়াতে অনুসরণীয় পথ একটিই উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, যে কোন বিষয়ে সত্য মত ও পথ মূলতঃ একটিই হয়। তবে বাতিল পথ অনেক।

ইমাম মুজাহিদ (রাহিমাহুল্লাহ্) অন্যান্য পথ বলতে বিদ্'আত ও সন্দেহকে বুঝিয়েছেন। (দারিমী ২০৩ সুন্নাহ্/ইব্নু নাস্বর: ১৯-২০)

সাহ্ল আত-তুস্তরী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: যে ব্যক্তি দুনিয়াতে ইসলামের মহাসড়কে খুব সতর্কভাবে ও সূক্ষ্মতার সাথে চলেছে আখিরাতের পুলসিরাত তার জন্য প্রশস্ত হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে ইসলামের মহাসড়কে কোন ধরনের যাচাই-বাছাই ছাড়া একদম খোলামেলাভাবে চলেছে তার জন্য আখিরাতের পুলসিরাত সূক্ষ্ম ও সঙ্কীর্ণ হয়ে যাবে।

যার অর্থ এ দাঁড়ালো যে, যে ব্যক্তি ইসলামের উপর অটল থাকার ব্যাপারে নিজ মনকে ধৈর্যের সাথে নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে। সে কখনো ডানে-বাঁয়ে যায়নি। না দু' পাশের টানানো পর্দা সে কখনো খুলেছে তথা না সে মনের চাহিদা অনুযায়ী তার সন্দেহ ও ভোগের লালসা মিটিয়েছে। বরং সে মৃত্যু পর্যন্ত অতি সূক্ষ্মতার সাথে ধৈর্য সহ মহাসড়কের মাঝ ভাগেই অবস্থান করেছে। তখন আখিরাতে তার জন্য পুলসিরাত প্রশস্ত হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে তার মন মাফিক উন্মুক্তভাবে চলা-ফেরা করেছে। ইসলামের মহাসড়কের উপর সঠিকভাবে চলেনি। বরং সে ডানে-বাঁয়ের পর্দাগুলো খুলে তার সন্দেহ ও ভোগের লালসা মিটিয়েছে। তখন আখিরাতে তার জন্য পুলসিরাত সূক্ষ্ম ও সঙ্কীর্ণ হয়ে যাবে। এমনকি তা চুলের চেয়েও সূক্ষ্ম হয়ে যাবে।

(ইব্নু রাজাব/শার্হু হাদীসি মাসালুল-ইসলাম: ৪৬)

ষষ্ঠ আয়াত: আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمۡ لِمَا يُحۡيِيكُمۡۖ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيۡنَ ٱلۡمَرۡءِ وَقَلۡبِهِۦ وَأَنَّهُۥٓ إِلَيۡهِ تُحۡشَرُونَ ﴾ [الأنفال: ٢٤] .

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূলের ডাকে সাড়া দাও যখন সে তোমাদেরকে এমন বিষয়ের প্রতি ডাকে যা তোমাদের মাঝে জীবন সঞ্চার করে। আর জেনে রাখো যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা কখনো কখনো মানুষ ও তার মনের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে যান। নিশ্চয়ই তোমাদেরকে তাঁর কাছেই একত্রিত করা হবে"।

(আন্‌ফাল: ২৪)

মানে, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ এর আনুগত্য করো যখন রাসূল ﷺ তোমাদেরকে জীবন তুল্য কোন সত্যের দিকে ডাকে। তোমরা দ্রুত তাঁর ডাকে সাড়া দাও তা একদা অসম্ভব হয়ে যাওয়ার আগেই। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ও তোমাদের মনের মাঝে একদা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবেন। হয়তো বা নির্ধারিত সময়ে তোমাদের মৃত্যু হবে কিংবা ফিতনা, পাপ ও আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর রাসূলের প্রতি বিমুখতার দরুন তোমাদের অন্তর বক্র ও বিনষ্ট হয়ে যাবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ كَلَّاۖ بَلۡۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ ﴾ [المطففين: ١٤] .

"না, তা কখনোই হতে পারে না। বরং তাদের কৃতকর্মই একদা তাদের অন্তরে জং ধরিয়ে দিয়েছে"। (মুত্বাফ্‌ফিফীন: ১৪)

'হুযাইফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন: ফিতনা মূলতঃ মানুষের অন্তরের উপর উপস্থাপিত হবে চাটাইয়ের পাতার ন্যায় একটি একটি করে। যে অন্তর তা মোটেই গ্রহণ করবে না তাতে একটি সাদা দাগ পড়বে। আর যে অন্তর তা সহজেই গ্রহণ করবে তাতে একটি কালো দাগ পড়বে। ফলে মানুষের অন্তর

তখন দু' ভাগে বিভক্ত হবে। একটি হবে সাদা পাথরের ন্যায় একেবারেই পরিষ্কার। আকাশ ও যমিন যতদিন টিকে থাকবে কোন ফিতনাই তার এতটুকুও ক্ষতি করতে পারবে না। আর অন্যটি হবে একেবারেই কালো উবু করা পেয়ালার মতো। তখন 'হুযাইফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁর হাতখানা উবু করে দেখালেন। এমন অন্তর ভালোকে ভালো এবং খারাপকে খারাপ বলে জ্ঞান করবে না। বরং সে তার চাহিদাকেই সর্বদা প্রাধান্য দিবে"। (আহ্মাদ: ৫/৩৮৬ মুসলিম/নাওয়াওয়ী: ১২/১৭০-১৭২)

উক্ত হাদীসে নবী ﷺ যে অন্তরটিকে উবু করা পেয়ালার সাথে তুলনা করলেন তা-ই সেই অন্তর যার মাঝে ও আল্লাহ্ তা'আলার ডাকে সাড়া দেয়া এমনকি তাঁর আনুগত্যের তাওফীকের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে।

এটি মূলতঃ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে সকল মানুষের প্রতি নিজকে নির্দোষ ঘোষণা করা মাত্র। অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দেয়নি তথা তাঁর আনুগত্য করেনি এবং গুনাহ্ থেকে দূরে থাকেনি মূলতঃ তার ও তার অন্তরের মাঝেই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং সে যেন নিজকেই দোষী মনে করে। আল্লাহ্ তা'আলাকে নয়।

বুঝা গেলো যে, এক জন মানুষ তার শুরু অবস্থায় যদি আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ এর আনুগত্য করার সার্বিক সুযোগ-সুবিধা পাওয়া ও তা করা তার পক্ষে সম্ভবপর হওয়ার পরও সে তা না করে তা হলে ধীরে ধীরে তার ও তার অন্তরের মাঝে এক ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়। যার দরুন সে একদা আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ এর আনুগত্য করতে চাইলেও সে আর তা করতে পারবে না। কারণ, সে ইতিপূর্বে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তা করতে অবহেলা করেছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ فَلَمَّا زَاغُوٓاْ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمۡ ﴾ [الصف: ٥] .

"অতঃপর তারা যখন বাঁকা পথ ধরলো তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের হৃদয়কেও বাঁকা করে দিলেন"। (সাফ্: ৫)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ﴾ [البقرة: ١٠] .

"তাদের অন্তরে তো ব্যাধি আছেই। উপরন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ব্যাধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন"। (বাক্বারাহ্: ১০)

'আল্লামাহ্ ইব্নুল-ক্বায়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: উক্ত আয়াতে কয়েকটি বিষয় রয়েছে যা নিম্নরূপ:

তার একটি হলো: আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ এর আনুগত্যেই রয়েছে যে কোন মানুষের সফল জীবন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ এর আনুগত্য করে না মূলতঃ তার জীবনের কোন মূল্য কিংবা সফলতাই নেই। তার জীবন তখন সত্যিই নিকৃষ্ট একটি পশুর জীবন।

বস্তুতঃ আসল ও পবিত্র জীবন হলো তার জীবন যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে আল্লাহ্ তা'আলা এবং তদীয় রাসূল ﷺ এর আনুগত্য করে। তারা সত্যিই জীবিত যদিও তারা মৃত্যু বরণ করে। আর বাকীরা মৃত যদিও তারা শারীরিকভাবে জীবিত।

এ জন্যই পরিপূর্ণ জীবনের অধিকারী সে ব্যক্তি যে নবী ﷺ এর দা'ওয়াতের পরিপূর্ণ অনুসারী। কারণ, তিনি যা কিছুর প্রতি দা'ওয়াত দেন তা জীবনের মৌলিক উপাদানই বটে। যার কোনটি হাতছাড়া হলে জীবনের একটি মৌলিক উপাদানই হাতছাড়া হলো। তা হলে নবী ﷺ এর অনুসরণের মাত্রা অনুযায়ীই মানুষের সঠিক জীবন নির্ণীত হয়।

﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ﴾ এর প্রসিদ্ধ অর্থ হলো: নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা এক জন মু'মিন ও তার কুফরির মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে থাকেন। এক জন কাফির ও তার ঈমানের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে থাকেন। এক জন আল্লাহ্ তা'আলার অনুগত ও তার বিরুদ্ধাচরণের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে থাকেন। এক জন গুনাহ্গার ও তার আনুগত্যের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে থাকেন। এটি আব্দুল্লাহ বিন 'আব্বাস ও অধিকাংশ মুফাসসিরীনের কথা।

এ মর্মানুযায়ী উক্ত আয়াতের অর্থ এ দাঁড়ায় যে, তোমরা যদি তাঁর আনুগত্য করতে অলসতা ও দেরী করো তা হলে তোমরা এ ব্যাপারে আশঙ্কামুক্ত নও যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ও তোমাদের অন্তরের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবেন। এরপর তাঁর আনুগত্য করতে চাইলেও তা করা আর তোমাদের পক্ষে সম্ভবপর হবে না। আর তা মূলতঃ কারোর জন্য সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও তা গ্রহণ না করার শাস্তি।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْـِٔدَتَهُمْ وَأَبْصَـٰرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا۟ بِهِۦٓ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِى طُغْيَـٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [الأنعام: ١١٠].

"আমি তাদের অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ অন্য দিকে ফিরিয়ে দেবো যখন তারা এর উপর শুরুতেই ঈমান আনেনি। উপরন্তু আমি তাদেরকে অবাধ্যতার ঘূর্ণিপাকে অন্ধের মতো ঘুরাবো"। (আন্'আম: ১১০)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ فَلَمَّا زَاغُوٓا۟ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾ [الصف: ٥].

"অতঃপর তারা যখন বাঁকা পথ ধরলো তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের হৃদয়কেও বাঁকা করে দিলেন"। (সাফ্: ৫)

তিনি আরো বলেন:

﴿ فَمَا كَانُوا۟ لِيُؤْمِنُوا۟ بِمَا كَذَّبُوا۟ مِن قَبْلُ ﴾ [الأعراف: ١٠١].

"যেহেতু তারা ইতিপূর্বে ঈমান আনেনি তাই তারা এখনো ঈমান আনতে পারেনি"। (আ'রাফ: ১০১)

আলোচ্য আয়াতে আন্তরিকভাবে নবী ﷺ এর ডাকে সাড়া না দেয়ার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। যদিও শারীরিকভাবে তার ডাকে সাড়া দেয়া হয়। তবে তা যথেষ্ট নয়। (আল-ফাওয়ায়িদ: ১০০)

﴿ وَأَنَّهُۥٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ মানে, হে মু'মিনগণ! তোমরা জেনে রাখো, আল্লাহ্ তা'আলা যে কারোর অন্তর ও তার মাঝে প্রতিবন্ধকতা

সৃষ্টি করতে পারেন। এমনকি তিনি তোমাদের চেয়েও তোমাদের অন্তরের উপর বেশি ক্ষমতাশীল। উপরন্তু তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কর্মকাণ্ডের প্রতিদান দিবেন। সৎকর্মশীলের ফল ভালো এবং অসৎকর্মশীলের ফল খারাপ দিয়েই দেয়া হবে। তাই তোমরা তাঁর ও তাঁর রাসূলের আদেশ-নিষেধ অমান্য করার ব্যাপারে ভয় করো। তেমনিভাবে তাঁর রাসূল ﷺ যখন তোমাদেরকে শরীয়তের কোন বিধি-বিধানের দিকে ডাকেন তখন তোমরা তাঁর ডাকে সাড়া না দেয়ার ব্যাপারেও আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করো। কারণ, তাতে তিনি অসন্তুষ্ট হবেন এবং তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি দিবেন। (ত্বাবারী: ৬/১/২১৭)

আবূ সা'ঈদ্ বিন্ মু'আল্লা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি একদা নফল নামায পড়ছিলাম। এমতাবস্থায় নবী ﷺ আমার পাশ দিয়ে যেতেই তিনি আমাকে ডাক দিলেন। আমি তাঁর ডাকে তৎক্ষণাৎ সাড়া না দিয়ে নামায শেষ করে তাঁর নিকট আসলে তিনি বললেন: কী হলো, তুমি আমার ডাকে তৎক্ষণাৎ সাড়া দিলে না কেন? আমি বললাম: আমি তখন নামায পড়ছিলাম। তিনি বললেন: আল্লাহ্ তা'আলা কি বলেন নি যে,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمۡ لِمَا يُحۡيِيكُمۡ ﴾

[الأنفال: ٢٤] .

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূলের ডাকে সাড়া দাও যখন সে তোমাদেরকে এমন বিষয়ের প্রতি ডাকে যা তোমাদের মাঝে জীবন সঞ্চার করে"।

[(আন্ফাল: ২৪) (আহমাদ: ৩/৪৫০ বুখারী ৪৪৭৪)]

ইমাম আবূ জা'ফর ত্বা'হাওয়ী (রাহিমাহুল্লাহ্) উক্ত হাদীস বর্ণনার পর বলেন: উক্ত হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, নফল নামায ছেড়ে দিয়ে নবী ﷺ এর ডাকে সাড়া দেয়া ওয়াজিব। আর তা না করে নামাযে রত থাকা নিন্দনীয় যা আয়াত থেকে বুঝা যায়। কারণ, এক জন নামাযী

তার নামায ছেড়ে দিয়ে নবী ﷺ এর ডাকে সাড়া দেয়ার বিশেষ ফযীলত পেতে পারে। (মুশ্‌কিলুল-আ-সার: ১/৪৬৮)

'আল্লামাহ্ দাউদী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: আব্দুল-ওয়াহ্হাব ও আবুল-ওয়ালীদ কাযীদ্বয়ের ব্যাখ্যা হলো: নফল নামায ছেড়ে নবী ﷺ এর ডাকে সাড়া দেয়া ফরয। যার বিরোধিতা করা সত্যিই পাপের কাজ। আর তা একমাত্র নবী ﷺ এর সাথেই বিশেষিত। (ফাত্'হুল-বারী: ৮/৮)

ইমাম সুয়ূত্বী (রাহিমাহুল্লাহ্) তাঁর "খাস্বায়িস্বুল-কুবরা" নামক কিতাবে বলেন: নবী ﷺ এর এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো: এক জন নামাযীকেও নামাযরত অবস্থায় নবী ﷺ এর ডাকে সাড়া দিতে হবে। তবে এতে করে তার নামায বাতিল হবে না"। (খাস্বায়িস্বুল-কুবরা: ২/২৫৩)

কেউ বলতে পারেন, রাসূল ﷺ তো এখন মৃত। তিনি তো এখন আর বেঁচে নেই। তাই তিনি এখন আর কাউকে তার নামাযরত অবস্থায় ডাকবেন না। তা হলে এ সংক্রান্ত আলিমদের মতামত এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন কী?

তার উত্তরে বলা যেতে পারে, রাসূল ﷺ যখন এক জন নামাযীকে নামাযরত অবস্থায় তাঁর ডাকে সাড়া না দেয়ার দরুন তিরস্কার করতে পারেন তা হলে অন্য কারোর জন্য কি যে কোন সময় তাঁর আদেশ-নিষেধ অমান্য করার কোন অধিকার কিংবা ওযর থাকতে পারে?

সপ্তম আয়াত: আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ قُلْ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ ۖ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا۟ ۚ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَٰغُ ٱلْمُبِينُ ﴾ [النور: ٥٤].

"বলো: তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য করো এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো। আর যদি তোমরা তার আনুগত্য না করো তা হলে জেনে রাখো, তার উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য সে দায়ী। আর তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরাই দায়ী। তোমরা যদি তার আনুগত্য করো তা হলে সঠিক পথ পাবে। আর রাসূলের দায়িত্বই হলো সুস্পষ্টভাবে মানুষের নিকট আল্লাহ্ তা'আলার বাণী পৌঁছিয়ে

দেয়া”। (নূর: ৫৪)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন: হে মু‘হাম্মাদ! যারা ইতিপূর্বে আল্লাহ্ তা‘আলার কসম খেয়ে বলেছিলো: তুমি আদেশ করলে তারা অবশ্যই বের হবে। তুমি তাদেরকে ও তোমার উম্মতের অন্যান্যদেরকে বলো: তোমরা আল্লাহ্ তা‘আলার আদেশ-নিষেধ মানো। তেমনিভাবে রাসূল ﷺ এর আদেশ-নিষেধও মানো। কারণ, তাঁর আনুগত্য আল্লাহ্ তা‘আলারই আনুগত্য। তোমরা যদি রাসূল ﷺ এর আদেশ-নিষেধের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করো অথবা তাঁর ফায়সালা মানতে অস্বীকার করো চাই তা তোমাদের পক্ষে হোক কিংবা বিপক্ষে তা হলে তোমরা জেনে রাখো, তাঁর প্রচারের দায়িত্ব পালন করতে তিনি বাধ্য। আর তোমরা তাঁর অনুসরণ তথা তাঁর আদেশ-নিষেধ মানতে বাধ্য।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা আরো বলেন: তোমরা যদি রাসূল ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানো তা হলে তোমরা সকল ব্যাপারে অবশ্যই সঠিক ও সত্য পথ খুঁজে পাবে। তোমরা আরো জেনে রাখো যে, রাসূল ﷺ এর মূল দায়িত্ব হলো আল্লাহ্ তা‘আলার বাণী মানুষের নিকট সুস্পষ্টভাবে পৌঁছিয়ে দেয়া। এ ছাড়া আর কিছুই নয়। আর তোমাদের একমাত্র দায়িত্ব হলো তাঁর আনুগত্য করা। তোমরা তাঁর আনগত্য করলে লাভবান হবে। আর তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করলে ধ্বংস হয়ে যাবে।

আবূ ‘উসমান নীসাপুরী বলেন: যে ব্যক্তি কথায় ও কাজে সুন্নাতকেই নিজের পথপ্রদর্শক বানিয়েছে তার কথা সর্বদা প্রজ্ঞাময়ই হবে। আর যে ব্যক্তি কথায় ও কাজে নিজ প্রবৃত্তিকে পথপ্রদর্শক বানিয়েছে তার কথা সর্বদা বিদ্‘আতেই পরিপূর্ণ হবে। কারণ, আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন: “তার আনুগত্য করলে অবশ্যই সঠিক পথ পাবে”।

(ফাতাওয়া/ইব্নু তাইমিয়্যাহ্: ১৪/২৪১)

ইমাম যুহ্রী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন:

مِنَ اللهِ الرِّسَالَةُ، وَعَلَى الرَّسُوْلِ الْبَلاَغُ، وَعَلَيْنَا التَّسْلِيْمُ .

“আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকেই রিসালাতের বাণী। আর রাসূল

ﷺ এর দায়িত্ব হলো তা মানুষ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়া। উপরন্তু আমাদের দায়িত্ব হলো তা নির্দ্বিধায় মেনে নেয়া"।

(বুখারী/ফাত্হ: ১৩/৫১২ সুন্নাহ্/খাল্লাল ১০০১)

পূর্ব মনীষীদের কেউ কেউ বলেছেন:

قَدَمُ الْإِسْلاَمِ لاَ تَثْبُتُ إِلاَّ عَلَى قَنْطَرَةِ التَّسْلِيْمِ .

"ওহীর বাণী নির্দ্বিধায় মেনে নেয়া ছাড়া ইসলামের উপর অবিচল থাকা সম্ভবপর নয়"।

বস্তুতঃ রাসূল ﷺ কে ওহীর বাণী প্রচারের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আর তিনি তাঁর এ দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে পালন করেছেন। তিনি সর্বদা তাঁর উম্মতের সার্বিক কল্যাণ কামনা করেছেন। এমনকি তাঁর এ দায়িত্ব পালনে আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই সাক্ষী।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣] .

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। এমনকি আমার নিয়ামতও। উপরন্তু ইসলামকে তোমাদের ধর্ম হিসেবে কবূল করে নিলাম"। (মায়িদাহ্: ৩)

নবী ﷺ এর সাহাবায়ে কিরামও এ ব্যাপারে তাঁর একান্ত সাক্ষী। নবী ﷺ একদা তাঁদের সাক্ষ্য গ্রহণ করতে গিয়ে বলেন: তোমরা বলো তো: আমি কি তোমাদের কাছে আল্লাহ্ তা'আলার বাণীসমূহ পরিপূর্ণরূপে পৌঁছিয়ে দিয়েছি? তাঁরা বললেন: হ্যাঁ। তখন রাসূল ﷺ বলেন: হে আল্লাহ্! আপনিও এ ব্যাপারে সাক্ষী থাকুন। (মুসলিম: ৮/১৮৪)

আমরাও উক্ত সাক্ষ্য'র উপর সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূল ﷺ তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব অবশ্যই পালন করেছেন।

এখন প্রশ্ন হলো যে, আমরা কি আমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে পেরেছি? আমরা কি নবী ﷺ এর আনুগত্য করছি? তাঁর

দেয়া মত ও পথের উপর চলছি। তাঁর আদর্শ ও পদাঙ্ক অনুসরণ করছি?

অষ্টম আয়াত: আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٢١] .

"তোমাদের জন্য রয়েছে আল্লাহ্ তা'আলার রাসূলের মধ্যেই উত্তম আদর্শ। যারা আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালের আশা করে এবং আল্লাহ্ তা'আলাকে অধিক স্মরণ করে"। (আহ্যাব: ২১)

উক্ত আয়াতটি কথায় ও কাজে তথা সর্বাবস্থায় নবী ﷺ এর অনুসরণ ও অনুকরণের ব্যাপারে মৌলিক একটি আয়াত।

উসূলিগণ তথা ফিক্হ শাস্ত্রের সূত্রবিদগণ রাসূল ﷺ এর কাজকর্মও যে তাঁর উম্মতের জন্য প্রমাণ সরূপ তা সাব্যস্ত করার জন্য উক্ত আয়াতকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন। তাঁরা বলেন: সূত্রগত কথা হলো: রাসূল ﷺ এর উম্মতরাও শরীয়তের বিধানের দিক দিয়ে তাঁরই ন্যায়। তবে যে ব্যাপারটি একমাত্র রাসূল ﷺ এর সাথে বিশেষিত তার কোন শরয়ী প্রমাণ থাকলে তা ভিন্ন কথা।

তা হলে বুঝা গেলো, আদর্শ দু' প্রকার: ভালো আদর্শ এবং খারাপ আদর্শ।

ভালো আদর্শ একমাত্র রাসূল ﷺ এর মাঝেই। তাঁর অনুসারী এমন এক পথের পথিক যা তাকে আল্লাহ্ তা'আলার সম্মানের দিকে পৌঁছিয়ে দেয়। যা মূলতঃ সঠিক পথ।

আর তাঁর আদর্শ বিরোধী অন্য যে কোন আদর্শ সত্যিই খারাপ আদর্শ। যেমন: রাসূলগণ ('আলাইহিমুস-সালাম) যখন কাফিরদেরকে তাঁদের অনুসরণের দিকে ডাকলেন তখন তারা বললো:

﴿ إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ ﴾ [الزخرف: ٢٢] .

"নিশ্চয়ই আমরা আমাদের বাপদাদাদেরকে একটি সুনির্দিষ্ট ধর্মের উপর পেয়েছি। আর আমরা নিশ্চয়ই তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই

সঠিক পথপ্রাপ্ত হবো”। (যুখরুফ: ২২)

উক্ত উত্তম আদর্শের উপর চলবে একমাত্র ওরা যারা আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালের আশা করে। কারণ, তার ঈমান ও আল্লাহ্ভীতি এবং আল্লাহ্ তা'আলার পুরস্কারের আশা ও তাঁর শাস্তির ভয় সত্যিই তাকে রাসূল ﷺ এর অনুসরণে উৎসাহিত করে।

নবম আয়াত: আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًا مُّبِينًا ﴾ [الأحزاب: ٣٦].

“আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল কোন কাজের আদেশ করলে যে কোন মু'মিন পুরুষ ও নারীর সে ব্যাপারে স্বেচ্ছাচারিতার কোন সুযোগ থাকে না। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করলো সে স্পষ্টতই সত্য পথ থেকে দূরে সরে পড়লো”। (আহ্যাব: ৩৬)

ইব্নু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: উক্ত আয়াত সকল ব্যাপারেই ব্যাপক। আর তা এভাবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ কোন কিছুর আদেশ করলে তার বিরুদ্ধাচরণের অধিকার কারোরই নেই। না তার বিপরীতে কারোর কোন কথা ও মত গ্রহণযোগ্য হবে।

ইব্নু জারীর ত্বাবারী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাসী কোন মু'মিন পুরুষ ও মহিলার অধিকার নেই যে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল তাদের নিজেদের ব্যাপারে কোন ফায়সালা করেন তখন তারা সে ব্যাপারে অন্য কোন ফায়সালা মেনে নিবে এবং আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের আদেশ ও ফায়সালা অমান্য করবে। যারা আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের আদেশ-নিষেধ অমান্য করলো তারা মূলতঃ মধ্যম পন্থা অতিক্রম করে গেলো। সত্য ও হিদায়াতের পথ ছেড়ে অন্য পথ অবলম্বন করলো।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) উক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: রাসূল ﷺ একদা তাঁর

পালক ছেলে যায়েদ বিন্ 'হারিসা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর জন্য বউ দেখতে বের হলেন। তখন তিনি আসাদ গোত্রের যায়নাব বিন্তে জা'হাশ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) এর ঘরে গিয়ে তাঁকেই বিয়ের প্রস্তাব দিলে তিনি তার উত্তরে বলেন: আমি তাকে বিয়ে করতে পারবো না। রাসূল ﷺ বললেন: তুমি তাকে অবশ্যই বিয়ে করবে। যায়নাব (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বলেন: হে আল্লাহ্'র রাসূল! আমার নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারেও কি আদেশ করা হচ্ছে? তাঁরা পরস্পর উক্ত ব্যাপারটি নিয়ে আলাপ করছিলেন আর তখনই আয়াতটি নাযিল হলো। তখন যায়নাব (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বললেন: আপনি কি তাকে আমার স্বামী হিসেবে পছন্দ করছেন? হে আল্লাহ্'র রাসূল! তিনি বললেন: হ্যাঁ। ফলে যায়নাব (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বললেন: তা হলে আমি আর রাসূল ﷺ এর আদেশ অমান্য করছি না। অতএব, আমি নিজকে তার সাথে বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ করলাম।

(ইব্নু জারীর/জামি'উল-বায়ান: ২২/১১ ত্বাবারানী/কাবীর: ২৪/৪৫ হাদীস ১২৩, ১২৪)

দশম আয়াত: আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ [الحشر: ٧]

"রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তাই গ্রহণ করো। আর যা থেকে তোমাদেরকে বারণ করে তা বর্জন করো। উপরন্তু আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা কঠিন শাস্তিদাতা"। ('হাশ্র: ৭)

ইব্নু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: যা তিনি তোমাদেরকে আদেশ করেন তা তোমরা করো। আর যা তিনি নিষেধ করেন তা বর্জন করো। কারণ, তিনি কল্যাণেরই আদেশ করেন। আর অকল্যাণ থেকেই নিষেধ করেন।

আয়াতটি যদিও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বন্টনের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে তবুও কুর'আনের শব্দের ব্যাপকতাই গ্রহণযোগ্য। শুধু বিশেষ কারণই নয়। তাই বলতে হয়, উক্ত আয়াতে প্রত্যেক মোসলমানকে নবী ﷺ এর আনুগত্য ও তাঁর আদেশ মানার হুকুম করা হয়েছে। যদিও

আদেশটি আপাতদৃষ্টে অপছন্দনীয়ও হয় এবং তার পরিণামও অজানা থাকে। তেমনিভাবে তাতে তাঁর সকল নিষিদ্ধ কাজ থেকেও দূরে থাকতে আদেশ করা হয়েছে। যদিও তা আপাতদৃষ্টে পছন্দনীয়ও হয় এবং তার পরিণামও ভালো বলে মনে হয়। কারণ, রাসূল ﷺ আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞানের আলোকেই তাঁর উম্মতের সার্বিক অবস্থা ও তাদের লাভ-ক্ষতির বিষয়টি জানতেন। তাই রাসূল ﷺ বলেন: "আমার পূর্বে যতো নবীই এসেছিলেন তাঁদের উপর এ দায়িত্ব ছিলো যে, তাঁরা তাঁদের উম্মতকে তাঁদের জানা মতো সকল কল্যাণ-অকল্যাণ অবশ্যই জানিয়ে দিবেন"।

'আল্লামাহ্ আবুল-ফিদা (রাহিমাহুল্লাহ্) উক্ত আয়াতের শেষাংশের ব্যাখ্যায় বলেন: তোমরা তাঁর আদেশ-নিষেধ পালনে আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করো। কারণ, তিনি তাঁর আদেশ-নিষেধ অমান্যকারীকে কঠিন শাস্তি দিতে সক্ষম।

অনুগতদের উত্তম পরিণতি:

কিছু কিছু আয়াত এমন রয়েছে যাতে আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ এর অনুগতদের প্রশংসা করা হয়েছে। এমনকি তাদের সাথে এর উত্তম পরিণতি তথা আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি এবং জান্নাতের ওয়াদাও করা হয়েছে। যা নিম্নরূপ:

প্রথম আয়াত: আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُۥٓ أَجْرُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة: ١١٢].

"বরং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আত্মসমর্পণ করে সৎকর্মশীল হয়েছে তার জন্য রয়েছে তার প্রভুর নিকট এর উত্তম প্রতিদান। এমনকি তাদের কোন ভয় কিংবা দুঃখও থাকবে না"।

(বাক্বারাহ্: ১১২)

শাইখুল ইসলাম ইব্নু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: আয়াতে বর্ণিত দু'টি গুণাবলী তথা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আত্মসমর্পণ ও সৎকর্ম এবং পূর্বে আলোচিত সূত্র দু'টি একই। যা হলো: বান্দাহ্'র যে

কোন আমল একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য এবং তা হুবহু সুন্নাত ও শরীয়ত মাফিক নির্ভুল হওয়া। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আত্মসমর্পণ বান্দাহ্'র নিয়্যাত ও ইচ্ছাকে শামিল করে। যখন বান্দাহ্'র ইচ্ছা, অভিলাস ও চেতনা আল্লাহ্ অভিমুখী হয় তখনই তার ইচ্ছা ও অভিলাসের বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হয়। এর পাশাপাশি যখন তার আমলটি সৎ ও সুন্নাত মাফিক হয় তখন তার আমলটি একযোগে নেক ও শির্কমুক্ত হয়।

ইহ্সান মানে নেক আমল করা। যা আল্লাহ্ তা'আলা আদেশ করেছেন। আর তিনি যা আদেশ করেন তাই শরীয়ত। যা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর নবীর বাতানো নিয়ম মাফিকই হতে হবে। আর যে ব্যক্তির আমল একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি ও তাঁর দেয়া শরীয়ত মাফিক হয় সে অবশ্যই সাওয়াবের উপযুক্ত ও শাস্তিমুক্ত। (ফাতাওয়া: ২৮/১৭৫-১৭৭)

শাইখ আব্দুল লাতীফ (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আত্মসমর্পণই তাঁর ইবাদাত এবং তিনি ভিন্ন অন্যের ইবাদাতকে অস্বীকার করা। আর এটিই হলো কালিমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" এর অর্থ। এ কালিমা কথার পাশাপাশি জ্ঞান এবং 'আমলকেও শামিল করে। যার কোন একটি এককভাবে যথেষ্ট নয়। বরং একই সাথে তার জ্ঞান, আমল ও সাক্ষ্য প্রয়োজন। আর ইহ্সান হলো শরীয়ত মাফিক আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদাত করা। না নিজের ইচ্ছা কিংবা নতুন কোন পদ্ধতিতে। আর এটিই হলো "মু'হাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্" এর অর্থ। কারণ, এর চাহিদাই হলো বাধ্যতামূলকভাবে তাঁর আনুগত্য করা ও তাঁর বিরুদ্ধাচরণ থেকে অবশ্যই দূরে থাকা। এমনকি তাঁর দেয়া নিয়মানুযায়ী আল্লাহ্'র নৈকট্য অর্জন করা। আর এটিই হলো রাসূল ﷺ এর আনুগত্য ও তাঁর রিসালাতের সাক্ষ্য'র মূল কথা। আর পুরো ধর্মই এ বাক্যটুকুর মধ্যেই নিহিত।

(মাজ্মূ'আতুর্-রাসা-য়িলি ওয়াল-মাসা-য়িলিন-নাজ্দিয়্যাহ্: ৩/৪৩৪)

দ্বিতীয় আয়াত: আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [آل عمران: ٣١] .

"তুমি তাদেরকে বলে দাও, তোমরা যদি সত্যিই আল্লাহ্ তা'আলাকে ভালোবেসে থাকো তা হলে তোমরা অবশ্যই আমার অনুসরণ করো। তা হলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ্গুলো মাফ করে দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলা অতি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু"। (আলি 'ইমরান: ৩১)

'হাফিয ইব্নু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার ভালোবাসার দাবিদার। অথচ সে নবী ﷺ এর শরীয়ত, আদর্শ এবং তাঁর মত ও পন্থার অনুসরণ করে না। মূলতঃ সে তার দাবিতে মিথ্যুকই বটে। আর এটিই উক্ত আয়াত প্রমাণ করে।

উক্ত ব্যক্তি তার দাবিকে সত্য প্রমাণিত করতে চাইলে সকল কথা ও কাজে তাকে অবশ্যই নবী ﷺ এর আদর্শ ও তাঁর শরীয়ত অনুসরণ করতে হবে।

'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ .

"যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করলো যা আমার আদর্শ বিরোধী তা অবশ্যই প্রত্যাখ্যাত"। (মুসলিম ১৭১৮)

এ জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আয়াতে নবী ﷺ কে এ কথা বলার আদেশ করেন যে, তোমরা যদি আল্লাহ্ তা'আলাকে ভালোবাসার দাবি করো তা হলে তোমরা আমারই অনুসরণ করো তখন আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে ভালোবাসবেন।

আর তখনই তোমাদের দাবি সত্য প্রমাণিত হবে। উপরন্তু তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত ভালোবাসা পাবে। যা তোমাদের জন্য আরো উত্তম।

এ জন্যই জনৈক আলিম বলেন: এটি অতি গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, তুমি আল্লাহ্ তা'আলাকে ভালোবাসবে। বরং এটিই অতি গুরুত্বপূর্ণ যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে ভালোবাসবে।

'হাসান বাস্‌রী (রাহিমাহুল্লাহ্) এবং অন্যান্যরা বলেন: কিছু কিছু লোক অহেতুক আল্লাহ্ তা'আলার ভালোবাসার দাবি করে থাকে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে উপরোক্ত আয়াত দিয়ে পরীক্ষা করলেন।

(ত্বাবারী: ৩/২৩২ লালাকায়ী/শর্‌হু ই'তিক্বাদি আহ্‌লিস-সুন্নাহ্ ওয়াল-জামা'আহ্: ১/৭০ আ-জুর্‌রী/শারী'আহ্: ১২৯)

﴿ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ মানে, তোমরা রাসূল ﷺ এর অনুসরণের কারণে আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমা ও দয়া পাবে।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ভালোবাসার জন্য তদীয় রাসূল ﷺ এর অনুসরণ বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। কারণ, রাসূল ﷺ তো সে দিকেই ডেকে থাকেন যা আল্লাহ্ তা'আলা ভালোবাসেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলা যাই ভালোবাসেন রাসূল ﷺ সে দিকেই ডাকেন। আর রাসূল ﷺ যে দিকে ডাকেন আল্লাহ্ তা'আলা তা অবশ্যই ভালোবাসেন। তাই আল্লাহ্ তা'আলা যা ভালোবাসেন এবং রাসূল ﷺ যে দিকে ডাকেন তা উভয়ই একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বরং এটি ওটি মূলতঃ একই। যদিও বৈশিষ্ট্য কিছুটা ভিন্ন।

অতএব, যে ব্যক্তি এ দাবি করে যে, সে আল্লাহ্ তা'আলাকে ভালোবাসে; অথচ সে নবী ﷺ এর অনুসরণ করে না তা হলে সে সত্যিই এ দাবিতে সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী। সে মূলতঃ আল্লাহ্ তা'আলাকে ভালোবাসলেও তা এককভাবে নয়। বরং তা শির্‌কী ভালোবাসা। কারণ, তার এ ভালোবাসায় তার মনোবৃত্তির অংশীদারিত্ব রয়েছে। যেমনিভাবে ইহুদি ও খ্রিস্টানরা আল্লাহ্ তা'আলার ভালোবাসার দাবি করে থাকে। তারা যদি সত্যিই আল্লাহ্ তা'আলাকে ভালোবাসতো তা হলে তারা আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয় বস্তুকেও ভালোবাসতো। এমনকি রাসূল ﷺ এর অনুসরণও করতো। বরং তারা তা না করে আল্লাহ্ তা'আলার ভালোবাসার দাবির পাশাপাশি তাঁর অপছন্দনীয় জিনিসকেই

ভালোবেসেছে। তাই আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি তাদের ভালোবাসা মুশ্‌রিকদের ভালোবাসার ন্যায়ই হয়ে গেলো।

তেমনিভাবে বিদ্'আতিরাও। যে ব্যক্তি বলে যে, সে আল্লাহ্ তা'আলা অভিমুখী এবং তাঁকে সত্যিই ভালোবাসে; অথচ সে আল্লাহ্ তা'আলার রাসূলের অনুসরণ করে না। তাঁর আদেশ-নিষেধও মানে না। তা হলে তার ভালোবাসার মাঝে ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুশ্‌রিকদের ভালোবাসার মিশ্রণ রয়েছে। তবে যতটুকু তার মধ্যে বিদ্'আত রয়েছে ততটুকুই। কারণ, যে নতুন কাজটি শরীয়তে নেই কিংবা নবী ﷺ তা করতে বলেননি তা আল্লাহ্ তা'আলা পছন্দ করেন না। আর রাসূল ﷺ তা-ই করতে বলেন যা আল্লাহ্ তা'আলা পছন্দ করেন। তিনি সকল ভালো কাজের আদেশ করেন এবং সকল অন্যায় কাজ থেকে সতর্ক করেন। (ফাতাওয়া: ৮/৩৬০-৩৬১)

আল্লাহ্ তা'আলার ভালোবাসা সম্পর্কে জনৈক আলিমকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: আল্লাহ্ তা'আলার ভালোবাসা মানে, সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয় নবীর অনুসরণ করা এবং তাঁর নবীর ভালোবাসাকে সকল সৃষ্টির ভালোবাসার উপর প্রাধান্য দেয়া।

আর আল্লাহ্ তা'আলার সকল সৃষ্টির ভালোবাসার উপর তাঁর রাসূলের ভালোবাসাকে প্রাধান্য দেয়ার আলামত হলো এই যে, যখন রাসূল ﷺ এর আদেশ দুনিয়ার অন্য কারোর আদেশের বিপরীত হয় তখন কেউ যদি রাসূল ﷺ এর আদেশকেই অন্যের আদেশের উপর প্রাধান্য দেয় তা হলে তার মাঝে রাসূল ﷺ এর একান্ত ভালোবাসা আছে বলেই তা প্রমাণ করে। আর যদি সে তখন রাসূল ﷺ এর আদেশের উপর নিজের জৈবিক চাহিদা কিংবা অন্য কারোর আদেশকেই প্রাধান্য দেয় তা হলে তা তার মাঝে যথেষ্ট ঈমান নেই বলেই প্রমাণ করে।

ঠিক একই রকম আল্লাহ্ তা'আলাকে ভালোবাসার ব্যাপারটিও যখন তা কারোর জৈবিক চাহিদার বিপরীত হয়ে যায়। কারণ, রাসূল ﷺ এর ভালোবাসা বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলার ভালোবাসারই অধীন।

এটি হলো ওয়াজিব কাজ করা ও 'হারাম কাজ ছাড়ার ব্যাপার।

আর যদি কেউ শরীয়তের যে কোন পছন্দনীয় কাজ তার মনের বিপক্ষে হলেও শরীয়তের পছন্দনীয় কাজকেই সে নিজের চাহিদার উপর অগ্রাধিকার দেয় তা হলে সে সত্যিই পরিপূর্ণ ঈমানদার। তার পর্যায় মূলতঃ আল্লাহ্ তা'আলার নিকটতম বান্দাহ্দের পর্যায়। যারা ফরয আদায়ের পর নফলের মাধ্যমেও আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত নৈকট্য অর্জন করার চেষ্টা করে।

তবে কেউ যদি ভালোবাসার এ পর্যায়ে কখনো পৌঁছুতে না পারে তারপরও তার মর্যাদা ডান ও মধ্যমপন্থীদের পর্যায়ে। যাদের মাঝে প্রয়োজন মাফিক নাজাত পাওয়ার সমপরিমাণই ভালোবাসা রয়েছে। তার বেশি নয়। (ফাত্'হুল-বারী: ১/৪৯)

বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ 'আল্লামাহ্ নাসিরুদ্দীন আল-বানী (রাহিমাহুল্লাহ্) উক্ত আয়াতের টীকায় বলেন: হে মুসলিম ভাই! জেনে রাখো, কোন ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ এর ভালোবাসার এ পর্যায়ে পৌঁছুতে পারবে না যতক্ষণ না সে আল্লাহ্ তা'আলার একক ইবাদাত ও নবী ﷺ এর একক আনুগত্য করে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أَطَاعَ ٱللَّهَ ﴾ [النساء: ٨٠] .

"যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করলো সে যেন আল্লাহ্ তা'আলারই আনুগত্য করলো"। (নিসা': ৮০)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ ﴾ [آل عمران: ٣١] .

"তুমি তাদেরকে বলে দাও, তোমরা যদি সত্যিই আল্লাহ্ তা'আলাকে ভালোবেসে থাকো তা হলে তোমরা অবশ্যই আমার অনুসরণ করো"। (আলি 'ইমরান: ৩১)

জাবির বিন্ আব্দুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

لاَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ! لَوْ أَنَّ مُوْسَى كَانَ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلاَّ أَنْ يَتَّبِعَنِيْ .

"না, তা হতে পারে না। সে সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন! যদি মূসা ﷺ এখনো জীবিত থাকতেন তা হলে আমার অনুসরণ ছাড়া তাঁর আর কোন গত্যন্তর ছিলো না"।

(বিদায়াতুস-সু'ল: ৫ ফাত্'হুল-বারী: ১৩/৩৪৫ 'উমদাতুল-ক্বারি: ২৫/১১১)

তিনি বলেন: মূসা ﷺ এর মতো এক জন বিশিষ্ট নবীর যদি রাসূল ﷺ এর অনুসরণ ছাড়া আর কোন গত্যন্তর না থাকে তা হলে আমাদের কি আর কোন উপায় আছে তাঁর অনুসরণ না করে?

এটি মূলতঃ নবী ﷺ এর একক অনুসরণ বাধ্যতামূলক হওয়ার প্রমাণ। যা শাহাদাতাইনের দ্বিতীয়াংশেরই মূল মর্মও বটে। আর এ জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আয়াতে তাঁর নবী ﷺ এর অনুসরণকে তাঁর একান্ত ভালোবাসার প্রমাণ হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন। আর এ কথাও নিশ্চিত সত্য যে, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা ভালোবাসবেন তিনি সর্বদা তার সহযোগিতায়ই থাকবেন।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِيْ بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِيْ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِيْ يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِيْ يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِيْ يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِيْ يَمْشِيْ بِهَا، وَلَئِنْ سَأَلَنِيْ لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِيْ لَأُعِيْذَنَّهُ .

"ফরয আমল ছাড়া অন্য কোন আমল আমার নিকট এতো বেশি প্রিয় নয় যার মাধ্যমে আমার কোন বান্দাহ্ আমার নিকটবর্তী হতে পারে। এমনকি আমার কোন কোন বান্দাহ্ নফল ইবাদাতের মাধ্যমেও আমার নিকটবর্তী হতে থাকে। ফলে আমি তাকে ভালোবাসি। যখন আমি তাকে ভালোবাসি তখন তার কানকে আমার পুরো নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসি। ফলে সে তা দিয়ে ভালো কিছু ছাড়া খারাপ কোন কিছু শুনতে চায় না। তার চোখকেও আমার পুরো নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসি। ফলে সে

তা দিয়ে ভালো কিছু ছাড়া খারাপ কোন কিছু দেখতে চায় না। তার হাতকেও আমার পুরো নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসি। ফলে সে তা দিয়ে ভালো কিছু ছাড়া খারাপ কোন কিছু ধরতে চায় না। এমনকি তার পাকেও আমার পুরো নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসি। ফলে সে তা দিয়ে ভালো কিছু ছাড়া খারাপ কোন কিছুর দিকে যেতে চায় না। এমতাবস্থায় সে আমার নিকট কোন কিছু চাইলে আমি তাকে নিশ্চয়ই তা দিয়ে থাকি। এমনকি সে আমার নিকট কোন কিছু থেকে আশ্রয় কামনা করলে আমি তাকে সে জিনিস থেকেও আশ্রয় দিয়ে থাকি। (বুখারী ৬৫০২)

যখন আল্লাহ্ তা'আলা কোন বান্দাহ্কে ভালোবাসলে তার প্রতি তিনি এতো গুরুত্বই দিয়ে থাকেন তখন প্রত্যেক মোসলমানকে এমন কিছু করা উচিৎ যার দরুন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ভালোবাসবেন। আর তা হলো রাসূল ﷺ এর একক অনুসরণ। কারণ, ফরয ও নফলের জ্ঞান তাঁর অনুসরণ ছাড়া কখনোই সম্ভবপর নয়। আর এ কথাও আমরা জানি যে, যতোই রাসূল ﷺ এর জীবনী ও তাঁর গুণাবলী জানা যাবে ততোই রাসূল ﷺ এর ভালোবাসা অন্তরে জন্ম নিবে এবং তাঁর অনুসরণের মাত্রা ততোই বেড়ে যাবে।

এরপর তিনি আরো বলেন: যখন জানা গেলো যে, আল্লাহ্ তা'আলার ভালোবাসা নবী ﷺ এর অনুসরণ ছাড়া পাওয়া যায় না তা হলে আল্লাহ্ তা'আলার ভালোবাসা পাওয়ার জন্য তাঁর রাসূল ﷺ প্রদর্শিত আদর্শেরই অনুসরণ করতে হবে। উপরন্তু এ আদর্শের উপর থাকার জন্য যা যা করা দরকার তা অবশ্যই করতে হবে। এ ব্যাপারে পথভ্রষ্টদের কথায় এতটুকুও ধোঁকা খাওয়া চলবে না।

তিনি আরো বলেন: মূল কথা হলো এই যে, এ পুস্তিকাটি পড়লেই চলবে না। বরং তা মানার চেষ্টা করতে হবে তথা এ মহান রাসূলের একনিষ্ঠ আনুগত্য করতে হবে। যা আল্লাহ্ তা'আলার ভালোবাসা ও তাঁর ক্ষমা পাওয়ার উপলক্ষ হবে। আর তা-ই হবে এক জন মোসলমানের সর্বোচ্চ সফলতা। (বিদায়াতুস-সু'ল: ৫, ৬, ৭, ৯, ১২)

'আল্লামাহ্ মু'হাম্মাদ আমীন শান্ক্বীতি (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: উক্ত

আয়াত থেকে এ কথাই বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ এর সত্যিকার ভালোবাসার প্রমাণ হলো রাসূল ﷺ এর একান্ত আনুগত্য করা। অতএব, যে ব্যক্তি তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে তাঁর ভালোবাসার দাবি করে সে অবশ্যই মিথ্যুক। কারণ, সে রাসূল ﷺ কে সত্যিই ভালোবেসে থাকলে সে অবশ্যই তাঁর আনুগত্য করতো। বস্তুতঃ এ কথা সবারই জানা যে, কারোর ভালোবাসা সত্যিই তার আনুগত্য শেখায়।

জনৈক কবি বলেন:

لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيْعٌ

"যদি তাঁর প্রতি তোমার ভালোবাসা সত্যিই হতো তা হলে তুমি অবশ্যই তাঁর আনুগত্য করতে। কারণ, কোন প্রেমিক কাউকে ভালোবাসলে তাঁর আনুগত্যই করে থাকে"।

ইব্নু আবী রাবী'আহ্ মাখজূমি (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন:

وَمَنْ لَوْ نَهَانِيْ مِنْ حُبِّهِ عَنِ الْمَاءِ عَطْشَانٌ لَمْ أَشْرَبِ

"কারোর ভালোবাসা যদি আমাকে পানি পান করতেও বারণ করে; অথচ আমি পিপাসার্ত তবুও আমি তা পান করবো না"।

আরেক কবি আরো সুন্দর করে বললেন:

قَالَتْ: وَقَدْ سَأَلَتْ عَنْ حَالِ عَاشِقِهَا بِاللهِ صِفْهُ وَلاَ تَنْقُصْ وَلاَ تَزِدِ

فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ رَهْنَ الْمَوْتِ مِنْ ظَمَإٍ وَقُلْتِ: قِفْ عَنْ وُرُوْدِ الْمَاءِ لَمْ يَرِدِ

"জনৈকা মহিলা তার প্রেমিক সম্পর্কে জানতে চেয়ে বললো: আল্লাহ্'র কসম দিয়ে বলছি: তুমি তার বর্ণনা দাও। তার বর্ণনায় এতটুকুও বেশ-কম করো না। আমি বললাম: যদিও সে পিপাসার দরুন মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে যায় তারপরও তুমি যদি তাকে বলো: তুমি পানি পান করতে ঘাটে নেমো না তা হলে সে আর নামবে না"।

(আয্ওয়উল-বায়ান: ১/২৪৩)

তৃতীয় আয়াত: আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدْخِلْهُ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [النساء: ١٣].

"এ সব আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত সীমা। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূলের অনুসরণ করবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। যার পাদদেশে প্রবাহিত হয় অনেকগুলো ঝর্ণাধারা। তারা তাতে চিরকাল থাকবে। আর এটিই হলো বিরাট সফলতা"। (নিসা': ১৩)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এ কথা সুস্পষ্টভাবেই বর্ণনা করেছেন যে, যারা আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ এর আনুগত্য করবে তারা পরকালে সুখী হবে। আর যারা আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ এর বিরুদ্ধাচরণ করবে এমনকি তাদেরকে দেয়া নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করবে তারা অবশ্যই শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। আর এটিই হলো সুখী ও অসুখীর মাঝে পার্থক্য। (মিনহাজুস-সুন্নাতিন-নাওয়াবিয়্যাহ: ১/৯৮)

উক্ত আয়াতে বর্ণিত আল্লাহ্ তা'আলার হুদূদ্ তথা নির্ধারিত সীমা সম্পর্কে মুফাস্সিরদের কয়েকটি ব্যাখ্যা রয়েছে।

ইমাম আবূ জা'ফর ত্বাবারী (রাহিমাহুল্লাহ্) সেগুলো উল্লেখের পর বলেন: এগুলোর মধ্যকার বিশুদ্ধ ও সর্বোৎকৃষ্ট কথা হলো এই যে, প্রত্যেক বস্তুর 'হাদ্ বা সীমা বলতে তার ও অন্যের মধ্যকার পার্থক্য সৃষ্টিকারী বস্তুকেই বুঝানো হয়। এ জন্যই ঘর ও যমিনের সীমানাকেও হুদূদ্ বলা হয়। কারণ, তা তার ও অন্যের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করে। তাই তো আল্লাহ্ তা'আলার হুদূদ্ বা তাঁর সীমারেখা বলতে তাঁর আনুগত্য ও বিরুদ্ধাচরণের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টিকারী বস্তুসমূহকে বুঝানো হয়। যেগুলোর মাধ্যমে তাঁর আনুগত্য ও বিরুদ্ধাচরণ বুঝা যায় এবং যেগুলো অতিক্রম করা নিষিদ্ধ। এমনকি যেগুলোর মাধ্যমে তাঁর অনুগত ও অবাধ্য চেনা যায়। চাই তা হোক তাঁর আদেশ কিংবা নিষেধ। যা

আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন।

নু'মান বিন্ বাশীর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ .

"নিশ্চয়ই হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট"। (মুসলিম ১৫৯৯)

সেগুলো সর্বশেষ সীমা যার নিকট পৌঁছার পর তা আর অতিক্রম করা যাবে না। যে ব্যক্তি তা অতিক্রম করলো সে আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা ছেড়ে তাঁর ও তাঁর রাসূল ﷺ এর বিরুদ্ধাচরণে পা বাড়ালো। আর এ সীমারেখাগুলোর মাধ্যমেই চেনা যায় আল্লাহ্ তা'আলার অনুগত ও অবাধ্য। সুতরাং আনুগত্য ও বিরোধিতার মানদণ্ড হলো বান্দাহ্ আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ-নিষেধ কতটুকু মানছে তা-ই।

(এ ব্যাপারে আরো দেখতে পারেন, শার'হু হাদীসি মাসালিল-ইসলামি/ইব্নু রাজাব: ২৮)

আর যারা আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ-নিষেধ মানবে তার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدۡخِلۡهُ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ وَذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ﴾ [النساء: ١٣] .

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূলের অনুসরণ করবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। যার পাদদেশে প্রবাহিত হয় অনেকগুলো ঝর্ণাধারা। তারা তাতে চিরকাল থাকবে। আর এটিই হলো বিরাট সফলতা"। (নিসা': ১৩)

চতুর্থ আয়াত: আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّٰلِحِينَۚ وَحَسُنَ أُوْلَٰٓئِكَ رَفِيقٗا ﴾ [النساء: ٦٩].

"যারা আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূলের আনুগত্য করে তারা

পরকালে নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও নেককার লোকদের সঙ্গী হবে। যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিয়ামতে ধন্য করেছেন। আর তারা কতোই না উত্তম সঙ্গী"। (নিসা': ৬৯)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: যারা আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ এর আদেশ মেনে তাঁদের আনুগত্য করবে, তাঁদের ফায়সালায় একনিষ্ঠভাবে সন্তুষ্ট থাকবে, তাঁদের আদেশ পালন করবে ও তাঁদের নিষেধ তথা তাঁদের বিরুদ্ধাচরণ থেকে দূরে থাকবে তারা মূলতঃ ওদের সাথেই থাকবে যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াতে তাঁর হিদায়াত তথা তাঁর আনুগত্যের তাওফীক এবং পরকালে জান্নাতের ন্যায় বড় নিয়ামত দিয়ে ধন্য করবেন।

﴿ وَٱلصِّدِّيقِينَ ﴾ সিদ্দীক শব্দের বহু বচন। যার মানে, যিনি তাঁর কথাকে কাজে পরিণত করেছেন।

﴿ وَٱلشُّهَدَآءِ ﴾ শহীদ শব্দের বহু বচন। যার মানে, যিনি আল্লাহ্ তা'আলার পথে মৃত্যু বরণ করেছেন।

﴿ وَٱلصَّٰلِحِينَ ﴾ সালিহ্ শব্দের বহু বচন। যার মানে, যাঁর প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সবই ভালো।

﴿ وَحَسُنَ أُوْلَٰٓئِكَ رَفِيقًا ﴾ মানে, উপরে বর্ণিত ব্যক্তিরা জান্নাতের কতোই না উত্তম সঙ্গী।

ইব্নু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: যারা আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মেনে চলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তাঁর সম্মানজনক ঘরের বাসিন্দা করবেন। এমনকি তাদেরকে নবীদের সঙ্গী বানাবেন। সিদ্দীকদেরও। যাঁরা নবীদের পরের পর্যায়ের। শহীদদেরও। উপরন্তু প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সবই ভালো এমন সকল সাধারণ নেককার লোকদেরও। এরপর তাঁদের সকলের প্রশংসা করে বলেন: তারা কতোই না উত্তম সঙ্গী।

উম্মুল-মু'মিনীন আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বলেন: জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ এর নিকট এসে বললো: হে আল্লাহ্'র রাসূল! আপনি আমার

নিকট আমার জীবনের চেয়েও প্রিয়। আমার সন্তানের চেয়েও প্রিয়। আমি যখন ঘরে থাকাবস্থায় আপনার কথা স্মরণ করি তখন আপনার নিকট এসে আপনাকে এক ঝলক দেখা পর্যন্ত আমার ধৈর্যে কুলোয় না। আমি যখন আমার ও আপনার মৃত্যুর কথা স্মরণ করি তখন আমি ভাবি, আপনি জান্নাতে গিয়ে তো অন্য নবীদের সাথেই জান্নাতের উঁচু জায়গায় অবস্থান করবেন। তাই আমার আশঙ্কা হয়, আমি জান্নাতে গিয়ে আপনাকে দেখতে পাবো না। তখন নবী ﷺ তাকে কিছুই বললেন না। আর ইতিমধ্যেই জিব্রীল عليه السلام উক্ত আয়াত নিয়ে অবতীর্ণ হন।
[ত্বাবারানী/সগীর ৫২ আওসাত্ব ৪০ কবীর ১২৫৫৯ (১২/৬৮) মাজমা'উয্-যাওয়ায়িদ: ৭/৮]

পঞ্চম আয়াত: আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: ٧١].

"মু'মিন পুরুষ ও মহিলা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তারা একে অপরকে সৎকাজের আদেশ দেয়, অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে, নামায কায়িম করে ও যাকাত দেয়। তথা আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূলের আনুগত্য করে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা প্রবল পরাক্রান্ত, মহা প্রজ্ঞাবান। (তাওবাহ্: ৭১)

উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে, মু'মিনদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, তারা আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূলের আনুগত্য করে। তথা তাঁদের আদেশ-নিষেধ মান্য করে। আর যাদের মাঝে এই বৈশিষ্ট্য থাকবে তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা দয়া করবেন। তিনি তাঁর শাস্তি থেকে তাদেরকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তিনি ওদেরকে দয়া করবেন না যারা মুনাফিক। যারা আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূলে বিশ্বাস করে না। যারা একে অপরকে সৎকাজে বাধা দেয়। অসৎকাজের আদেশ করে। তাদের সম্পদে মহান আল্লাহ্ তা'আলার অধিকার

আদায়ে তারা কুণ্ঠাবোধ করে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ভয় দেখিয়ে বলেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বিরোধী ও অস্বীকারকারীদের থেকে কঠিন প্রতিশোধ নিতে সক্ষম। তিনি কারোর থেকে প্রতিশোধ নিতে চাইলে কেউ তাঁকে বাধা দিতে পারে না। তবে তিনি তাঁর প্রতিশোধ কর্মেও প্রজ্ঞাবান। তিনি অযথা কারোর থেকে প্রতিশোধ নেন না। এমনকি কারোর ন্যায্য শাস্তির বেশিও তাকে শাস্তি দেন না।

ষষ্ঠ আয়াত: আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ [النور: ٥١]

"মু'মিনদেরকে যখন তাদের মাঝে ফায়সালা করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয় তখন তাদের উত্তর এটিই হবে যে, তারা বলবে: আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। মূলতঃ তারাই সফলকাম। (নূর: ৫১)

ইব্নু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ এর ফায়সালার ব্যাপারে মু'মিনদের কথা হবে, আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। আল্লাহ্ তা'আলা এদের সম্পর্কে বলেন: এরা সফলকাম। মানে, তারা উদ্দেশ্যে সফল এবং তাদের কোন ভয় ও আশঙ্কা নেই।

আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ এর আদেশ-নিষেধের ব্যাপারে মু'মিনদের এমন চরিত্র হওয়া উচিত যে, তারা আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ এর আদেশসমূহ মেনে নিবে। কারণ, মু'মিনদের বিধান গ্রহণের একমাত্র উৎসই তো হলো কুর'আন ও সুন্নাহ্। আর আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ এর আদেশের সামনে তো মু'মিনদের কোন মতামতই চলতে পারে না।

যারা এমন চরিত্রের হবে তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে রহ্মতের সুসংবাদ। যাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আয়াতে রহ্মতের ওয়াদা করেছেন।

সপ্তম আয়াত: আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَخۡشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقۡهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَآئِزُونَ ﴾

[النور: ٥٢]

"যারা আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। উপরন্তু আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় ও তাঁর অবাধ্যতা পরিহার করে চলে তারাই মূলতঃ কৃতকার্য"। (নূর: ৫২)

ইব্নু জারীর (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: যারা আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মান্য করে। উপরন্তু তাঁদের ফায়সালা মেনে নেয়। চাই তা তাদের পক্ষে হোক কিংবা বিপক্ষে। পাশাপাশি আল্লাহ্ তা'আলার বিরুদ্ধাচরণের কঠিন শাস্তির ভয়ে তাঁর আদেশ-নিষেধগুলো মেনে চলে। যারা এমন তারা সত্যিই সফলকাম। তাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন সন্তুষ্ট থাকবেন এবং তাদেরকে তাঁর শাস্তি থেকে সে দিন মুক্তি দিবেন।

ইব্নু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: ক্বাতাদাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: যারা আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মেনে চলবে। উপরন্তু গত জীবনের গুনাহ্'র জন্য আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করে ভবিষ্যতে তা করা থেকে বিরত থাকবে তারা সত্যিই সফলকাম। তারা দুনিয়া ও আখিরাতের সকল কল্যাণের ভাগী হবে এবং সকল অকল্যাণ থেকে নিরাপদে থাকবে।

অষ্টম আয়াত: আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدۡخِلۡهُ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ ﴾[الفتح: ١٧].

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূলের আনুগত্য করবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এমন এক জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে অনেকগুলো ঝর্ণাধারা"। (আল-ফাত্হ: ১৭)

এ ছাড়াও আরো অনেক আয়াত রয়েছে যা এ ছোট পরিসরে উল্লেখ করা যাচ্ছে না।

পাপী ও অবাধ্যদের শাস্তি:

এখানে এমন কিছু আয়াত উল্লেখ করা হবে যাতে আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ এর বিরুদ্ধাচরণকারীদের নিন্দা ও তাদেরকে শাস্তির হুমকি দেয়া হয়েছে। এমনকি তাতে তাদের চরম পরিণতি তথা আল্লাহ্ তা'আলার অসন্তুষ্টি এবং জাহান্নামের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করুন!

প্রথম আয়াত: আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ قُلْ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٣٢] .

"তুমি তাদেরকে বলে দাও: তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো। তা না হলে জেনে রাখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদেরকে কখনোই ভালোবাসেন না"। (আলি-'ইমরান: ৩২)

ইব্নু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ্) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: তোমরা যদি আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও তা হলে জেনে রাখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদেরকে কখনোই ভালোবাসেন না। এ কথা এটাই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্ তা'আলার বিরুদ্ধাচরণ কুফরি। আর আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরকে পছন্দ করেন না। যদিও সে দাবি করে যে, সে আল্লাহ্ তা'আলাকে ভালোবাসে এবং তাঁর নৈকট্য কামনা করে। যতক্ষণ না সে জিন ও মানুষের নবী সর্বশেষ রাসূল মু'হাম্মাদ ﷺ এর অনুসরণ করে। যাঁর যুগে কোন দৃঢ়চেতা রাসূল থাকলেও তাঁকে তাঁরই আনুগত্য ও তাঁর শরীয়তেরই অনুসরণ করতে হতো।

দ্বিতীয় আয়াত: আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَارًا خَٰلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾ [النساء: ١٤] .

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে

এবং তাঁর নির্ধারিত সীমাগুলো অতিক্রম করে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। যাতে সে চিরকাল থাকবে। উপরন্তু তার জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি"। (নিসা': ১৪)

আবুল-ফিদা (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: যখন সে আল্লাহ্ তা'আলার বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করলো যা বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলার বন্টন ও তাঁর ফায়সালার প্রতি তার অসন্তুষ্টিই প্রমাণ করে তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তাঁর স্থায়ী যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিয়ে লাঞ্ছিত করবেন।

তৃতীয় আয়াত: আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ يَوۡمَئِذٖ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُاْ ٱلرَّسُولَ لَوۡ تُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلۡأَرۡضُ وَلَا يَكۡتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثٗا ﴾ [النساء: ٤٢].

"যারা একদা কাফির ও রাসূলের অবাধ্য ছিলো তারা সে দিন কামনা করবে যে, তারা যদি মাটির সাথে মিশে যেতো। বস্তুতঃ তারা সে দিন আল্লাহ্ তা'আলার কাছ থেকে কোন কথাই লুকিয়ে রাখবে না"। (নিসা': ৪২)

ইব্নু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: কাফিররা সে দিন বলবে: যদি যমিন ফেটে তা আমাদেরকে গিলে ফেলতো। কারণ, সে দিন তারা এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি দেখবে। উপরন্তু তাদের উপর সে দিন নেমে আসবে লজ্জা, লাঞ্ছনা ও হুমকির ঝড়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ يَوۡمَ يَنظُرُ ٱلۡمَرۡءُ مَا قَدَّمَتۡ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلۡكَافِرُ يَٰلَيۡتَنِي كُنتُ تُرَٰبَۢا ﴾ [النبأ: ٤٠].

"যে দিন মানুষ দেখতে পাবে সে ইতিপূর্বে কী আমল সঞ্চয় করেছে। তখন কাফির বলবে: হায়! আমি যদি মাটি হতাম তা হলে আজ আমাকে এ আযাবের সম্মুখীন হতে হতো না"। (নাবা: ৪০)

﴿ وَلَا يَكۡتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثٗا ﴾ মানে, তারা সে দিন তাদের সকল কর্মকাণ্ডের কথা স্বীকার করবে। তারা সে দিন আল্লাহ্ তা'আলার কাছ থেকে কোন কিছুই লুকিয়ে রাখবে না।

সা'ঈদ্ বিন্ জুবাইর (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: জনৈক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) এর নিকট এসে বললেন: আল্লাহ্ তা'আলা সূরা আন্'আমের একটি আয়াতে বলেন:

﴿ وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٣] .

"আমাদের প্রভু আল্লাহ্ তা'আলার কসম! আমরা তো কখনোই মুশ্রিক ছিলাম না"। (আন্'আম: ২৩)

অথচ সূরা নিসা'র উক্ত আয়াতে বলা হলো: তারা সে দিন আল্লাহ্ তা'আলার কাছ থেকে কোন কথাই লুকিয়ে রাখবে না। তখন ইব্নু 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) বললেন: মুশ্রিকরা যখন দেখবে, মোসলমান ছাড়া আর কেউই জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তখন তারা মনে মনে বলবে: দেখা যাক, আমরা একবার শির্কের কথা অস্বীকার করে দেখি। দেখি কী হয়। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মুখগুলোকে বন্ধ করে দিয়ে তাদের হাত ও পাগুলোকে কথা বলার ক্ষমতা দিবেন। তখন তারা আর আল্লাহ্ তা'আলার কাছ থেকে কোন কথাই লুকিয়ে রাখবে না।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মুখগুলো বন্ধ করে দিবেন তখন তাদের হাত ও পাগুলো তাদের সকল কর্মকাণ্ড বলে দেবে। আর তখনই তারা কামনা করবে, যদি তারা মাটিতে মিশে যেতো।

চতুর্থ আয়াত: আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَٰفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴾ [النساء: ٦١] .

"যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার নাযিলকৃত বিধান ও রাসূলের দিকে চলে আসো। তখন তুমি মুনাফিকদেরকে দেখবে, তারা তোমার থেকে সম্পূর্ণরূপে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে"।

(নিসা': ৬১)

উক্ত আয়াতে মুনাফিকদের একটি নিকৃষ্ট বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ

করা হয়েছে। আর তা হলো তাদেরকে যখন তাদের মধ্যকার যে কোন দ্বন্দ্ব-বিগ্রহের নিরসনের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার কুর'আন ও রাসূল ﷺ এর সুন্নাতের দিকে ডাকা হয় তখন তারা তা থেকে নিজেদের মুখখানা তো ফিরিয়েই নেয় বরং তারা অন্যদেরকেও তা থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। আর এর কারণ হলো, তারা মূলতঃ আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ এর বিচার-ফায়সালায় সন্তুষ্ট হতে পারেনি। এ ব্যাপারে তারা আর মুত্তাকী ও খাঁটি ঈমানদাররা অবশ্যই ভিন্ন। কারণ, সত্যিকারের ঈমানদারদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার বিধান ও রাসূল ﷺ এর সুন্নাতের দিকে ডাকা হলে তারা বলে: আমরা শুনেছি ও মেনে নিয়েছি।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ [النور: ٥١].

"মু'মিনদেরকে যখন তাদের মাঝে ফায়সালা করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয় তখন তাদের উত্তর এটিই হবে যে, তারা বলবে: আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। মূলতঃ তারাই সফলকাম। (নূর: ৫১)

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া লোকদের পরিণতি সম্পর্কে বলেন:

﴿ إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴾ [النساء: ١٤٥].

"নিশ্চয়ই মুনাফিকরা থাকবে জাহান্নামের একেবারেই তলদেশে। আর তুমি তাদের জন্য কখনো কোন সাহায্যকারী পাবে না"।

(নিসা': ১৪৫)

পঞ্চম আয়াত: আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴾ [النساء: ١١٥].

"যে ব্যক্তি সত্য পথ প্রকাশিত হওয়ার পরও রাসূলের বিরোধিতা করে এবং মু'মিনদের পথ বাদ দিয়ে অন্য কোন পথ অনুসরণ করে আমি তাকে সে পথেরই পথিক বানাবো যে পথে সে চলতে চায়। আর পরকালে আমি তাকে জাহান্নামেই প্রবেশ করাবো। কতোই না নিকৃষ্ট সে পরিণাম"। (নিসা': ১১৫)

উক্ত আয়াতের অর্থ হলো, যে ব্যক্তি রাসূল ﷺ আনীত শরীয়তের পথ বাদ দিয়ে অন্য পথ অবলম্বন করলো। তথা শরীয়ত এক দিকে আর সে আরেক দিকে। আর তা ছিলো তার একান্ত ইচ্ছাপূর্বক সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও। আর সে মু'মিনদের পথ ছেড়ে অন্য পথ অবলম্বন করলো। এটি প্রথমটির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তবে বিরোধিতা কখনো সরাসরি ওহীর বাণীর সাথে হয়। আবার কখনো উম্মতে মু'হাম্মাদীর নিশ্চিত ঐকমত্য বিরোধী হয়। কারণ, শরীয়ত উম্মতে মু'হাম্মাদীর ঐকমত্যকে ত্রুটিমুক্ত বলে সাব্যস্ত করেছে। আর তা তাদের ও তাদের নবীর একান্ত সম্মানার্থেই।

এ ব্যাপারে অনেকগুলো হাদীস রয়েছে। যার একটি হলো, নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

إِنَّ اللهَ لاَ يَجْمَعُ أُمَّتِيْ أَوْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ عَلَى ضَلاَلٍ، وَيَدُ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মতকে কিংবা উম্মতে মু'হাম্মাদীকে ভ্রষ্টতার উপর একত্রিত করবেন না। মূলতঃ আল্লাহ্ তা'আলার দয়া ও মদদ রয়েছে ঐক্যের উপর"।

('হাকিম: ১/১১৫- ১১৬ সুন্নাহ্/ইব্নু আবী 'আস্বিম ৮০ স্বা'হী'হুল-জামি': ১/৩৭৮ হাদীস ১৮৪৮)

ইমাম শাফি'য়ী (রাহিমাহুল্লাহ্) দীর্ঘ চিন্তা ও গবেষণার পর উক্ত আয়াতকেই উম্মতে মু'হাম্মাদীর ঐকমত্য শরীয়তের একটি বিশেষ প্রমাণ হওয়ার ব্যাপারে দলীল হিসেবে উল্লেখ করেন। যে ঐকমত্যের বিরোধিতা করা কারোর জন্যই জায়িয নয়। এটি মূলতঃ তাঁর একটি চমৎকার ও শক্তিশালী গবেষণা।

﴿ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِۦ جَهَنَّمَ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴾ মানে, যখন সে

রাসূল ﷺ ও মু'মিনদের পথ ছেড়ে অন্য পথ অবলম্বন করলো তখন আল্লাহ্ তা'আলা সে বাঁকা পথকে অত্যন্ত সুসজ্জিত করে তার অন্তরে বসিয়ে দিবেন। সে যেন উক্ত পথ আর পরিহার না করে। এটি মূলতঃ তাকে শক্তভাবে ধরার জন্য তার মুখে টোপ দেয়া মাত্র।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ ۖ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [القلم: ٤٤]

"কাজেই তুমি ছেড়ে দাও আমাকে ও তাদেরকে যারা এ মহান বাণীকে অস্বীকার করেছে। আমি তাদেরকে ধীরে ধীরে এমনভাবে ধরে আনবো যে, তারা এতটুকুও টের পাবে না"। (ক্বালাম: ৪৪)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾ [الصف: ٥]

"অতঃপর তারা যখন বাঁকা পথ ধরলো তখন আল্লাহ্ তা'আলাও তাদের হৃদয়কে বাঁকা করে দিলেন"। (স্বাফ্: ৫)

তিনি আরো বলেন:

﴿ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [الأنعام: ١١٠]

"আর আমি তাদেরকে তাদের হঠকারিতার ঘূর্ণিপাকে অন্ধের মতো ঘুরাবো"। (আন্'আম: ১১০)

ফলে তার পরিণতি হবে পরকালে জাহান্নাম। কারণ, যে ব্যক্তি হিদায়াতের পথ ছেড়ে অন্য পথ ধরলো কিয়ামতের দিন তার জন্য জাহান্নামের পথ ছাড়া আর কোন পথই থাকবে না।

শাইখুল-ইসলাম ইব্নু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: রাসূল ﷺ ও মু'মিনদের পথ একটি অপরটির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অতএব, যে ব্যক্তি সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও রাসূল ﷺ এর বিরোধিতা করেছে সে অবশ্যই মু'মিনদের পথ ছেড়ে অন্য পথ ধরেছে। আর যে ব্যক্তি মু'মিনদের পথ ছেড়ে অন্য পথ ধরেছে

সে অবশ্যই সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও রাসূল ﷺ এর বিরোধিতা করেছে। ফলে সে যদি ধারণা করে যে, সে মু'মিনদের পথের অনুসারী; অথচ সে তা নয় তা হলে সে ওর মতোই যে ধারণা করছে যে, সে রাসূল ﷺ এর অনুসারী; অথচ সে তা নয়।

উক্ত আয়াতটি মু'মিনদের ঐক্য প্রমাণ হওয়া বুঝায়। কারণ, তাদের বিরোধিতা রাসূল ﷺ এরই বিরোধিতা। আর তারা যে ব্যাপারে একমত হবে সে ব্যাপারে রাসূল ﷺ এর পক্ষ থেকে কোন না কোন বাণী অবশ্যই থাকবে। অতএব, যে ব্যাপারে সকল মু'মিন নিশ্চিতভাবে একমত হয়েছে তাতে রয়েছে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট হিদায়াত। যার বিরোধী সত্যিই কাফির। যেমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ এর সুস্পষ্ট বাণী বিরোধী কাফির। তবে যে ব্যাপারে মু'মিনদের একমত হওয়ার ব্যাপারটি নিশ্চিত নয়। বরং সন্দেহজনক। সে ব্যাপারে রাসূল ﷺ এর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট হিদায়াত থাকাও সন্দেহজনক। সুতরাং এর বিরোধী কাফির হবে না। বরং ব্যাপারটি এমনও হতে পারে যে, যদিও এ ব্যাপারে মু'মিনদের ঐক্যের দাবি করা হচ্ছে। মূলতঃ তাতে তাদের কোন ঐক্যই সাধিত হয়নি। আর এটিই হলো মু'মিনদের ঐক্য বিরোধী কাফির হওয়া না হওয়ার মূল রহস্য।

(ফাতাওয়া/ইব্নু তাইমিয়্যাহ্: ৭/৩৮-৩৯)

তিনি আরেক জায়গায় বলেন: উক্ত আয়াত এটিই প্রমাণ করে যে, মু'মিনদের পথ ছেড়ে অন্য পথ অবলম্বনকারী সত্যিই আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে শাস্তির হুমকির সম্মুখীন। যেমনিভাবে সত্য প্রকাশ হওয়ার পরও আল্লাহ্ তা'আলার রাসূল বিরোধী আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে শাস্তির হুমকির সম্মুখীন। (ফাতাওয়া/ইব্নু তাইমিয়্যাহ্: ২৯/১৭৮-১৭৯)

ষষ্ঠ আয়াত: আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور: ٦٣]

"কাজেই যারা তার (রাসূলের) আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের

এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত যে, অকস্মাৎ তাদেরকে পেয়ে বসবে জটিল কোন ফিতনা কিংবা তাদের উপর নেমে আসবে যন্ত্রণাদায়ক কোন শাস্তি"। (নূর: ৬৩)

ইব্নু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ্) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: উক্ত আয়াতে রাসূল ﷺ এর আদেশ বলতে তাঁর পথ ও পন্থা এমনকি তাঁর আদর্শ ও শরীয়তকে বুঝানো হয়েছে। অতএব, যে কারোর কথা ও কাজ তাঁর কথা ও কাজের সাথেই তুলনা করা হবে। ফলে যে কথা ও কাজ তাঁর কথা ও কাজের সাথে মিলবে তা-ই গ্রহণযোগ্য হবে। আর যা তাঁর কথা ও কাজের বিপরীত হবে তা প্রত্যাখ্যাত হবে। চাই সে যেই হোক না কেন।

'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করলো যা আমার আদর্শ বিরোধী তা অবশ্যই প্রত্যাখ্যাত"। (মুসলিম ১৭১৮)

তা হলে আয়াতের অর্থ হলো এই যে, যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে রাসূল ﷺ এর শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ করে তার এ ব্যাপারে আশঙ্কা করা উচিত যে, অকস্মাৎ তার অন্তর কুফরি, মুনাফিকী ও বিদ্'আতে আক্রান্ত হবে কিংবা দুনিয়াতে সে জেল, হত্যা ইত্যাদির দণ্ডে দণ্ডিত হবে। (আহ্মাদ: ৩/৩৯২)

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

مَثَلِيْ وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهَا جَعَلَ الْفَرَاشُ، وَهَذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِي فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا، وَجَعَلَ يَحْجُزُهُنَّ، وَيَغْلِبْنَهُ فَيَتَقَحَّمْنَ فِيهَا، قَالَ: فَذَلِكُمْ مَثَلِيْ وَمَثَلُكُمْ، أَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، هَلُمَّ عَنِ النَّارِ، هَلُمَّ عَنِ النَّارِ، فَتَغْلِبُونِي تَقَحَّمُونَ فِيهَا .

"আমার ও তোমাদের দৃষ্টান্ত জনৈক ব্যক্তির ন্যায় যে একদা আগুন জ্বালিয়েছে। যখন আগুন তার চতুর্পাশ আলোকিত করলো তখন প্রজাপতি ও আগুনে পড়া কীটপতঙ্গগুলো তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। আর সে সেগুলোকে তাড়াতে চাচ্ছে; অথচ সেগুলো তাকে পরাজিত করে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। এটিই হলো আমার আর তোমাদের দৃষ্টান্ত। আমি তোমাদের কোমর ধরে তোমাদেরকে আগুন থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছি। আমি বার বার বলছি: তোমরা আগুন থেকে দূরে সরে যাও। তোমরা আগুন থেকে দূরে সরে যাও। অথচ তোমরা আমাকে পরাজিত করে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ছো। (মুসলিম ২২৮৪, ২২৮৫)

সপ্তম আয়াত: আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَٰلَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴾

[الفرقان: ٢٧].

"যালিম সে দিন নিজ হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে: হায় আফসোস! আমি যদি তখন রাসূলের পথই অবলম্বন করতাম"।

(ফুরক্বান: ২৭)

ইব্নু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা যালিমের আফসোসের কথাই উল্লেখ করেছেন। যখন সে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট সত্য আসার পরও রাসূল ﷺ এর পথ অবলম্বন না করে তার বিপরীত পথ অবলম্বন করেছে। যখন কিয়ামতের দিন আসবে তখন সে প্রচুর আফসোস করবে। অথচ সে দিনের আফসোস তার কোন ফায়দায় আসবে না। সে দিন সে অতি খেদে ও আফসোসে তার হস্তদ্বয় দংশন করবে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে জাহান্নামীদের সংবাদ দিচ্ছেন যখন তারা জাহান্নামে প্রবেশ করে আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণের ব্যাপারে আফসোস করবে। অথচ যখন তারা দুনিয়ায় বেঁচে ছিলো তথা আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা যখন সম্ভব ছিলো তখন তারা তা করেনি। তখন তাদের আফসোস ও অনুতাপ কোন কাজেই আসবে না। (শরী'আহ্: ৪১১)

অষ্টম আয়াত: আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَٰلَيْتَنَآ أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا۠ ﴾ [الأحزاب: ٦٦].

"যে দিন তাদের মুখমণ্ডলগুলো আগুনে পোড়ানো হবে সে দিন তারা বলবে: হায়! আমরা যদি তখন আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতাম"। (আহ্যাব: ৬৬)

ইমাম আবূ জা'ফর ত্বাবারী (রাহিমাহুল্লাহ্) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: যখন কাফিরদের মুখমণ্ডলগুলো বার বার আগুনে পোড়ানো হবে তখন তারা তাদের পক্ষে কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী পাবে না। বরং তারা আফসোস করে বলবে: হায়! আমরা যদি দুনিয়ায় আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানতাম তা হলে আজ আমরা জান্নাতীদের সাথে জান্নাতেই থাকতাম। আহ্! কতোই না আফসোস ও অনুতাপ!

ইব্নু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: যখন তাদের চেহারাগুলোকে উপুড় করে তাদেরকে জাহান্নামের আগুনে ছেঁচানো হবে ও তাদের চেহারাগুলোকে জাহান্নামের দিকে মুড়িয়ে দেয়া হবে তখন তারা আফসোস করে বলবে যে, আহ্! আমরা যদি দুনিয়ায় আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ এর অনুগত হতাম!

হাদীসে নবী ﷺ এর আনুগত্যের আদেশ:

যেমনিভাবে কুর'আন মাজীদে নবী ﷺ এর আনুগত্যের কথা বিবৃত হয়েছে তেমনিভাবে হাদীসেও তাঁর আনুগত্যের কথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

আমি এখানে এমন কিছু হাদীস উল্লেখ করবো যা একদা বলে গেছেন দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ সত্যবাদী ও মানব কল্যাণকামী, আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত প্রিয় ব্যক্তি যাঁর ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿٤٤﴾ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ ﴿٤٥﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ﴿٤٦﴾ ﴾ [الحاقة: ٤٤ – ٤٦].

"সে (নবী ﷺ) যদি কোন কথা নিজে রচনা করে আমার নামে চালিয়ে দিতো আমি তাকে অবশ্যই ডান হাত দিয়ে পাকড়াও করতাম। অতঃপর তার হৃৎপিণ্ডের শিরা অবশ্যই কেটে দিতাম"।

(আল-'হাক্ক্বাহ্: ৪৪-৪৬)

ইব্নু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ্) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: মু'হাম্মাদ যদি তোমাদের ধারণা মতে রিসালাতে বেশ-কম করতো অথবা সে নিজ থেকে কোন কিছু বলে আমার কথা বলে চালিয়ে দিতো তা হলে আমি দ্রুত তাকে শাস্তির সম্মুখীন করতাম। বরং সে তো এক জন সত্যবাদী হিদায়াতপ্রাপ্ত। আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রচার কার্যের সমর্থন করেছেন। এমনকি তিনি তাকে মু'জিযাহ্ তথা অলৌকিক কর্মকাণ্ড ও অকাট্ট প্রমাণাদি দিয়ে সাহায্য করেছেন।

প্রথম হাদীস:

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

دَعُوْنِيْ مَا تَرَكْتُكُمْ، وَفِيْ رِوَايَةٍ: ذَرُوْنِيْ مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةُ سُؤَالِهِمْ، وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমাদেরকে কিছু বলবো না ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরাও আমাকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করবে না"।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, "যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমাদেরকে কিছু বলবো না ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরাও আমাকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করবে না। কারণ, তোমাদের পূর্বেকার উম্মতরা ধ্বংস হয়ে গেছে তাদের নবীদেরকে বেশি বেশি প্রশ্ন ও তাঁদের সাথে অহেতুক দ্বন্দ্ব করার দরুন। তাই আমি যখন তোমাদেরকে কোন কিছু করতে নিষেধ করবো তখন তোমরা তা অবশ্যই বর্জন করবে। আর যখন আমি তোমাদেরকে কোন কিছু করার আদেশ করবো তখন তোমরা তা যথাসাধ্য করার চেষ্টা করবে"। (বুখারী ৭২৮৮ মুসলিম ১৩৩৭)

دَعُوْنِيْ مَا تَرَكْتُكُمْ এ কথার প্রমাণ যে, শরীয়তের বিধানগত মূল প্রকৃতি হলো কারোর উপর কোন কিছু ওয়াজিব না হওয়া যতক্ষণ না শরীয়ত সরাসরি কারোর উপর কোন কিছু ওয়াজিব করে। তা হলে বুঝা গেলো, শরীয়তের বিধান আসার আগে কোন বস্তু বা ব্যক্তির ব্যাপারে কোন বিধান প্রযোজ্য নয়।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন:

﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥].

"আমি কাউকে কোন শাস্তি দেই না যতক্ষণ না তার নিকট কোন রাসূল পাঠাই"। (ইস্‌রা/বানী ইসারাঈল: ১৫)

فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ এটি তার ব্যাপকতাই ধারণ করবে। তথা যে কোন নিষিদ্ধ কাজ অবশ্যই করা যাবে না। তবে যদি এমন কোন ওযর পাওয়া যায় যার দরুন নিষিদ্ধ বস্তুটি কিছুক্ষণের জন্য হলেও জায়িয হয়ে যায় যেমন: বিপদের সময় মৃত পশুর গোস্ত খাওয়া ইত্যাদি তা হলে তা তখনকার জন্য নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত হবে না।

وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ এটি ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র। এমনকি তা রাসূল ﷺ এর জাওয়ামি'উল-কালিম তথা "শব্দ কম তবে মানে অনেক ব্যাপক" এমন বাক্যগুলোর একটি। এর অধীনে ইসলামের অগণিত বিধান রয়েছে। যেমন: সকল প্রকারের নামায। যদি নামাযের কোন রুকন কিংবা শর্ত বাস্তবায়ন অসম্ভব হয়ে পড়ে তা হলে তা বাদ দিয়ে কেবল অন্যগুলোই আদায় করবে। নিম্নোক্ত আয়াতটিও এর সমর্থন করে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: ١٦].

"তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করো"। (তাগাবুন: ১৬)

এ দিকে নিম্ন আয়াতের অর্থ হলো, আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ-নিষেধগুলো যথাযথভাবে মেনে চলা।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ﴾ [آل عمران: ١٠٢] .

"তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করার মতো ভয় করো"।

(আলি-'ইমরান: ১০২)

মূলতঃ আল্লাহ্ তা'আলা সাধ্যের বাইরে কোন কিছুই করতে বলেননি।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٣٣] .

"কাউকে সাধ্যের বাইরে কোন কিছু করতে বাধ্য করা হয় না"।

(বাক্বারাহ্: ২৩৩)

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: ٧٨] .

"তিনি ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠোরতা চাপিয়ে দেননি"। ('হাজ্জ: ৭৮) (শার'হু স্বা'হীহি মুসলিম: ৯/১০১)

ইমাম আবূ জা'ফর (রাহিমাহুল্লাহ্) উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন: উক্ত হাদীসে রাসূল ﷺ আদেশ-নিষেধে কিছুটা পার্থক্য করলেন। তিনি নিষেধের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে নিষেধ করলেন। আর আদেশের ক্ষেত্রে সাধ্যের কথা বললেন। তিনি নিষেধের ন্যায় ব্যাপকভাবে আদেশ করলেন না।

উক্ত পার্থক্যের ব্যাপারটি আমি ভালোভাবে চিন্তা করলে দেখতে পেলাম যে, মূলতঃ নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ড থেকে বেঁচে থাকা কারোর জন্য কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়। বরং তা সবই সাধ্যের ভেতরে। তাই সেগুলো করতে তিনি ব্যাপকভাবে নিষেধ করেছেন।

এ দিকে আদিষ্ট কর্মকাণ্ডগুলোর কিছু কিছু করা সবার পক্ষে সম্ভব হলেও সেগুলোর কিছু কিছু করা কারো কারোর পক্ষ্যে কখনো কখনো অসম্ভব। তাই যা করা সম্ভব তা করতেই কেবল কাউকে বাধ্য করা

যেতে পারে। এ জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٣٣] .

"কাউকে সাধ্যের বাইরে কোন কিছু করতে বাধ্য করা হয় না"।
(বাক্বারাহ্: ২৩৩)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ﴾ [الطلاق: ٧] .

"আল্লাহ্ তা'আলা যাকে যা দিয়েছেন তার অতিরিক্ত বোঝা তিনি কাউকে চাপিয়ে দেন না"। (ত্বালাক্ব: ৭)

দ্বিতীয় হাদীস:

আবূ মূসা আশ্'আরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

إِنَّمَا مَثَلِيْ وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمًا، فَقَالَ: يَا قَوْمِ! إِنِّي رَأَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنَيَّ، وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ، فَالنَّجَاءَ، فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَأَدْلَجُوا، فَانْطَلَقُوا عَلَى مَهْلِهِمْ، فَنَجَوْا، وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ، فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ، فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ، فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي، فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ، وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي، وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ .

"আমি ও আমাকে যা দিয়ে পাঠানো হয়েছে তার দৃষ্টান্ত জনৈক ব্যক্তির ন্যায় যে কোন একটি সম্প্রদায়ের কাছে এসে বললো: হে সম্প্রদায়! আমি এ দিকে একটি শত্রু সেনা দল আমার নিজ চোখেই দেখতে পেয়েছি। তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে এগিয়ে আসছে। আমি তোমাদেরকে সে ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে ভীতি প্রদর্শন করছি। সুতরাং তোমরা বাঁচার চেষ্টা করো। তখন তাদের একটি দল তার কথা বিশ্বাস করে রাত থাকতেই ধীরস্থিরভাবে সেখান থেকে রওয়ানা করে

শত্রুর কবল থেকে বেঁচে গেলো। এ দিকে তাদের আরেকটি দল তার কথা বিশ্বাস না করে সকাল পর্যন্ত যথাস্থানেই থেকে গেল। আর সকাল হতেই উক্ত সেনা দল তাদের উপর আক্রমণ করে তাদেরকে হত্যা করে তাদের বাড়ি-ঘর তছনছ করে দিলো। এটিই হলো দৃষ্টান্ত ওদের যারা আমার আনুগত্য করে আমার আনীত বিধানকে অনুসরণ করলো। আর ওদের যারা আমার বিরুদ্ধাচরণ করে আমার আনীত সত্য বিধানকে অস্বীকার করলো"।

(বুখারী/ফাত্হ: ১৩/২৬৪ হাদীস ৭২৮৩ মুসলিম/নাওয়াওয়ী: ১৫/৪৮ হাদীস ২২৮৩)

আলিমগণ বলেন: মূলতঃ সে যুগে কোন ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়কে কঠিন কোন ভীতির সংবাদ দেয়ার সময় বিশেষ করে সে সম্প্রদায় তার থেকে কিছুটা দূরে থাকলে সে নিজের পরনের কাপড় খুলে তা নাড়িয়ে তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করতো। আর এ কাজটি করতো সাধারণত সে সম্প্রদায়ের গোয়েন্দা কিসিমের লোকেরাই। তারা এমনটিই করতো। কারণ, এটি যে কারোরই চোখে আশ্চর্য ও বিশ্রী আকারে ধরা পড়তো। যার দরুন তারা দ্রুত শত্রুর মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হতো।

আর কেউ কেউ বলেছেন: এর মানে হলো, আমি তোমাদেরকে উলঙ্গ হয়ে শত্রুর ভয় দেখাচ্ছি। কারণ, তারা আমার কাপড় খুলে নিয়েছে। তাই আমি তোমাদেরকে খোলা গায়ে তাদের ভয় দেখাচ্ছি।

فَالنَّجَاءَ মানে, তোমরা দ্রুত বাঁচার চেষ্টা করো।

فَأَدْلَجُوا، فَانْطَلَقُوا عَلَى مَهْلِهِمْ মানে, তারা প্রথম রাতেই ধীরস্থিরভাবে রওয়ানা করলো। এরা হলো তারা যারা ভীতি প্রদর্শনকারীর আনুগত্য ও তাকে সত্যবাদী মনে করেছে। আর যারা তার অবাধ্যতা ও বিরুদ্ধাচরণ করেছে তাদের সম্পর্কে বলা হলো,

فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ، فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ মানে, সকাল হতেই উক্ত সেনা দল তাদের উপর আক্রমণ করে তাদেরকে হত্যা করেছে ও তাদের বাড়ি-ঘর ধ্বংস করে দিয়েছে।

উক্ত হাদীসে বাঁচার চেষ্টা ও রাত্রি বেলায় তাদের রওয়ানা করার

ব্যাপারটি বলে রাসূল ﷺ এ কথাই বুঝাতে চাচ্ছেন যে, দুনিয়া ও আখিরাতে মুক্তি ও নিরাপত্তা একমাত্র তাঁরই আনুগত্য ও অনুসরণে। আর যারা তাঁর মত ও পথ থেকে দূরে সরে গিয়ে তাঁর আদর্শ ছেড়ে অন্য কারোর আদর্শানুযায়ী চলছে তাদের জন্য রয়েছে কেবল চরম ক্ষতি ও সমূলে ধ্বংস।

তৃতীয় হাদীস:

আব্দুল্লাহ্ বিন্ বুরাইদাহ্ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: একদা নবী ﷺ আমাদের নিকট এসে তিন বার ডাক দিলেন। এরপর তিনি বললেন:

أَيُّهَا النَّاسُ! تَدْرُونَ مَا مَثَلِيْ وَمَثَلُكُمْ؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «إِنَّمَا مَثَلِيْ وَمَثَلُكُمْ مَثَلُ قَوْمٍ خَافُوا عَدُوًّا يَأْتِيهِمْ، فَبَعَثُوا رَجُلًا يَتَرَاءَى لَهُمْ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ أَبْصَرَ الْعَدُوَّ، فَأَقْبَلَ لِيُنْذِرَهُمْ، وَخَشِيَ أَنْ يُدْرِكَهُ الْعَدُوُّ قَبْلَ أَنْ يُنْذِرَ قَوْمَهُ، فَأَهْوَى بِثَوْبِهِ: أَيُّهَا النَّاسُ أُتِيتُمْ، أَيُّهَا النَّاسُ أُتِيتُمْ .

"হে মানুষ সকল! তোমরা কি জানো আমার আর তোমাদের মধ্যকার দৃষ্টান্ত কী? তারা বললো: আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ ই এ ব্যাপারে ভালো জানেন। তিনি বললেন: আমার ও তোমাদের মধ্যকার দৃষ্টান্ত এমন একটি সম্প্রদায়ের ন্যায় যারা আসন্ন একটি শত্রু দলের হঠাৎ আক্রমণের আশঙ্কা করছে। অতঃপর তারা দ্রুত একটি লোককে তাদের শত্রু পক্ষের খবর নিতে পাঠালো। আর ইতিমধ্যে সে শত্রু পক্ষকে দেখেই নিজ সম্প্রদায়কে তাদের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করতে লাগলো। সে এ ব্যাপারে আশঙ্কা করছে যে, সে তার সম্প্রদায়কে ভীতি প্রদর্শন করার পূর্বেই হয়তো বা সে শত্রু পক্ষের হাতে ধরা পড়ে যাবে। তখন সে নিজের পরনের কাপড় খুলেই তাদের দিকে নাড়াতে নাড়াতে বললো: হে মানুষ সকল! শত্রুরা তো এসেই পড়েছে। হে মানুষ সকল! শত্রুরা তো এসেই পড়েছে। (আহ্মাদ: ৫/৩৪৮ ফাত'হুল-বারী: ১১/৩২৪)

চতুর্থ হাদীস:

আবূ সা'ঈদ্ খুদ্‌রী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

إِنَّ أَهْلَ الْـجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا تَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ الْغَابِرَ فِي الْأُفُقِ مِنْ الْـمَشْرِقِ أَوْ الْـمَغْرِبِ لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ، قَالُوا يَا رَسُولَ الله! تِلْكَ مَنَازِلُ الْأَنْبِيَاءِ لَا يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ، قَالَ: بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! رِجَالٌ آمَنُوا بِالله وَصَدَّقُوا الْـمُرْسَلِينَ .

"জান্নাতবাসীরা কুঠিবাসীদেরকে তাদের বহু উপরেই দেখতে পাবে যেমনিভাবে তোমরা পূর্ব কিংবা পশ্চিম আকাশের বহু দূরের ডুবে যাওয়া কিংবা উঠে আসা উজ্জ্বল তারকা দেখতে পাও। আর এটি হবে তাদের মধ্যকার মর্যাদাগত প্রচুর ব্যবধানের দরুনই। তারা বললো: হে আল্লাহ্'র রাসূল! ওগুলো মনে হয় নবীদের ঘর-বাড়ি। যাতে অন্য কেউ পৌঁছুতে পারবে না। তিনি বললেন: না, সে সত্তার কসম যার হাতে আমার জীবন! তারা হলো এমন কিছু মানুষ যারা আল্লাহ্ তা'আলার উপর খাঁটি ঈমান এনেছে এবং রাসূলদেরকে সত্যবাদী বলে মেনে নিয়েছে।

(বুখারী/ফাত্হ: ৬/৩৯৫ হাদীস ৩০৮৩/৩২৫৬ মুসলিম/নাওয়াওয়ী: ১৭/১৬৯ হাদীস ২৮৩১)

لَيَتَرَاءَوْنَ মানে, তারা কুঠিবাসীদেরকে তাদের বহু উপরেই দেখতে পাবে। আর তা হবে দুনিয়ায় তাদের আমলের ব্যাপক ব্যবধানের দরুন। কারণ, জান্নাত হবে অনেকগুলো স্তরের।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

إِنَّ فِيْ الْـجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ مِائَةُ عَامٍ

"নিশ্চয়ই জান্নাতের একশতটি স্তর রয়েছে। প্রত্যেক দু' স্তরের মাঝে রয়েছে একশত বছরের দূরত্ব"। (আহ্মাদ: ২/২৯২ তিরমিযী ২৬৬২)

হাদীসে আমাদের কথার প্রমাণটুকু হলো,

بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! رِجَالٌ آمَنُوا بِاللهِ وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ

মানে, রাসূলদের সত্যায়ন তাঁদের আদেশের আনুগত্য এবং কথা ও কাজে তাঁদের আদর্শের অনুসরণের মাধ্যমেই হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذۡنِ ٱللَّهِ ﴾ [النساء: ٦٤] .

"আমি যে কোন রাসূলকে এ জন্যই পাঠিয়েছি যে, যেন আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে তাঁরই আনুগত্য করা হয়"। (নিসা': ৬৪)

তাঁদের প্রথমে ও শীর্ষে রয়েছেন সর্বশেষ নবী মু'হাম্মাদ ﷺ।

রাসূল ﷺ আল্লাহ্ তা'আলার কসম খেয়ে বললেন, সে কুঠিগুলো শুধুমাত্র নবীদের জন্যই নির্দিষ্ট নয়। বরং তা তাঁর উম্মতের মধ্য থেকে যারা আল্লাহ্ তা'আলার উপর খাঁটি ঈমান এনেছে ও রাসূলদেরকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে তাঁদের জন্যও।

পঞ্চম হাদীস:

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

إِنَّمَا مَثَلِيْ وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهَا جَعَلَ الْفَرَاشُ، وَهَذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِي فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا، فَجَعَلَ يَزَعُهُنَّ، وَيَغْلِبْنَهُ فَيَقْتَحِمْنَ فِيهَا، فَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، وَأَنْتُمْ تَقْتَحِمُوْنَ فِيهَا

"মূলতঃ আমার ও তোমাদের দৃষ্টান্ত জনৈক ব্যক্তির ন্যায় যে একদা আগুন জ্বালিয়েছে। যখন আগুন তার চতুর্পাশ আলোকিত করলো তখন প্রজাপতি ও আগুনে পড়া কীটপতঙ্গগুলো তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। আর সে সেগুলোকে তাড়াতে চাচ্ছে; অথচ সেগুলো তাকে পরাজিত করে তাতে ঝাপিয়ে পড়ছে। আমি তোমাদের কোমর ধরে তোমাদেরকে আগুন থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছি। অথচ তোমরা আমাকে পরাজিত

করে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ছো।

(বুখারী/ফাত্হ: ১১/৩২৩ হাদীস ৬৪৮৩ মুসলিম/নাওয়াওয়ী: ১৫/৪৯ হাদীস ২২৮৪, ২২৮৫)

উক্ত হাদীসে বর্ণিত দৃষ্টান্তটি ভালোভাবে বুঝতে হলে এর পূর্বে নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যাটুকু ভালোভাবে বুঝা উচিত।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٢٩] .

"যারা আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে তারা মূলতঃ যালিম"। (বাক্বারাহ্: ২২৯)

আল্লাহ্'র 'হুদূদ্ বলতে হারাম ও নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ডগুলোকে বুঝানো হয়।

নু'মান বিন্ বাশীর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

أَلَا إِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ .

"জেনে রাখো, আল্লাহ্ তা'আলার নিরাপত্তা বেষ্টনী হলো তাঁর হারাম করা বস্তুসমূহ"।

(বুখারী ৫১ মুসলিম ৩০০৪ আবূ দাউদ ২৮৯৬ তিরমিযী ১১২৩ ইব্নু মাজাহ্ ৩৯৮২)

আর সকল হারামের মূলই তো হলো দুনিয়ার ভালেবাসা ও তার চাকচিক্য এবং পুরোপুরিভাবে দুনিয়ার স্বাদ আস্বাদনের অক্লান্ত চেষ্টা।

উক্ত হাদীসে রাসূল ﷺ কুর'আন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বর্ণনার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার হারামকৃত বস্তুগুলোকে একান্তভাবে প্রকাশ করে দেয়াকে মানুষগুলোকে আগুন থেকে রক্ষা করার চেষ্টার সাথে তুলনা করেছেন। আর বিশ্ব জুড়ে এগুলোর প্রচার ও প্রসারকে আগুন তার প্রজ্বলনের মাধ্যমে তার আশপাশের এলাকাগুলোকে আলোকিত করার সাথে তুলনা করলেন। উপরন্তু মানুষ এবং হারাম কাজগুলোর সুস্পষ্ট বর্ণনার পরও সেগুলোর প্রতি তাদের চরম অবহেলা এমনকি তাদের কর্তৃক আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া সীমাতিক্রম পরিশেষে দুনিয়ার সকল স্বাদ পুরোপুরি আস্বাদনের অদম্য লোভ এবং রাসূল ﷺ কর্তৃক তাদেরকে তাদের কোমর ধরে তা থেকে বিরত রাখার অপার চেষ্টাকে

প্রজাপতি ও আগুনে পড়া অন্যান্য কীটপতঙ্গগুলোর সাথে তুলনা করেছেন যেগুলো আগুন প্রজ্বলনকারীর সকল বাধা উপেক্ষা করে তাকে পরাজিত করে একদা আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

যেমনিভাবে আগুন প্রজ্বলনকারীর ইচ্ছা ছিলো মানুষ যেন আলো ও তাপ গ্রহণের মাধ্যমে আগুন কর্তৃক উপকৃত হতে পারে; অথচ প্রজাপতি ও কীটপতঙ্গগুলো নিজেদের মূর্খতার দরুন উক্ত আগুনটুকুকে তাদের ধ্বংসের কারণ বানিয়েছে তেমনিভাবে রাসূল ﷺ এর ইচ্ছাও ছিলো এমন সুস্পষ্ট বর্ণনার মাধ্যমে তাঁর উম্মতের হিদায়াত ও তাদেরকে নিশ্চিত ধ্বংসের মুখ থেকে রক্ষা করা। অথচ তাদের মূর্খতার দরুন তারা এ কুর'আন ও সুন্নাহ্'র বর্ণনাকে তাদের ধ্বংসের কারণ বানিয়ে নিয়েছে।

آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ বলে রাসূল ﷺ এখানে তাঁর উম্মতকে ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করার অদম্য প্রচেষ্টার চিত্রকে সে লোকটির কর্ম প্রচেষ্টার চিত্রের সাথে তুলনা করলেন যে তার সাথীর কোমর ধরে তাকে ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করছে।

(ফাত্'হুল-বারী: ১১/৩২৬)

এটি রাসূল ﷺ এর উম্মতের প্রতি তাঁর অত্যন্ত যত্ন, তাদের প্রতি তাঁর প্রচুর দয়া এবং তাঁর উম্মতের সার্বিক মুক্তি ও সফলতার প্রতি তাদেরকে তাঁর সার্বক্ষণিক পথ পদর্শনই প্রমাণ করে। কেনই বা এমন হবে না। কারণ, স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাই তো তাঁর সম্পর্কে বলেন:

﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ [التوبة: ١٢٨].

"নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের নিকট এক জন রাসূল এসেছে। তোমাদেরকে যা কষ্ট দেয় তা তাকে আরো বেশি কষ্ট দেয়। সে মূলতঃ তোমাদেরই কল্যাণকামী, মু'মিনদের প্রতি অতীব করুণাসিক্ত এবং বড়ই দয়ালু"। (তাওবাহ: ১২৮)

উপরোক্ত দৃষ্টান্ত এটাও প্রমাণ করে যে, রাসূল ﷺ তাঁর

রিসালাতের দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করেছেন। অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবেই তিনি তাদের নিকট আল্লাহ্ তা'আলার বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। সর্বোপরি তিনি সর্বদা তাদের সমূহ কল্যাণই কামনা করেছেন।

দুনিয়ার বুকে যার দায়িত্ব ছিলো কেবল মানুষের সার্বিক কল্যাণ কামনা করা ও তাদেরকে সদুপদেশ দেয়া উপরন্তু তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির পথ দেখানো তাই সকল সুস্থ ও স্বচ্ছ অন্তরের অধিকারীদেরকে অবশ্যই তাঁর আনুগত্য করতে হবে যদি তারা সত্যিই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট চির শান্তি কামনা করে থাকে। যিনি তাঁকে তাঁর ধর্ম প্রচারের জন্যই দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন।

ষষ্ঠ হাদীস:

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْـجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ أَبَى، قَالُوْا: وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْـجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى .

"আমার প্রতিটি উম্মতই জান্নাতে যাবে। তবে যে ব্যক্তি জান্নাতে যেতে চাবে না তার কথা অবশ্যই ভিন্ন। সাহাবীগণ বললেন: কে আবার এমন লোক যে এতো মনোমুগ্ধকর জান্নাতে যেতে চায় না? রাসূল ﷺ বললেন: মূলতঃ যে আমার আনুগত্য করে সেই জান্নাতে যেতে চায়। আর যে আমার বিরুদ্ধাচরণ করে সে সত্যিই জান্নাতে যেতে চায় না"।

(বুখারী/ফাত্হ: ১৩/২৬৩ হাদীস ৭২৮০)

সপ্তম হাদীস:

'আলী বিন্ খালিদ (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা আবূ উমামাহ্ বাহিলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) খালিদ বিন্ ইয়াযীদ বিন্ মু'আবিয়াহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) এর কাছ দিয়ে যেতেই খালিদ তাঁকে এমন একটি হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন যা তাঁর নিকট খুবই প্রিয় ও আশাব্যঞ্জক। যা তিনি একদা সরাসরি রাসূল ﷺ থেকে শুনেছেন। তখন আবূ উমামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: আমি একদা রাসূল ﷺ কে এ কথা বলতে শুনেছি। তিনি বলেন:

أَلَا كُلُّكُمْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ شَرَدَ عَلَى اللهِ شِرَادَ الْبَعِيرِ عَلَى أَهْلِهِ

"জেনে রাখো, তোমাদের প্রত্যেকেই জান্নাতে যাবে। তবে যে আল্লাহ্ তা'আলার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ায় যেমন কোন উট তার মালিকের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ায় সে নয়"।

(আহ্মাদ: ৫/২৫৮ 'হাকিম: ৪/২৪৭ মাজ্মা'ইয্-যাওয়ায়িদ: ১০/৭০-৭১ ফাত্'হুল-বারী: ১৩/২৬৮ সিল্সিলাতুল-আ'হাদীসিস-স্বা'হী'হাহ্: ৫/৭২ হাদীস ২০৪৩)

তেমনিভাবে আবূ সা'ঈদ্ খুদ্রী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

...أَرْجُوْ أَنْ تَكُوْنُوْا نِصْفَ اَهْلِ الْجَنَّةِ، فَكَبَّرْنَا، فَقَالَ: مَا أَنْتُمْ فِيْ النَّاسِ إِلاَّ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِيْ جِلْدِ ثَوْرٍ أَبْيَضَ، أَوِ الشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِيْ جِلْدِ ثَوْرٍ أَسْوَدَ .

"...আমি আশা করছি, তোমরা জান্নাতীদের অর্ধেক হবে। তখন আমরা আবারো "আল্লাহু আকবার" বললাম। তিনি আবারো বললেন: তোমাদের সাথে অন্য উম্মতের তুলনা যেন সাদা বর্ণের একটি ষাঁড়ের গায়ে কালো একটি লোম অথবা কালো বর্ণের ষাঁড়ের গায়ে সাদা একটি লোম"। (বুখারী, হাদীস ৩৩৪৮, ৪৭৪১, ৬৫৩০ মুসলিম, হাদীস ২২২)

আল্লাহ্ তা'আলা এ উম্মতকে দুনিয়া ও আখিরাতে এতো শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মান দিয়েছেন যা ইতিপূর্বে তিনি অন্য কোন উম্মতকে দেননি। এই যে রাসূল ﷺ নিজেই সংবাদ দিচ্ছেন। আর তিনি হলেন সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য এক জন সত্যবাদী। তিনি বলেন: তাঁর সকল উম্মতই জান্নাতে যাবে। তবে যে তাতে যেতে চাবে না তার কথা তো অবশ্যই ভিন্ন। আর রাসূল ﷺ এর বিরুদ্ধাচরণ করা মানে জান্নাতে যেতে না চাওয়া। এ দিকে রাসূল ﷺ আরো বললেন: তাঁর অর্ধেক উম্মত জান্নাতবাসী হবে। অথচ তারা অন্য উম্মতের তুলনায় খুবই নগণ্য। একটি ষাঁড়ের গায়ের সকল লোমের তুলনায় একটি লোমের গুরুত্বই বা কতটুকু।

এর চেয়েও আরো একটি বড় অনুগ্রহের ঘোষণা রয়েছে দয়াময় আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে।

বুরাইদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

أَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِائَةُ صَفٍّ، ثَمَانُونَ مِنْهَا مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ وَأَرْبَعُونَ مِنْ سَائِرِ الأُمَمِ .

"জান্নাতীদের কাতার হবে মোট এক শত বিশটি। তার মধ্যকার আশি কাতার হবে আমার উম্মতের মধ্য থেকে। আর বাকি চল্লিশ কাতার হবে অন্যান্য উম্মত থেকে"।

(তিরমিযী ৩৪৬৯ স্বা'হী'হুল-জামি': ১/৪৯৫ হাদীস ২৫২৬)

অতএব যে ব্যক্তি এ উম্মতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে চায় তাকে অবশ্যই রাসূল ﷺ এর আদর্শের অনুসরণ ও তা আঁকড়িয়ে ধরতে হবে। আর যে তাঁর আদর্শের বিরুদ্ধাচরণ করেছে, তাঁর দেখানো পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এমনকি তাঁর অনুসরণ পরিত্যাগ করে কাজে, চরিত্রে ও বিশ্বাসে তাঁর ধর্মের শত্রুদের বেশ ধরেছে; অথচ সে দাবি করছে, সে নবীর এক জন খাঁটি উম্মত তা হলে তা সত্যিই বাতিল দাবি বলে গণ্য হবে। আর তার সকল আমল হবে অবশ্যই প্রত্যাখ্যাত।

তার ও তার মতোদের ব্যাপারে নবী ﷺ এর নিম্নোক্ত মূল্যবান বাণীগুলো চির সত্য।

আনাস্ বিন্ মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ .

"যে ব্যক্তি আমার আদর্শ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো সে কখনোই আমার উম্মত হতে পারে না"।

(বুখারী/ফাত্হ: ৫/৫৯ হাদীস ৫০৬৩ মুসলিম/নাওয়াওয়ী: ৯/১৭৯ হাদীস ১৪০১)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ .

"যে ব্যক্তি কোন অমুসলিম জাতির সাথে যে কোনভাবে মিল কিংবা সামঞ্জস্য বজায় রাখে সে মূলতঃ তাদেরই অন্তর্ভুক্ত"।

(আহ্মাদ: ২/৫০-৯২ হাদীস ৪৯৬৯, ৪৯৭০ আবূ দাউদ ৪৩১ মুন্তাখাব/আব্দ বিন্ 'হুমাইদ ৮৪৮ ফাতাওয়া/ইব্নু তাইমিয়্যাহ্: ২৫/৩৩১ ইরওয়াউল-গালীল ১২৬৯ ইব্নু আবী শাইবাহ্ ১৮৮২৬, ৩২৩২৩)

যে ব্যক্তি দুনিয়ার শান্তি ও পরকালের মুক্তি চায় সে যেন অবশ্যই রাসূল ﷺ এর আদর্শ অনুসরণ করে। সাহাবায়ে কিরাম ধর্মীয় ব্যাপারে যতটুকুতে সন্তুষ্ট ছিলেন সে যেন ততটুকুতেই সন্তুষ্ট থাকে। সে যেন ধর্মের নামে নতুন কিছু করার চেষ্টা না করে। হয়তো বা এ জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের সাথেই তার 'হাশর-নশর করবেন।

অষ্টম হাদীস:

জাবির বিন্ আব্দুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

جَاءَتْ مَلاَئِكَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ نَائِمٌ، فَقَالُوْا: إِنَّ لِصَاحِبِكُمْ هَذَا مَثَلاً فَاضْرِبُوْا لَهُ مَثَلاً، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ، فَقَالُوا: مَثَلُهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا وَجَعَلَ فِيهَا مَأْدُبَةً وَبَعَثَ دَاعِيًا، فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِيَ دَخَلَ الدَّارَ وَأَكَلَ مِنْ الْمَأْدُبَةِ، وَمَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّاعِيَ لَمْ يَدْخُلْ الدَّارَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْ الْمَأْدُبَةِ، فَقَالُوا: أَوِّلُوهَا لَهُ يَفْقَهْهَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ، فَقَالُوا: فَالدَّارُ الْجَنَّةُ، وَالدَّاعِي مُحَمَّدٌ ﷺ؛ فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا ﷺ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا ﷺ فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمُحَمَّدٌ ﷺ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ .

"একদা কয়েক জন ফিরিশ্তা নবী ﷺ এর কাছে আসলেন। তখন তিনি ঘুমিয়ে ছিলেন। তাঁরা বললেন: তোমাদের সাথীর একটি সুন্দর উদাহরণ রয়েছে। অতএব, তোমরা তা উপস্থাপন করো। তাঁদের কেউ কেউ বললেন: তিনি ঘুমিয়ে আছেন। আবার কেউ কেউ বললেন: তাঁর চোখ ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু তাঁর অন্তর জাগ্রত। তখন তাঁরা বললেন: তাঁর উদাহরণ হলো জনৈক ব্যক্তির সাথে যে ব্যক্তি সুন্দর একটি ঘর

বানিয়ে তাতে খাবারের বিশেষ আয়োজন করে জনৈক ব্যক্তিকে মেহমান ডাকার দায়িত্ব দিলো। অতএব, যে ব্যক্তি উক্ত লোকটির ডাকে সাড়া দিবে সে ঘরেও ঢুকতে পারবে এবং খানাও খেতে পারবে। আর যে ব্যক্তি তার ডাকে সাড়া দিবে না সে ঘরেও ঢুকতে পারবে না এবং খানাও খেতে পারবে না। তাঁরা আবার বললেন: উদাহরণটির ব্যাখ্যা দাও তা হলে তিনি ব্যাপারটি ভালোভাবে বুঝতে পারবেন। তাঁদের কেউ কেউ আবারো বললেন: তিনি ঘুমিয়ে আছেন। আবার কেউ কেউ বললেন: তাঁর চোখ ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু তাঁর অন্তর জাগ্রত। তারপর তাঁরা বললেন: ঘরটি হলো জান্নাত। আহ্বানকারী হলো মু'হাম্মাদ ﷺ। অতএব যে ব্যক্তি মু'হাম্মাদ ﷺ এর আনুগত্য করলো সে যেন আল্লাহ্ তা'আলারই আনুগত্য করলো। আর যে ব্যক্তি মু'হাম্মাদ ﷺ এর বিরুদ্ধাচরণ করলো সে যেন আল্লাহ্ তা'আলারই বিরুদ্ধাচরণ করলো। মু'হাম্মাদই ﷺ হলেন মানুষের মাঝে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য সৃষ্টিকারী। (বুখারী/ফাত্হ: ১৩/২৬৩ হাদীস ৭২৮১)

'আত্বিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা রাবী'আহ্ আল-জুরাশী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন:

أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ، فَقِيلَ لَهُ: لِتَنَمْ عَيْنُكَ، وَلْتَسْمَعْ أُذُنُكَ، وَلْيَعْقِلْ قَلْبُكَ، قَالَ : فَنَامَتْ عَيْنَايَ، وَسَمِعَتْ أُذُنَايَ، وَعَقَلَ قَلْبِيْ، قَالَ: فَقِيلَ لِيْ: سَيِّدٌ بَنَى دَارًا فَصَنَعَ مَأْدُبَةً، وَأَرْسَلَ دَاعِيًا، فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِيَ دَخَلَ الدَّارَ، وَأَكَلَ مِنْ الْـمَأْدُبَةِ، وَرَضِيَ عَنْهُ السَّيِّدُ، وَمَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّاعِيَ لَمْ يَدْخُلْ الدَّارَ، وَلَمْ يَطْعَمْ مِنْ الْـمَأْدُبَةِ، وَسَخِطَ عَلَيْهِ السَّيِّدُ، قَالَ: فَاللهُ: السَّيِّدُ، وَمُحَمَّدٌ: الدَّاعِيْ، وَالدَّارُ: الْإِسْلَامُ، وَالْـمَأْدُبَةُ : الْـجَنَّةُ .

"একদা নবী ﷺ এর নিকট কিছু ফিরিশ্তা আসলে তাঁকে বলা হলো: আপনার চোখ যেন ঘুমায়, কান যেন শুনে এবং অন্তর যেন

অনুধাবন করে। রাসূল ﷺ বলেন: অতএব, আমার চোখ ঘুমিয়ে থাকলো, কান শুনছিলো এবং অন্তর অনুধাবন করছিলো। অতঃপর আমাকে বলা হলো, জনৈক মনিব একটি ঘর বানিয়ে তাতে খাবারের বিশেষ আয়োজন করে জনৈক ব্যক্তিকে লোক ডাকার জন্য পাঠালেন। অতএব, যে ব্যক্তি উক্ত লোকটির ডাকে সাড়া দিবে সে ঘরেও ঢুকতে পারবে এবং খানাও খেতে পারবে। উপরন্তু মনিবও তার উপর খুশি হবেন। আর যে ব্যক্তি তার ডাকে সাড়া দিবে না সে ঘরেও ঢুকতে পারবে না এবং খানাও খেতে পারবে না। বরং মনিব তার উপর খুবই অসন্তুষ্ট হবেন। অতঃপর সম্মানিত ফিরিশ্‌তা এ দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন: উক্ত দৃষ্টান্তে আল্লাহ্ তা'আলাই হলেন স্বয়ং মনিব। মু'হাম্মাদ ﷺ হলেন আহ্বানকারী। ঘর হলো ইসলাম। আর খাবারের ব্যবস্থা হলো জান্নাত"।

(দারিমী: ১/১৮ হাদীস ১১ ত্বাবারানী/ কাবীর: ৫/৬৫ মাজমা'উয্-যাওয়ায়িদ: ৮/২৬০ ফাত্'হুল-বারী: ১৩/২৭০)

'হাফিয ইব্নু হাজার (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: যখন তিনি (রাসূল ﷺ) হলেন খাবারের আয়োজকের পক্ষ থেকেই এক জন আহ্বানকারী তাই কেউ তাঁর ডাকে সাড়া দিলে তথা তাঁর দা'ওয়াত গ্রহণ করলে সে খানা খেতে পারবে তথা জান্নাতে যেতে পারবে।

নবম হাদীস:

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা রাসূল ﷺ এর স্বপ্নে তাঁর নিকট দু' জন ফিরিশ্‌তা এসে তাঁদেরই এক জন তাঁর পায়ের কাছে বসলেন আর এক জন তাঁর মাথার কাছে। যিনি তাঁর পায়ের কাছে বসলেন তিনি তাঁর মাথার কাছের ফিরিশ্‌তাকে বললেন: এঁর ও এঁর উম্মতের দৃষ্টান্ত দাও। তখন মাথার কাছের ফিরিশ্‌তা বললেন: তাঁর ও তাঁর উম্মতের দৃষ্টান্ত হলো সে সম্প্রদায়ের সাথে যারা সফর করে একদা এক মরুভূমিতে পৌঁছুলো। অথচ তাদের সাথে মরুভূমিটি অতিক্রমেরও সম্বল নেই। এমনকি তা থেকে ফেরারও। এমতাবস্থায় জনৈক ব্যক্তি কারুকার্যপূর্ণ এক জোড়া পোশাক পরে তাদের নিকট এসে বললো: আমি যদি তোমাদেরকে

একটি সবুজ-শ্যামল বাগান ও একটি সুমিষ্ট পানির কুয়োর নিকট নিয়ে যাই তা হলে কি তোমরা আমার সাথে যাবে? তারা বললো: হ্যাঁ। অতঃপর লোকটি তাদেরকে একটি সবুজ-শ্যামল বাগান ও একটি মিষ্টি পানির কুয়োর নিকট নিয়ে গেলে তারা তা থেকে খেয়ে ও পান করে মোটাতাজা হয়ে গেলো। তখন লোকটি তাদেরকে বললো: আমি কি তোমাদেরকে একটি কঠিন বিপদাবস্থায় পেয়ে এ কথার প্রস্তাব করিনি যে, আমি যদি তোমাদেরকে একটি সবুজ-শ্যামল বাগান ও একটি সুমিষ্ট পানির কুয়োর নিকট নিয়ে যাই তা হলে কি তোমরা আমার সাথে যাবে? তখন তোমরা বলেছিলে: হ্যাঁ। উত্তরে তারা বললো: জি, আপনি ঠিকই বলেছেন। তা হলে আমি এখন বলছি, তোমাদের সামনে রয়েছে আরেকটি আরো ঘন সবুজ-শ্যামল বাগান এবং আরেকটি সুমিষ্ট পানির কুয়ো। তাই তোমরা আমার সাথে চলো। তখন তাদের একটি দল বললো: আল্লাহ্'র কসম! লোকটি সত্য কথাই বলেছে। অতএব, আমরা নিশ্চয়ই তার অনুসরণ করবো। আরেক দল বললো: আরে আমরা এতেই সন্তুষ্ট। আমরা এখানেই থাকবো। আর সামনে এতটুকুও এগুবো না।

(আহ্মাদ: ১/৩৬৭ হাদীস ২৪০২ মুস্নাদু আব্দিব্নি 'হুমাইদ ৬৬৭ স'হীফাহ্: ২২২, ২২৩ ত্বাবারানী/কাবীর: ১২/১৬৯, ১৭০ মাজ্মা'উয্-যাওয়ায়িদ: ৮/২৬০ শাইখ আহ্মাদ্ শাকির হাদীসটির সনদকে শুদ্ধ বলেছেন)

দশম হাদীস:

'ইরবায্ বিন্ সা-রিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা রাসূল ﷺ আমাদের সামনে একটি ভাবগম্ভীর বক্তৃতা দিলেন। যা শুনে আমাদের অন্তর কেঁপে উঠলো এবং চোখে পানি এসে গেলো। আমরা বললাম: হে আল্লাহ্'র রাসূল! মনে হয় এটি আপনার বিদায়ী ভাষণ। তাই আপনার বিদায় বেলায় আপনি আমাদেরকে কিছু ওসিয়ত করে যান। তখন তিনি বললেন:

أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِيْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، فَتَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ،

وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ .

"আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌ভীতি ও তোমাদের উপরস্থের আনুগত্যের আদেশ করছি। যদিও তোমাদের উপর একদা নেতৃত্ব দেয় এক জন ইথোপিয়ান গোলাম। আমার মৃত্যুর পর যে বেঁচে থাকবে সে অচিরেই আমার উম্মতের মাঝে প্রচুর মতপার্থক্য দেখতে পাবে। অতএব তোমরা আমার ও আমার খুলাফায়ে রাশিদীনের আদর্শ মেনে চলবে। তোমরা তা শক্তভাবে ধারণ করবে। এমনকি মাড়ির দাঁত দিয়ে তা চেপে ধরবে। তোমরা ধর্মের নামে নতুন কোন কিছু সংযোজন করবে না। কারণ, ধর্মের নামে প্রত্যেক নব আবিষ্কারই বিদ্‌'আত। আর প্রত্যের বিদ্‌'আতই ভ্রষ্টতা"।

(আহ্‌মাদ: ৪/১২৬, ১২৭ হাদীস ১৬৮১২, ১৬৮১৪, ১৬৮১৫ আবূ দাউদ ৪৬০৭ তিরমিযী ২৬৭৬ 'হাকিম: ১/৯৫, ৯৬ ইরওয়াউল-গালীল ২৪৫৫)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আমরা বললাম: হে আল্লাহ্‌'র রাসূল! মনে হয় এটি আপনার বিদায়ী ভাষণ। তাই আপনি আমাদেরকে কিছু ওসিয়ত করে যান। তখন তিনি বললেন:

قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْمَحَجَّةِ الْبَيْضَاءِ، لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ، وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا...

"আমি তোমাদেরকে একটি সুস্পষ্ট রাস্তার উপর ছেড়ে যাচ্ছি। যা দিনরাত তথা সর্বদাই সুস্পষ্ট। যে ব্যক্তি এ পথ ছেড়ে অন্য কোন বাঁকা পথ ধরবে সে অবশ্যই ধ্বংস হবে। আর যে ব্যক্তি আমার মৃত্যুর পর বেঁচে থাকবে সে অচিরেই আমার উম্মতের মাঝে প্রচুর মতপার্থক্য দেখতে পাবে।

(আহ্‌মাদ: ৪/১২৬ ইব্‌নু মাজাহ্‌ ৪৩ 'হাকিম: ১/৯৬ সিলসিলাতুল-আ'হাদীসিস-স্বা'হী'হাহ্‌: ২/৬৪৮ হাদীস ৯৩৭)

'হাফিয ইব্‌নু 'হাজার (রাহিমাহুল্লাহ্‌) বলেন: সুন্নাত বলতে নবী ﷺ এর কথা, কাজ ও সমর্থন এবং তিনি একদা যা করতে উদ্যোগী হয়েছেন সেগুলোকে বুঝায়। আর আভিধানিক অর্থে সুন্নাত মানে পথ। (ফাত'হুল-বারী: ১৩/২৫৯)

ইব্নু বাত্ত্বাল (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: কারোর কোন সুরক্ষা কিংবা গুনাহ্ থেকে নিরাপত্তা মিলবে না আল্লাহ্ তা'আলার কুর'আন, রাসূল ﷺ এর আদর্শ এবং এ দু'য়ের কোন একটির মর্মের উপর আলিমদের ঐক্য ছাড়া। (ফাত'হুল-বারী: ১৩/২৫৯)

عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ উক্ত সম্বোধনটি রাসূল ﷺ এর শুরু উম্মত থেকে কিয়ামত পর্যন্ত আসা সকল উম্মতের উপরই বর্তায়। মানে, তোমাদেরকে আমার ও আমার খুলাফায়ে রাশিদীনের আদর্শের প্রতি এমন যত্নবান হতে হবে যেমন যত্নবান হয় জনৈক ব্যক্তি কোন বস্তুর প্রতি, যখন সে তা তার হাত থেকে ছুটে যাওয়ার ভয়ে তা মাড়ির দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধরে। আর খুলাফায়ে রাশিদীন বলতে আবূ বকর, 'উমর, 'উসমান ও 'আলী ﷺ কেই বুঝানো হয়।

মূল কথা, উক্ত হাদীসে রাসূল ﷺ কথায় ও কাজে তথা সর্বাবস্থায় তাঁর উম্মতকে তাঁর আদেশের আনুগত্য ও তাঁর সুন্নাতের অনুসরণের আদেশই করেছেন।

একাদশ হাদীস:

আব্দুর রহ্মান বিন্ আব্দু রাব্বিল-কা'বাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা আমি মসজিদে 'হারামে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম যে, আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর বিন্ 'আস্ব্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) কা'বার ছায়ায় বসে আছেন। আর মানুষ তাঁকে ঘিরে আছে। তা দেখে আমিও তাঁর কাছে এসে বসলে তিনি বললেন: আমরা একদা রাসূল ﷺ এর সাথেই সফরে ছিলাম। পথিমধ্যে আমরা এক জায়গায় মঞ্জিল করলাম। তখন আমাদের কেউ কেউ তার তাঁবু ঠিক করছে। আর কেউ কেউ তার তীর ঠিক করছে। আবার কেউ কেউ তার উটকে ঘাস খাওয়াচ্ছে। এমতাবস্থায় রাসূল ﷺ এর পক্ষ থেকে জনৈক আহ্বানকারী ডাক দিয়ে বললো: নামায শুরু হতে যাচ্ছে। তখন আমরা দ্রুত রাসূল ﷺ এর নিকট একত্র হলে তিনি আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন:

إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِيْ إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ

لَهُمْ وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا...

"আমার পূর্বে যতো নবীই এসেছিলেন তাঁদের নিয়মিত দায়িত্ব ছিলো এই যে, তিনি তাঁর জানা মতো সকল কল্যাণই তাঁর উম্মতকে দেখিয়ে দিবেন এবং তিনি তাঁর জানা মতো সকল অকল্যাণ থেকেই তাঁর উম্মতকে ভীতি প্রদর্শন করবেন। আর আমার এ উম্মতের শুরু অংশেই রয়েছে শান্তি ও নিরাপত্তা। আর এদের শেষের লোকদেরকে পেয়ে বসবে প্রচুর বিপদাপদ এবং তোমাদেরই অপছন্দনীয় অনেকগুলো ব্যাপার"। (মুসলিম/নাওয়াওয়ী: ১২/২৩২-২৩৩ হাদীস ১৮৪৪)

আল্লাহ্ তা'আলা মু'হাম্মাদ ﷺ কে তাঁর শরীয়তের প্রচারক হিসেবেই চয়ন করেছেন। উপরন্তু তিনি তাঁর উপর তাঁর ওহী নাযিল করেন এবং পর্দার আড়াল থেকে তিনি তাঁর সাথে কথা বলেন। এমনকি তিনি তাঁর রাসূলকে তাঁর সকল পছন্দ-অপছন্দের কথা ও কাজের সংবাদ দেন। অতঃপর তিনি তাঁকে সে ব্যাপারগুলো তাঁর বান্দাহ্দের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য আদেশ করেন যাতে তারা তাঁর সন্তুষ্টি ও রহ্মতের ব্যাপারগুলো জানতে পারে। উপরন্তু তারা তাঁর অসন্তুষ্টি ও শাস্তি থেকে দূরে থাকতে পারে। আর এ ব্যাপারগুলো কারোর পক্ষেই জানা সম্ভবপর হবে না নবী ﷺ এর মাধ্যম এবং তাঁর আনীত হিদায়াত উপরন্তু তাঁর সত্য ধর্ম সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিতভাবে জানা ছাড়া। কারণ, তিনিই তো হলেন মানুষ ও তাদের প্রভুর মধ্যকার একমাত্র মাধ্যম। একমাত্র তিনিই তো তাদের নিকট পৌঁছিয়ে দেন তাদের প্রভুর সকল পছন্দ-অপছন্দ এমনকি তাদের কাছ থেকে তিনি কী চান সেগুলোরও কথা। যা দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের সুখ, শান্তি ও সফলতার কারণ হবে। অতএব, তাঁর দেখানো পথ ছাড়া কোন পথই কাউকে তার প্রভু পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিতে পারে না। আর যে আমলের উপর তাঁর কোন সীল কিংবা সমর্থন থাকবে না তাও কারোর কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে না। (মাজমূউর-রাসায়িলি ওয়াল-মাসায়িলিন-নাজদিয়্যাহ্: ২/২/৩)

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলকে এ দুনিয়ার জীবনে দুনিয়ার সকলের নিকট তাঁর বাণী পৌঁছানোর দায়িত্ব দিলেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُۥ ﴾

[المائدة: ٦٧] .

"হে রাসূল! তুমি তোমার প্রভুর নিকট থেকে যা তোমার উপর নাযিল করা হয়েছে তা প্রচার করো। যদি তুমি তা না করো তা হলে তুমি বস্তুতঃ তাঁর বার্তা পৌঁছানোর দায়িত্বই পালন করোনি"।

(মায়িদাহ্: ৬৭)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাহ্ ও রাসূলকে রিসালাতের নামেই সম্বোধন করে তাঁকে যা দিয়ে রাসূল করে পাঠানো হয়েছে তা পৌঁছে দেয়ার আদেশ করেন। আর তিনিও তা সঠিকভাবে পালন করেন ও তার সুষ্ঠু আঞ্জাম দেন। যদি রাসূল ﷺ তাঁর উপর নাযিলকৃত কোন বস্তু মানুষ থেকে লুকিয়ে রাখতেন তা হলে তিনি নিম্নোক্ত আয়াতই লুকিয়ে রাখতেন। যাতে বলা হয়েছে,

﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِىٓ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَٱتَّقِ ٱللَّهَ وَتُخْفِى فِى نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰهُ ﴾

[الأحزاب: ٣٧] .

"স্মরণ করো সে সময়ের কথা যখন তুমি আল্লাহ্ তা'আলা যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং তুমিও যাকে অনুগ্রহ করেছো তাকে বললে: তুমি তোমার স্ত্রীকে নিজ বিবাহ বন্ধনে রেখে দাও। আর আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করো। অথচ তুমি তোমার অন্তরে সে কথাই লুকিয়ে রেখেছিলে যা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা প্রকাশ করতে চান। তুমি মানুষকে ভয় পাও। অথচ আল্লাহ্ তা'আলাই সব চেয়ে বেশি অধিকার রাখেন তাঁকে ভয় পাওয়ার"।

[(আহ্যাব: ৩৭) (বুখারী ৭৪২০ মুসলিম/নাওয়াওয়ী: ৩/১০ তিরমিযী ৩৪৩৮)]

আবূ যর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন:

تَرَكَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَمَا طَائِرٌ يُقَلِّبُ جَنَاحَيْهِ فِيْ الْـهَوَاءِ إِلاَّ وَهُوَ يُذَكِّرُنَا مِنْهُ عِلْمًا .

"আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ আমাদেরকে এমতাবস্থায় ছেড়ে গেছেন যে, তিনি বাতাসে দু' ডানা মেলে উড়ে যাওয়া পাখী সম্পর্কেও আমাদেরকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান দিয়ে গেছেন।

(আহমাদ: ৫/১৫৩-১৬২ ত্বায়ালিসী ৪৭৯ ত্বাবারানী/কাবীর: ২/১৫৫-১৫৬)

তিনি আরো বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

مَا بَقِيَ شَيْءٌ يُقَرِّبُ مِنَ الْـجَنَّةِ وَيُبَاعِدُ مِنَ النَّارِ إِلاَّ وَقَدْ بُيِّنَ لَكُمْ .

"দুনিয়াতে এমন কিছু নেই যা মানুষকে জান্নাতের নিকটবর্তী করে ও জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে দেয়; অথচ তা তোমাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়নি"। (ত্বাবারানী/কাবীর: ২/১৫৫, ১৫৬)

মুত্ত্বালিব বিন্ 'হান্ত্বাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

مَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا أَمَرَكُمُ اللهُ بِهِ إِلاَّ وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ، وَلا تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا نَهَاكُمْ عَنْهُ إِلاَّ وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ .

"এমন কোন কিছু আমি ছেড়ে দেয়নি যা আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে সম্পাদন করার আদেশ করেছেন; অথচ আমি তা সম্পাদন করতে তোমাদেরকে আদেশ করেনি। তেমনিভাবে এমন কোন কিছুও আমি ছেড়ে দেয়নি যা আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে সম্পাদন করতে নিষেধ করেছেন; অথচ আমি তা সম্পাদন করতে তোমাদেরকে নিষেধ করিনি"।

(রিসালাহ্/শাফি'য়ী ২৮৯ বায়হাক্বী: ৭/৭৬ সিলসিতুল-আ'হাদীসিস-স্বা'হী'হাহ্: ৪/৪১৭)

তাই প্রত্যেক রাসূলই তাঁর উম্মতকে তাঁর জানা মতো সকল কল্যাণের প্রতি তাদেরকে উৎসাহিত এবং তাঁর জানা মতো সকল

অকল্যাণের প্রতি তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করেন। আর আমাদের নবী ﷺ হলেন সকল নবীর মধ্যে পরিপূর্ণ রিসালাত বহনকারী, পরিপূর্ণ প্রচারক ও উম্মতের সর্ব মহান কল্যাণকামী। তাই তিনি নিজ উম্মতের নিকট আল্লাহ্ তা'আলার সমূহ বাণী পৌঁছিয়ে দেন। উপরন্তু তিনি তাদেরকে সঠিক ও সমূহ কল্যাণের পথ দেখান এবং তাদেরকে সকল অকল্যাণ থেকে ভীতি প্রদর্শন করেন। (মাজমূ'উল-ফাতাওয়া: ৫/৮)

তাই উম্মতের কর্তব্য হবে তাঁর দেখানো পথে চলা ও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করা তথা তাঁর সমূহ আদেশ-নিষেধ মেনে চলা। কারণ, তিনিই তো তাঁর উম্মতকে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির পথ দেখান এবং তাঁর রহ্মতের সুসংবাদ দেন। এমনকি তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে নিষেধ করেন ও তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে সবাইকে সতর্ক করেন।

দ্বাদশ হাদীস:

মিক্বদাদ্ বিন্ মা'দীকারিব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ খাইবার যুদ্ধের দিন কয়েকটি জিনিস হারাম করে বলেন:

يُوشِكُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُكَذِّبَنِيْ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيثِيْ، فَيَقُولُ: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ، فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ، أَلَا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللهُ.

"অচিরেই তোমাদের কেউ কেউ সোফায় হেলান দিয়ে আমাকে মিথ্যুক বানানোর চেষ্টা করবে। যখন তার সামনে আমার কোন হাদীস বলা হবে তখন সে বলবে: আমরা ও তোমাদের মাঝে তো মহান আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব রয়েছে। তাতে আমরা যা হালাল পাবো তা-ই আমরা হালাল বলে মনে করবো। আর তাতে আমরা যা হারাম পাবো তা-ই আমরা হারাম বলে মনে করবো। এ ছাড়া আর অন্য কোন কিছু আমরা মানি না। সাবধান! মনে রেখো, যা রাসূল ﷺ হারাম করেছেন তা যেন আল্লাহ্ তা'আলাই হারাম করেছেন।

(আহ্মাদ: ৪/১৩২ তিরমিযী ২৬৬৪ ইব্নু মাজাহ: ১/১৫৩ হাদীস ৫৮৬ 'হাকিম: ১/১০৯)

কারণ, রাসূল ﷺ যা হারাম করেছেন তা মূলতঃ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশেই হারাম করেছেন। তা কখনো তিনি নিজের পক্ষ থেকে করেননি।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ قُلْ مَا يَكُونُ لِيٓ أَنْ أُبَدِّلَهُۥ مِن تِلْقَآيِ نَفْسِيٓ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَيَّ ۖ إِنِّيٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ [يونس: ١٥] .

"তুমি বলো: আমার নিজের ইচ্ছামত ওটা বদলানো আমার কাজ নয়। কেবল আমার নিকট যা ওহী করা হয় আমি সেটারই অনুসরণ করে থাকি। আমি আমার প্রভুর বিরুদ্ধাচরণ করলে সত্যিই আমি তাঁর কাছ থেকে সেই কঠিন দিনের আযাবের ভয় পাই"। (ইউনুস: ১৫)

আর এ কথারই সত্যতা প্রমাণ করে নবী ﷺ এর নিমোক্ত হাদীস।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

مَنْ أَطَاعَنِيْ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ .

"যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো সে যেন আল্লাহ্ তা'আলারই আনুগত্য করলো"। (মুসলিম ১৮৩৫)

রাসূল ﷺ এর উক্ত বাণী মূলতঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী থেকেই নেয়া।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ﴾ [النساء: ٨٠] .

"যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করলো সে যেন মূলতঃ আল্লাহ্ তা'আলারই আনুগত্য করলো"। (নিসা': ৮০)

তা হলে উক্ত হাদীসের মর্ম কথা এ দাঁড়ালো যে, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো সে যেন আল্লাহ্ তা'আলারই আনুগত্য করলো। কারণ, আমি কোন কিছুর আদেশ করি না যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'আলা সে

জিনিসের আদেশ করেন। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার আদেশের আনুগত্য করলো সে যেন আল্লাহ্ তা'আলার আদেশেরই আনুগত্য করলো।

উক্ত হাদীসের মর্ম এও হতে পারে যে, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো সে যেন আল্লাহ্ তা'আলারই আনুগত্য করলো। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা আমার আনুগত্যের আদেশ করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো সে যেন আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক আমার আনুগত্যের আদেশের আনুগত্য করলো। তেমনিভাবে বিরুদ্ধাচরণের ব্যাপারটিও।

আনুগত্য মানে, আদেশ করা ব্যাপারটি বাস্তবায়ন করা এবং নিষেধ করা ব্যাপারটি থেকে দূরে থাকা। আর বিরুদ্ধাচরণ এরই উল্টো। (ফাত্'হুল-বারী: ১৩/১২০)

ত্রয়োদশ হাদীস:

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

إِنِّيْ قَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَهُمَا: كِتَابَ اللهِ وَسُنَّتِيْ، وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ .

"আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি যা আঁকড়ে ধরলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। বস্তু দু'টি হলো: আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব ও আমার সুন্নাত। বস্তু দু'টো একে অপর থেকে পৃথক হবে না যতক্ষণ না সেগুলো আমার নিকট হাউযে কাউসারে অবতরণ করবে"।

(মালিক ৬৮৬ 'হাকিম: ১/৯৩ ইব্নু আব্দিল-বার্র/জামি'উল-'উলূমি ওয়াল-হিকাম: ২/১১০ লালাকায়ী/শার'হু ই'তিক্বাদি আহলিস-সুন্নাতি ওয়াল-জামা'আতি: ১/৮০ সা'হী'হুল-জামি' ২৯৩৭)

যে হাদীসগুলো আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি আর যা একই মর্মের হলেও আমি তা এখনো উল্লেখ করিনি তা সবই নবী ﷺ এর সুন্নাতের অনুসরণের আদেশ করে। আর তা এ কথাও প্রমাণ করে যে, কোন বান্দাহ্ আল্লাহ্ তা'আলার সঠিক ইবাদাতই করতে পারবে না যতক্ষণ না তা রাসূল ﷺ এর কথা ও কাজের মাফিক না হয়। আর যা এর

বিপরীত হবে তা অবশ্যই প্রত্যাখ্যাত। তা কখনোই তার পক্ষ থেকে কবুল করা হবে না।

আল্লাহ্ তা'আলার রহ্মত ও ক্ষমাপ্রার্থী এবং পরকালের শান্তিকামী ও শাস্তি থেকে রক্ষাকামী প্রত্যেকেরই জানা উচিত যে, একমাত্র মু'হাম্মাদ ﷺ এর অনুসরণের মাধ্যমেই তার পরকালের সকল আশা সত্য প্রমাণিত হবে। আর যে ব্যক্তি তাঁর সুন্নাতের বিরোধিতা করেও আল্লাহ্ তা'আলার রহ্মতের আশা করে তার আশার অসত্যতা সত্যিই তার রাসূল ﷺ এর সুন্নাতের বিরোধিতা মাফিকই হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٢١].

"তোমাদের জন্য রয়েছে আল্লাহ্ তা'আলার রাসূলের মধ্যেই উত্তম আদর্শ। যারা আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালের আশা করে এবং আল্লাহ্ তা'আলাকে অধিক স্মরণ করে"। (আহ্যাব: ২১)

হাদীস থেকে নবী ﷺ এর বিরুদ্ধাচরণের ব্যাপারে সতর্ক বাণী:

অনেকগুলো বিশুদ্ধ হাদীসেই নবী ﷺ এর আদেশের বিরোধিতা এবং তাঁর সুন্নাত পরিপন্থী আমলের ব্যাপারে বিশেষভাবে সতর্ক করা হয়েছে। যা নিম্নরূপ:

প্রথম হাদীস:

'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

"যে ব্যক্তি আমার আনীত ধর্মের নামে এমন নতুন কিছু আবিষ্কার করলো যা তাতে নেই তা সত্যিই প্রত্যাখ্যাত"।

(বুখারী/ফাত্হ: ৫/৩৫৫ হাদীস ২৬৯৭ মুসলিম/নাওয়াওয়ী: ১২/১৬ হাদীস ৩২৪৮)

মুসলিম শরীফের আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে,

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করলো যা আমার আনীত ধর্মে নেই তা সত্যিই প্রত্যাখ্যাত"। (মুসলিম ৩২৪৯)

ইব্নু 'হাজার (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: উক্ত হাদীসটিকে মূলতঃ ইসলামের একটি বিশেষ মৌল নীতি ও সূত্র হিসেবেই ধরে নেওয়া হয়। কারণ, এর অর্থ হলো, যে ব্যক্তি ধর্মের নামে এমন কিছু আবিষ্কার করলো যা ইসলামী শরীয়তের কোন মৌল নীতিই সমর্থন করে না তা হলে সে দিকে কোন ধরনের ভ্রূক্ষেপই করা যাবে না।

ইমাম নাওয়াওয়ী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: উক্ত হাদীসটি ইসলামের মৌলিক সূত্রগুলোর একটি বড় সূত্র। যা নবী ﷺ এর জাওয়ামি'উল - কালিম তথা "শব্দ কম অর্থ ব্যাপক" এমন বাণীগুলোর অন্যতম। আর এটি সকল বিদ্'আত ও নব আবিষ্কারের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট দলীলও বটে। তবে দ্বিতীয় বর্ণনায় কিছু বাড়তি কথা রয়েছে। তা এভাবে যে, যখন কোন বিদ্'আতীকে প্রথম হাদীস কর্তৃক পাকড়াও করা হয় তখন সে বলে: আমি তো ধর্মের নামে নতুন কোন কিছু আবিষ্কার করিনি। আমি যা পূর্ব থেকে চলে আসছে তাই করছি। তখন তাকে দ্বিতীয় বর্ণনা দিয়ে পাকড়াও করা হবে। যাতে সকল বিদ্'আতকেই প্রত্যাখ্যাত বলা হয়েছে। চাই তা কেউ নিজে আবিষ্কার করেই করুক অথবা অন্য কারোর আবিস্কৃত বিদ্'আতেরই অনুসরণ করা হোক।

উক্ত হাদীসকে শরীয়তের অর্ধেক দলীল বলেই বিবেচনা করা যেতে পারে। কারণ, দলীলের মাধ্যমে কোন জিনিস সাব্যস্ত করা হয় কিংবা প্রতিহত করা হয়। আর এটি হলো যে কোন বিদ্'আত প্রত্যাখ্যানের দলীল। (ফাত্'হুল-বারী: ৫/৩৫৭)

'হাফিয ইব্নু 'হাজার (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: উক্ত হাদীসে "রদ্দ" তথা প্রত্যাখ্যান মানে মারদূদ্ তথা প্রত্যাখ্যাত। যেন বলা হলো, তা বাতিল তথা অগ্রহণযোগ্য। আর "আম্রুনা" মানে ধর্মীয় ব্যাপার।

দ্বিতীয় হাদীস:

'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা নবী ﷺ আমাদের মাঝে ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ إِلَى اللهِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً، ثُمَّ قَالَ:

﴿كَمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُۥ ۚ وَعْدًا عَلَيْنَآ ۚ إِنَّا كُنَّا فَٰعِلِينَ﴾ [الأنبياء:١٠٤].

ثُمَّ قَالَ: أَلاَ وَإِنَّ أَوَّلَ الْخَلاَئِقِ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ، أَلاَ وَإِنَّهُ يُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُصَيْحَابِيْ، فَيُقَالُ إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ:

﴿وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۖ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِى كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ ﴿١١٧﴾ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۖ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿١١٨﴾﴾ [المائدة: ١١٧ – ١١٨].

فَيُقَالُ: إِنَّ هَؤُلاَءِ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ.

"হে মানব সকল! নিশ্চয়ই তোমাদেরকে একদা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট একত্রিত করা হবে খালি পায়ে, উলঙ্গ ও খতনা বিহীন অবস্থায়। যা আল্লাহ্ তা'আলা কুর'আন মাজীদেই বলেছেন:

"যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছি সেভাবেই আবার তা পুনরুত্থিত করবো। যা আমি ওয়াদা করেছি তা আমি অবশ্যই করবো"। (আম্বিয়া: ১০৪)

নবী ﷺ আরো বললেন: জেনে রাখো, নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্য থেকে যাকে সর্ব প্রথম কাপড় পরানো হবে তিনি হলেন ইব্রাহীম عليه السلام। আরো জেনে রাখো যে, আমার উম্মতের কিছু লোককে

সে দিন বাম দিকে তথা জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তখন আমি বলবো: হে আমার প্রভু! এরা তো আমারই সাহাবী। তখন নবী ﷺ কে বলা হবে, আপনি তো নিশ্চয়ই জানেন না যে, এরা আপনার মৃত্যুর পর ধর্মের নামে কী বিদ্'আতই না চালু করেছে। তখন আমি তা-ই বলবো যা একদা এক জন নেককার বান্দাহ্ তথা 'ঈসা عليه السلام বলেছেন যা আল্লাহ্ তা'আলা হুবহু কুর'আন মাজীদে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন:

"আমি তো সত্যিই তাদের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে সাক্ষী ছিলাম যতো দিন পর্যন্ত আমি তাদের মাঝে ছিলাম। আর যখন আপনি আমাকে তাদের মাঝ থেকে উঠিয়ে নিলেন তখন আপনিই তো হলেন তাদের সকল কর্মকাণ্ডের একমাত্র তত্ত্বাবধায়ক। আপনিই তো হলেন তখন তাদের প্রতিটি ব্যাপারে সাক্ষী। অতএব আপনি যদি তাদেরকে সে জন্য শাস্তি দেন তা হলে সেটা আপনারই একান্ত ব্যাপার। কারণ, তারা তো নিশ্চয়ই আপনারই বান্দাহ্। আর যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন তা হলে সেটাও আপনারই একান্ত ব্যাপার। কারণ, আপনিই তো হলেন মহাপরাক্রমশালী অতি প্রজ্ঞাময়"। (মায়িদাহ: ১১৭-১১৮)

তখন রাসূল ﷺ কে বলা হবে, এরা আপনার মৃত্যুর পর সত্যিই দ্রুত পশ্চাৎপদ হতে শুরু করেছে"।

(বুখারী/ফাত্হ: ১১/৩৮৫ হাদীস ৬৫২৬ মুসলিম/নাওয়াওয়ী: ১৭/১৯৪ হাদীস ২৮৬০)

ইব্নু 'হাজার (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: বাম দিকে মানে জাহান্নামের দিকে।

তৃতীয় হাদীস:

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ فَإِذَا زُمْرَةٌ، حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ، فَقَالَ: هَلُمَّ، فَقُلْتُ: أَيْنَ؟ قَالَ: إِلَى النَّارِ وَاللهِ! قُلْتُ: وَمَا شَأْنُهُمْ؟ قَالَ: إِنَّهُمْ ارْتَدُّوْا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى، ثُمَّ إِذَا زُمْرَةٌ، حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ

رَجُلٌ مِنْ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ، فَقَالَ: هَلُمَّ، فَقُلْتُ: أَيْنَ؟ قَالَ: إِلَى النَّارِ وَاللهِ! قُلْتُ: وَمَا شَأْنُهُمْ؟ قَالَ: إِنَّهُمْ ارْتَدُّوْا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى، فَلاَ أُرَاهُ يَخْلُصُ مِنْهُمْ إِلاَّ مِثْلُ هَمَلِ النَّعَمِ .

"একদা আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। এমতাবস্থায় মানুষের একটি বড় দল দেখতে পেলাম। যখন আমি তাদেরকে চিনতে পারলাম তখনই আমার ও তাদের মাঝে একটি লোক বের হয়ে বললো: এ দিকে আসুন। আমি বললাম: কোথায়? সে বললো: আল্লাহ্ তা'আলার কসম! জাহান্নামের দিকে। আমি বললাম: তাদের সমস্যা কী? সে বললো: এরা আপনার মৃত্যুর পর সত্যিই ধর্ম থেকে দ্রুত পশ্চাৎপদ হয়েছে। এরপর মানুষের আরেকটি বড় দল আমি দেখতে পেলাম। যখন আমি তাদেরকে চিনতে পেলাম তখনই আমার ও তাদের মাঝে একটি লোক বের হয়ে বললো: এ দিকে আসুন। আমি বললাম: কোথায়? সে বললো: আল্লাহ্ তা'আলার কসম! জাহান্নামের দিকে। আমি বললাম: তাদের সমস্যা কী? সে বললো: এরা আপনার মৃত্যুর পর সত্যিই ধর্ম থেকে দ্রুত পশ্চাৎপদ হয়েছে। আমার মনে হয়, এদের মধ্যকার খুব সামান্য পরিমাণ লোকই সে দিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে"।

(বুখারী/ফাত্হ: ১১/৪৭৩ হাদীস ৬৫৮৭)

অধিকাংশ বর্ণনায় نَائِمٌ তথা ঘুমন্ত অর্থবোধক শব্দটি রয়েছে। তবে কাশ্মীহিনী (রাহিমাহুল্লাহ্) এর বর্ণনায় قَائِمٌ তথা দাঁড়ানো অর্থবোধক শব্দটি রয়েছে। তবে তা অধিক যুক্তিযুক্ত। তার মানে, যখন রাসূল ﷺ কিয়ামতের দিন হাউযে কাউসারের নিকট দাঁড়িয়ে থাকবেন। আর প্রথম বর্ণনানুযায়ী তিনি দুনিয়াতেই স্বপ্ন দেখেছেন পরকালে যা ঘটবে তা নিয়ে।

فَلاَ أُرَاهُ يَخْلُصُ مِنْهُمْ إِلاَّ مِثْلُ هَمَلِ النَّعَمِ মানে, ওরা যারা একদা হাউযে কাউসারের নিকটবর্তী হবে ও তাতে অবতরণ করতে যাবে

তাদেরকে অকস্মাৎ তা থেকে ফিরিয়ে দেয়া হবে।

هَمَلٌ শব্দের অর্থ রাখাল ছাড়া উট।

ইমাম খাত্ত্বাবী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: هَمَلٌ মানে, যে উটটিকে চরানো কিংবা ব্যবহার করা হয় না। বরং তা রাখালের হাত থেকে ছুটে যাওয়া উট। মানে, তাদের অতি অল্প সংখ্যক লোকই পরিশেষে হাউযে কাউসারে অবতরণ করবে। কারণ, রাখাল ছাড়া উট সাধারণত কমই হয়ে থাকে। (ফাত্'হুল-বারী: ১১/৪৮৩)

ইমাম 'হাফিয আবূ 'আমর বিন্ আব্দুল-বার্র (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: যারা ধর্মের নামে নতুন কিছু আবিষ্কার করবে তারা হাউযে কাউসার থেকে বিতাড়িত হবে। যেমন: খারিজী, রাফিযী ও অন্যান্য প্রবৃত্তিপূজারীরা। (শার'হুন-নাওয়াওয়ী: ৩/১৩৭)

আনাস্ বিন্ মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ .

"যে ব্যক্তি আমার আদর্শ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো সে কখনোই আমার উম্মত হতে পারে না"।

(বুখারী/ফাত্হ: ৫/৫৯ হাদীস ৫০৬৩ মুসলিম/নাওয়াওয়ী: ৯/১৭৯ হাদীস ১৪০১)

শাইখুল-ইসলাম ইব্নু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: মানে, যে ব্যক্তি নবী ﷺ এর আদর্শ ছেড়ে অন্য আদর্শ ধরলো তা নবী ﷺ এর আদর্শের চেয়ে উন্নত মনে করে এমন ব্যক্তির সাথে আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ এর কোন সম্পর্ক নেই।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَٰهِـۧمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُۥ ﴾ [البقرة: ١٣٠] .

"শুধুমাত্র এক জন নির্বোধ ছাড়া আর কেউ কি এমন আছে যে ইব্রাহীম عليه السلام এর ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে"। (বাক্বারাহ্: ১৩০)

বরং প্রত্যেক মোসলানেরই এ কথা নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করা কর্তব্য

যে, আল্লাহ্ তা'আলার কথাই সর্বোত্তম কথা এবং মু'হাম্মাদ ﷺ এর আদর্শই সর্বোত্তম আদর্শ। (আল-ফুরক্বান: ৪৮)

'আল্লামাহ্ ইব্নুল-ক্বাইয়িম (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: সুন্নাত মানে যা পরিত্যাগ করা জাযিয এমন অর্থ করা সত্যিই নতুন একটি পরিভাষা। মূলতঃ সুন্নাত মানে, যা নবী ﷺ তাঁর উম্মতের জন্য বিধান করেছেন তা-ই। চাই তা ওয়াজিব হোক কিংবা মুস্তাহাব। কারণ, সুন্নাতের শাব্দিক অর্থ হলো চলার ধরণ ও পদ্ধতি যা শরীয়ত, চলার পথ এবং রাস্তাও বটে। (তুহ্ফাতুল-মাওদূদ: ১২২)

তা হলে উক্ত হাদীসে সুন্নাত মানে তরীকা ও চলার পদ্ধতি। তা ফরয এর বিপরীত শব্দ নয়।

الرَّغْبَةُ عَنِ الشَّيْءِ মানে, কোন জিনিস থেকে মুখ ফিরিয়ে তা অন্য দিকে নিয়ে যাওয়া। তা হলে হাদীসের অর্থ দাঁড়ালো, যে ব্যক্তি আমার তরীকা ছেড়ে অন্য তরীকা ধারণ করলো সে আমার উম্মত নয়।

فَلَيْسَ مِنِّيْ মানে, সে আমার তরীক্বার উপর নয়। তবে নবী ﷺ এর আদর্শ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া যদি কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যার কারণে হয়ে থাকে তা হলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ক্ষমা করবেন বলে আশা করা যায়। এর মানে এ নয় যে, সে ইসলাম থেকেই বের হয়ে যাবে। আর যদি এ বিমুখতা এমন বিশ্বাসের পর্যায়ে পৌঁছোয় যে, নবী ﷺ এর তরীকা ভিন্ন অন্য তরীকায় আমল করা এর চেয়েও অনেক উত্তম তা হলে সে নবী ﷺ এর ধর্মের উপরই থাকলো না। কারণ, এমন ধারণা সত্যিই কুফরি। (ফাত'হুল-বারী: ৯/৮)

চতুর্থ হাদীস:

'আউফ বিন্ মালিক আশ্জা'য়ী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فَوَاحِدَةٌ فِى الْجَنَّةِ وَسَبْعُونَ فِى النَّارِ وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فَإِحْدَى وَسَبْعُونَ فِى النَّارِ

وَوَاحِدَةٌ فِى الْـجَنَّةِ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِى عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فَوَاحِدَةٌ فِى الْـجَنَّةِ وَثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِىْ النَّارِ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ! مَنْ هُمْ؟ قَالَ: الْـجَمَاعَةُ .

"ইহুদিরা একাত্তর দলে ভাগ হয়েছে। তবে তাদের একটি মাত্র দলই জান্নাতী। আর বাকি সত্তরটি দল জাহান্নামী। খ্রিস্টানরা বাহাত্তর দলে ভাগ হয়েছে। তবে তাদের একটি মাত্র দলই জান্নাতী। আর বাকি একাত্তরটি দল জাহান্নামী। সে সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন! আমার উম্মত অবশ্যই তেহাত্তর দলে ভাগ হবে। যাদের একটি মাত্র দলই জান্নাতী। আর বাকি বাহাত্তরটি দল জাহান্নামী। প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহ্'র রাসূল! তারা কারা? তিনি বললেন: সেটি হলো জামাত"।

(ইব্নু মাজাহ্ ৩৯৯২ ইব্নু আবী 'আস্বিম/সুন্নাহ্ ৬৩ লালাকায়ী/শার'হু ই'তিক্বাদি আহ্লিস্সুন্নাতি ওয়াল-জামা'আতি: ১/১০১ হাদীস ১৪৯ ফাতাওয়া/ইব্নু তাইমিয়্যাহ্: ৩/৩৪৫ স্বা'হী'হুল-জামি' ১০৮২)

'আব্দুল্লাহ বিন 'আমর বিন 'আস (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِىْ مَا أَتَى عَلَى بَنِى إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلاَنِيَةً لَكَانَ فِى أُمَّتِىْ مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ، وَإِنَّ بَنِىْ إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِىْ عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِى النَّارِ إِلاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً، قَالُوا: وَمَنْ هِىَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِىْ .

"আমার উম্মতের মাঝে তাই ঘটবে যা বানী ইসরাঈল তথা ইহুদি ও খ্রিস্টানের মাঝে একদা ঘটেছিলো। তা হুবহু ঘটবে যেমন এক জোড়া জুতোর একটির সাথে আরেকটির মিল। তাদের কেউ নিজের মায়ের সাথে প্রকাশ্যে ব্যভিচার করলে আমার উম্মতের মাঝেও এমন

লোক পাওয়া যাবে যে ব্যক্তি তা করবে। বানী ইসরাঈল তথা ইহুদি ও খ্রিস্টানরা বাহাত্তর ভাগে ভাগ হয়েছে। আর আমার উম্মত তেয়াত্তর ভাগে ভাগ হবে। তাদের সবাই জাহান্নামে যাবে। তবে একটি মাত্র দল জান্নাতী হবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন: সে দলটি কী ধরণের হবে? তিনি বললেন: যারা আমার ও আমার সাহাবীগণের মতাদর্শের উপর থাকবে"। (তিরমিযী ২৬৪১ 'হাকিম: ১/২৮, ২৯ স্বা'হী'হুল-জামি' ৫৩৪৩)

মুস্তাওরিদ বিন্ শাদ্দাদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

لاَ تَتْرُكُ هَذِهِ الأُمَّةُ شَيْئًا مِنْ سَنَنِ الأَوَّلِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُ .

"এ উম্মত পূর্ববর্তী উম্মতদের কোন কর্মকাণ্ডই না করে ছাড়বে না"। (ত্বাবারানী/আওসাত্ব ৩২১ মাজমা'উয্-যাওয়ায়িদ: ৭/২৬১)

'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

لَتَرْكَبُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حُلُوَّهَا وَمُرَّهَا .

"তোমরা অবশ্যই পূর্ববর্তীদের আদর্শ অনুসরণ করবে। চাই তা ভালো হোক কিংবা খারাপ"। (ফাত্'হুল-বারী: ১৩/৩১৪)

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَأْخُذَ أُمَّتِيْ بِأَخْذِ الْقُرُوْنِ قَبْلَهَا، شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، فَقِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! كَفَارِسَ وَالرُّوْمِ؟ فَقَالَ: وَمَنِ النَّاسُ إِلاَّ أُوْلاَئِكَ؟ .

"কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না আমার উম্মত তাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের অনুসরণ করবে। বিঘত বিঘত। হাত হাত। তখন নবী ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহ্'র রাসূল! পারস্যবাসী আর রোমানদের ন্যায়? তখন রাসূল ﷺ বললেন: এরা নয় তো তারা আর কারা? (বুখারী/ফাত্হ: ১৩/৩১২ হাদীস ৭৩১৯)

আবূ সা'ঈদ্ খুদ্রী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ

ইরশাদ করেন:

لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، شِبْرًا شِبْرًا، وَذِرَاعًا وَذِرَاعًا، حَتَّى لَوْ دَخَلُوْا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوْهُمْ، قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: فَمَنْ؟ .

"তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের আদর্শ অনুসরণ করবে। বিঘত বিঘত। হাত হাত। এমনকি তারা যদি সাণ্ডার গর্তেও প্রবেশ করে তা হলে তোমরা তাতেও ঢুকে তাদের অনুসরণ করবে। আমরা বললাম: হে আল্লাহ্'র রাসূল! তারা ইহুদি ও খ্রিস্টানরা? তিনি বললেন: তারা না হলে আর কারা? (বুখারী/ফাত্হ: ১৩/৩১২ হাদীস ৩৪৫৬, ৭৩২০ মুসলিম ২৬৬৯)

'ইয়ায (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: বিঘত, হাত, রাস্তা ও গর্তে ঢুকা ইত্যাদি সার্বিকভাবে তাদের অনুসরণের রূপায়ণ মাত্র। যা শরীয়তে নিষিদ্ধ ও নিন্দাযোগ্য।

নবী ﷺ উক্ত হাদীসগুলোর মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁর উম্মত সকল নতুন কর্মকাণ্ড তথা বিদ্'আত ও কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করবে যা পূর্ববর্তীদের মাঝে একদা চালু ছিলো। তিনি অনেকগুলো হাদীসে এ ব্যাপারেও সতর্ক করেছেন যে, পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের চেয়ে আরো নিকৃষ্ট হবে। আর কিয়ামত একমাত্র নিকৃষ্ট মানুষদের উপরই কায়িম হবে। আর ধর্মটুকু শুধুমাত্র বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের মাঝেই টিকে থাকবে। তাঁর সতর্কীকৃত অনেক কিছুই ইতিমধ্যে সংঘটিত হয়েছে। আর বাকিটুকু অচিরেই সংঘটিত হবে। (ফাত্'হুল-বারী: ১৩/৩১৩-৩১৪)

পঞ্চম হাদীস:

'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর বিন্ 'আস্ব (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

إِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةً، وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةً، فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّتِيْ فَقَدْ أَفْلَحَ، وَمَنْ كَانَتْ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ .

"প্রত্যেক আমলেরই একটি জোয়ার থাকে। আর প্রত্যেক জোয়ারেরই ভাটা রয়েছে। তথা প্রত্যেক আমলের শুরুতেই আমলকারীর মাঝে এক ধরনের অতি উৎসাহ ও আবেগময় অবস্থা বিরাজমান থাকে। এরপর উক্ত আবেগ ও উৎসাহে খানিকটা ভাটা পড়ে। অতএব, যে আমলকারীর ভাটা তাকে আমার সুন্নাতের দিকে নিয়ে যায় সেই সফলকাম। আর যার ভাটা আমার সুন্নাত ছাড়া তাকে অন্য কিছুর দিকে নিয়ে যায় সে নিশ্চয়ই ধ্বংসপ্রাপ্ত।

(আহ্মাদ: ২/১৮৮, ২১০ ত্বা'হাওয়ী/মুশ্কিলুল-আ-সার: ২/৮৮ ইব্নু হিব্বান: ১/১৮৭-১৮৮ হাদীস ৬৫৩ ইব্নু আবী 'আস্বিম/সুন্নাহ্ ৫১)

ইমাম ত্বা'হাওয়ী (রাহিমাহুল্লাহ্) ইমাম ত্বাউস (রাহিমাহুল্লাহ্) এর উদ্ধৃতি "শির্‌রাহ্ বলতে ইসলামের মধ্যে কঠিনতা এবং অতি পরিশ্রম করে ইসলামের কোন কাজ করাকে বুঝায়" উল্লেখ করে বলেন: আমি তাঁর উক্ত উদ্ধৃতি নিয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করে বুঝলাম যে, মোসলমানরা আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য অর্জনের জন্য কোন কাজ করতে গিয়ে তাতে যে কাঠিন্য অবলম্বন করে থাকে রাসূল ﷺ সে কঠিনতার বাইরে থাকতে বলেছেন। কারণ, সে কঠিনতার উপর দীর্ঘ দিন লাগাতার থাকা যায় না। বরং তা থেকে একদা তাদেরকে অবশ্যই বের হয়ে আসতে হবে। তাই রাসূল ﷺ তাদেরকে আদেশ করেন স্বাভাবিকভাবে নেক কাজগুলোকে সর্বদা ভালোভাবে আঁকড়ে ধরার জন্য। যাতে তা মৃত্যু পর্যন্ত ধরে রাখা সম্ভব হয়। (মুশ্কিলুল-আ-সার: ২/৮৯-৯০)

তিনি এ ব্যাপারে আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) এর হাদীসটি উল্লেখ করেন: যাতে রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

أَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ تَعَالَى أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ .

"আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল হলো যা সর্বদা করা হয় যদিও তা সামান্য হয়"। (মুসলিম: ৬/৭২ হাদীস ১৩১১)

ষষ্ঠ হাদীস:

আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

إِنَّ اللهَ حَجَبَ التَّوْبَةَ عَنْ كُلِّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ .

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বিদ্'আতীর তাওবাহ্'র পথ বন্ধ করে দেন"।

(ত্বাবারানী/আওসাত্ব ৪৩৬০ ইবনু আবী 'আস্বিম/সুন্নাহ্ ৩৭ মাজমা'উয্-যাওয়ায়িদ: ১০/১৮৯ সিলসিলাতুল-আ'হাদীসিস-স্বা'হী'হাহ্: ৪/১৫৪)

'আত্বা আল-খুরাসানী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন:

مَا يَكَادُ اللهُ أَنْ يَأْذَنَ لِصَاحِبِ بِدْعَةٍ بِتَوْبَةٍ .

"আল্লাহ্ তা'আলা কোন বিদ্'আতীকে তাওবাহ্ করার সুযোগ মোটেই দিতে চান না"। (লালাকায়ী/শার'হু ই'তিক্বাদি আহ্লিস-সুন্নাহ্: ১/১৪১)

'হাসান বিন্ আবুল-'হাসান (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন:

أَبَى اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يَأْذَنَ لِصَاحِبِ هَوًى بِتَوْبَةٍ .

"আল্লাহ্ তা'আলা কোন প্রবৃত্তিপূজারীকে তাওবাহ্'র সুযোগ দিতে চান না"। (লালাকায়ী/শার'হু ই'তিক্বাদি আহ্লিস-সুন্নাহ্: ১/১৪১)

সালাম বিন্ আবূ মুত্বী' (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: জনৈক ব্যক্তি আইয়ূব (রাহিমাহুল্লাহ্) কে বললেন: হে আবূ বকর! 'আমর বিন্ 'উবাইদ তো তার ভ্রষ্ট মত থেকে ফিরে এসেছে। তিনি বললেন: না, নিশ্চয়ই সে ফিরে আসেনি। লোকটি বললো: নিশ্চয়ই সে নিজ মত থেকে ফিরে এসেছে হে আবূ বকর! আইয়ূব (রাহিমাহুল্লাহ্) বললেন: না, নিশ্চয়ই সে ফিরে আসেনি। কথাটি তিনি তিন বার বললেন। তুমি মনে রাখো, নিশ্চয়ই সে নিজ মত থেকে ফিরে আসেনি। তুমি কি নবী ﷺ এর নিম্নোক্ত বাণী শুনোনি?

আবূ সা'ঈদ্ খুদ্রী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، ثُمَّ لاَ يَعُوْدُوْنَ فِيْهِ حَتَّى يَرْجِعَ السَّهْمُ إِلَى فُوْقِهِ .

"তারা ধর্ম থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেমনিভাবে তীর শিকার থেকে বের হয়ে যায়। অতঃপর তারা আর ধর্মের দিকে ফিরে

আসবে না যতক্ষণ না তীর ধনুকের দিকে ফিরে আসে”।

(বুখারী ৭৫৬২ স্বা‘হী‘হুল-জামি’ ৮০৬৩ মাজ্‌মা‘উয-যাওয়ায়িদঃ ৬/২২৮ সিলসিলাতুল-আ‘হাদীসিস-স্বা‘হী‘হাহ্‌ঃ ৫/৬৫৯ লালাকায়ী/শার‘হু ই’তিক্বাদি আহ্‌লিস-সুন্নাহ্‌ঃ ১/১৪১)

বিধানকর্তার আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে সাহাবীগণের কিছু বিশেষ অবস্থানঃ

আল্লাহ্‌ তা‘আলা বলেনঃ

﴿ فَٱقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الأعراف: ١٧٦].

“তুমি তাদেরকে কাহিনীটি শুনিয়ে দাও যাতে তারা তা নিয়ে খানিকটা চিন্তা-ভাবনা করতে পারে”। (আ’রাফঃ ১৭৬)

আল্লাহ্‌ তা‘আলা আরো বলেনঃ

﴿ لَقَدْ كَانَ فِى قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُوْلِى ٱلْأَلْبَٰبِ ﴾ [يوسف: ١١١].

“নিশ্চয়ই এদের ঘটনাবলীতে বিবেকবান লোদের জন্য কিছু শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে”। (ইউসুফঃ ১১১)

এমনকি নবী ﷺ ও অধিকাংশ সময় সাহাবায়ে কিরামকে পূর্ববর্তীদের ঘটনাবলী শুনাতেন। যেমনঃ ৯৯ টি মানুষ হত্যাকারীর ঘটনা। এক জন রাষ্ট্রপতি ও তার যাদুকরের ঘটনা। ইত্যাদি।

নবী ﷺ এর সাহাবায়ে কিরাম ছিলেন এক অভূতপূর্ব সম্মানের অধিকারী। যাদের ভূয়ষী প্রশংসা আল্লাহ্‌ তা‘আলা কুর‘আন মাজীদের অনেক জায়গায়ই করেছেন।

সাহাবীদের প্রশংসা সম্বলিত কিছু আয়াতঃ

আল্লাহ্‌ তা‘আলা বলেনঃ

﴿ وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَٰنٍ رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [التوبة: ١٠٠].

"মুহাজির ও আনসারীদের মধ্যকার যারা প্রথম সারির অগ্রণী আর যারা তাদেরকে নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করেছে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। আর তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। উপরন্তু তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন এমন জান্নাত যার তলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে অনেক রকমের ঝর্ণাধারা। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর এটিই হচ্ছে সত্যিকারের মহান সফলতা। (তাওবাহ্: ১০০)

শাইখুল-ইসলাম ইব্নু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: আল্লাহ্ তা'আলা মুহাজির ও আনসারীদের উপর বিনা শর্তেই সন্তুষ্ট। তাঁদের ব্যাপারে ইহ্সানের শর্তারোপ করা হয়নি যেমনিভাবে তা করা হয়েছে তাবি'য়ীদের ব্যাপারে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর সন্তুষ্ট হবেন যখন তারা নিষ্ঠার সাথে সাহাবায়ে কিরামের অনুসরণ করবে।

(আস্ব-স্বারিমুল-মাসলূল: ৫৭২)

'হাফিয ইব্নু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: আল্লাহ্ তা'আলা এ ব্যাপারে সংবাদ দিলেন যে, তিনি মুহাজির ও আনসারীদের মধ্যকার যারা প্রথম সারির অগ্রণী আর যারা তাদেরকে নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করেছে তাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট। সুতরাং ওর কপাল পোড়া যে তাঁদের কারোর সাথে বিদ্বেষ পোষণ করে কিংবা তাঁকে গালি দেয়। বিশেষ করে যারা শ্রেষ্ঠ সাহাবী ও রাসূল ﷺ এর প্রধান খলীফা আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সাথে শত্রুতা পোষণ করে কিংবা তাঁকে গালি দেয়। রাফিযী শিয়ারা তাঁকে শত্রু মনে করে এবং গালি দেয়। তাদের এমন কর্মকাণ্ড তাদের মেধা ও মননের চূড়ান্ত বিকৃতিই প্রমাণ করে। তাদের সাথে কুর'আনের কোন সম্পর্কই নেই।

এর বিপরীতে আহলুস-সুন্নাহ্ ওয়াল-জামা'আহ্ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট যাঁদের উপর আল্লাহ্ তা'আলা সন্তুষ্ট। তারা ওদেরকেই গালি দেয় যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ গালি দিয়েছেন। তারা ওদেরই সাথে বন্ধুত্ব করে যারা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভালোবাসে। তারা ওদের সাথেই শত্রুতা পোষণ করে যারা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে শত্রুতা পোষণ করে। তারা তো একান্ত অনুসারী। কখনো তারা বিদ্'আতী নয়। তারা নবী ﷺ এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে। তারা নতুন করে ধর্মের

নামে কোন কিছু উদ্ভাবন করতে যায় না। তাই এরাই সত্যিকারার্থে আল্লাহ্ তা'আলার সত্য দলের লোক। আর এরাই সফলকাম এবং এরাই খাঁটি ঈমানদার বান্দাহ্।

উক্ত আয়াত বিশিষ্ট সাহাবীদের সম্মান ও মর্যাদার একটি সুস্পষ্ট দলীল। তাঁদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করে দিয়েছেন। উপরন্তু তাঁরা জান্নাতী। সুতরাং যারা তাঁদের বদনাম করে এবং তাঁদেরকে কোন ধরনের আঘাত করে ও গালি দেয় তারা নিশ্চয়ই জাহান্নামী। কারণ, তারা আল্লাহ্ তা'আলার কুর'আন মানেনি। সাহাবীদের মর্যাদা সংক্রান্ত কুর'আনের দলীল সমূহ গ্রহণ করেনি। আর যে ব্যক্তি কুর'আনের একটি অক্ষরও অস্বীকার করে সে নিশ্চয়ই কাফির। ধ্বংস হোক রাফিযীরা! ধ্বংস হোক সাহাবীদেরকে গালাগালকারী ভ্রষ্টরা!

(আদ্দীনুল-খালিস্ব/মু'হাম্মা সিদ্দীক 'হাসান খান: ৩/৩৮১-৩৮২)

শায়েখ হাম্দ বিন্ নাসির বিন্ মা'মার (রাহিমাহুল্লাহ্) আহ্লুস-সুন্নাহ্ ওয়ালজামা'আহ্'র সংক্ষিপ্ত আক্বীদা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: তাঁদের একটি বিশেষ আক্বীদা হলো সর্বদা সাহাবায়ে কিরামের সুন্দর গুণাবলী উল্লেখ করা এবং তাঁদের মাঝে ঘটে যাওয়া দোষগুলোর ব্যাপারে সর্বদা নিশ্চুপ থাকা। সুতরাং যে ব্যক্তি নবী ﷺ এর সাহাবীগণকে কিংবা তাঁদের কাউকে গালি দিলো কিংবা তাঁদের কারোর সম্মানহানি করলো অথবা তাঁদের কাউকে কোন ধরনের আঘাত করলো উপরন্তু তাঁদের কারোর কোন দোষ জনসমাজে বলে বেড়ালো তা হলে সে সত্যিই এক জন নিকৃষ্ট রাফিযী। আল্লাহ্ তা'আলা তার কোন ফরয ও নফল আমল কবুল করবেন না। বরং বলতে হয়, সাহাবীদেরকে ভালোবাসা সুন্নাত। তাঁদের জন্য দো'আ করা নেকের কাজ। তাঁদের অনুসরণ করা আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভের একটি বিশেষ মাধ্যম। উপরন্তু তাঁদের বাণীসমূহ ধারণ করা একটি ফযীলতের কাজ।

(মাজমূ'আতুর রাসিায়িলি ওয়াল্মাসায়িলিন-নাজ্দিয়্যাহ্: ১/৫৬২)

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের সম্পর্কে আরো বলেন:

﴿ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ

ٱلتَّقْوَىٰ وَكَانُوٓا۟ أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا ﴾ [الفتح: ٢٦] .

"তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের উপর স্বীয় প্রশান্তি অবতীর্ণ করলেন। আর তাদের জন্য তাক্বওয়ার বাণী অপরিহার্য করে দিলেন। মূলতঃ তারাই ছিলো এর সবচেয়ে বেশি হকদার এবং যোগ্য অধিকারী। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলা সকল বিষয়ে সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী"। (ফাত্হ: ২৬)

'আল্লামাহ্ শাইখ আব্দুর রহ্মান সা'দী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: তাক্বওয়ার বাণী বলতে কালিমায়ে ত্বাইয়িবাহ্ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" ও এর অধিকারসমূহকে বুঝানো হয়েছে। যার উপর অটল থাকা তাঁদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ফলে তাঁরা তা মনেপ্রাণে মেনে নিয়েছেন এবং এর মর্মবাণীকে আঁকড়ে ধরেছেন। উপরন্তু তাঁরা ছিলেন অন্যদের চেয়ে এর বেশি হকদার এবং যোগ্য অধিকারী। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের কল্যাণময় অন্তর সম্পর্কে সম্যক অবগত। বস্তুতঃ তিনি তো বিশ্বের সব কিছুই জানেন।

আল্লাহ্ তা'আলা সাহাবীর প্রশংসা করতে গিয়ে আরো বলেন:

﴿ مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَىٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا ۖ سِيمَاهُمْ فِى وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِى ٱلْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْـَٔهُۥ فَـَٔازَرَهُۥ فَٱسْتَغْلَظَ فَٱسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِۦ يُعْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الفتح: ٢٩] .

"মু'হাম্মাদ আল্লাহ্'র রাসূল। আর যারা তার সাথে রয়েছে তারা কাফিরদের প্রতি অতি কঠোর তবে নিজেদের পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত দয়াশীল। তুমি তাদেরকে রুকূ' ও সাজদাহ্রত অবস্থায় দেখবে। তারা এরই মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার দয়া ও সন্তুষ্টি কামনা করে। তাদের চেহারায় সাজ্দাহ্'র দরুন দাগ পড়ে আছে। তাদের এমন দৃষ্টান্তের কথা তাওরাতেও রয়েছে এবং ইঞ্জীলেও। তারা যেন একটি চারা গাছ

যার কচি পাতা বের হয়েছে। তারপর তা শক্ত হয়ে কাণ্ডের উপর মজবুতভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। যা চাষীদেরকে খুবই আনন্দিত করে। (আল্লাহ্ তা'আলা এভাবেই মু'মিনদেরকে দুর্বল অবস্থা থেকে দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে দেন) যাতে কাফিররা রাগে ফেটে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিন ও সৎকর্মশীলদেরকে ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন"। (ফাত্হ: ২৯)

শাইখুল-ইসলাম ইব্নু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন:

لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ এখানে কর্ম তথা রাগকে যথোচিত বিশেষণের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। কারণ, কুফরি এমন একটি বৈশিষ্ট্য যার দরুন কাফির তার বিরোধীকে দেখে রাগান্বিত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক সাহাবায়ে কিরামের মাধ্যমে কাফিরদেরকে রাগান্বিত করার কারণ যদি তাদের মধ্যকার কুফরিই হয়ে থাকে তা হলে আল্লাহ্ তা'আলা সাহাবায়ে কিরামকে দিয়ে যাদেরকে রাগান্বিত করেন তাদের মধ্যে উক্ত রাগের কারণ তথা কুফরিটুকু অবশ্যই থাকবে।

ইমাম 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ ইদ্রীস আওদী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: আমি আশঙ্কা করছি এ ব্যাপারে যে, রাফিযীরা মূলতঃ কাফিরদেরই ন্যায়। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: "যাতে কাফিররা রাগে ফেটে যায়"। আর তারা আহ্লুস-সুন্নাহ্কে দেখে সত্যিই রাগে ফেটে পড়ে। বস্তুতঃ এটিই হলো ইমাম আহ্মাদ (রাহিমাহুল্লাহ্) এর মূল্যবান বাণীটুকুর অর্থ। তিনি বলেন: আমি রাফিযীকে মোসলমান মনে করি না।

(আস্-স্বারিমুল-মাসলূল: ৫৭৯)

'হাফিয ইব্নু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ্) এ আয়াত সম্পর্কে বলেন: বস্তুতঃ সাহাবায়ে কিরামের নিয়্যাত ভালো। এমনকি তাঁদের আমলও ভালো। যার দরুন তাঁদের চাল-চলন ও আচার-আচরণ দেখে যে কোন ব্যক্তি দ্রুত অভিভূত হতো।

ইমাম মালিক (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: এ কথা সত্য যে, শাম বিজয়কারী সাহাবায়ে কিরামকে দেখে সেখানকার খ্রিস্টানরা বলতো: আল্লাহ্'র কসম! আমাদের জানা মতে এঁরা 'হাওয়ারি তথা 'ঈসা عليه السلام

এর অনুসারীদের চেয়েও উত্তম। বস্তুতঃ তাদের কথা নিশ্চিত সত্য। কারণ, নবী ﷺ এর উম্মতের কথা পূর্ববর্তী কিতাবগুলোতে অতি সম্মানের সাথেই উল্লেখ করা হয়েছে। আর তাদেরই মধ্যকার সর্বশ্রেষ্ঠ ও অতি মর্যাদাশীল হলেন সাহাবায়ে কিরাম। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নাযিলকৃত সকল কিতাব ও সংবাদে তাঁদের মর্যাদার কথা উল্লেখ করেছেন। এ জন্য আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَىٰةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي ٱلْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْـَٔهُۥ فَـَٔازَرَهُۥ فَٱسْتَغْلَظَ فَٱسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِۦ يُعْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ ﴾ [الفتح: ٢٩] .

"তাদের এমন দৃষ্টান্তের কথা তাওরাতেও রয়েছে এবং ইঞ্জীলেও। তারা যেন একটি চারা গাছ যার কচি পাতা বের হয়েছে। তারপর তা শক্ত হয়ে কাণ্ডের উপর মজবুতভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। যা চাষীদেরকে খুবই আনন্দিত করে"। (ফাত্হ: ২৯)

আর এভাবেই সাহাবায়ে কিরাম (রাযিয়াল্লাহু আন্হুম) আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ কে সাহায্য, সহযোগিতা ও শক্তির যোগান দিয়েছেন। তিনি ও সাহাবায়ে কিরাম যেন একটি চারা গাছ ও তার কচি পাতা-পল্লব। যাদেরকে দেখে কাফিররা রাগে ফেটে যায়।

উক্ত আয়াত থেকেই ইমাম মালিক (রাহিমাহুল্লাহ্) তাঁর এক বর্ণনায় রাফিযীদেরকে কাফির বলেছেন। যারা সাহাবায়ে কিরামের সাথে শত্রুতা পোষণ করে। কারণ, সাহাবায়ে কিরামের নাম শুনলে তারা রাগে ফেটে পড়ে। আর যাদেরকে সাহাবায়ে কিরাম রাগান্বিত করেন তারা উক্ত আয়াতের বর্ণনায় কাফির। কিছু কিছু আলিমও এ কথাকে সমর্থন করেছেন। সাহাবায়ে কিরামের ফযীলত ও তাঁদের দোষ চর্চা নিষেধ হওয়ার ব্যাপারে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। উপরন্তু তাঁদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও তাঁর সন্তুষ্টি একাই যথেষ্ট।

ইব্নু কাসীর: ৪/২১৯)

ইমাম আবূ উসমান স্বাবূনী (রাহিমাহুল্লাহ্) উক্ত আয়াতটি উল্লেখের পর বলেন: যে ব্যক্তি তাঁদেরকে ভালোবাসে ও তাঁদেরকে বন্ধু মনে করে

উপরন্তু তাঁদের জন্য দো'আ করে ও তাঁদের অধিকার রক্ষা করে এবং তাঁদের মর্যাদা অনুধাবন করে সে নিশ্চয়ই সফলকাম। আর যে ব্যক্তি তাঁদেরকে শত্রু মনে করে ও গালি দেয় উপরন্তু রাফিযী ও খারিজীরা তাঁদের সম্পর্কে যা বলে সেও তা বলে তা হলে সে নিশ্চয়ই ধ্বংসপ্রাপ্ত। ('আক্বীদাতুস-সালাফি ওয়া আস্ব'হাবিল 'হাদীস: ৭৮)

তিনি সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে আহ্লুস-সুন্নাহ্ ওয়াল-জামা'আহ্'র অবস্থানের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আরো বলেন: সাহাবায়ে কিরামের ব্যাপারে তাদের বিশ্বাস হলো, তাঁদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব-বিগ্রহ নিয়ে কোন আলোচনা না করা এবং তাঁদের দোষ-ত্রুটি বুঝায় এমন কথা উচ্চারণ থেকে নিজের মুখকে বিরত রাখা। উপরন্তু তাঁদের সকলের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার রহ্মত কামনা করা ও তাঁদের সবাইকে ভালোবাসা। ('আক্বীদাতুস-সালাফি ওয়া আস্ব'হাবিল 'হাদীস: ৮০-৮১)

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَسَلَٰمٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَىٰٓ ﴾ [النمل: ٥٩] .

"আর প্রকৃত শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর মনোনিত বান্দাহ্দের উপর"। (নাম্ল: ৫৯)

ইমাম সুফ্ইয়ান সাওরী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: আয়াতে বর্ণিত লোকগুলো হলেন আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ এর সাহাবায়ে কিরাম।

আল্লাহ্ তা'আলা সাহাবীদের সম্পর্কে আরো বলেন:

﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَٰجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا۟ مِن دِيَٰرِهِمْ وَأَمْوَٰلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ ﴿٨﴾ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَٰنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِى صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُوا۟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾ وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَا تَجْعَلْ فِى قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ

ءَامَنُوا۟ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٠﴾ [الحشر: ٨ – ١٠].

"এ সকল সম্পদ সে সব দরিদ্র মুহাজিরদের জন্য যাদেরকে একদা তাদের ঘর-বাড়ী ও সম্পদ-সম্পত্তি থেকে উৎখাত করা হয়েছে। যারা সর্বদা আল্লাহ্ তা'আলার দয়া ও সন্তুষ্টি কামনা করে। উপরন্তু যারা আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করে। মূলতঃ তারাই সত্যবাদী। এ সকল সম্পদ তাদের জন্যও যারা মুহাজিরদের আসার আগেই মদীনার বাসিন্দা এবং দ্রুত ঈমান গ্রহণ করেছে। তারা মুহাজিরদেরকে অত্যন্ত ভালোবাসে। তাদেরকে যে সম্পদ দেয়া হয়েছে তার প্রতি তাদের অন্তরে সামান্যটুকুও লোভ নেই। বরং তারা মুহাজিরদেরকে নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দেয় যদিও তারা নিজেরাই অভাবগ্রস্ত হয়। বস্তুতঃ যাদেরকে দুনিয়ার অতি লোভ থেকে রক্ষা করা হয়েছে তারাই সফলকাম। এ সকল সম্পদ তাদের জন্যও যারা এদের পরে ইসলামের ছায়াতলে এসেছে। তারা বলেঃ হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদেরকে এবং আমাদের পূর্ববর্তী ঈমানদার ভাইদেরকে ক্ষমা করুন। উপরন্তু কোন ঈমানদার ভাইয়ের প্রতি আমাদের অন্তরে সামান্যটুকুও হিংসা-বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয়ই আপনি বড়ই করুণাময় পরম দয়ালু"। ('হাশ্‌রঃ ৮-১০)

ইমাম মালিক বিন আনাস (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেনঃ যারা রাসূল ﷺ এর সাহাবায়ে কিরামকে গালি দিবে ফাই তথা বিনা যুদ্ধে কাফিরদের কাছ থেকে অর্জিত সম্পদের মধ্যে তাদের কোন অধিকার নেই। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা তা তিন জাতীয় লোকদের মাঝে বন্টন করে দিয়েছেন। মুহাজিরীন, আনসার ও তৎপরবর্তী যারা তাঁদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মাগ্‌ফিরাতের দো'আ করে। সুতরাং যারা রাসূল ﷺ এর সাহাবীগণকে গালি দেয় তারা উক্ত তিন শ্রেণীর কেউই নয়। তাই ফাইয়ের মাঝে তাদের কোন অধিকারই নেই।

(লালাকায়ী/শার'হু উসূলি ই'তিক্বাদি আহ্‌লিস-সুন্নাতি ওয়াল-জামা'আহ্ঃ ৭/১২৬৮/২৪০০)

এ ছাড়াও আরো অনেক আয়াত রয়েছে যাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহাবায়ে কিরামের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে।

সাহাবীগণের প্রশংসা সম্বলিত কিছু হাদীস:

'আব্দুল্লাহ বিন মাস'উদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ

"দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হলো আমার শতাব্দীর মানুষ। এরপর যারা আসবে। তারপর যারা আসবে"। (বুখারী ২৬৫২ মুসলিম ২৫৩৩)

আবূ সা'ঈদ ও আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

لاَ تَسُبُّوْا أَصْحَابِيْ، فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيْفَهُ

"তোমরা আমার সাহাবীদেরকে গালি দিও না। সে সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন! যদি তোমাদের কেউ উ'হুদ্ পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণও সাদাকা করে তারপরও তা ওদের কারোর এক অঞ্জলি কিংবা তার অর্ধেক খাদ্য সাদাকা করার সমপরিমাণ হবে না"। (বুখারী ৩৬৭৩ মুসলিম ২৫৪০)

সা'ঈদ বিন যায়েদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

وَاللهِ لَمَشْهَدٌ شَهِدَهُ رَجُلٌ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يُغَبِّرُ وَجْهَهُ أَفْضَلُ مِنْ عُمُرِ أَحَدِكُمْ وَلَوْ عُمِّرَ عُمُرَ نُوْحٍ عليه السلام

"আল্লাহর কসম! যে কারোর জন্য রাসূল ﷺ এর সাথে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে নিজ চেহারা ধূলায় ধূসরিত করা অনেক উত্তম নূহ্ عليه السلام এর ন্যায় বয়স পাওয়ার চেয়েও"।

(আহ্মাদ: ১/১৮৭ লালাকায়ী/শার'হু উসূলি ই'তিক্বাদি আহ্লিস-সুন্নাতি ওয়াল-জামা'আহ: ৭/১৪১২/২৭১৯ ইব্নু আবী 'আস্বিম/সুন্নাহ: ৬০৬ হাদীস ১৪৩৩ ইবনু আবী শাইবাহ: ৬/৩৫০ হাদীস ৩১৯৪৬)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

لاَ تَسُبُّوْا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ، فَلَمَقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمُرَهُ .

"তোমরা মু'হাম্মাদ্ ﷺ এর সাহাবীদেরকে গালি দিও না। কারণ, তাঁদের কারোর কিছু সময় দাঁড়িয়ে থাকা তোমাদের কারোর পুরো জীবন আমল করার চেয়েও উত্তম"।

(ইব্নু মাজাহ্ ১৬২ ইব্নু আবী 'আস্বিম/সুন্নাহ্ ১০০৬ লালাকায়ী/শার'হু উসূলি ই'তিক্বাদি আহ্লিস-সুন্নাতি ওয়াল-জামা'আহ্: ৭/১২৪৯/২৩৫০)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

لاَ تَسُبُّوْا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ، فَلَمَقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً .

"তোমরা মু'হাম্মাদ্ ﷺ এর সাহাবীদেরকে গালি দিও না। কারণ, তাঁদের কারোর কিছু সময় দাঁড়িয়ে থাকা তোমাদের কারোর চল্লিশ বছর আমল করার চেয়েও উত্তম"। (তাখ্রীজুত্-ত্বা'হাবিয়াহ্/আলবানী, টিকা ৬৬৯)

ইমামু আহ্লিস-সুন্নাহ্ ওয়াল-জামা'আহ্ আহ্মাদ্ বিন্ 'হাম্বাল (রাহিমাহুল্লাহ্) সাহাবীদের সম্পর্কে তাঁর বিশ্বাস সংক্রান্ত আলোচনা করতে গিয়ে বলেন: "তাঁদের মধ্যকার সর্ব নিম্ন মর্যাদার সাহাবী পরবর্তী যুগের সবার চেয়েও উত্তম। যারা রাসূল ﷺ কে এক বারের জন্যও দেখেনি। যদিও তারা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে তাদের সকল নেক আমল নিয়েও সাক্ষাৎ করুক না কেন।

তিনি আরো বলেন: যাঁরা একদা নবী ﷺ এর সাথিত্ব অর্জনের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন, তাঁকে দেখেছেন ও তাঁর কথা শুনেছেন এমনকি যিনি এতটুকু সময়ের জন্য হলেও তাঁকে নিজ চোখে দেখে তাঁর উপর ঈমান এনেছেন তিনি সকল তাবি'য়ীর চেয়েও উত্তম যদিও তারা সকল কল্যাণময় আমলই করুক না কেন।

(লালাকায়ী/শার'হু উসূলি ই'তিক্বাদি আহ্লিস-সুন্নাতি ওয়াল-জামা'আহ্: ১/১৬০/৩১৭)

আবূ আব্দির রহ্মান আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'ঊদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের অন্তরগুলোর দিকে তাকিয়ে মু'হাম্মাদ্ ﷺ

এর অন্তরকেই সর্বোত্তম অন্তর হিসেবে চিহ্নিত করলেন। তাই তিনি তাঁকে নিজের রিসালাতের জন্য চয়ন করেন। এরপর আবারো তিনি মানুষের অন্তরগুলোর দিকে তাকিয়ে তাঁর সাথীদের অন্তরগুলোকে সর্বোত্তম অন্তর হিসেবে চিহ্নিত করলেন। তাই তিনি তাঁদেরকে তাঁর নবীর সহযোগী হিসেবে চয়ন করেন। যাঁরা তাঁর ধর্মকে দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য লাগাতার যুদ্ধ চালিয়েছেন।

(আহ্মাদ্: ১/৩৭৯ আবূ দাউদ ২৪৬ মাজমা'উয্-যাওয়ায়িদ: ১/১৭৭-১৭৮ শাইখ আহ্মাদ্ শাকির উক্ত বর্ণনাটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন, মুসনাদ্: ৫/২১১ হাদীস ৩৬০০)

তিনি আরো বলেন: তোমরা নবী ﷺ এর পর কারোর অনুসরণ করতে চাইলে শুধুমাত্র মু'হাম্মাদ্ ﷺ এর সাহাবীদেরই অনুসরণ করবে। কারণ, তাঁরা এ উম্মতের মধ্যে সর্বাধিক পরিচ্ছন্ন অন্তরের অধিকারী। তাঁরা গভীর জ্ঞানের আধার। বানিয়ে বলার অভ্যাস যাঁদের একেবারেই নেই। যাঁদের অবস্থা ও চাল-চলন সর্বাধিক সুন্দর ও সঠিক। তাঁরা এমন এক সম্প্রদায় যাঁদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীর সাথী হওয়া এবং তাঁর ধর্ম প্রতিষ্ঠা করার জন্য চয়ন করেছেন। অতএব, তোমরা তাঁদের সম্মান করবে ও তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। কারণ, তাঁরা নিশ্চয়ই সঠিক পথে রয়েছেন।

(ইব্নু আব্দিল-বার্র/জামি'উ বায়ানিল-'ইল্মি ওয়া ফাযলিহি: ২/৯৭)

সাহাবীগণ সম্পর্কে সালাফে সালি'হীনের কিছু বাণী:

আবুল-'হাসান বার্বাহারী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: এ উম্মত এমনকি সকল উম্মতের মধ্যকার নবীদের পরপরই সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হলেন আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)। এরপর 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)। এরপর 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)। এরপর জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত বাকিরা। এরপর প্রথম যুগের মুহাজির ও আন্সারীগণ। যাঁরা উভয় ক্বিব্লার দিকে ফিরেই নামায আদায়ের সুযোগ পেয়েছেন। এরপর যাঁরা এক দিন, এক মাস, এক বছর কিংবা এর কম ও বেশি সময় নবী ﷺ এর সাথী হয়েছেন। আমরা তাঁদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার রহ্মত কামনা করবো। তাঁদের বিশেষ গুণাবলী আমরা স্মরণ করবো। তাঁদের দোষ-ত্রুটি বলা থেকে আমরা একান্ত

ভাবেই দূরে থাকবো। তাঁদের কারোর কথা স্মরণ করলে তাঁর ভালো দিকটিই স্মরণ করবো। কারণ, নবী ﷺ বলেন:

إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِيْ فَأَمْسِكُوْا .

"যখন সাহাবীদের কথা আলোচনা করা হবে তখন তোমরা তাঁদের দোষ-ত্রুটি বলা থেকে দূরে থাকবে"।

(ত্বাবারানী/কাবীর: ২/৭৮/২ আবূ নু'আইম: ৪/১০৮ সিল্‌সিলাতুল-আ'হাদীসিস্‌-স্বা'হী'হাহ্: ১/৩৪)

সুফ্‌ইয়ান বিন্‌ 'উয়াইনাহ্‌ (রাহিমাহুল্লাহ্‌) বলেন:

مَنْ نَطَقَ فِيْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِكَلِمَةٍ فَهُوَ صَاحِبُ هَوَى .

"যে ব্যক্তি রাসূল ﷺ এর সাহাবীদের সম্পর্কে কোন কটূক্তি করলো সে নিশ্চয়ই মনের পূজারী"। (শার'হুস্‌-সুন্নাহ্‌/বার্‌বাহারী: ২৮)

সালাফে সালি'হীন তথা আমাদের পূর্ববর্তী মনীষীগণ আমাদেরকে সাহাবায়ে কিরামের ব্যাপারে কটূক্তি করা, তাঁদেরকে গালি দেয়া এবং তাঁদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব-বিগ্রহ নিয়ে আলোচনা করতে নিষেধ করেছেন। উপরন্তু তাঁরা এ ব্যাপারটিকে সঠিক পথের অনুসারী এবং প্রবৃত্তিপূজারী, স্বার্থবাদী ও বিদ্‌'আতীদেরকে চেনার একটি বিশেষ মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেন।

অতএব, যার মুখ থেকে সাহাবায়ে কিরাম নিরাপদ রয়েছেন উপরন্তু সে শরীয়তের অন্যান্য বিধি-বিধানগুলোও যথাসাধ্য মেনে চলে তা হলে সে সত্যিই এক জন খাঁটি মোসলমান। আর যে ব্যক্তি সাহাবায়ে কিরামের ব্যাপারে কটূক্তি করে কিংবা তাঁদের কোন দোষ-ত্রুটি প্রচার করে তা হলে সে সত্যিকারার্থে কোন মোসলমানই নয়। নিম্নে তাঁদের কিছু বাণী উল্লেখ করা হয়েছে:

মাইমূন বিন্‌ মিহ্‌রান (রাহিমাহুল্লাহ্‌) বলেন: একদা আব্দুল্লাহ্‌ বিন্‌ 'আব্বাস্‌ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন:

إِيَّاكَ وَشَتْمَ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَيَكُبَّكَ اللهُ فِيْ النَّارِ عَلَى وَجْهِكَ .

"সাবধান! মু'হাম্মাদ্ ﷺ এর কোন সাহাবীকে গালি দিবে না। তা হলে আল্লাহ্ তা'আলা একদা তোমাকে চেহারা নিচের দিকে দিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন"।

(লালাকায়ী/শার'হু উসূলি ই'তিক্বাদি আহ্লিস-সুন্নাতি ওয়াল-জামা'আহ্: ৩/৬৩৩/১১৩৪)

ইমাম মালিক বিন্ আনাস্ (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন:

مَنْ لَزِمَ السُّنَّةَ وَسَلِمَ مِنْهُ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ثُمَّ مَاتَ كَانَ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ، وَإِنْ قَصَّرَ فِيْ الْعَمَلِ

"যে ব্যক্তি সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরে আছে এবং তার মুখ থেকে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ এর সাহাবায়ে কিরাম নিরাপদে রয়েছেন আর এমতাবস্থায় তার মৃত্যু হয়ে যায় তা হলে তার অবস্থান হবে নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও নেককারদের সাথে। যদিও তার আমলে খানিকটা ঘাটতি থাকে"। (শার'হুস্-সুন্নাহ্/বার্বাহারী: ৫৯)

ইমাম আবূ যুর'আহ্ রাযী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: যখন তুমি কাউকে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ এর কোন সাহাবীর মানহানি করতে দেখবে তখন জেনে রাখো, সে এক জন যিন্দীক্ব তথা ধর্ম অস্বীকারকারী। কারণ, আমরা জানি রাসূল ﷺ সত্য। কুর'আনও সত্য। আর আমাদের নিকট উক্ত কুর'আন ও হাদীস নিয়ে এসেছেন একমাত্র রাসূল ﷺ এর সাহাবায়ে কিরামই। মূলতঃ তারা এরই মাধ্যমে আমাদের সাক্ষীদেরকে আঘাত করে কুর'আন ও হাদীসকেই বাতিল করতে চায়। তাই তাদেরকেই আঘাত করা সর্বোত্তম। কারণ, তারা যিন্দীক্ব তথা ধর্ম অস্বীকারকারী"। (কিফায়াহ্ ফী 'ইলমির-রিওয়াইয়াহ্/খাতীব: ৬৭)

ইমাম বার্বাহারী (রাহিমাহুল্লাহ্) আরো বলেন:

وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَطْعَنُ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَاعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ قَوْلِ سُوْءٍ وَهَوَى .

"যখন তুমি কোন ব্যক্তিকে নবী ﷺ এর সাহাবায়ে কিরামকে

আঘাত করতে দেখবে তখন তুমি জেনে রাখো যে, নিশ্চয়ই সে প্রবৃত্তিপূজারী, মন্দবক্তা"। (শার'হুস্-সুন্নাহ্/বার্‌বাহারী: ৫০)

তিনি আরো বলেন:

وَاعْلَمْ أَنَّهُ مَنْ تَنَاوَلَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَاعْلَمْ أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ مُحَمَّدًا ﷺ وَقَدْ آذَاهُ فِيْ قَبْرِهِ.

"তুমি আরো জেনে রাখো যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ এর কোন সাহাবী সম্পর্কে কটূক্তি করেছে সে মূলতঃ মু'হাম্মাদ্ ﷺ এরই অপমান করেছে এবং তাঁকে তাঁর কবরেই কষ্ট দিয়েছে"।

(শার'হুস্-সুন্নাহ্/বার্‌বাহারী: ৫৪)

ইমাম মালিক বিন্ আনাস্ (রাহিমাহুল্লাহ্) আরো বলেন: মূলতঃ তারা তথা রাফিযীরা নবী ﷺ কেই আঘাত করতে চেয়েছিলো তবে তা সরাসরি সম্ভবপর না হওয়ার দরুন তারা তাঁর সাহাবায়ে কিরামকে আঘাত করেছে। যেন রাসূল ﷺ সম্পর্কেই একদা বলা হয়, লোকটি সত্যিই খারাপ। কারণ, সে যদি সত্যিই ভালো হতো তা হলে তার সাহাবায়ে কিরামও অবশ্যই ভালো হতো।

(আস্-স্বারিমুল মাস্‌লূল/ইব্‌নু তাইমিয়্যাহ্: ৫৮০)

এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হয় নিম্নোক্ত ঘটনা থেকে।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ মু'হাম্মাদ বিন্ আবূ মারইয়াম (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা মু'হাম্মাদ্ বিন্ ইউসুফ (রাহিমাহুল্লাহ্) কে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি আবূ বকর ও 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) সম্পর্কে কী বলেন? তিনি উত্তরে বললেন: এঁদেরকে তো রাসূল ﷺ নিজেই মর্যাদা দিয়েছেন। এরপর তিনি বলেন: জনৈক কুরাইশ বংশের লোক একদা আমাকে বললো যে, জনৈক খলীফাহ্ রাফিযীদের দু' জন ব্যক্তিকে নিজ দরবারে হাজির করে বললেন: আল্লাহ্'র কসম! তোমরা যদি এ কথা না বলো যে, তোমরা কেন আবূ বকর ও 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) এর বদনাম করছো তা হলে আমি তোমাদের উভয়কেই হত্যা করে দেবো। তারা তা বলতে অস্বীকার করলে তিনি তাদের এক জনকে হত্যা করে অপর জনকে বললেন: আল্লাহ্'র কসম! তুমি যদি ব্যাপারটি

আমাকে খুলে না বলো তা হলে আমি তোমাকেও তোমার সাথীর ন্যায় হত্যা করবো। তখন সে বললো: আমি তা বললে কি আপনি আমাকে নিরাপত্তা দিবেন? তিনি বললেন: হ্যাঁ। তখন সে বললো: আমরা মূলতঃ রাসূল ﷺ এর বদনামি করতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু আমরা বুঝতে পারলাম যে, মানুষ আমাদের এমন কথায় সায় দিবে না। তখন আমরা উক্ত দু' জনকেই গালি দিলাম। আর এতে করে আমরা নিজেদের অনেক অনুসারী পেয়ে গেলাম। অতঃপর মু'হাম্মাদ্ বিন্ ইউসুফ (রাহিমাহুল্লাহ্) বললেন: আমি রাফিযী ও জাহ্মীদেরকে যিন্দীক্ব তথা ধর্ম অস্বীকারকারী বলেই মনে করি।

(লালাকায়ী/শার'হু উসূলি ই'তিক্বাদি আহ্লিস-সুন্নাতি ওয়াল-জামা'আহ্: ৮/১৪৫৭/২৮১২)

ইমাম আহ্মাদ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) তাঁর আক্বীদাহ্ ও বিশ্বাসের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন: যে ব্যক্তি আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ এর কোন সাহাবীর যে কোন কর্মকাণ্ডের দরুন তাঁর কোন বদনাম করে কিংবা তাঁকে শত্রু মনে করে অথবা তাঁর কোন দোষ-ত্রুটি প্রচার করে তা হলে সে সত্যিই বিদ্'আতী। যতক্ষণ না তাঁদের সকলের উপর সে আল্লাহ্ তা'আলার রহ্মত কামনা করে এবং তার অন্তর তাঁদের ব্যাপারে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়।

(লালাকায়ী/শার'হু উসূলি ই'তিক্বাদি আহ্লিস-সুন্নাতি ওয়াল-জামা'আহ্: ১/১৬২/৩১৭)

তিনি আরো বলেন: যখন তুমি কাউকে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ এর সাহাবীদের বদনাম করতে দেখবে তখন তার ইসলামের ব্যাপারেই সন্দেহ করবে।

(লালাকায়ী/শার'হু উসূলি ই'তিক্বাদি আহ্লিস-সুন্নাতি ওয়াল-জামা'আহ্: ৭/১২৫২/২৩৫৯)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ ইমাম আহ্মাদ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) তাঁর পিতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, জনৈক ব্যক্তি আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ এর জনৈক সাহাবীকে গালি দিয়েছে। সুতরাং তার ব্যাপারে আপনার মতামত কী? তিনি বললেন: তাকে হত্যা করা হবে। তাকে আমি মোসলমান বলে মনে করি না"।

(লালাকায়ী/শার'হু উসূলি ই'তিক্বাদি আহ্লিস-সুন্নাতি ওয়াল-জামা'আহ্: ৭/১২৬৬/২৩৮৬)

একদা ইমাম শা'বী (রাহিমাহুল্লাহ্) ইহুদি ও রাফিযীদের মাঝে তুলনামূলক চিন্তা করতে গিয়ে তিনি দেখতে পান যে, এমন কোন চরিত্র নেই যা ইহুদিদের মাঝে আছে; অথচ রাফিযীদের মাঝে নেই। এমনকি তিনি বলেন, দু'টি বৈশিষ্ট্য এমন রয়েছে যে ব্যাপারে ইহুদি ও খ্রিস্টানরা রাফিযীদের চেয়েও উত্তম। বৈশিষ্ট্য দু'টি হলো, ইহুদিদেরকে একদা জিজ্ঞাসা করা হলো, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম কে? তারা বললো: মূসা عليه السلام এর সাথীরা। আর রাফিযীদেরকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তোমাদের মধ্যে সর্ব নিকৃষ্ট কে? তারা বললো: মু'হাম্মাদ ﷺ এর সাথীরা। খ্রিস্টানদেরকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম কে? তারা বললো: 'ঈসা عليه السلام এর সহযোগীরা। আর রাফিযীদেরকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তোমাদের মধ্যে সর্ব নিকৃষ্ট কে? তারা বললো: মু'হাম্মাদ ﷺ এর সহযোগীরা। উপরন্তু তাদেরকে আদেশ করা হলো সাহাবীদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে; অথচ তারা তাঁদেরকে গালি দিচ্ছে।

(লালাকায়ী/শার'হু উসূলি ই'তিক্বাদি আহ্লিস-সুন্নাতি ওয়াল-জামা'আহ্: ৮/১৪৬২/২৮২৩ মিন্হাজুস্-সুন্নাহ্ ইব্নু তাইমিয়্যাহ্: ১/২৮)

ভীষণ আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, কীভাবে ইসলামের ধারক ও বাহকরা তাদেরকে এ পর্যন্ত উক্ত সর্বনিকৃষ্ট কাজটুকু মুসলিম সমাজে চালিয়ে যেতে সুযোগ দিলেন। কারণ, এ অপদার্থরা যখন ইসলামী শরীয়তকে প্রত্যাখ্যান ও এর বিরোধিতা করতে চাইলো তখনই তারা এর বহনকারীদের মর্যাদার উপর আঘাত হানলো। অথচ তাঁদের মাধ্যম ছাড়া উক্ত শরীয়ত জানা আমাদের পক্ষে কোনভাবেই সম্ভবপর ছিলো না। তারা এ অভিশপ্ত ও শয়তানী মাধ্যমে দুর্বল মেধার প্রচুর লোককে পথভ্রষ্ট করেছে। তারা প্রকাশ্যে আল্লাহ্'র শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকে গালি ও অভিশাপ দিচ্ছে। আর অন্তরে উক্ত শরীয়তের বিদ্বেষ ও তা মানুষের মাঝ থেকে উঠিয়ে দেয়ার অভিপ্রায় পোষণ করছে।

মানুষের গুনাহ্গুলোর মধ্যে এর চেয়ে সর্ব নিকৃষ্ট ও অতি বিশ্রী কবীরা গুনাহ্ আর নেই। কারণ, তা আল্লাহ্ তা'আলা, তাঁর রাসূল ﷺ ও শরীয়তের সাথে সরাসরি হঠকারিতা। মূলতঃ তারা এ ব্যাপারে চারটি কবীরা গুনাহে লিপ্ত। যার প্রত্যেকটিই পরিষ্কার কুফরি। যা নিম্নরূপ:

ক. আল্লাহ্ তা'আলার সাথে হঠকারিতা।

খ. রাসূল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সাথে হঠকারিতা।

গ. শরীয়তের ব্যাপারে হঠকারিতা ও তা বাতিলের ষড়যন্ত্র।

ঘ. সকল সাহাবায়ে কিরামকে কাফির মনে করা। যাঁদের সম্পর্কে কুর'আনে বলা হয়েছে, তাঁরা কাফিরদের ব্যাপারে কঠিন। উপরন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের মাধ্যমে কাফিরদেরকে রাগান্বিত করেছেন এবং তাঁদের উপর তিনি সন্তুষ্ট।

(আদ্দীনুল-খালিস/শাইখ মু'হাম্মাদ সিদ্দীক 'হাসান খান: ৩/৪০৪)

এবার আমরা মূল কথায় ফিরে যাচ্ছি। আর তা হলো আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ এর আদেশ-নিষেধের ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের অবস্থান।

আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরাম (রাযিয়াল্লাহু আন্হুম) এর আনুগত্যপূর্ণ কিছু বিশেষ অবস্থান:

আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ এর হিজরতের আদেশ মানার ব্যাপারে মুহাজিরদের এক বিশেষ অবস্থান:

যখন রাসূল ﷺ তাঁর ও তাঁর অনুসারীদের সাহায্য-সহযোগিতার ব্যাপারে আনসারীদের বায়'আত গ্রহণ করলেন তখন তিনি মক্কার সাহাবায়ে কিরামকে মদীনার দিকে হিজরত ও তাঁদের আনসারী ভাইদের নিকট সমবেত হওয়ার আদেশ করলেন। তাই তিনি তাঁদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন:

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ جَعَلَ لَكُمْ إِخْوَانًا وَدَارًا تَأْمَنُوْنَ بِهَا، فَخَرَجُوْا أَرْسَالاً يَتْبَعُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য কিছু দ্বীনি ভাই ও একটি নিরাপদ এলাকা তৈরি করেছেন যেখানে তোমরা আজ থেকে নিরাপদেই অবস্থান করতে পারবে। তা শুনে মক্কার সাহাবায়ে কিরাম

দলে দলে একের পর এক মদীনার দিকে বের হয়ে যান।

(সীরাতু ইব্‌নি হিশাম: ২/৮০ আল-বিদায়াহ্ ওয়ান-নিহায়াহ্/ইব্‌নু কাসীর: ৩/৬৯)

রাসূল ﷺ এর উক্ত ঘোষণার পর মক্কার সাহাবায়ে কিরাম তাঁদের পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, বংশ ও ঘর-বাড়ি ছেড়ে শুধুমাত্র নিজ ধর্মটুকু নিয়ে মদীনার দিকে পালিয়ে যান। তাঁরা সকল কিছুর উপর শুধুমাত্র রাসূল ﷺ এর সাথিত্বকেই অগ্রাধিকার দেন।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের সম্পর্কে বলেন:

﴿ ٱلَّذِينَ أُخۡرِجُواْ مِن دِيَٰرِهِم بِغَيۡرِ حَقٍّ إِلَّآ أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ﴾[الحج: ٤٠] .

"যাদেরকে তাদের নিজ গৃহ থেকে অন্যায়ভাবে বের করে দেয়া হয়েছে। তাদের দোষ শুধু এতটুকুই ছিলো যে, তারা বললো: আমাদের প্রভু একমাত্র আল্লাহ্"। ('হাজ্জ: ৪০)

আনুগত্যের দিক দিয়ে এর চেয়ে আরো উন্নত কোন দৃষ্টান্ত হতে পারে? এটি হলো মূলতঃ আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদায় একান্ত আস্থা ও আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ এর আদেশের একান্ত আনুগত্য। এ ছাড়াও তাঁদের আনুগত্যের আরো অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে।

নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে আনসারী সাহাবীদের কিছু বিশেষ অবস্থান:

যারা মুহাজিরদের পূর্বেই মদীনায় তাঁদের খাঁটি ঈমান নিয়ে অবস্থান করেছিলেন তাঁরা হলেন আনসারী সাহাবায়ে কিরাম। বদরের মহান যুদ্ধে তাঁদের এমন কিছু বিশেষ অবস্থান ছিলো যার দরুন তাঁরা একদা সর্বশ্রেষ্ঠ মহা মানব মু'হাম্মাদ্ ﷺ এর একান্ত সাথী হওয়ার উপযুক্ততা অর্জন করেছিলেন।

রাসূল ﷺ এর নিকট যখন মোসলমানদের সাথে যুদ্ধের জন্য কুরাইশদের বের হওয়ার খবর পৌঁছুলো তখন তিনি বললেন:

أَشِيْرُوْا عَلَيَّ أَيُّهَا النَّاسُ!

"হে মানুষ! তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও। (আহ্‌মাদ: ৫/৩২৫)

রাসূল ﷺ মূলতঃ মানুষ বলতে এখানে আনসারী সাহাবীগণকেই বুঝিয়েছেন। কারণ, তাঁরাই তো ছিলেন তখন সংখ্যায় বেশি। আর তাঁরাই তো একদা 'আক্বাবাহ্ নামক এলাকায় রাসূল ﷺ এর নিকট এ মর্মে প্রতীজ্ঞা করেন যে, যখন রাসূল ﷺ ইয়াস্‌রিব তথা মদীনায় তাঁদের নিকট আসবেন তখন তাঁরা তাঁকে এমনভাবে রক্ষা করবেন যেমনিভাবে তাঁরা রক্ষা করেন তাঁদের নিজেদের জীবনকে এবং তাঁদের নিজেদের স্ত্রী-সন্তানকে।

রাসূল ﷺ এ ব্যাপারে আশঙ্কা করছিলেন যে, হয়তো বা আনসারীগণ এ কথা বুঝতে পারে যে, তাঁদের উপর রাসূল ﷺ এর সহযোগিতা করা তখনই বাধ্যতামূলক যখন তাঁর কোন শত্রু মদীনায় এসে তাঁর উপর আক্রমণ করতে চায়। তবে তাঁদের উপর এটা বাধ্যতামূলক নয় যে, রাসূল ﷺ তাঁদেরকে নিয়ে বহিরাগত কোন শত্রুর মোকাবিলা করবেন। আর তাঁরা তাঁকে এ ব্যাপারে সাহায্য করবেন। তাই রাসূল ﷺ তাঁদেরকে পরামর্শ দেয়ার প্রস্তাব করতেই সা'দ্ বিন্ মু'আয (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন: আল্লাহ্'র কসম! মনে হয় আপনি কথাটি আমাদেরকে উদ্দেশ্য করেই বলেছেন? তখন রাসূল ﷺ বললেন: হ্যাঁ। তখন সা'দ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন: আমরা আপনার উপর ঈমান এনেছি এবং আপনাকে বিশ্বাস করেছি। আমরা এ কথারও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি যা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য নিয়ে এসেছেন তা সবই সত্য। তাই আজ আমরা আপনার সার্বিক আনুগত্যের ব্যাপারে আপনাকে আমাদের পক্ষ থেকে নিশ্চিত ওয়াদা ও অঙ্গীকার দিচ্ছি। সুতরাং আপনি যাই চান তাই করুন। আমরা সর্বদা আপনার সাথেই আছি। সেই সত্তার কসম যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে পাঠিয়েছেন! আপনি যদি আমাদেরকে নিয়ে সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়তে চান তা হলে আমরাও তাতে আপনার সাথে ঝাঁপিয়ে পড়তে রাজি আছি। এ ব্যাপারে আমাদের কেউ পিছপা হবে না। আপনি যদি আমাদেরকে নিয়ে আগামী কাল আমাদের কোন শত্রুর মোকাবিলা করতে চান তা হলে আমরা তা কোনভাবেই অপছন্দ করবো না। আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে সত্যিই

ধৈর্যশীল। শত্রুর সাক্ষাতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আশা করি আপনি আমাদের পক্ষ থেকে এমন কিছু দেখতে পাবেন যা অচিরেই আপনার চক্ষুকে শীতল করে দিবে। সুতরাং আপনি আল্লাহ্ তা'আলার বরকতের উপর নির্ভরশীল হয়ে আমাদেরকে নিয়ে সামনে চলুন। সা'দ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর এমন কথা শুনে রাসূল ﷺ অত্যন্ত খুশি হলেন।

(সীরাতু ইব্নি হিশাম: ২/১৮৮ যাদুল-মা'আদ/ইব্নুল-ক্বাইয়িম: ৩/১৭৩ তবে এর মূল বর্ণনাটুকু মুসলিম শরীফেও রয়েছে: নাওয়াওয়ী ১২/১২৪)

আরেকটি ঘটনা:

বারা' বিন্ 'আযিব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ একদা বাইতুল-মাক্বদিসের দিকে মুখ করে ষোল কিংবা সতেরো মাস নামায আদায় করছিলেন। এ দিকে রাসূল ﷺ কে কা'বার দিকে ফিরেই পুনর্বার নামায পড়ার আদেশ করা হোক তা তিনি সর্বদা কামনা করতেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ ﴾[البقرة: ١٤٤] .

"নিশ্চয়ই আমি তোমার আকাশের দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখা লক্ষ্য করেছি। তাই আমি তোমাকে যে ক্বিবলা তুমি পছন্দ করো সে দিকে মুখ ফিরাতে আদেশ করছি। অতএব, তুমি মাসজিদুল-'হারামের দিকে মুখ ফিরাও। আর তোমরা যেখানেই থাকো না কেন সে দিকেই তোমরা মুখ ফিরাবে"। (বাক্বারাহ্: ১৪৪)

উক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূল ﷺ কা'বার দিকেই মুখ ফিরালেন। আর এ দিকে কিছু বোকা ইহুদি বললো:

﴿ مَا وَلَّىٰهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُوا۟ عَلَيْهَا ۚ قُل لِّلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ [البقرة: ١٤٢] .

"কী হলো? কী জিনিস তাদেরকে তাদের ক্বিবলা থেকে ফিরিয়ে

দিলো যার উপর তারা এতোদিন ছিলো। তুমি বলো: পূর্ব-পশ্চিম সবই আল্লাহ্'র। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকেই সঠিক পথ দেখান"।

(বাক্বারাহ: ১৪২)

জনৈক সাহাবী নবী ﷺ এর সাথে এভাবে স্বালাত আদায় শেষে সেখান থেকে বের হয়ে কিছু আনসারী সাহাবীদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। যখন তাঁরা বাইতুল-মাক্বদিসের দিকে ফিরেই আসরের স্বালাত আদায় করছিলেন। তখন উক্ত সাহাবী বললেন: আমি একটু আগেই রাসূল ﷺ এর সাথে কা'বার দিকে ফিরেই স্বালাত আদায় করছিলাম। তখন তাঁরা স্বালাতরত অবস্থায়ই কা'বার দিকে ফিরে যান। (বুখারী/ফাত্হ: ১/৫৯৮ হাদীস ৩৯৯ মুসলিম/নাওয়াওয়ী: ৫/৯ হাদীস ৫২৫)

ইব্নু 'হাজার (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট নবী ﷺ এর বিশেষ মর্যাদা বুঝায়। কারণ, রাসূল ﷺ সুস্পষ্টভাবে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তাঁর পছন্দের ব্যাপারটি না চাইলেও তিনি তাঁকে তা দিয়েছেন। উপরন্তু উক্ত আয়াতে ধর্মের প্রতি সাহাবীদের উৎসাহ এবং অন্যের প্রতি তাঁদের বিশেষ দয়ার কথাও বুঝা যায়।

আরেকটি ঘটনা:

রাবী'আহ্ বিন্ কা'ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি নবী ﷺ এর খিদমত করছিলাম। অকস্মাৎ তিনি এক দিন আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন: হে রাবী'আহ্! তুমি কি বিয়ে করবে না? আমি বললাম: হে আল্লাহ্'র রাসূল! আল্লাহ্'র কসম! আমার কাছে এমন কিছু নেই যা দিয়ে আমি এক জন মহিলার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালন করতে পারি। আর আমি এটাও চাই না যে, আপনার খিদমত থেকে কোন কিছু আমাকে বিরত রাখুক। কিছু দিন পর তিনি আমাকে আবারও বললেন: হে রাবী'আহ্! তুমি কি বিয়ে করবে না? এবারও আমি তাঁকে পূর্বের ন্যায় উত্তর দিলাম। অতঃপর আমি মনে মনে ভাবলাম যে, আল্লাহ্'র কসম! নিশ্চয়ই আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ ই আমার দ্বীন ও দুনিয়ার ভালো-মন্দ সম্পর্কে আমার চেয়েও ভালো বুঝেন। আল্লাহ্'র কসম! রাসূল ﷺ যদি আমাকে আবারও বিয়ের কথা জিজ্ঞাসা করেন তা হলে আমি সাথে সাথেই তাঁকে হ্যাঁ বলবো। সুতরাং তিনি আবারও আমাকে

বললেন: হে রাবী'আহ্! তুমি কি বিয়ে করবে না? আমি বললাম: আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ যাই চাবেন তাই হবে। তখন তিনি আমাকে বললেন: তুমি আনসারীদের অমুক পরিবারের কাছে গিয়ে তাদেরকে বলো: রাসূল ﷺ আমাকে আপনাদের নিকট এ মর্মে পাঠিয়েছেন যে, আমি সর্বপ্রথম আপনাদেরকে তাঁর সালাম পৌঁছিয়ে দিয়ে এ কথা বলার জন্য যে, তিনি আপনাদেরকে আমার নিকট আপনাদের অমুক মেয়েটিকে বিবাহ্ দিতে আদেশ করছেন। তাই আমি রাসূল ﷺ এর উক্ত আদেশ পেয়ে তাঁদের নিকট এসে বললাম: আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ আপনাদেরকে আমার নিকট আপনাদের অমুক মেয়েটিকে বিবাহ্ দেয়ার জন্য আদেশ করছেন। উত্তরে তাঁরা বললো: আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ ও তাঁর দূতকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আল্লাহ্'র কসম! আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ এর বিশেষ দূত আজ তার প্রয়োজনটুকু না মিটিয়ে এখান থেকে অবশ্যই ফিরে যাবে না। অতঃপর তাঁরা আমার সাথে মেয়েটির বিবাহ্ দিলেন ও আমাকে খুব সম্মান করলেন।

(আহ্মাদ: ৪/৫৮ আবূ দাউদ ত্বায়ালিসী ১১৭৩ ত্বাবারানী/কাবীর: ৫/৫৯ হাদীস ৪৫৭৮ মাজমা'উয্-যাওয়ায়িদ: ৪/২৫৭)

আরেকটি ঘটনা:

মুস্ব্'আব বিন্ 'উমাইরের ভাইয়ের ছেলে আবূ 'উযাইর বিন্ 'উমাইর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি একদা বদর যুদ্ধের বন্দীদের এক জন ছিলাম। তখন রাসূল ﷺ আমাদের সম্পর্কে সাহাবীদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন:

اسْتَوْصُوْا بِالْأُسَارَى خَيْرًا .

"তোমরা বন্দীদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে"।

(ত্বাবারানী/কাবীর: ২২/৩৯৩ সাগীর: ১/১৬২ হাদীস ৪০১ মাজমা'উয্-যাওয়ায়িদ: ৬/৮৬)

মূলতঃ আমি কিছু আনসারী ভাইদের নিকট ছিলাম। যখন তাঁদের সকাল কিংবা সন্ধ্যার খানা উপস্থিত করা হতো তখন তাঁরা শুধু খেজুর খেতেন আর আমাকে খেজুর ও রুটি খেতে দিতেন। কারণ, রাসূল ﷺ তাঁদেরকে আমাদের সাথে ভালো ব্যবহারের আদেশ করেছেন।

নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর কিছু বিশেষ অবস্থান:

উম্মতের মাঝে সবচেয়ে বড় সত্যবাদী ও নেককার হলেন আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)। নবী ﷺ এর অনুসরণের ব্যাপারে তাঁর অনেকগুলো দৃষ্টান্ত রয়েছে। যার কয়েকটি নিম্নরূপ:

উসামাহ্ বিন্ যায়েদের সেনাদলের ব্যাপারে তাঁর অবস্থান:

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: সেই আল্লাহ্'র কসম! যিনি ছাড়া সত্য কোন মাবূদ নেই। আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে যদি সে সময় খলীফা বানানো না হতো তা হলে আল্লাহ্ তা'আলার সঠিক ইবাদাত তখন যমিনে প্রতিষ্ঠিত হতো না। তিনি কথাটি তিন বার বলেন। অতঃপর আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে জিজ্ঞাসা করা হলো: সেটি কীভাবে? আপনি তা বুঝিয়ে বলুন। তিনি বললেন: রাসূল ﷺ একদা সাতশ' জন সৈন্য দিয়ে উসামাহ্ বিন্ যায়েদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে শামের দিকে পাঠান। যখন তিনি "যী খাসাব" নামক এলাকায় পৌঁছান তখন রাসূল ﷺ মৃত্যু বরণ করেন। আর তখনই মদীনার আশপাশের আরবরা ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করলো। তখন রাসূল ﷺ এর সাহাবীগণ তাঁর নিকট গিয়ে বললেন: হে আবূ বকর! ওদেরকে ফিরিয়ে আনুন। কারণ, ওরা রোমানদের দিকে রওয়ানা করছে। অথচ মদীনার আশপাশের আরবরা এ দিকে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করছে। তিনি বললেন: সে সত্তার কসম! যিনি ছাড়া সত্য কোন মাবূদ নেই। রাসূল ﷺ এর স্ত্রীদের পায়ের কাছ দিয়ে যদি কুকুরও ঘুরে বেড়ায় তারপরও আমি সে সেনা দলকে ফেরত আনতে পারি না যাদেরকে রাসূল ﷺ পাঠিয়েছেন। সে সেনা দলটি আমি ভেঙ্গে দিতে পারি না যা রাসূল ﷺ নিজ হাতেই গঠন করেছেন। অতঃপর তিনি উসামাহ্কেই সে দলের সেনাপতি হিসেবে যুদ্ধে পাঠান। (আল-বিদায়াহ্ ওয়ান-নিহায়াহ্: ৬/৩০৫)

যাকাত অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে তাঁর অবস্থান:

আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাদের ব্যাপারে বলেন:

وَاللهِ لَوْ مَنَعُوْنِيْ عَنَاقًا كَانُوْا يُؤَدُّوْنَهَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى

مَنْعِهَا وَفِيْ رِوَايَةٍ: لَوْ مَنَعُوْنِيْ عِقَالاً .

"আল্লাহ্'র কসম! তারা যদি আমাকে একটি উটও না দেয় যা তারা একদা আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ কে যাকাত হিসেবে দিতো তা হলে আমি তা না দেয়ার দরুন তাদের সাথে যুদ্ধ করবো।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তারা যদি আমাকে একটি রশিও না দেয়...।

(বুখারী/ফাত্হ: ৩/৩০৮ হাদীস ১৪০০ মুসলিম/নাওয়াওয়ী: ১/২০৩ হাদীস ২০)

নবী ﷺ এর মীরাসের ব্যাপারে তাঁর অবস্থান:

উম্মুল-মু'মিনীন আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ এর মেয়ে ফাতিমা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) রাসূল ﷺ এর মৃত্যুর পর আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নিকট ফাইয়ের সম্পদ চেয়েছিলেন। তখন আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁকে বললেন: আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

لاَ نُوْرَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ .

"আমাদের মীরাস কেউ পাবে না। যা আমরা রেখে যাবো তা সবই সাদাকাহ্"। (বুখারী/ফাত্হ: ৬/২২৭ হাদীস ৩০৯২, ৩০৯৩)

এ কথা শুনে রাসূল ﷺ এর মেয়ে ফাতিমা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) খুব রাগ করলেন। এমনকি আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সাথে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত কথা বলা বন্ধ করে দিলেন। এ দিকে ফাতিমা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ এর মৃত্যুর পর ছয় মাস বেঁচে ছিলেন।

(আল-বিদায়াহ্ ওয়ান-নিহায়াহ্: ৬/৩০৫)

তবে ফাতিমা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) যখন মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে একদা অসুস্থ হয়ে পড়লেন তখন আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁর নিকট এসে তাঁকে খুশি করার চেষ্টা করলে পরিশেষে তিনি তাঁর উপর সন্তুষ্ট হন।

(আল-'আওয়াস্বিম মিনাল-ক্বাওয়াস্বিম: ৩৮)

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বলেন: ফাতিমা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নিকট রাসূল ﷺ এর সে সম্পদের অংশ দাবি করছিলেন যা তিনি খাইবার ও ফাদাক এলাকায় রেখে গিয়েছিলেন। উপরন্তু মদীনায় রেখে যাওয়া তাঁর সাদাকাহ্। এ দিকে আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)

তাঁকে তা দিতে অস্বীকার করেন। তিনি সর্বদা এ কথা বলতেন:

لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَعْمَلُ بِهِ إِلاَّ عَمِلْتُ بِهِ، فَإِنِّيْ أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيْغَ...

"আমি এমন কোন কাজ করা ছাড়বো না যা আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ একদা করতেন। কারণ, আমি এ ব্যাপারে ভয় পাচ্ছি যে, আমি যদি তাঁর কোন কাজ ছেড়ে দেই তা হলে আমি পথভ্রষ্ট হয়ে যাবো"।

(বুখারী/ফাত্হ: ৬/২২৭ হাদীস ৩০৯২, ৩০৯৩)

যদি নবী ﷺ এর মৃত্যুর পর তাঁর শ্রেষ্ঠ উম্মত আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী ﷺ এর কোন আমল পরিত্যাগ করার কারণে নিজের ব্যাপারে বক্রতা কিংবা ভ্রষ্টতার ভয় পান তা হলে অন্য কেউ কি এমন আশঙ্কা থেকে নিরাপদ থাকতে পারে? আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর পর আর কেই বা সেই ব্যক্তি যে নিজের ব্যাপারে নিরাপত্তা বোধ করতে পারে?

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বলেন:

وَاللهِ لاَ أَدَعُ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَصْنَعُهُ فِيْهِ إِلاَّ صَنَعْتُهُ .

"আল্লাহ্'র কসম! আমি এমন কোন ব্যাপার বাস্তবায়ন না করে ছাড়তে পারি না যা একদা রাসূল ﷺ করেছেন"।

(বুখারী/ফাত্হ: ১২/৭ হাদীস ৬৭২৬)

আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এবং অনিচ্ছাকৃত ব্যাপারেও নবী ﷺ এর অনুসরণের একান্ত অভিলাষ:

'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি একদা আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি আমাকে বললেন: তোমরা নবী ﷺ কে কয়টি কাপড়ে দাফন করেছিলে? 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বললেন: তিনটি সাদা বর্ণের পরিচ্ছন্ন সুতোর কাপড়ে। যেগুলোর মাঝে কোন জামা ও পাগড়ী ছিলো না। এরপর তিনি আবারও 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) কে জিজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ কোন্ দিনে মৃত্যু বরণ করেছেন? 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বললেন: সোমবারে। অতঃপর আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আবারও বললেন: এটি কোন

দিন? 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বললেন: এটি সোমবার। আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন: আজ রাতের আগেই আমার মৃত্যু হোক এটাই আমি কামনা করছি। এরপর তিনি তাঁর গায়ে থাকা কাপড়ের দিকে তাকালেন। যাতে জা'ফরানের কিছুটা দাগ ছিলো। অতঃপর তিনি বললেন: আমার এ কাপড়টি ধুয়ে ফেলবে। আর এর উপর আরো দু'টি কাপড় বাড়িয়ে দিয়ে তাতে আমাকে কাফন করবে। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বললেন: আমি বললাম: এ কাপড়টি তো খুবই পুরনো। তিনি বললেন: মৃতের চেয়ে জীবিতরাই নতুন কাপড়ের বেশি হকদার। আরে, কিছুক্ষণ পর তো এর কোন মূল্যই থাকবে না। এরপর তিনি মঙ্গলবার রাতেই মৃত্যু বরণ করেন। আর সকালের আগেই তাঁকে দাফন করা হয়। (বুখারী ১৩৮৭)

নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে 'উমর বিন্ খাত্ত্বাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর কিছু বিশেষ অবস্থান:

আমীরুল-মু'মিনীন 'উমর ফারূক্ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সম্পর্কে তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: আমি একদা 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে বললাম: আমি মানুষের মুখ থেকে এমন একটি কথা শুনেছি যা আপনাকে বলার জন্য একদা আমি কসম খেয়েছি। মানুষ ধারণা করছে, আপনাকে খলীফাহ্ বানানো হয়নি। এ কথা শুনে তিনি কিছু সময়ের জন্য নিজ মাথাটি নিচু করে রেখে তা আবার উঁচু করে বললেন: আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দ্বীনকে রক্ষা করুন! আমাকে যদি খলীফাহ্ বানানো নাই হয়ে থাকে তা হলে বলতে হয়, নবী ﷺ মূলতঃ কাউকেই খলীফাহ্ বানাননি। আর যদি আমাকে খলীফাহ্ বানানো হয়ে থাকে তা হলে আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নিজেই আমাকে খলীফাহ্ বানিয়েছেন। আব্দুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: আল্লাহ্'র কসম! তিনি কেবল রাসূল ﷺ ও আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর কথাই উল্লেখ করেছেন। আর আমি জানি, তিনি রাসূল ﷺ এর সাথে কাউকেই তুলনা করেন না। মূলতঃ তাঁকে মানুষের পক্ষ থেকে খলীফাহ্ই বানানো হয়নি।

(আহ্মাদ: ১/৪৭ মুসলিম/নাওয়াওয়ী: ১২/২০৫)

আরেকটি ঘটনা:

'আবিস্ বিন্ রাবী'আহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সম্পর্কে বলেন:

একদা তিনি 'হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদ্‌কে চুমু দিয়ে বললেন:

إِنِّيْ أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ، وَلَوْلاَ أَنِّيْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ .

"নিশ্চয়ই আমি জানি, তুমি একটি পাথর মাত্র। সত্যিই তুমি আমার কোন ক্ষতি কিংবা লাভ করতে পারো না। আমি যদি নবী ﷺ কে তোমাকে চুমু দিতে না দেখতাম তা হলে আমি তোমাকে কখনোই চুমু দিতাম না"। (বুখারী/ফাত্‌হ: ৩/৫৪০ মুসলিম/নাওয়াওয়ী: ৯/১৬)

'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর উক্ত বাণীতে শরীয়তের ব্যাপারে বিধানকর্তার সামনে একান্ত আত্মসমর্পণ এবং এখনও কোন মর্ম উদ্‌ঘাটিত হয়নি এমন সকল বিষয়ে নবী ﷺ এর সুন্দর অনুসরণের উত্তম দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়। এটি নবী ﷺ এর সমূহ কর্মকাণ্ডে তাঁর একান্ত অনুসরণের একটি বিশেষ সূত্র। যদিও তার মূল রহস্য অজানা থাকুক না কেন। উপরন্তু যারা 'হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদের বিশেষ বৈশিষ্ট্যে বিশ্বাসী এতে তাদের মূর্খতাই প্রমাণিত হয়। আরো তাতে রয়েছে নবী ﷺ এর কথা ও কর্মগত সুন্নাত। (ফাত্‌হুল-বারী: ৩/৫৪১)

তিনি 'হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদ্‌কে চুমু দিয়ে আরো বলেন:

مَا لَنَا وَلِلرَّمَلِ، إِنَّمَا كُنَّا رَأَيْنَا بِهِ الْمُشْرِكِيْنَ، وَقَدْ أَهْلَكَهُمُ اللهُ، ثُمَّ قَالَ: شَيْءٌ صَنَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَلاَ نُحِبُّ أَنْ نَتْرُكَهُ .

"এই ধুলোবালির সাথে আমার সম্পর্কই বা কিসের? আমি একদা মুশ্‌রিকদেরকে একে চুমো দিতে দেখেছি। অথচ আজ তারা নেই। তাদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলা ধ্বংস করে দিয়েছেন। তিনি আরো বলেন: যে কাজটি নবী ﷺ একদা করেছেন আমি তা ছেড়ে দেয়া একেবারেই পছন্দ করি না"। (বুখারী/ফাত্‌হ: ৩/৫৫০ হাদীস ১৬০৫)

আরেকটি ঘটনা:

ইয়া'লা বিন্‌ উমাইয়াহ্‌ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি একদা 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সাথেই ছিলাম। ইতিমধ্যে তিনি 'হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদকে

চুমু দিলেন। আর আমি তখন কা'বা ঘরের কাছেই ছিলাম। যখন আমি 'হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদের নিকটবর্তী কা'বা শরীফের পশ্চিম কোণায় গিয়ে তা স্পর্শ করার জন্য নিচু হলাম তখন তিনি আমাকে বললেন: আরে তুমি কী করছো? আমি বললাম: আপনি কি এ দু'টি কোণ স্পর্শ করেন না? তিনি বললেন: আরে তুমি কি আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ এর সাথে কখনো কা'বা ঘর তাওয়াফ করোনি? আমি বললাম: অবশ্যই। তখন তিনি বললেন: তুমি কি তখন রাসূল ﷺ কে পশ্চিম দিকের এ দু'টি কোণ স্পর্শ করতে দেখেছিলে? আমি বললাম: না। তখন তিনি বললেন: তুমি কি রাসূল ﷺ এর মাঝে উত্তম আদর্শ খুঁজে পাওনি? আমি বললাম: অবশ্যই। তখন তিনি বললেন: তা হলে তুমি আর এ কাজ করো না। (আহ্‌মাদ: ৪/২২২ বাইহাক্বী: ৫/৭ আব্দুর-রায্‌যাক্ব ৮৯৪৫)

আরেকটি ঘটনা:

ইয়া'কূব বিন যায়েদ (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা 'উমর বিন খাত্ত্বাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) জুমু'আর দিনে নিজ ঘর থেকে বের হলেন। আর ইতিমধ্যে 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর ঘরের পানির পাইপ লাইন থেকে তাঁর গায়ে কিছু পানির ছিঁটা পড়ে যায়। পাইপ লাইনটি ছিলো 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর মসজিদে যাওয়ার পথে। তাই 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তা সেখান থেকে খুলে ফেলে দিলেন। তখন 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁকে বললেন: আমার পাইপ লাইনটি আপনি খুলে ফেললেন। অথচ আল্লাহ্ তা'আলার কসম! পাইপ লাইনটি আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ নিজ হাতেই সেখানে স্থাপন করেছেন। তখন 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন: তা হলে আমি নিজেই নিশ্চয়ই এ কাজে উপরে উঠার জন্য আপনার সিঁড়ি হবো আর আপনি নিজ হাতেই পাইপ লাইনটি পূর্বের জায়গায় আবারও স্থাপন করবেন। তখন 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে নিজ কাঁধে নিলেন। আর 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁর দু'টি পা 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর কাঁধে রেখে ড্রেন লাইনটি পূর্বের স্থানে লাগিয়ে দিলেন।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, অতঃপর 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে বললেন: আমি আপনাকে প্রতীজ্ঞা দিয়ে বলছি, আপনি আমার পিঠে উঠে ড্রেন লাইনটি সেখানে স্থাপন করবেন যেখানে স্বয়ং রাসূল ﷺ স্থাপন করেছেন। তখন 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাই করলেন।

(আহ্‌মাদ: ১/২১০ ইব্‌নু সা'দ/ত্বাবাক্বাত: ৪/২০ 'হাকিম: ৩/৩৩১, ৩৩২)

কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, রাসূল ﷺ ড্রেন লাইনটি কেন এমন জায়গায় স্থাপন করলেন যাতে পথচারী কষ্ট পায়?

উত্তরে বলা যেতে পারে, যখন রাসূল ﷺ ড্রেন লাইনটি স্থাপন করেছিলেন তখন তিনি মূলতঃ মানুষের রাস্তা-ঘাট ও বাড়ি-ঘরের বৃষ্টির পানিগুলো দূরে সরিয়ে দেয়ার জন্যই তা করেছেন। যা থেকে বাঁচার তখন আর কোন উপায় ছিলো না। আর তখন ড্রেন লাইনের পানিও কাউকে কষ্ট দিতো না। কারণ, তখন বৃষ্টি পড়ার সময় কেউ ঘর থেকে বের হতো না। তবে যখন ড্রেন লাইনটি গোসল কিংবা কোন কিছু ধোয়ার পর সে পানিটুকু তার মাধ্যমে রাস্তায় ফেলার কাজে ব্যবহার হচ্ছিলো তখন 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তার উপর আপত্তি জানিয়ে তা খুলে ফেলে দিয়েছেন। তবে যখন তিনি জানতে পারলেন যে, রাসূল ﷺ নিজেই ড্রেন লাইনটি সেখানে স্থাপন করেছেন তখন তিনি 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে বাধ্য করলেন তাঁর কাঁধে উঠে তা পূর্বের জায়গায় ফিরিয়ে দেয়ার জন্য যেখানে রাসূল ﷺ তা স্থাপন করেছেন।

আরেকটি ঘটনা:

'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা 'উয়াইনাহ্ বিন্ 'হুস্ন বিন্ 'হুযাইফাহ্ বিন্ বাদ্র তার ভাতিজা 'হুর বিন্ ক্বাইস্ বিন্ 'হুস্ন (রাহিমাহুল্লাহ্) এর নিকট মেহমান হলো। আর 'হুর (রাহিমাহুল্লাহ্) ছিলেন 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নিকটবর্তী লোকদের এক জন। কারণ, কুর'আন জানা লোকরাই তো তখন 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সাথী ও পরামর্শদাতা ছিলেন। চাই তারা জোয়ান হোক কিংবা বয়স্ক। তখন 'উয়াইনাহ্ তার ভাতিজাকে বললো: হে ভাতিজা! 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর কাছে তো তোমার যথেষ্ট সম্মান রয়েছে। তাই তুমি আমাকে তাঁর কাছে যাওয়ার অনুমতিটুকু নিয়ে দাও। 'হুর্ (রাহিমাহুল্লাহ্) বললেন: ঠিক আছে। আমি তাই করবো। অতঃপর 'হুর্ (রাহিমাহুল্লাহ্) 'উয়াইনাহ্'র জন্য 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইলে 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাকে তাঁর কাছে যাওয়ার অনুমতি দেন। এ দিকে 'উয়াইনাহ্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নিকট প্রবেশ করেই সে তাঁকে বললো: হে খাত্ত্বাবের ছেলে! তুমি তো

আমাদেরকে বেশি কিছু দাও না এবং আমাদের মাঝে ইনসাফের বিচারও করো না। এ কথা শুনে 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) খুব রাগান্বিত হয়ে 'উয়াইনাহ্‌কে মারতে উদ্যত হলেন। তখন 'হুর্ (রাহিমাহুল্লাহ্) তাঁকে বললেন: হে আমিরুল-মু'মিনীন! আল্লাহ্ তা'আলা কুর'আন মাজীদে নবী ﷺ কে উদ্দেশ্য করে বলেন:

﴿ خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَٰهِلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٩]

"ক্ষমার নীতি অবলম্বন করো। সৎ কাজের আদেশ করো। আর মূর্খদেরকে এড়িয়ে চলো"। (আল-আ'রাফ: ১৯৯)

'হুর্ (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: এ তো সত্যিই মূর্খ। সুতরাং একে এড়িয়ে চলুন।

ইব্‌নু 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) বলেন: আল্লাহ্'র কসম! আয়াতটি শুনার পর 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আর একটুও অগ্রসর হননি। মূলতঃ তিনি স্বভাবগতভাবেই কুর'আনের সামনে স্থির থাকতেন। তিনি তা থেকে এতটুকুও সামনে অগ্রসর হতেন না।

(বুখারী/ফাত্‌হ: ১৩/২৬৪ হাদীস ৪৬৪২, ৭২৮৬)

'উয়াইনাহ্ মূলতঃ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সাথে একান্তে বসতে চাচ্ছিলেন। নতুবা 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁর বিশ্রামের সময় ছাড়া কখনো কাউকে তাঁর কাছে আসতে নিষেধ করতেন না। (ফাত্‌হুল-বারী: ১৩/২৭২)

আরেকটি ঘটনা:

আবূ ওয়ায়িল (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি একদা শাইবাহ্'র সাথে কা'বা ঘরের একটি চেয়ারে বসলাম। তখন তিনি বললেন: এ জায়গায় একদা 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বসে বললেন: আমার ইচ্ছে হয় এখানকার সকল সোনা-রুপা মানুষের মাঝে বন্টন করে দিতে। আমি বললাম: আপনার সাথীদ্বয় তো তা করেননি। তখন তিনি বললেন: আরে আমি তো তাঁদেরই অনুসরণ করছি।

(বুখারী/ফাত্‌হ: ৩/৫৩৩ হাদীস ১৫৯৪)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, শাইবাহ্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে বললো: আপনি তা করবেন না। তিনি বললেন: আমি অবশ্যই তা করবো। আমি বললাম:

আমি কিন্তু তা করবো না। তিনি বললেন: কেন? আমি বললাম: কারণ, রাসূল ﷺ তা দেখেছেন এবং আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও তা দেখেছেন। আর তাঁরা এর প্রতি আপনার চেয়েও বেশি মুখাপেক্ষী ছিলেন। এ কথা শুনার পর তিনি কা'বা ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। (আবূ দাউদ ২০৩১)

ইব্নু বাত্ত্বাল (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: মূলতঃ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সম্পদগুলো মোসলমানদের ফায়দার জন্যই বন্টন করতে চেয়েছিলেন। তবে শাইবাহ্ যখন তাঁকে বললো: নবী ﷺ ও আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তা নিয়ে কোন চিন্তাই করেননি তখন তিনি তাঁদের বিপরীত সিদ্ধান্ত নিতে চাননি। বরং তিনি তাঁদের অনুসরণ করাই ওয়াজিব মনে করেছেন।

(ফাত্'হুল-বারী: ১৩/২৬৬)

আরেকটি ঘটনা:

'আল্লামাহ্ ইব্নুল-ক্বায়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ্) তাঁর যাদুল-মা'আদ্ নামক কিতাবে লিখেন,

"যে যোদ্ধাদলগুলোকে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ খাইবার যুদ্ধের পর পাঠিয়েছেন" নামক অধ্যায়।

সে যোদ্ধাদলগুলোর একটি ছিলো হাওয়াযিন গোত্র অভিমুখী 'উমর বিন্ খাত্ত্বাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর যোদ্ধাদল। যে দলের যোদ্ধা ছিলো প্রায় ত্রিশ জন। হাওয়াযিন গোত্রের নিকট খবরটি পৌঁছুলে তারা সবাই বাড়ি-ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়। সেখানে গিয়ে তিনি কাউকে না পেয়ে মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন। পথিমধ্যে তাঁর পথপ্রদর্শক তাঁকে বললো: আপনি কি খাস'আম গোত্রের একটি দলের উপর আক্রমণ করবেন। তাঁরা দুর্ভিক্ষের দরুন তাঁদের ঘর-বাড়ি ছেড়ে এখানে চলে এসেছে। তখন 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন: আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ আমাকে তাদের উপর আক্রমণ করতে বলেননি। এমনকি তিনি এর প্রতি কোন ইঙ্গিতও করেননি। (যাদুল-মা'আদ্: ৩/৩৫৯)

আরেকটি ঘটনা:

আব্দুর রহ্মান বিন্ আবূ লাইলা (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আবূ আব্দিল-'হামীদ কিংবা ইব্নু আব্দিল-'হামীদের দিকে তাকালেন। যার নাম ছিলো মু'হাম্মাদ্। তিনি দেখলেন,

জনৈক লোক তাকে বলছে, হে মু'হাম্মাদ্! আল্লাহ্ তোমার এই করুন! আল্লাহ্ তোমার সেই করুন! তথা সে তাকে গালি দিচ্ছে। তখন আমীরুল-মু'মিনীন 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন: হে যায়েদের ছেলে! আমার কাছে আসো। আমার মনে হয়, তোমার মাধ্যমে মু'হাম্মাদ ﷺ কেই গালি দেয়া হচ্ছে। আল্লাহ্'র কসম! আমি বেঁচে থাকতে তোমাকে আর মু'হাম্মাদ নামে ডাকা হবে না। অতঃপর তার নাম আব্দুর রহমান রাখা হলো। এরপর তিনি বানূ ত্বাল'হার নিকট লোক পাঠালেন তারা যেন তাদের মধ্যকার মু'হাম্মাদ নামগুলো পাল্টে দেয়। এ নামে তারা ছিলো তখন সাত জন। এমনকি তাদের নেতার নামও ছিলো মু'হাম্মাদ। তখন মু'হাম্মাদ বিন্ ত্বাল'হা বললেন: আমি আল্লাহ্'র কসম দিয়ে বলছি। আল্লাহ্'র কসম! মু'হাম্মাদ ﷺ ই আমার নাম মু'হাম্মাদ রেখেছেন। তখন 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন: তোমরা চলে যাও। আমার কোন ক্ষমতা নেই এমন কারোর নাম পাল্টানোর যার নাম মু'হাম্মাদ ﷺ নিজেই মু'হাম্মাদ রেখেছেন। (আহ্মাদ: ৪/২১৬ উস্দুল-গা-বাহ্: ৪/৩২৩)

আরেকটি ঘটনা:

একদা উম্মতের বিশিষ্ট আলিম ও কুর'আনের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকার 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ বলতে গিয়ে এমন একটি লম্বা হাদীস বলেছেন যাতে অনেকগুলো ফায়েদা ও শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে যা ভালোভাবে জানা ও তা কর্তৃক উপকৃত হওয়া আমাদের অবশ্যই দরকার।

আয়াতটি হলো, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَإِذَا جَآءَهُمۡ أَمۡرٞ مِّنَ ٱلۡأَمۡنِ أَوِ ٱلۡخَوۡفِ أَذَاعُواْ بِهِۦۖ وَلَوۡ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنۡهُمۡ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسۡتَنۢبِطُونَهُۥ مِنۡهُمۡۗ وَلَوۡلَا فَضۡلُ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَرَحۡمَتُهُۥ لَٱتَّبَعۡتُمُ ٱلشَّيۡطَٰنَ إِلَّا قَلِيلٗا ﴾ [النساء: ٨٣].

"যখন তাদের নিকট নিরাপত্তা কিংবা ভয়ের কোন সংবাদ আসে

তখন তারা তা দ্রুত রটিয়ে দেয়। মূলতঃ তারা যদি তা রাসূল কিংবা তাদের মধ্যকার উপরস্থদের নিকট নিয়ে আসতো তা হলে তাদের মধ্যে যারা তথ্যানুসন্ধানী মনোভাবের তারা সঠিক ব্যাপারটি বুঝতে পারতো। তোমাদের প্রতি যদি আল্লাহ্ তা'আলার দয়া ও তাঁর করুণা না থাকতো তা হলে তোমাদের মধ্যকার অল্প সংখ্যক লোক ছাড়া আর সবাই শয়তানেরই অনুসরণ করতো"। (নিসা': ৮৩)

তাতে রয়েছে 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর একটি বিশেষ কথা। তিনি একদা তাঁর মেয়ে 'হাফ্সাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) কে বললেন: রাসূল ﷺ কোথায়? তিনি বললেন: তিনি কুয়ো পাড়ের বৈঠকখানায়। 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: আমি সেখানে গিয়ে দেখলাম রাসূল ﷺ এর গোলাম রাবাহ্কে। সে কুয়োর পাড়ে একটি গর্ত করা কাঠের খণ্ডের উপর তার দু'পা ঝুলিয়ে বসে আছে। মূলতঃ সেটি একটি গাছের গোড়া যার উপর ভর দিয়ে রাসূল ﷺ কুয়োতে উঠা-নামা করেন। তখন আমি রাবাহ্কে ডাক দিয়ে বললাম: হে রাবাহ্! তুমি আমার জন্য রাসূল ﷺ এর নিকট যাওয়ার একটু অনুমতি নিয়ে দাও। তখন সে এক বার রুমের দিকে তাকালো আরেকবার আমার দিকে তাকালো। তবে সে কিছুই বললো না। আমি আবারও বললাম: হে রাবাহ্! তুমি আমার জন্য রাসূল ﷺ এর নিকট যাওয়ার একটু অনুমতি নিয়ে দাও। তখন সে এক বার রুমের দিকে তাকালো আরেকবার আমার দিকে তাকালো। তবে সে কিছুই বললো না। আমি আবারও উচ্চ স্বরে বললাম: হে রাবাহ্! তুমি আমার জন্য রাসূল ﷺ এর নিকট যাওয়ার একটু অনুমতি নিয়ে দাও। কারণ, আমার মনে হয়, রাসূল ﷺ ধারণা করছেন, আমি 'হাফ্সার জন্যই এখানে এসেছি। আল্লাহ্'র কসম! আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ যদি আমাকে আমার মেয়ে 'হাফ্সাকে হত্যা করার জন্য আদেশ করেন তা হলে আমি অবশ্যই তাকে হত্যা করবো। আমি কথাটি একটু জোরেই বলেছিলাম। তখন রাসূল ﷺ আমার দিকে একটু ইশারা দিয়ে বললেন বৈঠকখানায় উঠার জন্য। অতঃপর আমি তাঁর নিকট প্রবেশ করলাম। তিনি তখন একটি চাটাইয়ের উপর কাত হয়ে শোয়া। অতঃপর আমি তাঁর নিকট বসলাম।

(বুখারী/ফাত্হ: ৯/১৮৭ হাদীস ৫১৯১ মুসলিম/নাওয়াওয়ী: ১০/৮২-৮৩ হাদীস ১৪৭৯)

'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর উক্ত কথা আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ এর একচ্ছত্র আনুগত্যের একটি শক্তিশালী প্রমাণ। এমনকি যদি রাসূল ﷺ তাঁর মেয়ে 'হাফ্সাকে হত্যা করতেও বলেন তা হলে তিনি তা করতেও প্রস্তুত রয়েছেন। আর আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ তাঁকে অবশ্যই তা করার আদেশ করবেন না। তবে রাসূল ﷺ এর একান্ত আনুগত্যের এ কঠিন মেযাজ ও মানসিকতা এবং রাসূল ﷺ এর একনিষ্ঠ আনুগত্যের দরুন তিনি সত্যিই মর্যাদার এক উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন। কারণ, তিনি সর্ব সময় ও সর্বাবস্থায় তাঁর রাসূল ﷺ এর আনুগত্যের জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত ছিলেন।

আরেকটি ঘটনা:

উক্ত আনুগত্য আরো সুস্পষ্ট হয়ে যায় যখন আবূ বকর ও 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ এর আনুগত্য বাস্তবায়নে একদা পরস্পর প্রতিযোগিতা করেন।

যায়েদ বিন্ আস্লাম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: আমি 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন: রাসূল ﷺ একদা আমাদেরকে সাদাকার আদেশ করেন। তখন আমার নিকট যথেষ্ট সম্পদও ছিলো। তাই আমি ভাবলাম, আজ আমি আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে দানে পরাজিত করবো যদি কখনও তা করা সম্ভবপর হয়। অতএব, আমি আমার অর্ধেক সম্পদ নিয়ে রাসূল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন রাসূল ﷺ আমাকে বললেন: তুমি তোমার পরিবারের জন্য আর কতটুকু রেখে আসলে? আমি বললাম: এর সমপরিমাণ। এরপর আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁর সকল সম্পদ নিয়ে উপস্থিত হলেন। রাসূল ﷺ তাঁকে বললেন: হে আবূ বকর! তুমি তোমার পরিবারের জন্য আর কতটুকু রেখে আসলে? তিনি বললেন: আমি তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ কে রেখে আসলাম। আমি বললাম: আমি আর কোন দিন কোন ব্যাপারেই তোমার সাথে প্রতিযোগিতা করতে যাবো না। ('হাকিম: ১/১৪ মিশকাত: ৩/১৭০০ হাদীস ৬০২১)

শা'বী (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

حُبُّ أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَمَعْرِفَةُ فَضْلِهِمَا مِنَ السُّنَّةِ .

"আবূ বকর ও 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) কে ভালোবাসা ও তাঁদেরকে সম্মান করা সুন্নাত"। (ইব্নু আবী শাইবাহ্: ৬/৩৪৯ হাদীস ৩১৯৩৭)

নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে 'উস্মান বিন্ 'আফ্ফান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বিশেষ অবস্থান:

আমীরুল-মু'মিনীন 'উস্মান বিন্ 'আফ্ফান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) যাঁকে আকাশে "যুন-নূরাইন" বলে ডাকা হয় "জাইসুল-'উসরাহ্" তথা সঙ্কটকালীন সময়কার তাবূক যুদ্ধের সেনাদল গঠনে তাঁর বিশেষ ভূমিকা সত্যিই অনস্বীকার্য। যখন নবী ﷺ তাঁর সাহাবীদেরকে উক্ত সেনাদল গঠনে উৎসাহিত করেন তখন 'উস্মান ﷺ তাতে এক বিশেষ প্রশংসনীয় অবদান রাখেন। যাতে ধর্মের প্রতি তাঁর চরম ভালোবাসা এবং রাসূল ﷺ এর প্রতি তাঁর একনিষ্ঠ আনুগত্য প্রকাশ পায়।

(তারীখুল-খুলাফা ১২৫ ফাত্হুল-বারী: ৬/৬৭)

'আব্দুর রহ্মান বিন্ সামুরাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ যখন "জাইসুল-'উসরাহ্" তথা সঙ্কটকালীন সময়কার তাবূক যুদ্ধের সেনাদল গঠন করছিলেন তখন 'উস্মান বিন্ 'আফ্ফান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁর কাপড়ে করে এক হাজার দীনার নিয়ে এসে নবী ﷺ এর কোলে ঢেলে দেন। তখন নবী ﷺ তা নিজ হাতে উল্টে-পাল্টে বলেন:

مَا ضَرَّ ابْنَ عَفَّانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ.

"আজকের পর 'উস্মান বিন্ 'আফ্ফান যাই করুক না কেন তা তার কোন ক্ষতিই করতে পারবে না"। তিনি কথাটি কয়েক বার বললেন।

(আহ্মাদ্: ৫/৬৩ ইব্নু আবী 'আস্বিম/সুন্নাহ্ ১২৭৯ তিরমিযী ৩৯৬৭ 'হাকিম: ৩/১০২ মিশকাত ৬০৬৪)

আরেকটি ঘটনা:

'হুদাইবিয়্যার যুদ্ধের সময় যখন নবী ﷺ তাঁকে কুরাইশদের নিকট পাঠিয়েছেন তখন তিনি নবী ﷺ এর আনুগত্য ও অনুসরণের

ক্ষেত্রে একটি মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তা এভাবে যে, 'উস্‌মান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) মক্কা থেকে ফেরার আগে 'হুদাইবিয়্যার মোসলমানরা তাঁর ব্যাপারে এমন ধারণা করলেন যে, 'উস্‌মান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কা'বায় পৌঁছে তার তাওয়াফ করেছেন। তখন রাসূল ﷺ বললেন: আমার মনে হয় না, সে আমাদেরকে এখানে আবদ্ধাবস্থায় রেখে কা'বা শরীফ তাওয়াফ করবে। সাহাবায়ে কিরাম (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুম) বললেন: তার তাওয়াফে অসুবিধে কোথায়? সে তো সেখানে এখন অবস্থানই করছে। রাসূল ﷺ বললেন: তার ব্যাপারে আমার ধারণা, সে এখন তাওয়াফ করবে না। বরং আমাদের সাথেই করবে। আর ইতিমধ্যে 'উস্‌মান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ফিরে আসলেন। তখন মোসলমানরা বললো: হে আবূ আব্দুল্লাহ্! কা'বার তাওয়াফ করে তোমার মন ভরেছে? তিনি বললেন: তোমরা মূলতঃ আমার সম্পর্কে একটি খারাপ ধারণা করলে। সেই সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার জীবন। আমি যদি সেখানে এক বছরও অবস্থান করতাম আর রাসূল ﷺ 'হুদাইবিয়্যাতে অবস্থান করতেন তা হলে আমি একটি বারও কা'বা শরীফ তাওয়াফ করতাম না যতক্ষণ না নবী ﷺ তা তাওয়াফ করেন। মূলতঃ কুরাইশরা আমাকে কা'বা ঘর তাওয়াফ করতে বলেছে। অথচ আমিই তা প্রত্যাখ্যান করেছি। তখন মোসলমানরা বললো: বস্তুতঃ রাসূল ﷺ ই আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে আমাদের চেয়ে বেশি জানেন এবং তিনিই আমাদের মাঝে সবচেয়ে বেশি অন্যের সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করেন।

(ইব্‌নু আবী শাইবাহ্: ১৪/৪৪২, ৪৪৩ হাদীস ১৮৬৯৯ দালায়িলুন-নুবুওয়াহ্/বাইহাক্বী: ৪/১৩৩ ইব্‌নু হিশাম: ৩/২০১ তারীখুত-ত্বাবারী: ৩০/২২৩ কান্‌যুল-'উম্মাল: ১০/৪৮১, ৪৮৩ ইব্‌নু কাসীর/আল-বিদায়াহ্ ওয়ান-নিহায়াহ্: ৪/১৬৯ যাদুল মা'আদ্: ৩/২৯১)

নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে 'আলী বিন্ আবূ ত্বালিব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বিশেষ অবস্থান:

এ ক্ষেত্রে চতুর্থ খলীফা আবুল-'হাসান 'আলী বিন্ আবূ তালিব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত রয়েছে। যাতে তিনি রাসূল ﷺ এর আদেশ পালনার্থে তাঁর জন্য নিজের জীবনকেও বিসর্জন দেয়ার জন্য সর্বাত্মক

প্রস্তুত ছিলেন। আর তা ছিলো তখন যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী ﷺ কে মদীনার দিকে হিজরত করার আদেশ দিয়েছিলেন।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন:

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ ۖ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَٰكِرِينَ ﴾ [الأنفال: ٣٠] .

"স্মরণ করো সে সময়ের কথা যখন কাফিররা তোমাকে বন্দী, হত্যা কিংবা দেশ থেকে বের করে দেয়ার ষড়যন্ত্র করেছে। তারা ষড়যন্ত্র করে আর আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতিউত্তরে তাঁর বিশেষ কৌশল অবলম্বন করেন। মূলতঃ আল্লাহ্ তা'আলাই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশলী"। (আন্ফাল: ৩০)

আব্দুল্লাহ বিন 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: কুরাইশরা কোন এক রাত্রিতে মক্কায় পরস্পর বৈঠকে একত্রিত হলে তাদের কেউ কেউ নবী ﷺ কেই উদ্দেশ্য করে বললো: সকাল হতেই তাকে তোমরা রশি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে ফেলো। আবার কেউ কেউ বললো: তাকে হত্যা করো। অন্যরা বললো: বরং তাকে নিজ এলাকা থেকে বের করে দাও। এ দিকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী ﷺ কে ষড়যন্ত্রের ব্যাপারটি জানিয়ে দেন। অতঃপর সে রাত্রিতে 'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী ﷺ এর বিছানায় শুয়ে পড়েন। আর নবী ﷺ সেখান থেকে বের হয়ে একটি পাহাড়ের গর্তে অবস্থান করেন। এ দিকে মুশ্রিকরা 'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে পাহারা দিচ্ছিলো। তারা মনে করছে, বিছানায় শোয়া লোকটিই হলেন স্বয়ং নবী ﷺ। তাই তারা সকাল হলেই তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। যখন তারা দেখতে পেলো বিছানায় শোয়া লোকটি 'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তখন বুঝতেই হবে, এখানে আল্লাহ্ তা'আলার একটি চমৎকার কৌশলই প্রতিফলিত হলো। (আহ্মাদ্: ১/৩৪৮ ফাত্'হুল-বারী: ৭/২৭৮)

'ইক্‌রিমাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: যখন নবী ﷺ ও আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) একটি পাহাড়ের গর্তের উদ্দেশ্যে বের হলেন তখন তিনি 'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে আদেশ করলেন তাঁর বিছানায় শোয়ার জন্য। তখন তিনি সেখানেই শুয়ে পড়লেন। আর এ দিকে মুশ্‌রিকরা তাঁকে পাহারা দিচ্ছিলো। যখন তারা তাঁকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখছিলো তখন তারা ভাবছিলো তিনিই হলেন স্বয়ং আল্লাহ্'র নবী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)। তাই তারা সকাল পর্যন্ত সেখানে অপেক্ষা করছিলো। আর সকাল হতেই তারা তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা তো মনে করছিলো, তিনিই হলেন নবী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)। অথচ পরবর্তীতে দেখা গেলো তিনি হলেন 'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)। (ত্বাবারী: ৬/২৮৮)

আরেকটি ঘটনা:

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা রাসূল ﷺ খাইবার যুদ্ধের দিন বললেন: "আমি এ যুদ্ধের ঝাণ্ডাটি এমন এক ব্যক্তিকে দেবো যে আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে"। 'উমর বিন্ খাত্ত্বাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: আমি সে দিন ছাড়া আর কোন দিন নিজের জন্য নেতৃত্য চাওয়া পছন্দ করিনি। তাই আমি সবার চেয়ে একটুখানি মাথা উঁচু করে বসে থাকলাম যাতে রাসূল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আমাকে ঝাণ্ডাটি দেয়ার জন্য ডাকেন। অথচ তিনি তা আমাকে না দিয়ে 'আলী ﷺ কে ডেকে পাঠিয়ে তাকেই দিলেন। তিনি তাকে বললেন: "তুমি সামনে চলো। এদিক ওদিক তাকিও না যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'আলা তোমার জন্য কেল্লাটি জয় করিয়ে দেন। অতঃপর 'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) একটু সামনে গিয়ে পেছনের দিকে না তাকিয়ে চিৎকার দিয়ে বললেন: হে আল্লাহ্'র রাসূল! আমি কিসের ভিত্তিতে মানুষের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাবো? নবী ﷺ বললেন:

قَاتِلْهُمْ حَتَّى يَشْهَدُوْا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، فَإِذَا فَعَلُوْا ذَلِكَ فَقَدْ مَنَعُوْا مِنْكَ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ .

"তুমি তাদের সাথে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই। আর মু'হাম্মাদ ﷺ আল্লাহ্'র রাসূল। তারা তা করলে তোমার কাছ থেকে তাদের রক্ত ও সম্পদ নিরাপদ থাকলো। তবে কালিমার অধিকারের ব্যাপার তো অবশ্যই ভিন্ন। আর তাদের হিসাব একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই করবেন"। (বুখারী ৩৭০২ মুসলিম/নাওয়াওয়ী: ১৫/১৭৬ হাদীস ২৪০৭) .

উক্ত হাদীসে 'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর ফযীলত এবং তাঁর সাহসিকতা ও রাসূল ﷺ এর আদেশের সুন্দর অনুসরণ উপরন্তু আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ এর প্রতি তাঁর ভালোবাসা এবং তাঁর প্রতি তাঁদের ভালোবাসার প্রমাণই পাওয়া যায়। (মুসলিম/নাওয়াওয়ী: ১৫/১৭৭)

নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে মু'আবিয়াহ্ বিন্ আবূ সুফ্য়ান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বিশেষ অবস্থান:

এ ব্যাপারে ওহী লেখক ও সাগর পথের প্রথম যোদ্ধা মু'আবিয়াহ্ বিন্ আবূ সুফ্য়ান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর ঘটনাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আবুল-ফাইয্ শামী থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি সুলাইম বিন্ 'আমিরকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন: মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও রোমানদের মাঝে একদা একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। সে সময় তিনি তাদের এলাকায় যেতেন। যখন চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গেলো তখন তিনি তাদের উপর আক্রমণ করে বসলেন। অকস্মাৎ জনৈক উট বা ঘোড়সাওয়ার বলে উঠলো: আল্লাহ্ তা'আলা সুমহান। চুক্তিটি পূর্ণ করুন। গাদ্দারি করবেন না। লোকটি কথাটুকু দু' বার বললো। লোকটি ছিলেন মূলতঃ 'আমর বিন্ 'আবাসাহ্ আস-সুলামী। তখন মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাকে বললেন: তুমি কী বলছিলে? তিনি বললেন: আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন:

مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلا يَحُلَّنَّ عُقْدَةً وَلاَ يَشُدَّهَا حَتَّى يَمْضِيَ أَمَدُهَا، أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ بِالنَّاسِ .

"যার মাঝে ও কোন সম্প্রদায়ের মাঝে নিরাপত্তা কিংবা যে কোন ধরনের চুক্তি রয়েছে সে যেন চুক্তিটি ভঙ্গ কিংবা নবায়ন না করে যতক্ষণ না তার মেয়াদ শেষ হয় কিংবা তাদের প্রতি চুক্তিটি সমভাবে ছুঁড়ে মারে"। এ কথা শুনার পর মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) লোকদেরকে নিয়ে ফিরে আসেন।

(আহ্মাদ: ৪/৩৮৫-৩৮৬ ত্বায়ালিস্বী ১৫৭/১০৫৫ আবূ দাউদ ২৩৯৭ তিরমিযী ১৫৮০)

আরেকটি ঘটনা:

আবূ মিজ্লায (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) একদা ইব্নুয-যুবাইর ও ইব্নু 'আমির (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) এর নিকট গেলে ইব্নু 'আমির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) দাঁড়িয়ে গেলেন ও ইব্নুয-যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বসে থাকলেন। তখন মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ইব্নু 'আমির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে বললেন: আপনি বসে পড়ুন। কারণ, আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন:

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْثُلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَاماً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ .

"যে ব্যক্তি এ ব্যাপারটি পছন্দ করে যে, লোকগুলো তার সম্মানে দাঁড়িয়ে যাক তা হলে সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নিলো"। (আবূ দাউদ ৫২২৯ তিরমিযী ২৭৫৫)

নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে যমযমের দায়িত্বশীল 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর পরিবারের এক বিশেষ অবস্থান:

বকর বিন্ আব্দুল্লাহ্ মুযানী (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি একদা কা'বার সন্নিকটে 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) এর নিকট বসা ছিলাম। ইতিমধ্যে জনৈক বেদুঈন এসে তাঁকে বললো: কী হলো? আমি আপনার চাচাতো ভাইদেরকে দেখছি, তারা মানুষদেরকে মধু ও দুধ পান করাচ্ছে। আর আপনারা মানুষদেরকে নাবীয তথা খেজুর ভেজানো পানি পান করাচ্ছেন? এটি কি দরিদ্রতার কারণে নাকি তা কার্পণ্য? তিনি বললেন: আল্'হামদু লিল্লাহ্ তথা সকল

প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য। এটি না দরিদ্রতার দরুন না কার্পণ্য। নবী ﷺ একদা উটে আরোহণ করে উসামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে পেছনে নিয়ে আমাদের নিকট এসে পান করার জন্য কিছু চাইলেন। তখন আমরা তাঁর নিকট খেজুর ভেজানো এক পাত্র পানি নিয়ে আসলে তিনি তা পান করেন এবং বাকি অংশটুকু উসামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে পান করতে দিয়ে আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন: তোমরা খুব সুন্দর ও চমৎকার কাজটিই করেছো। ভবিষ্যতে এমনই করবে। তাই আমরা তাঁর আদেশ অমান্য করতে পারি না। (আহ্মাদ: ৯/৬৩-৬৪)

নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে অন্যান্য সাহাবীদের আরো কিছু অবস্থান:

কা'ব্ বিন্ মালিক ও তাঁর অপর দু'জন সাথী তথা মুরারাহ্ বিন্ রাবী' আল-'আমরী ও হিলাল বিন্ উমাইয়াহ্ আল-ওয়াক্বিফী যাঁরা একদা তাবুক যুদ্ধে রাসূল ﷺ এর সাথে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেননি তাঁদের ঘটনায় রাসূল ﷺ এর প্রতি সাহাবায়ে কিরামের সত্য আনুগত্যের একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

নিচে উক্ত ঘটনা থেকে সাহাবীদের কয়েকটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হলো। যা নিম্নরূপ:

প্রথম দৃষ্টান্ত: কা'ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: নবী ﷺ আমাদের তিন জনের সাথে কাউকে কথা বলতে নিষেধ করেছেন। তখন সবাই আমাদেরকে পরিত্যাগ করে কিংবা তারা সবাই যেন আমাদের জন্য অপরিচিত হয়ে যায়। এমনকি আমাদেরকে বহনকারী যমিনও যেন আমাদের জন্য অপরিচিত বলেই মনে হয়। এভাবে পঞ্চাশটি দিন কেটে গেলো। এ দিকে আমার সাথীদ্বয় তো ঘরে বসে লাগাতার কাঁদতে লাগলেন। আর আমি ছিলাম এক জন যুবক ও সাহসী পুরুষ। তাই আমি ঘর থেকে বের হতাম। মোসলমানদের সাথে স্বালাত আদায় করতাম। বাজারে বাজারে ঘুরে বেড়াতাম। তবে কেউ আমার সাথে একটি কথাও বলতো না।

দেখুন, কতো চমৎকারই না এ আনুগত্য। যাতে কোন ধরনের

ছাড়, ঢিলামি কিংবা পক্ষপাতিত্বই ছিলো না। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আদেশে পঞ্চাশ দিন যাবত কোন সাহাবীই তাঁদের সাথে কথা বলেননি।

এ ব্যাপারে আবূ ক্বাতাদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর অবস্থান:

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত: কা'ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: যখন আমার সাথে মোসলমানদের কঠোরতার মেয়াদ দীর্ঘ হলো তখন আমি আমার প্রাণপ্রিয় চাচাতো ভাই আবূ ক্বাতাদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বাড়ির দেয়াল টপকিয়ে তার বাড়ির ভেতরে ঢুকলাম। অতঃপর তাকে সালাম দিলে আল্লাহ্'র কসম! সে সালামের এতটুকুও উত্তর দেয়নি। তাই আমি তাকে বললাম: হে আবূ ক্বাতাদাহ্! আমি আল্লাহ্ তা'আলার কসম দিয়ে বলছি, তুমি কি জানো না? আমি আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ভালোবাসি। উত্তরে সে একেবারেই চুপ থাকলো। আমার সাথে কোন কথাই বললো না। আমি কথাটি আবারও আল্লাহ্'র কসম দিয়ে তাকে বললে সে আবারও চুপ থাকলো। কোন কথাই বললো না। আমি আবারও তাকে কথাটি কসম দিয়ে বললে সে বললো: আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ই এ ব্যাপারে ভালো জানেন। তখন আমার দু' চোখ দিয়ে ঝরঝর করে পানি বেয়ে পড়লো। আর তখনই আমি দেয়াল টপকিয়ে তার কাছ থেকে নিজ বাড়িতে ফিরে আসলাম।

মূলতঃ একমাত্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর একান্ত আদেশের দরুনই সাহাবায়ে কিরাম তাঁদের চাচাতো ভাই ও তাঁদের প্রাণপ্রিয় ব্যক্তির সাথে কোন কথাই বললেন না।

কা'ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আবূ ক্বাতাদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সম্পর্কে বললেন: তিনি তাঁর চাচাতো ভাই ও তাঁর সর্বাধিক প্রাণপ্রিয় ব্যক্তি। তবুও তিনি তাঁর সালামের উত্তরই দেননি এবং তাঁর সাথে কোন কথাই বলেননি। কেন? কারণ, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁদের নিকট তাঁদের মাতা-পিতা, ছেলে-সন্তান, আত্মীয়-স্বজন এমনকি দুনিয়ার সকল মানুষের চেয়েও প্রিয়।

আর এ জন্যই তাঁরা ঈমানের উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ! لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَفِيْ رِوَايَةٍ: مِنْ مَالِهِ وَأَهْلِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ .

"সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন! তোমাদের কেউ ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার মাতা-পিতা এবং তার ছেলে-সন্তান থেকেও অধিক প্রিয় না হই"।

(বুখারী/ফাত্হ: ১/৭৪ হাদীস ১৪)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার সম্পদ ও পরিবারবর্গ এমনকি দুনিয়ার সকল মানুষ থেকেও অধিক প্রিয় না হই"। (মুসলিম ৪৪ নাসায়ী: ৮/১১৫ হাদীস ৫০১৪)

এ ব্যাপারে কা'ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর অবস্থান:

তৃতীয় দৃষ্টান্ত: কা'ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: যখন পঞ্চাশ দিন থেকে চল্লিশ দিন পার হয়ে গেলো আর এ দিকে ওহী আসাও বন্ধ তখন রাসূল ﷺ এর প্রতিনিধি আমার নিকট এসে বললো: রাসূল ﷺ তোমাকে তোমার স্ত্রীর কাছ থেকে দূরে থাকার আদেশ করছেন। আমি বললাম: আমি কি তাকে ত্বালাক্ব দিয়ে দেবো, না কী করবো? সে বললো: না। বরং তুমি তার থেকে দূরে থাকো। তার কাছে যেও না। আমার সাথীদ্বয়ের কাছেও একই সংবাদ গেলো। অতঃপর আমি আমার স্ত্রীকে বললাম: তুমি তোমার বাপের বাড়ি চলে যাও। তাদের কাছেই থাকো যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'আলা এ ব্যাপারে ফায়সালা করেন।

রাসূল ﷺ যখন কা'ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে তাঁর স্ত্রী কাছ থেকে তাঁকে দূরে থাকতে আদেশ করলেন তখন তিনি তা দ্রুত পালন করেন। বরং তিনি প্রতিনিধিকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কি তাকে ত্বালাক্ব দিয়ে দেবো, না কী করবো? তাঁর প্রশ্নের ধরনে বুঝা যায়। তিনি বলতে চাচ্ছেন, যদি আমার স্ত্রীকে ত্বালাক্ব দিলে আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ খুশি হন তা হলে আমি তা করতেও সম্পূর্ণ প্রস্তুত। কারণ, আমার ইচ্ছা হলো এর চেয়ে আরো ভালো কিছু অর্জন করা। আর তা হলো আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে আমার তাওবা গ্রহণ ও রাসূল ﷺ এর সন্তুষ্টি। বস্তুতঃ তিনি তা অর্জনও করেছেন আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত দয়া ও তাঁর

ও তাঁর রাসূল ﷺ এর সত্যিকারের আনুগত্যের মাধ্যমে।

যখন আল্লাহ্ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী নাযিল হলো যাতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَلَوۡ أَنَّا كَتَبۡنَا عَلَيۡهِمۡ أَنِ ٱقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ أَوِ ٱخۡرُجُواْ مِن دِيَٰرِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٞ مِّنۡهُمۡ ﴾ [النساء: ٦٦] .

"আমি যদি তাদের উপর এ ব্যাপারটি ফরয করে দিতাম যে, তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো কিংবা তোমরা নিজেদের দেশ থেকে বেরিয়ে যাও তা হলে তাদের অল্পসংখ্যক লোক ছাড়া আর কেউই তা পালন করতো না"। (নিসা': ৬৬)

তখন নবী ﷺ এর কিছু সংখ্যক সাহাবী বললেন: আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের উপর তা ফরয করলে আমরা অবশ্যই তা করতাম। রাসূল ﷺ তাঁদের কথা শুনে বললেন:

لَلْإِيمَانُ أَثْبَتُ فِيْ قُلُوْبِ أَهْلِهِ مِنَ الْجِبَالِ الرَّوَاسِيْ .

"নিশ্চয়ই ঈমান তাদের অন্তরে প্রকাণ্ড পাহাড়ের চেয়েও বেশি মযবূত হয়ে গেঁড়ে বসেছে"। (মুস্নাদুর-রাবী' ইব্নু 'হাবীব ৮৮০)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

إِنَّ مِنْ أُمَّتِيْ لَرِجَالًا الْإِيمَانُ أَثْبَتُ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مِنَ الْجِبَالِ الرَّوَاسِيْ .

"নিশ্চয়ই আমার উম্মতের মাঝে এমন কিছু ব্যক্তি রয়েছে যাদের অন্তরে ঈমান প্রকাণ্ড পাহাড়ের চেয়েও বেশি মযবূত হয়ে গেঁড়ে বসেছে"। (ত্বাবারী ৯১২৭)

নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে আবূ 'উবাইদাহ্, আবূ ত্বাল'হা ও উবাই ইব্নু কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আন্হুম) এর বিশেষ অবস্থান:

আনাস্ বিন্ মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি একদা আবূ 'উবাইদাহ্ বিন্ জার্রাহ্, আবূ ত্বাল'হা ও উবাই ইব্নু কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আন্হুম) কে খেজুর ও আঙ্গুরের মদ পান করাচ্ছিলাম।

এমতাবস্থায় জনৈক ব্যক্তি এসে বললো: নিশ্চয়ই মদকে হারাম করা হয়েছে। তখন আবূ ত্বাল'হা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন: হে আনাস্! তুমি মদের মটকাটি ভেঙ্গে ফেলো। তখন আমি আমাদের ঘরে থাকা একটি কাঠ যা দানা জাতীয় কিছু পেষানোর কাজেই ব্যবহৃত হতো তা দিয়ে মটকার গোড়ায় আঘাত করে তা ভেঙ্গে ফেললাম।

(বুখারী/ফাত্হ: ১০/৪ হাদীস ৫৫৮২ মুসলিম/নাওয়াওয়ী: ১৩/১৫১ হাদীস ১৯৮০)

মুসলিম শরীফের আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে, যে দিন মদ হারাম করা হলো সে দিন আমি আবূ ত্বাল'হা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর ঘরে মানুষদেরকে মদ পান করাচ্ছিলাম। তখন তাদের মদ ছিলো কাঁচা ও পাকা খেজুর থেকে তৈরি পানীয়। হঠাৎ জনৈক ঘোষণাকারী মানুষদেরকে কী যেন ঘোষণা দিতে লাগলো। তখন আবূ ত্বাল'হা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আমাকে বললেন: বের হয়ে দেখো তো কী ঘোষণা করা হচ্ছে। আমি ঘর থেকে বের হয়ে দেখলাম, জনৈক ঘোষণাকারী ঘোষণা দিচ্ছে যে, নিশ্চয়ই মদকে হারাম করা হয়েছে। আর তখনই মদীনার অলিগলিতে মদ প্রবাহিত হলো। আবূ ত্বাল'হা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আমাকে বললেন: মটকাটি ঘর থেকে বের করে রাস্তায় ঢেলে দাও। ফলে আমি তাই করলাম।

(মুসলিম/নাওয়াওয়ী: ১৩/১৪৮-১৪৯ হাদীস ১৯৮০)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, এ সংবাদের পর কেউ আর মদ সম্পর্কে কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা কিংবা এ ব্যাপারে কারোর কাছ থেকে কোন কিছু জানারও চেষ্টা করেনি। (মুসলিম/নাওয়াওয়ী: ১৩/১৪৮-১৪৯ হাদীস ১৯৮০)

অপকর্মের সামনে যাদের ইচ্ছা শক্তি একেবারেই দুর্বল কিংবা হারিয়ে গেছে। উপরন্তু কুপ্রবৃত্তি যাদের একমাত্র পরিচালক তাদের অবশ্যই জানা উচিত যে, যাদের মজলিসগুলো একদা মদ বিতরণ ছাড়া জমতোই না কিংবা আনন্দময়ই হতো না (যা মূলতঃ মেধা বিনষ্টকারী ও সকল অপকর্মের মূল) তারাই রাসূল ﷺ এর আদেশ শুনামাত্রই তা ধারণকারী হাঁড়ি ও পাত্রগুলো ভেঙ্গে ফেলেছে এমনকি তা মদীনার অলিগলিতে ঢেলে দিয়েছে। ফলে মদীনার অলিগলিগুলো মদেই প্রবাহিত হয়ে গেলো।

মূল কথা হলো, ঈমান যখন কারোর অন্তরে প্রবেশ করে এবং তাতে দৃঢ়ভাবে অবস্থান করে তখন তার জন্য শরীয়তের অনুসরণ একেবারেই সহজ হয়ে যায়। এমনকি তার জন্য সহজ হয়ে যায় তার বিপরীত যে কোন আচার-অভ্যাস প্রত্যাখ্যান করা। যদিও তা তার অন্তরের অনুকূলেই থাকুক না কেন।

মদ এমন একটি জিনিস যার সেবনকারীরা অবশ্যই এ কথা জানে যে, তাতে অভ্যস্ত ব্যক্তির জন্য তা পরিত্যাগ করা অসম্ভবের মতোই। বস্তুতঃ এমন ব্যক্তির জন্য তা পরিত্যাগ করা খুবই কষ্টকর। বিশেষ করে যাদের অবস্থা সাহাবায়ে কিরামের মতো হয়। তাঁদের উপর যখন তা হারাম করা হয় তখন তাঁরা ছিলেন তাতে অভ্যস্ত ও তা লাগাতার সেবনকারী। এরপরও যখন তাঁদের নিকট তা হারাম হওয়ার খবর আসে তখন তাঁরা তা পরিত্যাগ করেন এবং যাঁর কাছে যা ছিলো তা সবই রাস্তায় ঢেলে দেন। এমনকি তাঁরা তা এমনভাবে পরিত্যাগ করেন যাতে পেছনে ফিরে যাওয়ার কোন সুযোগই নেই।

তাই সত্যিই বলতে হয়, তাঁরা আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ এর আনুগত্যে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছেন যে পর্যন্ত আর কেউ পৌঁছুতে পারবে না। তাঁরা রাসূল ﷺ এর আদেশের এতো বেশী যত্ন নিতেন যা করতে অন্যরা সত্যিই অক্ষম।

'হুনাইন যুদ্ধে রাসূল ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরাম (রাযিয়াল্লাহু আন্হুম) এর এক বিশেষ অবস্থানঃ

কাসীর বিন্ 'আব্বাস্ বিন্ আব্দুল-মুত্ত্বালিব (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেনঃ আমি রাসূল ﷺ এর সাথে 'হুনাইন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করি। অতঃপর আমি ও আবূ সুফ্ইয়ান বিন্ 'হারিস বিন্ আব্দুল-মুত্ত্বালিব তাঁর সাথে সাথেই থাকি। আমরা কখনো তাঁর থেকে পৃথক হইনি। রাসূল ﷺ তখন একটি খচ্চরের উপর সাওয়ার ছিলেন। যা তাঁকে একদা ফার্ওয়াহ্ বিন্ নাফ্ফাসাহ্ আল-জুযামী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হাদিয়া দিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে যখন মোসলমান ও

কাফিররা যুদ্ধের জন্য পরস্পর মুখোমুখি হয় তখন মোসলমানরা যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালাতে শুরু করে। আর এ সময় রাসূল ﷺ নিজ খচ্চরটিকে কাফিরদের দিকে হাঁকাচ্ছেন। 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: আমি তখন রাসূল ﷺ এর খচ্চরের লাগামটি ধরে আছি। আমি খচ্চরটিকে জোরে যেতে দিচ্ছি না। আর আবূ সুফ্ইয়ান রাসূল ﷺ এর পাদানি ধরে আছে। তখন রাসূল ﷺ বললেন: হে 'আব্বাস্! আপনি সামুরাহ্ গাছের নিচে বায়'আতকারী সাহাবীদেরকে ডাকুন। আর 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর আওয়াজ ছিলো খুব উঁচু। তিনি বলেন: আমি তখন চিৎকার দিয়ে বললাম: সামুরাহ্ গাছের নিচে বায়'আতকারী সাহাবীরা কোথায়? তিনি বলেন: যখন তাঁরা আমার আওয়াজটি শুনলেন তখন তাঁরা গরু যেমন নিজ বাচ্চার দিকে ছুটে আসে তেমনিভাবে রাসূল ﷺ এর দিকে ছুটে আসলেন। তাঁরা মুখে "ইয়া লাব্বাইক" "ইয়া লাব্বাইক" বলতে বলতে কাফিরদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো"। (মুসলিম/নাওয়াওয়ী: ১২/১১৫)

মু'হাম্মাদ্ বিন্ ইস'হাক্ব (রাহিমাহুল্লাহ্) এর বর্ণনায় রয়েছে, 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: আমি রাসূল ﷺ এর সাথে থেকে তাঁর সাদা খচ্চরটির লাগাম ধরে খচ্চরটিকে খানিকটা নিবৃত্ত করতে চাচ্ছিলাম। আর আমি ছিলাম মোটা ও কঠিন আওয়াজের লোক। রাসূল ﷺ সাহাবীদের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালানোর অবস্থা দেখে তাঁদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন: হে মানুষরা কোথায় যাচ্ছো? তাঁর আওয়াজ শুনে কেউ তাঁর দিকে কোন ভ্রূক্ষেপই করলো না। তখন তিনি আমাকে বললেন: হে 'আব্বাস্! আপনি চিৎকার দিয়ে বলুন, হে আনসারীরা! হে সামুরাহ্ গাছের নিচে বায়'আতকারী সাহাবীরা! তখন তাঁরা "লাব্বাইক" "লাব্বাইক" বলতে বলতে নবী ﷺ এর দিকে ফিরে আসলেন। পরিস্থিতি তখন এমন হলো যে, কেউ কেউ তার উটটি যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে ফিরাতে চাচ্ছিলেন; অথচ তিনি তা করতে পারছেন না। তাই তিনি তাঁর লোহার বর্মটি ঘাড়ে ফেলে তাঁর তলোয়ার, ঢাল ও ধনুক নিয়ে নিজ উটের পিঠ থেকে নেমে তা ছেড়ে দিয়ে আওয়াজের দিকেই ছুটলেন যতক্ষণ না রাসূল ﷺ এর নিকট পৌঁছান। (ইব্নু কাসীর: ২/৩৫৮ ইব্নুল ক্বাইয়িম/যাদুল-মা'আদ: ৩/৪৭১)

তাঁদের অবস্থা এমন ছিলো যা আল্লাহ্ তা'আলা কুর'আন মাজীদে বর্ণনা করেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا۟ مَا عَٰهَدُوا۟ ٱللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُۥ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا۟ تَبْدِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٢٣].

"মু'মিনদের মাঝে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কৃত অঙ্গীকার সত্যে পরিণত করেছে। তাদের কেউ কেউ তো ইতিমধ্যেই আল্লাহ্ তা'আলার পথে শহীদ হয়েছে। আর কেউ কেউ এ অপেক্ষায় রয়েছে। তারা নিজেদের সংকল্প বিন্দু মাত্রও পরিবর্তন করেনি"। (আহ্যাব: ২৩)

নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে 'আউফ বিন মালিক আশজা'য়ী ও তাঁর সাথীদের বিশেষ অবস্থান:

'আউফ বিন মালিক আশ্জা'য়ী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা আমরা সাত, আট কিংবা নয় জন লোক রাসূল ﷺ এর নিকট অবস্থান করছিলাম। তখন তিনি আমাদেরকে বললেন: তোমরা কি আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ এর হাতে বায়'আত করবে না? অথচ আমরা ইতিপূর্বে তাঁর হাতে বায়'আত করেছি। তাই আমরা বললাম: আমরা তো ইতিপূর্বে আপনার হাতে বায়'আত করেছি হে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ! তিনি আবারও বললেন: তোমরা কি আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ এর হাতে বায়'আত করবে না? আমরা বললাম: আমরা তো ইতিপূর্বে আপনার হাতে বায়'আত করেছি হে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ! তিনি আবারও বললেন: তোমরা কি আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ এর হাতে বায়'আত করবে না? তখন আমরা আমাদের হাতগুলো প্রসারিত করে বললাম: আমরা তো ইতিপূর্বে আপনার হাতে বায়'আত করেছি হে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ! অতএব এখন আমরা কিসের উপর বায়'আত করবো? তিনি বললেন: এ ব্যাপারে যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই ইবাদাত করবে। তাঁর সাথে কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে শরীক

করবে না। পাঁচ বেলা নামায আদায় করবে ও তাঁর সার্বিক আনুগত্য করবে। এরপর তিনি আস্তে করে বললেন: তোমরা মানুষের কাছে কোন কিছু চাবে না। বর্ণনাকারী বলেন: এরপর আমি এদের কয়েক জনকে দেখেছি তাদের হাত থেকে একটি ছড়ি পড়ে গেলেও তারা তা কাউকে উঠিয়ে দেয়ার জন্য বলতো না"। (মুসলিম/নাওয়াওয়ী: ৭/১৩২)

নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে রাফি' বিন্ খাদীজ্ ও তাঁর চাচার বিশেষ অবস্থান:

বস্তুতঃ সাহাবায়ে কিরাম (রাযিয়াল্লাহু আন্হুম) সর্বদা নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধের সামনে নতশির ছিলেন। যদিও তা নিজেদের স্বার্থ বিরোধী হতো।

রাফি' বিন্ খাদীজ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমরা একদা রাসূল ﷺ এর যুগেই আমাদের যমিনগুলো বর্গা কিংবা ভাড়া দিতাম। আমরা তা ভাড়া দিতাম উৎপাদিত ফসলের এক তৃতীয়াংশ অথবা এক চতুর্থাংশ কিংবা নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যের বিনিময়ে। একদা আমার জনৈক চাচা এসে বললেন: রাসূল ﷺ আমাদেরকে এমন একটি কাজ করতে নিষেধ করেছেন যাতে আমাদের ফায়দা রয়েছে। তবে আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ এর আনুগত্য আমাদের জন্য আরো উপকারী। তিনি আমাদেরকে নিষেধ করেছেন উৎপাদিত ফসলের এক তৃতীয়াংশ অথবা এক চতুর্থাংশ কিংবা নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যের বিনিময়ে যমিন বর্গা কিংবা ভাড়া দিতে। উপরন্তু তিনি যমিনের মালিককে তা নিজেই চাষ করতে কিংবা অন্যকে কোন বিনিময় ছাড়াই চাষ করতে দিতে বলেছেন। তিনি তা ভাড়া দিতে কিংবা অন্য কিছু করতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম/নাওয়াওয়ী: ১০/২০৪)

এ জাতীয় ভাড়া বা বর্গা তখন নিষিদ্ধ করা হয়েছিলো। কারণ, তারা তখন বর্গা কিংবা ভাড়া দেয়ার সময় বলতো: উৎপন্ন ফসলের এক তৃতীয়াংশ এবং যমিনের উত্তর সাইডের ফসলগুলো আমাকে দিতে হবে। কেউ কেউ এমন বলতো: উৎপন্ন ফসলের এক তৃতীয়াংশ এবং নালার পাশের ফসলগুলো আমাকে দিতে হবে।

'হান্‌জালাহ্ বিন্ 'ক্বাইস আন্‌সারী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রাফি' বিন্ খাদীজ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে সোনা কিংবা রুপার বিনিময়ে যমিন ভাড়া দেয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন: এতে কোন সমস্যা নেই। নবী ﷺ এর যুগে মানুষরা নদী-নালা কিংবা যমিনের নির্দিষ্ট কোন সাইডের ফসলের বিনিময়ে যমিন ভাড়া দিতো। পরবর্তীতে দেখা যেতো, যমিনের এ অংশেই ভালো ফসল হয়েছে আর অন্য অংশ নষ্ট হয়ে গেছে কিংবা যমিনের এ দিকের এ অংশটুকু নষ্ট হয়ে গেছে আর অন্য অংশে ভালো ফসলই হয়েছে। তখন এভাবেই ছিলো বলে রাসূল ﷺ তা করতে নিষেধ করেছেন। তবে নির্দিষ্ট কোন ভাগের বিনিময়ে হলে তাতে কোন অসুবিধে নেই। (মুসলিম/নাওয়াওয়ী: ১০/২০৬)

এমনকি রাসূল ﷺ খাইবার বিজয়ের পর খাইবার অধিবাসীদের নিকট সে এলাকার যমিনটুকু বর্গা কিংবা ভাড়া দেন।

'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ খাইবার অধিবাসীদের সাথে সেখানে উৎপন্ন ফসল ও খেজুরের অর্ধেকের বিনিময়ে তাদের সাথে যমিনের বর্গা কিংবা ভাড়ার চুক্তি করেন। (মুসলিম/নাওয়াওয়ী: ১০/২০৮)

নবী ﷺ এর অনুসরণের কিছু অতুলনীয় দৃষ্টান্ত:

রাসূল ﷺ এর আনুগত্যের ব্যাপারে সাহাবীদের এমন কিছু দৃষ্টান্ত ও রয়েছে যাতে রাসূল ﷺ তাঁদেরকে সরাসরি কোন আদেশ কিংবা নিষেধ করেননি। তারপরও তাঁরা তাঁর আনুগত্য করেছেন।

'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ একদা নিজের জন্য একটি স্বর্ণের আংটি বানিয়ে নিলে তা দেখে সবাই নিজেদের জন্যও একটি একটি আংটি বানিয়ে নিলো। তখন নবী ﷺ বললেন: আচ্ছা, আমি একটি স্বর্ণের আংটি নিজের জন্য বানিয়ে নিয়েছি। তাই বলে সবাইও একটি একটি স্বর্ণের আংটি নিজেদের জন্য বানিয়ে নিয়েছে। এ কথা বলে তিনি হাত থেকে আংটিটি খুলে ফেলে দিয়ে বললেন: আমি আর কখনো স্বর্ণের আংটি পরবো না। তখন সবাই নিজেদের আংটিগুলোও খুলে ফেলে দিলো। (বুখারী: ১৩/২৮৮)

উক্ত ঘটনাটি সাহাবীদের পক্ষ থেকে গ্রহণ ও পরিত্যাগে নবী ﷺ এর বিশেষ আনুগত্যের প্রমাণ বহন করে। (ফাত্‌হুল-বারী: ১৩/২৮৯)

আরেকটি দৃষ্টান্ত:

আবূ সা'ঈদ্ খুদ্‌রী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা নবী ﷺ সাহাবীদেরকে নিয়ে নামায পড়ছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি নিজ জুতো জোড়া পা থেকে খুলে তাঁর বাঁ দিকে রাখলেন। সাহাবীগণ তা দেখে তাঁদের জুতোগুলোও নিজেদের পা থেকে খুলে ফেললেন। অতঃপর রাসূল ﷺ নামায শেষে তাঁদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন: তোমরা নিজেদের জুতোগুলো খুলে ফেললে কেন? তাঁরা বললেন: আমরা আপনাকে নিজের জুতো জোড়া খুলতে দেখেছি তাই আমরাও আমাদের জুতোগুলো খুলে ফেললাম।

(আবূ দাউদ ৬৫০ আহ্‌মাদ্: ৩/৯৫ 'হাকিম: ১/২৬০ ত্বায়ালিসী: ২১৫৪ ইরওয়াউল-গালীল: ১/৩১৪ হাদীস ২৮৪)

নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর বিন্ 'আস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) এর এক বিশেষ অবস্থান:

'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর বিন্ 'আস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমরা একদা নবী ﷺ এর সাথে আয্‌খার নামক গিরি পথ থেকে নিচে নামতেই তিনি আমার গায়ে 'উস্‌ফুর দিয়ে রঞ্জিত হলুদ রঙের একটি চাদর দেখে বললেন: এটি কী? আমি বুঝতে পারলাম, রাসূল ﷺ চাদরটিকে অপছন্দ করেছেন। তখন আমি ঘরে এসে দেখলাম, ঘরে চুলো জ্বালানো আছে। অতএব, আমি চাদরটিকে মুড়িয়ে তাতে ফেলে দিলাম। অতঃপর রাসূল ﷺ এর নিকট আসলে তিনি আমাকে বললেন: তোমার চাদরটি কোথায়? আমি বললাম: আমি আপনার অসন্তুষ্টি দেখে ঘরে গিয়ে চাদরটিকে জ্বলন্ত চুলোয় ফেলে দেই। তখন নবী ﷺ আমাকে বললেন: তুমি তা নিজ ঘরের কোন মহিলাকে দিয়ে দিলে না কেন?

(আহ্‌মাদ্: ২/১৯৬ আবূ দাউদ ৪০৬৬ ইব্‌নু মাজাহ্ ৩৬০৩)

এমন আনুগত্যের আরেকটি দৃষ্টান্তঃ

'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা নবী ﷺ জনৈক সাহাবীর হাতে স্বর্ণের একটি আংটি দেখে তা তার হাত থেকে খুলে ফেলে দিয়ে বললেন: তোমাদের কেউ কি আগুনের একটি জ্বলন্ত অঙ্গার নিজের হাতে পরতে চায়? অতঃপর নবী ﷺ সেখান থেকে চলে যাওয়ার পর উক্ত সাহাবীকে বলা হলো, তোমার আংটিটি এখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে অন্য কোন কাজে লাগাও। উত্তরে সাহাবী বললেন: না, আল্লাহ্'র কসম! আমি এমন আংটি আর কখনো হাতে নেবো না যা রাসূল ﷺ নিজ হাতে ফেলে দিয়েছেন। (মুসলিম/নাওয়াওয়ী: ১৪/৬৫-৬৬)

উক্ত হাদীস রাসূল ﷺ এর আদেশ-নিষেধের ব্যাপারে সাহাবীদের অধিক আনুগত্য এবং দুর্বল কোন ব্যাখ্যার মাধ্যমে যে কোন ব্যাপারে সহজতা অবলম্বন না করারও প্রমাণ বহন করে। (মুসলিম/নাওয়াওয়ী: ১৪/৬৫)

নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর এক বিশেষ অবস্থানঃ

মুজাহিদ (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) পাহারাদারির কাজে রত ছিলেন। এমন সময় অন্যরাও ভীত হয়ে সাগর পাড়ের দিকে অগ্রসর হলো। তবে যখন বলা হলো, কোন অসুবিধে নেই তখন সবাই নিজ নিজ জায়গায় চলে গেলো। অথচ আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তখনো যথাস্থানেই দাঁড়ানো ছিলেন। তাঁকে তখনো সেখানে দাঁড়ানো দেখে জনৈক ব্যক্তি তাঁকে বললো: আপনি কেন এখনও এখানে দাঁড়িয়ে আছেন? তিনি বললেন: আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন:

مَوْقِفُ سَاعَةٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ عِنْدَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ

"এক ঘন্টা কিংবা সামান্য সময় আল্লাহ্ তা'আলার পথে অবস্থান করা ক্বদরের রাত্রিতে কা'বা ঘরের কালো পাথরটির নিকট অবস্থান করার চেয়েও অনেক উত্তম।

(ইব্নু 'হিব্বান/মাওয়ারিদুয্-যামআন ১৫৮৩ বায়হাক্বী: ৭/২৭০ ইব্নু 'আসাকির/আরবা'ঈন আল-জিহাদ ১৮)

নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর কিছু বিশেষ অবস্থান:

এখানে রাসূল ﷺ এর সুন্নাতের একনিষ্ঠ অনুসারী আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হলো। তিনি করণ ও বর্জনে তথা সর্বাবস্থায় রাসূল ﷺ এর বিশেষ অনুসরণ করতেন।

নবী ﷺ পত্নী 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَلْزَمَ لِلْأَمْرِ الْأَوَّلِ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ .

"আমি 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমরের চেয়ে আরো বেশি রাসূল ﷺ এর সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা কাউকে দেখিনি"।

(লালাকায়ী/শার'হু উসূলি ই'তিক্বাদি আহ্লিস-সুন্নাতি ওয়াল-জামা'আহ্: ৭/১৩৩৬/২৫৪৭)

একটি দৃষ্টান্ত:

আনাস্ বিন্ সীরীন (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি একদা 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) এর সাথে 'আরাফাহ্'র ময়দানে অবস্থান করছিলাম। অতঃপর তিনি সেখান থেকে উঠে ইমামের কাছে গিয়ে যোহর ও আসরের নামায আদায় করলেন। এরপর তিনি এবং আমি ও আমার কিছু সাথী ইমাম সাহেবের সাথেই অবস্থান করি। যখন ইমাম সাহেব আরাফাহ্ ছেড়ে মুয্দালিফার দিকে রওয়ানা করলেন তখন আমরাও তাই করলাম। তিনি যখন দু' পাহাড়ের মধ্যবর্তী সঙ্কীর্ণ পথের আগে একটি অপ্রশস্ত জায়গায় পৌঁছুলেন তখন তিনি তাঁর উটটিকে বসালেন। আমরাও তাই করলাম। আমরা মনে করেছিলাম, তিনি নামায আদায় করবেন। তখন তাঁর উটের লাগাম ধরা গোলামটি বললো: তিনি এখানে নামায আদায় করবেন না। বরং তিনি স্মরণ করলেন যে, যখন রাসূল ﷺ এখানে পৌঁছুলেন তখন তিনি তাতে তাঁর প্রাকৃতিক কর্মটুকু সেরেছেন তাই তিনিও তাতে তাই করা পছন্দ করছেন। (আহ্মাদ্: ২/১৩১ হাদীস ৬১৫১ সা'হী'হুত-তারগীবি ওয়াত-তারহীবি ৪৬)

আরেকটি দৃষ্টান্তঃ

মুজাহিদ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমরা আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) এর সাথে একদা সফরে ছিলাম। পথিমধ্যে তিনি এক জায়গা দিয়ে যাওয়ার সময় খানিকটা সাইডে সরে গেলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি এমন করলেন কেন? তিনি বললেনঃ আমি রাসূল ﷺ কে এমন করতে দেখেছি তাই আমিও তা করলাম।

(আহ্মাদ্ঃ ২/৩২ হাদীস ৪৮৭০ সা'হী'হুত-তারগীবি ওয়াত-তারহীবি ২৪)

'উবাইদ্ বিন্ জুরাইজ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি একদা 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) কে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আবূ আব্দির রহ্মান! আমি আপনাকে এমন চারটি কাজ করতে দেখেছি যা আপনার অন্য সাথীদেরকে করতে দেখিনি। তিনি বললেনঃ সেগুলো কী? হে ইব্নু জুরাইজ্! আমি বললামঃ আমি আপনাকে কা'বা ঘরের শুধু রুক্নে ইয়ামানী দু'টোকে স্পর্শ করতে দেখেছি। আর কোনটিকে নয়। আমি আপনাকে সাব্তী তথা লোমহীন জুতো পরতে দেখেছি। আমি আপনাকে চুলে হলুদ রং লাগাতে দেখেছি। আমি আপনাকে দেখেছি, আপনি যখন মক্কায় থাকেন তখন আপনি তারওয়িয়ার দিন তথা যিল-হজ্জের আট তারিখে হজ্জের ইহ্রাম বাঁধেন। আর অন্যরা যিল-হজ্জের চাঁদ দেখলেই বাঁধে। তিনি বললেনঃ তুমি কা'বা ঘরের রুক্ন তথা কোণাগুলোর কথা বলছো? আমি রাসূল ﷺ কে কা'বা ঘরের শুধু রুক্নে ইয়ামানী দু'টোকেই স্পর্শ করতে দেখেছি। তাই আমিও তাই করেছি। আর সাব্তী জুতোর কথা বলছো? আমি রাসূল ﷺ কে লোমহীন জুতো পরে ওযু করতে দেখেছি। তাই আমিও তা পরা পছন্দ করছি। আর হলুদ রঙের কথা বলছো? আমি রাসূল ﷺ কে তা দিয়ে রঙ করতে দেখেছি। তাই আমিও তা দিয়ে রঙ করা পছন্দ করছি। আর হজ্জের ইহ্রামের কথা বলছো? আমি রাসূল ﷺ কে তাঁর উটটি তরওয়িয়ার দিনে মিনার দিকে রওয়ানা হওয়ার সময় তাঁকে ইহ্রাম বাঁধতে দেখেছি।

(বুখারী/ফাত্হঃ ১/৩২১-৩২২ হাদীস ১৬৬ মুসলিম/নাওয়াওয়ীঃ ৮/৯৩ আহ্মাদ্ঃ ২/৬৬)

উমাইয়্যাহ্ বিন্ 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ খালিদ্ বিন্ উসাইদ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি একদা 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) কে জিজ্ঞাসা করলাম, আমরা কুর'আন মাজীদে মুক্বীমের নামায ও ভয়ের সময়ের নামাযের বর্ণনা পাচ্ছি; অথচ তাতে মুসাফিরের নামায পাচ্ছি না কেন? তখন তিনি বলেন: হে ভাতিজা! আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের নিকট মু'হাম্মাদ ﷺ কে পাঠিয়েছেন। তখন আমরা কিছুই জানতাম না। তাই আমরা তিনি যাই করতেন তাই করতাম।

(আহ্মাদ: ২/৯৪ হাদীস ৫৬৮৩ ইব্নু মাজাহ্ ১০৬৬ নাসায়ী ১৪৩৪ হাইসামী/মাওয়ারিদ ১০১)

'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) এর স্বাধীন করা গোলাম নাফি' (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) একদা এক জন রাখালের গানের আওয়ায শুনে তাঁর দু' কানে দু'টি আঙ্গুল ঢুকিয়ে নিজ উটটিকে রাস্তা থেকে সরিয়ে নিয়ে বললেন: হে নাফি'! এখনো গানের আওয়ায শুনতে পাও? আমি বললাম: হ্যাঁ। তখন তিনি সামনের দিকে চলতে থাকলেন যতক্ষণ না আমি বললাম: না, এখন আর আমি গানের কোন আওয়ায শুনতে পাচ্ছি না। তখন তিনি হাত দু'টো ছেড়ে দিয়ে উটটি রাস্তায় উঠিয়ে নিয়ে বললেন: আমি রাসূল ﷺ কে এক জন রাখালের গান শুনে এমন করতে দেখেছি। তাই আমিও তাই করলাম।

(আহ্মাদ: ২/২৮ হাদীস ৪৫৩৫, ৪৯৬৫ আবূ দাউদ ৪৯২৪)

যায়েদ বিন্ আস্লাম (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি একদা 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) কে তাঁর জামার বুতামগুলো খোলা অবস্থায় নামায পড়তে দেখে তাঁকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন: আমি রাসূল ﷺ কে এমন করতে দেখেছি।

('হাকিম: ১/২৫০ ইব্নু খুযাইমাহ্: ১/৩৮২ হাদীস ৭৭৯ স্বা'হী'হুত-তারগীবি ওয়াত-তারহীবি ৪৩)

নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে আব্দুল্লাহ্ বিন্ রাওয়া'হাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর এক বিশেষ অবস্থানঃ

নবী ﷺ এর দ্রুত আনুগত্যের ব্যাপারে 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ রাওয়া'হাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এমন একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন যার কোন নজীরই হয় না। যা নিম্নরূপঃ

'আব্দুর রহ্মান বিন্ আবূ লাইলা (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ রাওয়া'হাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী ﷺ এর নিকট আসলেন। তখন রাসূল ﷺ খুতবা দিচ্ছিলেন। তিনি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনলেন, তিনি বলেনঃ তোমরা সবাই বসে পড়ো। তখন তিনি মসজিদের বাইরেই বসে পড়লেন। ইতিমধ্যে নবী ﷺ এর খুতবা শেষ হলে তিনি উক্ত ব্যাপারটি জানার পর তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ও তাঁর রাসূল ﷺ এর আনুগত্যের লোভ তোমার মাঝে আরো বাড়িয়ে দিন! (কান্যুল-'উম্মালঃ ১৩/৪৫১ হাদীস ৩৭১৭৩)

উক্ত পরিস্থিতিটি একদা 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস'ঊদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর ক্ষেত্রেও ঘটেছিলো।

'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ একদা জুমু'আর দিন মিম্বরে উঠে মানুষদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ তোমরা সবাই বসো। 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস'ঊদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) উক্ত কথা শুনতেই মসজিদের দরজায় বসে পড়লেন। তখন নবী ﷺ তাঁকে বললেনঃ সামনে আসো হে 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস'ঊদ্!

(আবূ দাউদ ১০৯১ 'হাকিমঃ ১/২৮৩-২৮৬)

সাহাবায়ে কিরাম নিজেদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ এর আনুগত্যের ব্যাপারে অভ্যস্ত করে তুললেন তাই নবী ﷺ এর আদেশের সাথে সাথেই তাঁরা তা দ্রুত বাস্তবায়ন করতেন।

নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে 'হুযাইফাহ্ বিন্ ইয়ামান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর এক বিশেষ অবস্থানঃ

ইব্রাহীম আত-তামীমি (রাহিমাহুল্লাহ্) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেনঃ আমরা একদা 'হুযাইফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নিকট বসা ছিলাম।

এমতাবস্থায় জনৈক ব্যক্তি বললো: আমি যদি রাসূল ﷺ কে পেতাম তা হলে তাঁর সাথে যুদ্ধ করতাম এবং তাঁর জন্য সকল বিপদাপদ সহ্য করতাম! 'হুযাইফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন: সত্যিই তুমি তা করতে? আমরা একদা আহ্যাব যুদ্ধের রাতে রাসূল ﷺ এর সাথেই ছিলাম। তখন ছিলো খুব বাতাস ও প্রচুর ঠাণ্ডা। এমন এক কঠিন পরিস্থিতিতে রাসূল ﷺ বললেন: তোমাদের মাঝে এমন কেউ আছে কি যে আমার নিকট শত্রু পক্ষের খবর নিয়ে আসবে? কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে আমার সাথেই থাকতে দিবেন। আমরা সবাই তখন চুপ করেই থাকলাম। আমাদের কেউই তাঁর কোন উত্তর দেয়নি। তিনি আবারও বললেন: তোমাদের মাঝে এমন কেউ আছে কি যে আমার নিকট শত্রু পক্ষের খবর নিয়ে আসবে? কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে আমার সাথেই থাকতে দিবেন। আমরা সবাই তখন চুপ করেই থাকলাম। আমাদের কেউই তাঁর কোন উত্তর দেয়নি। তিনি আবারও বললেন: তোমাদের মাঝে এমন কেউ আছে কি যে আমার নিকট শত্রু পক্ষের খবর নিয়ে আসবে? কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে আমার সাথেই থাকতে দিবেন। আমরা সবাই তখন চুপ করেই থাকলাম। আমাদের কেউই তাঁর কোন উত্তর দেয়নি। তখন তিনি বললেন: হে 'হুযাইফাহ্! তুমি দাঁড়াও। আমার নিকট শত্রু পক্ষের খবর নিয়ে আসো। আমি তখন না দাঁড়িয়ে পারলাম না। কারণ, তিনি তো আমাকে আমার নাম ধরেই ডাকলেন। তিনি আবারও বললেন: তুমি যাও। তাদের খবর নিয়ে আসো। তবে তাদেরকে আমার ব্যাপারে কোন ধরনের আতঙ্কিত করো না। আমি যখন রাসূল ﷺ এর কাছ থেকে রওয়ানা করলাম তখন আমি এমন ভাব করলাম যে, যেন আমি মলমূত্র ত্যাগ যাচ্ছি। তাদের নিকট এসে দেখলাম, আবূ সুফ্ইয়ান আগুন দিয়ে তার পিঠ গরম করছে। আমি যখন ধনুকে তীর লাগিয়ে তার দিকে মারতে চাইলাম তখন রাসূল ﷺ এর কথাটি আমার স্মরণ হলো, তাদেরকে আমার ব্যাপারে কোন ধরনের আতঙ্কিত করো না। আমি তখন তীর নিক্ষেপ করলে সত্যিই তাকে আহত করতে পারতাম।

(মুসলিম/নাওয়াওয়ী: ১২/১৪৫)

নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে আবুল-য়ুস্‌র কা'ব্ বিন্ 'আমর সুলামী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর এক বিশেষ অবস্থানঃ

'উবাদাহ্ বিন্ ওয়ালীদ্ বিন্ 'উবাদাহ্ বিন্ স্বামিত (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা আমি ও আমার পিতা জ্ঞান আহরণের উদ্দেশ্যে আন্‌সারী সাহাবীদের এলাকার দিকে বের হলাম। এ আশঙ্কায় যে, তাঁরা মারা গেলে ধর্মীয় জ্ঞান আহরণ করা সত্যিই কষ্টকর হবে। সর্ব প্রথম যাঁর সাথে দেখা হলো তিনি হলেন নবী ﷺ এর বিশিষ্ট সাথী আবুল-য়ূস্‌র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)। তাঁর সাথে ছিলো তাঁর একটি গোলাম। তাঁর গায়ে ছিলো একটি উন্নত চাদর ও একটি ইয়েমেনী সাধারণ চাদর। এমনকি তাঁর গোলামের গায়েও ছিলো একটি উন্নত চাদর ও একটি ইয়েমেনী সাধারণ চাদর। তাই আমি তাঁকে বললাম: হে চাচা! আপনি যদি আপনার গোলামের গায়ের চাদরটি নিয়ে নিতেন। আর তাকে আপনার ইয়েমেনী চাদরটি দিয়ে দিতেন কিংবা আপনি তার গায়ের ইয়েমেনী চাদরটি নিয়ে নিতেন। আর তাকে আপনার চাদরটি দিয়ে দিতেন। তা হলে আপনার একই ধরনের এক জোড়া পোশাক হতো। আর তারও একই ধরনের এক জোড়া পোশাক হতো। তখন তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন: হে আল্লাহ্! আপনি এর মাঝে বরকত ঢেলে দিন। হে ভাতিজা! আমার চোখ দেখেছে ও আমার কান শুনেছে এবং আমার অন্তরও অনুধাবন করেছে। এ কথাগুলো বলে তিনি নিজ অন্তরের দিকে ইশারা করে বললেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন: তোমরা যা খাও তাদেরকে তাই খাওয়াবে। আর তোমরা যা পরো তাদেরকে তাই পরাবে। জেনে রাখো, তাকে দুনিয়ার কোন কিছু দেয়া আমার জন্য অনেক সহজ কিয়ামতের দিন সে আমার সাওয়াবগুলো নেয়া থেকে।

(বুখারী/আল-আদাবুল-মুফরাদ্: ৭৩ হাদীস ১৮৭ মুসলিম/নাওয়াওয়ী: ১৮/১৩৩)

নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে মিক্বদাদ্ বিন্ আস্‌ওয়াদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর এক বিশেষ অবস্থানঃ

'আব্দুর রহ্‌মান বিন্ জুবাইর বিন্ নুফাইর (রাহিমাহুল্লাহ্) তাঁর পিতা

থেকে বর্ণনা করেন: তিনি বলেন: আমরা একদা মিক্বদাদ বিন্ আস্ওয়াদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নিকট বসা ছিলাম। এমতাবস্থায় জনৈক ব্যক্তি তাঁর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন: সে দু'টি চোখ কতোইনা ধন্য যে দু'টি চোখ আল্লাহ্'র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে দেখেছে। আফসোস! আমরা যদি তা দেখতাম যা আপনি দেখেছেন। আমরা যদি সে জায়গায় উপস্থিত থাকতাম যে জায়গায় আপনি উপস্থিত ছিলেন। মিক্বদাদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তা শুনে খুব রাগ করলেন। আর আমি তাতে খুব আশ্চর্য হয়েছি। কারণ, লোকটি তো ভালো কথাই বললো। অতঃপর তিনি তাকে বললেন: বলো তো, কী জিনিস তোমাকে এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার আশা করতে উৎসাহিত করলো?! যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে তুমি জানো না তাতে তোমার কী ভূমিকা থাকতো। আল্লাহ্'র কসম! রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এমন অনেক লোক হাজির হয়েছে যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন মুখ নিচু করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। কারণ, তারা তাঁর কথায় সাড়া দেয়নি। এমনকি তাঁকে সত্যবাদী বলেও বিশ্বাস করেনি। তোমরা কেন এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা করছো না যে, তোমরা মায়ের পেট থেকে বের হয়েই তোমাদের প্রভুর পরিচয় পেয়েছো। তোমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তোমাদের নিকট যা নিয়ে এসেছেন তা তোমরা বিশ্বাস করেছো। তোমাদের পূর্ববর্তীরা ধর্মের পথে অসংখ্য বিপদাপদ সহ্য করেছেন বলে তোমাদেরকে আর তা পোহাতে হচ্ছে না।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় নবীকে এমন এক নিকৃষ্ট পরিস্থিতিতে পাঠিয়েছেন যাতে অন্য কোন নবীকে পাঠাননি। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এক জাহিলী যুগে পাঠিয়েছেন। যে যুগে তারা মূর্তিপূজাকেই শ্রেষ্ঠ দ্বীন বলে জ্ঞান করতো। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের নিকট এমন এক দ্বীন পাঠিয়েছেন যা সত্য মিথ্যার মাঝে এক সুস্পষ্ট প্রভেদ সৃষ্টিকারী। যা সত্যিকারার্থে পিতা-মাতা এবং সন্তানের মাঝেও পার্থক্য সৃষ্টিকারী। যার দরুন এক জন ঈমানদার লোক যার অন্তরকে আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানের জন্য খুলে দিয়েছেন; অথচ তার পিতা-মাতা, ছেলে-সন্তান ও ভাই-ভগ্নী এখনো কাফির - সে এ কথা বুঝতে পেরেছে যে, তাদের কেউ যদি মারা যায় তা হলে সে সত্যিই জাহান্নামী। সুতরাং তার চোখ এ কথা

ভেবে কোনভাবেই শীতল হতো না যে, তার প্রিয় মানুষটি জাহান্নামে যাবে। তাই তারা এ বলে দো'আ করতো যা আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَٰجِنَا وَذُرِّيَّٰتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ ﴾ [الفرقان: ٧٤].

"আর যারা এ মর্মে প্রার্থনা করে যে, হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তান দিন যারা আমাদের চোখগুলোকে শীতল করবে"। (ফুরক্বান: ৭৪)

যখন নবী ﷺ খবর পেলেন কুরাইশরা আবূ সুফ্ইয়ান ও তার ব্যবসায়ী দলের সহযোগিতার জন্য বের হয়েছে তখন তিনি সাহাবীদের সাথে এ ব্যাপারে পরামর্শ করেন। আর এ বদর যুদ্ধের প্রেক্ষাপটেই রাসূল ﷺ এর দ্রুত আনুগত্যের ব্যাপারে মিক্বদাদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর একটি বিরল দৃষ্টান্ত রয়েছে যা নিম্নরূপ:

ত্বারিক্ব বিন্ শিহাব (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'ঊদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন: আমি মিক্বদাদ্ বিন্ আস্ওয়াদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর এমন একটি অবস্থান দেখেছি যার অধিকারী হতে পারা আমার নিকট অতি পছন্দনীয় অন্য সব কিছুর চেয়ে। তিনি নবী ﷺ এর নিকট এসে দেখলেন নবী ﷺ মুশ্রিকদের উপর বদ্দো'আ করছেন। তখন তিনি নবী ﷺ কে উদ্দেশ্য করে বললেন: আমরা সে রকম বলবো না যা একদা মূসা عليه السلام এর সম্প্রদায় তাঁকে বলেছিলো। তারা বলেছিলো: আপনি ও আপনার প্রভু গিয়ে শত্রু পক্ষের সাথে যুদ্ধ করুন। বরং আমরা বলবো: আমরা আপনার ডানে-বাঁয়ে, সামনে ও পেছনে যুদ্ধ চালিয়ে যাবো। তখন আমি নবী ﷺ এর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তাঁর চেহারা মুবারক খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে গেছে। (বুখারী/ফাত্হ: ৭/৩৩৫)

নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার আরেকটি দৃষ্টান্ত:

আবূ মা'মার (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: জনৈক ব্যক্তি

একদা জনৈক আমীরের প্রশংসা করছিলো। আর এ দিকে মিক্বদাদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তার মুখে ধূলা-বালি ছিঁটাচ্ছিলেন। আর বলছিলেন: রাসূল ﷺ আমাদেরকে প্রশংসাকারীদের চেহারায় ধূলা-বালি নিক্ষেপ করতে বলেছেন। (মুসলিম/নাওয়াওয়ী: ১৮/১২৭-১২৮)

উ'হুদ যুদ্ধ শেষে নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন:

'উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর মেয়ে 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর স্বাধীন করা গোলাম আবুস্-সায়িব (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: বানূ 'আব্দিল-আশ্হাল গোত্রের জনৈক সাহাবী উ'হুদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি একদা বলেন: আমি ও আমার ভাই রাসূল ﷺ এর সাথে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে ক্ষত অবস্থায় বাড়ি ফিরছিলাম। ইতিমধ্যে আমরা রাসূল ﷺ এর আহ্বানকারীর আহ্বান শুনছিলাম। তিনি সবাইকে শত্রুর খোঁজে বের হতে বলছেন। আমি আমার ভাইকে অথবা সে আমাকে বললো: আহ্! রাসূল ﷺ এর সাথে যুদ্ধ করা কি আমাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে? আল্লাহ্'র কসম! তখন আমাদের আরোহণের জন্য কোন উট ছিলো না। আমাদের অনেকেই তখন মারাত্মকভাবে ক্ষত-বিক্ষত ছিলো। এরপরও আমরা সবাই রাসূল ﷺ এর সাথে যুদ্ধের জন্য আবারও বের হলাম। তবে আমার ক্ষত আমার ভাইয়ের ক্ষতের চেয়ে কম ছিলো। তাই সে হাঁটতে না পারলে আমি তাকে বহন করতাম। এভাবেই মোসলমানরা যতটুকু পৌঁছেছে আমরাও ততটুকুই পৌঁছুলাম। (সীরাহ্/ইব্নু হিশাম: ৩/৪৪)

ইমাম ইব্নুল-ক্বাইয়িম (রাহিমাহুল্লাহ্) উ'হুদের যুদ্ধ এবং তাতে শত্রু খুঁজতে সাহাবীদের প্রতি রাসূল ﷺ এর নির্দেশের ব্যাপারে তাঁদের আনুগত্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন: যখন উ'হুদের যুদ্ধ শেষ হলো তখন মুশ্রিকরা নিজেদের এলাকার দিকে ফিরে যাচ্ছিলো। তবে পথিমধ্যে তারা একে অপরকে এ বলে তিরস্কার করতে শুরু করলো যে, তোমরা তো মূলতঃ কিছুই করলে না। তোমরা তাদের দাপট ধ্বংস

করতে সক্ষম হয়েছো। অথচ তাদেরকে আরো কিছু না করে এমনিতেই ছেড়ে আসলে। তাদের মাঝে এখনো অনেকগুলো লিডার রয়ে গেছে যারা পরবর্তীতে আবারো তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমা করবে। তাই ফিরে গিয়ে তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দাও। এ কথা রাসূল ﷺ এর কানে গেলে তিনি সাহাবীদেরকে আবারো শত্রু সন্ধানে রওয়ানা করার আহ্বান করেন। তিনি বলেন: যারা ইতিপূর্বে আমাদের সাথে উ'হুদ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে শুধুমাত্র তারাই আবারো যুদ্ধের জন্য বেরুবে। অন্যরা নয়। এ ঘোষণা শুনার পর সাহাবায়ে কিরাম নিজেদের ভীষণ ক্ষত ও শত ভয়ের আশঙ্কা উপেক্ষা করে রাসূল ﷺ এর ডাকে সাড়া দেন। তাঁরা বললেন: আমরা আপনার কথা শুনলাম ও আপনার আনুগত্য করলাম। (যাদুল-মা'আদ: ৩/২৪১)

নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে জারীর বিন্ আব্দুল্লাহ্ বাজালী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর এক বিশেষ অবস্থান:

জারীর বিন্ 'আব্দুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি একদা নবী ﷺ এর হাতে বায়'আত করেছি সর্বদা সকল মোসলমানের কল্যাণ কামনার। (বুখারী/ফাত্হ: ১/১৬৬ হাদীস ৫৭ মুসলিম/নাওয়াওয়ী: ১/৩৯)

উক্ত হাদীস সংক্রান্ত জারীর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর একটি মর্যাদাপূর্ণ ঘটনা রয়েছে যা 'হাফিয আবুল-ক্বাসিম আত-ত্বাবারানী (রাহিমাহুল্লাহ্) তাঁর সূত্রে বর্ণনা করেন। যার সারাংশ এই যে, একদা জারীর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁর স্বাধীন করা গোলামকে তাঁর জন্য একটি ঘোড়া কেনার আদেশ করলেন। অতএব, সে জারীর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর জন্য তিন শত দিরহামের একটি ঘোড়া খরিদ করলো। গোলামটি মূল্য পরিশোধের জন্য ঘোড়া ও ঘোড়ার মালিককে জারীর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নিকট নিয়ে আসলে তিনি ঘোড়ার মালিককে বললেন: তোমার ঘোড়াটি তো তিন শত দিরহামের চেয়েও বেশি মূল্যবান। তুমি কি তা চার শত দিরহামে বিক্রি করবে? লোকটি বললো: আপনি যাই বলেন হে আবূ আব্দুল্লাহ্! তিনি আবারো বললেন: তোমার ঘোড়াটি তো চার শত দিরহামের চেয়েও বেশি মূল্যবান। তুমি কি তা

পাঁচ শত দিরহামে বিক্রি করবে? এভাবে তিনি প্রতিবার এক শত করে বাড়াচ্ছেন। আর লোকটি তাতে খুশি হচ্ছে। পরিশেষে তিনি ঘোড়াটির মূল্য আট শত পর্যন্ত পৌঁছালেন। অতঃপর তা দিয়েই তিনি ঘোড়াটি ক্রয় করলেন। তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন: আমি নবী ﷺ এর হাতে বায়'আত করেছি সর্বদা সকল মোসলমানের কল্যাণ কামনার। (ত্বাবারানী/কাবীর: ২/৩৩৪ হাদীস ২৩৯৫)

এমনকি তিনি যখন কারোর সাথে কোন কিছু ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি করতেন তখন তিনি তাঁর দ্বিতীয় পক্ষকে বলতেন, তুমি জেনে রাখো, আমি যা তোমাকে দিয়েছি তার চেয়ে যা আমি তোমার কাছ থেকে নিয়েছি তা আমার নিকট অতি পছন্দনীয়। সুতরাং তোমারই পছন্দ আমার কাম্য। (আবূ দাউদ ৪৯৪৫ ত্বাবারানী/কাবীর: ২/৩৩৮-৩৩৯ হাদীস ২৪১৪)

নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে সা'দ্ বিন্ আবূ ওয়াক্কাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর এক বিশেষ অবস্থান:

সুলাইমান বিন্ আবূ আব্দুল্লাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি একদা সা'দ্ বিন্ আবূ ওয়াক্কাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে জনৈক ব্যক্তির পোশাক ছিনিয়ে নিতে দেখেছি যখন সে মদীনার হারাম এলাকায় একটি পশু শিকার করছিলো। অথচ রাসূল ﷺ তাতে কোন কিছু শিকার করা হারাম করে দিয়েছেন। তখন তার আত্মীয়-স্বজনরা তাঁর নিকট এসে তার ব্যাপারে সুপারিশ করলে তিনি বললেন: রাসূল ﷺ এ এলাকাকে হারাম ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি আরো বলেন: "যে ব্যক্তি কাউকে এখানে শিকার করতে দেখবে সে যেন তার পোশাকটুকু ছিনিয়ে নেয়"। তাই আমি তোমাদেরকে সে জিনিস ফেরত দেবো না যা রাসূল ﷺ আমার জন্য হালাল করেছেন। তবে তোমরা চাইলে আমি এর মূল্য দিয়ে দিতে পারি।

মুসলিম শরীফের বর্ণনায় রয়েছে, আমি আল্লাহ্ তা'আলার আশ্রয় কামনা করছি এমন জিনিস ফেরত দেয়া থেকে যা রাসূল ﷺ আমাকে দিয়েছেন। এ বলে তিনি তাদেরকে তা ফেরত দিতে অস্বীকৃতি জানান। (মুসলিম/নাওয়াওয়ী: ৯/১৩৮ আবূ দাউদ ২০৩৭)

নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে নবী ﷺ এর স্বাধীন করা গোলাম আবূ রাফি' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর এক বিশেষ অবস্থানঃ

'আমর বিন্ শুরাইদ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা মিস্ওয়ার বিন্ মাখরামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আমার কাঁধে হাত রাখলেন। তখন আমি তাঁর সাথে সা'দ্ বিন্ আবূ ওয়াক্কাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নিকট গেলাম। ইতিমধ্যে আবূ রাফি' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) মিস্ওয়ার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে উদ্দ্যেশ্য করে বললেনঃ আপনি কি এ লোকটিকে আমার বাড়ির ঘরটি কিনতে আদেশ করবেন না? তখন সা'দ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেনঃ আমি তাকে এ ঘর বাবত চার শত দিরহামই দিতে পারি। এর চেয়ে আর বেশি নয়। চাই সে তা একত্রে নিক কিংবা কিস্তি তে নিক। তখন আবূ রাফি' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেনঃ আমাকে এ ঘর বাবত নগদ পাঁচ শত দিরহাম দেয়া হয়েছে; অথচ আমি তা গ্রহণ করিনি। আমি যদি নবী ﷺ এর পবিত্র মুখ থেকে এমন কথা না শুনতাম যে, "এক জন প্রতিবেশী তার নিকটের বাস্তুভিটার সর্বাধিক হকদার"। তা হলে আমি তোমার নিকট এ ঘরটি বিক্রিই করতাম না। এরপর তিনি তাঁকে ঘরটি উক্ত মূল্যেই দিয়ে দেন। (বুখারী/ফাত্হঃ ৪/৫১০ হাদীস ২২৫৮ ১২/৩৬১ হাদীস ৬৯৭৭)

নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে মিস্ওয়ার বিন্ মাখরামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর এক বিশেষ অবস্থানঃ

'উবাইদুল্লাহ্ বিন্ আবূ রাফি' মিস্ওয়ার বিন্ মাখরামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ একদা 'হাসান বিন্ 'হাসান (রাহিমাহুল্লাহ্) জনৈক ব্যক্তিকে মিস্ওয়ার বিন্ মাখরামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নিকট তাঁর মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে পাঠালে তিনি তাকে বললেনঃ ওকে বলোঃ আমার সাথে সন্ধ্যায় সাক্ষাৎ করতে। অতঃপর তাঁর সাথে যথাসময়ে সাক্ষাৎ করা হলে তিনি আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা করে বললেনঃ আল্লাহ্'র কসম! দুনিয়ার কোন বংশ, সূত্র কিংবা বৈবাহিক সম্পর্ক আমার নিকট অতি পছন্দনীয় নয় তোমাদের বংশ ও বৈবাহিক সম্পর্কের চেয়ে। তবে আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেনঃ ফাত্বিমা আমার

কলিজার টুকরো। যা তাকে ব্যথিত করে তা আমাকেও ব্যথিত করে। তেমনিভাবে যা তাকে খুশি করে তা আমাকেও খুশি করে। কিয়ামতের দিন সকল আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। শুধুমাত্র থাকবে আমার বংশসূত্র ও বৈবাহিক সম্পর্ক। আর তোমার নিকট স্ত্রী হিসেবে রয়েছে ফাত্বিমা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) এরই বংশের একটি মেয়ে। তাই আমি তোমার নিকট আমার মেয়েকে বিয়ে দিলে তিনি অবশ্যই অসন্তুষ্ট হবেন। অতএব, আমি এ ব্যাপারে তোমার নিকট দুঃখিত।

(আহ্মাদ: ৪/৩২৩-৩৩২ 'হাকিম: ৩/১৫৮ সিল্সিলাতুল-আ'হাদীসিস্-স্বা'হীহাহ্: ৪/৬৫১)

নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে আবূ সা'ঈদ্ খুদ্রী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর এক বিশেষ অবস্থান:

আবূ স্বালিহ্ আস্-সাম্মান (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি একদা এক জুমু'আহ্'র দিনে আবূ সা'ঈদ্ খুদ্রী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে কোন একটি বস্তুর দিকে ফিরে নামায পড়তে দেখেছি। এমতাবস্থায় বানূ আবী মু'আইত্ব গোত্রের জনৈক যুবক তাঁর সামনে দিয়ে যেতে চাচ্ছিলো। তখন তিনি তার বুকে ধাক্কা দেন। যুবকটি অন্য কোন পথ না পেয়ে আবারো তাঁর সামনে দিয়ে যেতে চাইলে তিনি আবারো তাকে আরো জোরে ধাক্কা দেন। তখন যুবকটি আবূ সা'ঈদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে কিছু মন্দ-শক্ত বলে। এরপর সে তখনকার প্রশাসক মারওয়ানের কাছে নালিশ করে। আর ইতিমধ্যেই আবূ সা'ঈদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) মারওয়ানের নিকট পৌঁছান। তখন মারওয়ান বললেন: হে আবূ সা'ঈদ্! আপনার সাথে আপনার ভাতিজার কী হলো? তিনি বললেন: আমি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ

"তোমাদের কেউ কোন বস্তুর আড়ালে নামায পড়াবস্থায় তার সামনে দিয়ে কেউ অতিক্রম করতে চাইলে তাকে অবশ্যই প্রতিহত করবে। তাতেও সে নিশ্চেষ্ট না হলে তাকে শক্তি প্রয়োগে অবশ্যই বাধা

দিবে। কারণ, সে হলো মূলতঃ শয়তান"।

(বুখারী/ফাত্হ: ১/৬৯৩ হাদীস ৫০৯ মুসলিম/নাওয়াওয়ী: ৪/২২৩-২২৪ হাদীস ৫০৫ আবূ দাউদ ৭০০)

নাসায়ীর একটি বর্ণনায় রয়েছে, প্রশাসক মারওয়ান আবূ সা'ঈদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে বললেন: আপনি কেন আপনার ভাতিজাকে মারলেন? তিনি বললেন: আমি তো আমার ভাতিজাকে মারিনি। বরং আমি শয়তানকে মেরেছি। (নাসায়ী: ৮/৬১-৬২ হাদীস ৪৮৬২)

আরেকটি ঘটনা:

হিলাল বিন্ মুহ্স্বিন (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি একদা আবূ সা'ঈদ্ খুদ্রী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নিকট গেলে আমি ও তিনি পরস্পর কথা বলছিলাম। তিনি কথার এক প্রসঙ্গে বললেন: তিনি একদা ক্ষুধার জ্বালায় পেটে পাথর বেঁধে সকাল বেলায় ঘুম থেকে উঠেন। তখন তাঁর স্ত্রী কিংবা তাঁর আম্মা তাঁকে বললো: তুমি নবী ﷺ এর কাছে গিয়ে তাঁর নিকট কিছু চাও। ওমুক ব্যক্তি তাঁর নিকট কিছু চাইলে তিনি তাকে তা দিয়ে দেন। আরো এক ব্যক্তি তাঁর নিকট কিছু চাইলে তিনি তাকেও তা দিয়ে দেন। তিনি বললেন: আচ্ছা, আমি আরো একটু দেখি, কিছু পাই কি না। তিনি বলেন: বস্তুতঃ আমি অনেক খোঁজাখুজি করেও কিছুই পেলাম না। তাই আমি নবী ﷺ এর নিকট উপস্থিত হলাম। দেখলাম, তিনি খুতবা দিচ্ছেন। তিনি খুতবার এক পর্যায়ে বললেন: যে ব্যক্তি আমার নিকট কিছু চায় না কিংবা আমার প্রতি অমুখাপেক্ষী সে আমার নিকট অতি প্রিয় ওই ব্যক্তির চেয়ে যে আমার নিকট কিছু চায়। এ কথা শুনে আমি তাঁর কাছ থেকে ফিরে চলে আসলাম। তাঁর নিকট কিছুই চাইলাম না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে প্রচুর রিযিক দিলেন। এমনকি আমি আনসারীদের মাঝে এমন কোন ঘর পাইনি যারা আমাদের চেয়ে আরো বেশি সম্পদশালী। (আহ্মাদ: ৩/৪৪)

নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে আবূ যার্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর কিছু বিশেষ অবস্থান:

আবুল-আসওয়াদ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা আবূ যার্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নিজ কুয়া থেকে পানি উঠাচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় তাঁর

পাশ দিয়ে একটি সম্প্রদায় যাচ্ছিলো। তাদের এক জন বললো: তোমাদের মাঝে এমন কেউ আছে কী যে আবূ যার্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নিকট গিয়ে তাঁর মাথার চুল টেনে ধরবে? জনৈক ব্যক্তি বললো: আমি। অতঃপর লোকটি কুয়ায় নেমে আবূ যার্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে আঘাত করলো। আবূ যার্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) মূলতঃ তখন দাঁড়ানো অবস্থায়ই ছিলেন। তবে আঘাতের পর তিনি বসে পড়লেন অতঃপর কাত হয়ে শুয়ে পড়লেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আবূ যার্! আপনি প্রথমে বসে পড়লেন অতঃপর শুয়ে পড়লেন কেন? তিনি বললেন: আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ একদা আমাদেরকে বললেন:

إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ، فَإِنْ ذَهَبَ غَضَبُهُ وَإِلاَّ فَلْيَضْطَجِعْ .

"তোমাদের কেউ দাঁড়ানো অবস্থায় রাগান্বিত হলে সে যেন তৎক্ষণাৎ বসে পড়ে। এতে তার রাগ চলে গেলে ভালো নতুবা সে যেন চিত হয়ে শুয়ে পড়ে।

(আহ্মাদ: ৫/১৫২ হাইসামী/মাজমা'উয্-যাওয়ায়িদ: ৮/৭০-৭১ এহ্ইয়াউল-'উলূম: ৩/১৬৭)

আরেকটি ঘটনা:

আবূ উমামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা নবী ﷺ দু'টি গোলাম নিজের সাথে নিয়ে আমাদের নিকট আসলেন। অতঃপর একটি গোলাম 'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে দিয়ে তাঁকে বললেন: একে মেরো না। কারণ, আমাকে মূলতঃ নামাযীদেরকে মারতে নিষেধ করা হয়েছে। আর আমি একে আমার নিকট আসার পর থেকেই সর্বদা নামায পড়তে দেখেছি। আর তিনি অন্য গোলামটি আবূ যার্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে দিয়ে বললেন: এর সাথে ভালো ব্যবহার করবে। তখন আবূ যার্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) গোলামটিকে স্বাধীন করে দিলেন। রাসূল ﷺ তাকে বললেন: তুমি এটি কী করলে? আবূ যার্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন: আপনি আমাকে তার সাথে ভালো ব্যবহার করতে বললেন। তাই আমি তাকে স্বাধীন করে দিলাম।

(বুখারী/আল-আদাবুল-মুফ্রাদ্ ১৬৩ সিল্সিলাতুল-আ'হাদীসিস-স্বা'হী'হাহ্: ৫/৪৯৩ হাদীস ২৩৭৯)

আরেকটি ঘটনা:

মা'রূর (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রাব্যাহ্ এলাকায় একদা আবূ যার্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সাথে সাক্ষাৎ করি। তখন তাঁর গায়ে ছিলো এক জোড়া পোশাক এবং তাঁর গোলামের গায়েও ছিলো একই ধরনের এক জোড়া পোশাক। আমি তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি আমাকে বললেন: আমি একদা জনৈক ব্যক্তির সাথে গালাগালির এক পর্যায়ে তার মাকে গালি দিয়ে তাকে লজ্জা দেই। তখন আমাকে নবী ﷺ বললেন: "হে আবূ যার্! তুমি তাকে তার মাকে গালি দিয়ে লজ্জা দিলে? বস্তুতঃ তোমার মাঝে এখনো জাহিলিয়্যাতের অপতৎপরতা রয়ে গেছে। তোমাদের অধীনস্থরা মূলতঃ তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ্ তা'আলা কেবল তাদেরকে তোমাদের অধীনই করে দিয়েছেন। তাই কারোর কোন ভাই তার অধীন হলে সে যেন তাকে তাই খাওয়ায় যা সে খায়। তাই পরায় যা সে পরে। তোমরা তাদের উপর তাদের সাধ্যাতীত কোন কাজ চাপিয়ে দিও না । বরং তাদেরকে কখনো তাদের সাধ্যাতীত কোন কাজ দিলে সে ব্যাপারে তোমরা অবশ্যই তাদেরকে সহযোগিতা করবে। (বুখারী/ফাত্হ: ১/১০৬ হাদীস ৩০)

আরেকটি ঘটনা:

'আব্দুর রহ্মান বিন্ শাম্মাসাহ্ আল-মিহ্রী (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি একদা আবূ যার্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُوْنَ مِصْرَ، يُذْكَرُ فِيْهَا الْقِيْرَاطُ، فَاسْتَوْصُوْا بِأَهْلِهَا خَيْرًا، فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا، فَإِذَا رَأَيْتُمْ رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلاَنِ فِيْ مَوْضَعِ لَبِنَةٍ فَاخْرُجْ مِنْهَا

"তোমরা অচিরেই মিশর জয় করবে। যেখানে ক্বীরাতের (দিরহাম ও দীনারের অংশ বিশেষ) প্রচলন রয়েছে। তোমরা সে এলাকার অধিবাসীদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে। কারণ, তাদের সাথে নিরাপত্তা চুক্তি ও আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। [ইস্মা'ঈল (আলাইহিস্ সালা'ম) এর মা হা'জার ('আলাইহাস্ সালা'ম) সেখানকার]। তবে যখন তোমরা

দেখবে, সেখানে একটি কাঁচা ইটের জায়গা নিয়ে সেখানকার দু' জনের মাঝে পরস্পর দ্বন্দ্ব চলছে তখন সেখান থেকে তোমরা বের হয়ে আসবে।

একদা আবূ যার্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) শুরাহ্বীল বিন্ 'হাস্নার দু' ছেলে তথা রাবী'আহ্ ও আব্দুর রহ্মানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। দেখলেন, তারা একটি কাঁচা ইটের জায়গা নিয়ে পরস্পর দ্বন্দ্ব করছে তখনই তিনি মিশর থেকে বের হয়ে আসেন।

(মুসলিম/নাওয়াওয়ী: ১৬/৯৬-৯৭ হাদীস ২৫৪৩ আহ্মাদ: ৫/১৭৩-১৭৪)

নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে 'উক্ববাহ্ বিন্ 'আমির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বিশেষ অবস্থান:

'উক্ববাহ্ বিন্ 'আমির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা পাহাড়ের এক সঙ্কীর্ণ পথে রাসূল ﷺ এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলে তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন: হে 'উক্ববাইব! তুমি কি উটের পিঠে চড়বে না? তিনি বলেন: বস্তুতঃ আমি রাসূল ﷺ এর উটের পিঠে চড়তে একটু সঙ্কোচবোধ করছিলাম। তিনি আবারো বললেন: হে 'উক্ববাইব! তুমি কি উটের পিঠে চড়বে না? তখন আমি তাঁর কথা অমান্য করা অপরাধ বলে আশঙ্কা করছিলাম। অতঃপর রাসূল ﷺ উটের পিঠ থেকে নামলে আমি সেখানে একটু উঠে আবার নেমে গেলাম। এরপর রাসূল ﷺ আবারো উটের পিঠে উঠে বললেন: হে 'উক্ববাইব! আমি কি তোমাকে লোকেরা পড়ে এমন দু'টি শ্রেষ্ঠ সূরা শিক্ষা দেবো না? আমি বললাম: অবশ্যই, হে আল্লাহ্'র রাসূল! অতঃপর তিনি আমাকে সূরা ফালাক্ব ও নাস্ পড়ালেন। এরপর নামায শুরু হয়ে গেলো। আর তিনি উক্ত দু'টি সূরা দিয়েই নামায পড়ালেন। অতঃপর আমার কাছ দিয়ে যেতেই তিনি বললেন: "হে 'উক্ববাইব! তোমার কেমন লাগলো? তুমি এ দু'টি সূরা শুতে-উঠতে তথা সর্বদা পড়বে"। (আহ্মাদ: ৪/১৪৪ ইব্নু খুযাইমাহ্: ১/২৬৬-২৬৭)

নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে জাবির বিন্ সুলাইম আল-হুজাইমী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর এক বিশেষ অবস্থানঃ

জাবির বিন্ সুলাইম আল-হুজাইমী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি একদা রাসূল ﷺ এর নিকট গেলাম। তখন তিনি চাদর মুড়িয়ে বসা ছিলেন। আর চাদরের পাড় তাঁর পাদু'টি ছুঁয়ে আছে। আমি বললামঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ! আপনি আমাকে বিশেষভাবে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করো। ভালো কোন কিছুকে কখনো তুচ্ছ মনে করো না। এমনকি তোমার বালতি থেকে পানি নিতে আসা কারোর পাত্রে কিছু পানি ঢেলে দেয়াও। উপরন্তু তোমার কোন মোসলমান ভাইয়ের সাথে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় দেখা করা ইত্যাদি। কখনো পায়ের গিঁটের নিচে কাপড় পরবে না। কারণ, এটি দাম্ভিকতা বৈ আর কী। আল্লাহ্ তা'আলা তা কখনোই পছন্দ করেন না। কখনো কেউ তোমার কোন দোষ উল্লেখ করে তোমাকে গালি দিলে কিংবা তোমার নিন্দা করলে তুমিও তাকে তার দোষ উল্লেখ করে গালি দিবে না কিংবা তার নিন্দা করবে না তথা তাকে নিয়ে ব্যস্ত হইও না। বস্তুতঃ তার পরিণতি সে নিজেই ভুগবে। আর তার সাওয়াব তুমিই পাবে। এমনকি তুমি কোন কিছুকেই গালি দিবে না। বর্ণনাকারী জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেনঃ রাসূল ﷺ এর উক্ত কথা শুনার পর আমি কখনো কোন পশু কিংবা মানুষকে গালি দিইনি।

(আহ্মাদ্: ৫/৬৩-৬৪ ত্বায়ালিসী ১২০৮ সিল্‌সিলাতুল-আ'হাদীসিস-স্বা'হী'হাহ্: ৩/৩৩৭ হাদীস ১৩৫২)

নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে সাউবান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর এক বিশেষ অবস্থানঃ

সাউবান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ "যে ব্যক্তি আমার একটি কথা রাখবে আমি তার জন্য জান্নাতের দায়িত্ব নেবো"। সাউবান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেনঃ আমি বললামঃ আমি তা করার জন্য প্রস্তুত। তিনি বললেনঃ কখনো কারোর নিকট কোন কিছু চাইবে না"।

জনৈক বর্ণনাকারী বলেন: এরপর উটের পিঠে আরোহণ অবস্থায় সাউবান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর হাত থেকে কোন লাঠি পড়ে গেলেও তিনি কাউকে বলতেন না, আমাকে লাঠিটি উঠিয়ে দাও। বরং তিনি উট থেকে নেমেই তা উঠিয়ে নিতেন।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, "যে ব্যক্তি কারোর কাছে কোন কিছু না চাওয়ার দায়িত্ব নিবে আমি তার জন্য জান্নাতের দায়িত্ব নেবো"।

(আহ্মাদ: ৫/২৭৫)

নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে সালিম বিন্ 'উবাইদ্ আল-আশ্জা'য়ী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর এক বিশেষ অবস্থান:

খালিদ বিন্ 'আর্ফাজাহ্ আল-আশ্জা'য়ী (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা আমরা সালিম বিন্ 'উবাইদ্ আল-আশ্জা'য়ী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সাথে কোথাও রওয়ানা করছিলাম। পথিমধ্যে জনৈক ব্যক্তি হাঁচি দিয়ে বললো: "আস-সালামু 'আলাইকুম"। আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। উত্তরে সালিম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন: "ওয়া-'আলাইকাস-সালাম ওয়া-'আলা উম্মিকা"। তোমার উপর ও তোমার মায়ের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। এরপর তিনি দ্রুত সামনে রওয়ানা করলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি লোকটিকে বললেন: মনে হয় আমার কথায় তুমি কষ্ট পেয়েছো। সে বললো: আমার মায়ের জন্য আপনি দো'আ কিংবা বদ্ দো'আ করুন তা আমি চাই না। তখন তিনি বললেন: আমি একদা রাসূল ﷺ এর কাছ থেকে যা দেখেছি তা-ই এখন তোমার সাথে করেছি। একদা জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ এর নিকট হাঁচি দিয়ে "আস-সালামু 'আলাইকুম" বললে তিনি বলেন: "ওয়া-'আলাইকা ওয়া-'আলা উম্মিকা"। তোমার উপর ও তোমার মায়ের উপর। বস্তুতঃ তোমরা এমন বলবে না। বরং তোমাদের কেউ হাঁচি দিলে সে বলবে: "আল্'হাম্দু লিল্লাহি রাব্বিল-'আলামীন" সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য। যিনি সকল জাহানের প্রতিপালক। অথবা বলবে: "আল্'হাম্দু লিল্লাহি 'আলা কুল্লি 'হালিন"। সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা। আর তার সাথী বলবে: "ইয়ার'হামুকাল্লাহু"। আল্লাহ্ তা'আলা

তোমাকে দয়া করুন। সে আবার বলবে: "ইয়াগ্‌ফিরুল্লাহু লী ওয়া-লাকুম"। আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে ও তোমাদেরকে ক্ষমা করুন।

(আহ্‌মাদ: ৬/৭-৮ ত্বায়ালিসী ১২০৩ ত্বাবারানী/কাবীর: ৭/৫৮)

নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে সুওয়াইদ্ বিন্ মিক্বরিন (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর এক বিশেষ অবস্থান:

আবূ জাম্‌রাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি একদা হিলাল আল-মাযিনী (রাহিমাহুল্লাহ্) কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন: আমি সুওয়াইদ্ বিন্ মিক্বরিন (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন: আমি একদা একটি কলসি হাতে নিয়ে রাসূল ﷺ এর নিকট আসলাম। যাতে আমি খেজুর ভিজিয়ে রাখতাম। আমি তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি আমাকে তা করতে নিষেধ করেন। তাই আমি কলসিটি তৎক্ষণাৎই ভেঙ্গে ফেলি। (আহ্‌মাদ: ৩/৪৪৭ ত্বায়ালিসী ১২৬৪)

আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে মা'ক্বিল্ বিন্ ইয়াসার আল-মুযানী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর এক বিশেষ অবস্থান:

মা'ক্বিল্ বিন্ ইয়াসার আল-মুযানী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমার একটি বোন ছিলো। যার বিবাহ্'র ব্যাপারে আমার নিকট বহু প্রস্তাব এসেছে। অথচ আমি কারোর নিকট তাকে বিবাহ্ দিইনি। পরিশেষে আমার এক চাচাতো ভাই তার ব্যাপারে আমার নিকট বিবাহ্'র প্রস্তাব করলে আমি তার নিকট আমার বোনটিকে বিবাহ্ দিই। কিছু দিন তার সাথে ঘর-সংসার হওয়ার পর একদা সে আমার বোনটিকে রাজ্'য়ী তথা ফেরতযোগ্য ত্বালাক্ব দেয়। এভাবেই সে তাকে রেখে দিলে একদা তার ইদ্দত (ত্বালাক্বের পর তিন ঋতুস্রাব সমপরিমাণ সময়) শেষ হয়ে যায়। এরপর সে আবারো অন্যান্য বিবাহ্প্রার্থীদের সাথে তার ব্যাপারে আমার নিকট বিয়ের প্রস্তাব দেয়। তখন আমি তাকে বললাম: নিকম্মা কোথাকার! একদা আমার বোনটিকে বিবাহ্ করার জন্য বহু লোকই আমার নিকট বিবাহ্'র প্রস্তাব করে। অথচ আমি তখন কারোর নিকটই তাকে বিবাহ্ দিইনি। বরং তুমিই আমার নিকট তার ব্যাপারে একদা বিবাহ্'র প্রস্তাব করলে আমি তোমাকেই সবার

উপর অগ্রাধিকার দিয়ে তাকে তোমার সাথেই বিবাহ্ দিই। অথচ তুমি তাকে ত্বালাক্ব দিয়েছো। এমনকি তার ইদ্দত বাকি থাকতেই তাকে আবার ফেরত নাওনি। আর ইতিমধ্যে তার ইদ্দত শেষ হয়ে যায়। তবে এখন যখন তার বিবাহ্'র ব্যাপারে অনেকেই আমার নিকট বিবাহ্'র প্রস্তাব নিয়ে এসেছে তখন তুমিও তার ব্যাপারে আমার নিকট বিবাহ্'র প্রস্তাব নিয়ে আসলে। সেই আল্লাহ্'র কসম! যিনি ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই। আমি আর তোমার নিকট তাকে কখনোই বিবাহ্ দেবো না। মা'ক্বিল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: তখন আমার ব্যাপারেই নাযিল হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াত। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوْا۟ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾[البقرة: ٢٣٢] .

"যখন তোমরা নিজ স্ত্রীদেরকে ত্বালাক্ব দাও আর তাদের ইদ্দতও পরিপূর্ণ হয়ে যায় তখন তোমরা এ জাতীয় মহিলাদেরকে তারা যখন তাদের পূর্বের স্বামীর নিকট পুনরায় বিবাহ্ বসতে চায় তখন তাদেরকে এ কাজে বাধা দিও না। যদি তারা বৈধভাবে নিজেদের মাঝে আপোষ-মীমাংসায় সম্মত হয়"। (বাক্বারাহ্: ২৩২)

মা'ক্বিল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: আল্লাহ্ তা'আলাই ভালো জানেন স্বামীর প্রতি স্ত্রীর প্রয়োজন এবং স্ত্রীর প্রতি স্বামীর প্রয়োজন। তাই তিনি উক্ত আয়াত নাযিল করেছেন। আর আমিও তা শুনলাম ও মেনে নিলাম। অতঃপর আমি আমার বোনটিকে পুনরায় আমার চাচাতো ভাইয়ের নিকট বিবাহ দেই এবং আমার কসমের কাফ্ফারাহ্ আদায় করি।

(বুখারী/ফাত্হ: ৯/৩৯২-৩৯৩ হাদীস ৫৩৩০, ৫৩৩১ ত্বায়ালিসী ৯৩০)

এক জন মোসলমান মূলতঃ কখনো কখনো আল্লাহ্'র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কিছু কিছু আদেশ পরিত্যাগ করে এবং তাঁর কিছু কিছু নিষেধে লিপ্ত হয়। আর তা কখনো নিজের মনের চাহিদা রক্ষার দরুন হতে পারে। তবে এর অধিকাংশই নিজ যুগের মানুষের সাথে তাল মিলিয়ে কিংবা তাদের লজ্জায় হয়ে থাকে। যাদের নিকট সত্য-মিথ্যার কোন নিশ্চিত

মানদণ্ডই নেই। বরং তারা শরীয়তের মানদণ্ডের বিপরীত দিকেই চলছে। তাই তো আজ তাদের নিকট সুন্নাতটাই বিদ্'আত এবং বিদ্'আতটাই সাওয়াবের কাজ বলে বিবেচিত হয়। অথবা এ কারণেও হতে পারে যে, তারা মনে করছে, কোন রোগ কিংবা অন্য কোন সমস্যার দরুন তাদেরকে আর রাসূল ﷺ এর উক্ত আদেশ-নিষেধ মানতে হবে না।

অথচ সে যুগ ও শতাব্দীর লোক যে যুগ ও শতাব্দী ছিলো সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ ও শতাব্দী। তাঁরা কিন্তু রাসূল ﷺ এর আদেশের বাইরে এতটুকুও যেতেন না।

রাসূল ﷺ তাঁদেরকে যাই আদেশ করতেন তাঁরা সর্বদা সে আদেশের অধীনেই থাকতেন।

এ জাতীয় একটি ঘটনা:

ইয়া'ক্বুব বিন্ 'আস্বিম্ (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি একদা শারীদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন: একদা রাসূল ﷺ জনৈক ব্যক্তিকে দেখলেন তার পরনের কাপড়টি মাটিতে মাড়িয়ে যেতে। তখন রাসূল ﷺ তার নিকট দ্রুত কিংবা দৌড়ে গিয়ে বললেন: "তোমার পরনের কাপড়টি উঠিয়ে নাও এবং আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করো"। সে বললো: আমার পা বাঁকা। আমার হাঁটুদ্বয় একটি আরেকটির সাথে ঘষা খায়। রাসূল ﷺ বললেন: "তোমার পরনের কাপড়টি উঠিয়ে নাও। আল্লাহ্ তা'আলার সকল সৃষ্টিই সুন্দর"। তোমাকে অসুন্দর দেখাবে না। বর্ণনাকারী বলেন: এরপর উক্ত ব্যক্তিকে যখনই দেখা গেলো তখনই তাকে তার পায়ের জঙ্ঘার অর্ধেক পর্যন্ত কিংবা তা ছুঁই ছুঁই করে এমন কাপড় পরিহিত অবস্থায়ই দেখা গিয়েছে।

(আহ্মাদ: ৪/৪৯০ ত্বাবারানী/কাবীর: ৭/৩১৫-৩১৬ মাজ্মা'উয্-যাওয়ায়িদ: ৫/১২৪ সিল্সিলাতুল-আ'হাদীসিস-স্বা'হী'হাহ্: ৩/৪২৭ হাদীস ১৪৪১)

উক্ত সাহাবীকে তাঁর পা-দু'টি বাঁকা হওয়া সত্ত্বেও নবী ﷺ তাঁকে তাঁর পায়ের গিঁটের নিচে কাপড় পরতে দেননি। বরং তিনি তাঁকে কাপড়টি তাঁর পায়ের গিঁটের উপরেই উঠিয়ে রাখার আদেশ করেছেন। আর উক্ত সাহাবী তা মেনে নিয়েছিলেনও বটে। বস্তুতঃ যখন তাঁর আর

কোন ওযর থাকলো না তখন রাসূল ﷺ এর আদেশ মান্য করা ছাড়া তাঁর আর কোন গত্যন্তরও ছিলো না। অতএব, তিনি তাই করেছেন।

এ ঘটনাটি শুনার পর যে ব্যক্তি রাসূল ﷺ এর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তার পরনের কাপড়টি তার পায়ের গিঁটের নিচে পরেছে তার আর কোন ওযর থাকতে পারে কি?!

নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে 'উসমান্ বিন্ মায'ঊন (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর এক বিশেষ অবস্থান:

পরিশেষে 'উসমান বিন্ মায'ঊন (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর একটি বিশেষ অবস্থানের কথা উল্লেখ করে এখানেই এ পর্বের ইতি টানছি।

উম্মুল-মু'মিনীন 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা 'উসমান বিন্ মায'ঊন (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর স্ত্রী খুওয়াইলাহ্ বিন্ত 'হাকীম বিন্ উমাইয়াহ্ বিন্ 'হারিসাহ্ বিন্ আওক্বস্ব আস-সুলামিয়্যাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) আমার নিকট আসলে রাসূল ﷺ তাঁর জীর্ণশীর্ণ অবস্থা দেখে তিনি আমাকে বললেন: হে 'আয়িশা! খুওয়াইলাহ্'র এ জীর্ণশীর্ণ অবস্থা কেন? 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বললেন: হে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ! তাঁর স্বামী দিনের বেলায় রোযা রাখে আর রাতের বেলায় নামাযে ব্যস্ত থাকে। সুতরাং তাঁর স্বামী থেকেও না থাকার মতো। এ জন্য তিনি নিজের প্রতি কোন গুরুত্বই দেন না। 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বলেন: এরপর রাসূল ﷺ 'উসমান বিন্ মায'ঊন (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে ডেকে পাঠালে তিনি উপস্থিত হলে নবী ﷺ তাঁকে বললেন: হে 'উসমান! তুমি কি আমার আদর্শ বিমুখ হয়ে যাচ্ছো?! 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন: না, হে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ! আল্লাহ্'র কসম! বরং আমি আপনার আদর্শই অনুসন্ধান করছি। তখন রাসূল ﷺ বললেন: আমি রাতের বেলায় কিছুক্ষণ ঘুমাই। আর কিছুক্ষণ নামায পড়ি। কখনো নফল রোযা রাখি। আবার কখনো রাখি না। উপরন্তু আমি অনেকগুলো স্ত্রীর সাথে সহবাস করি। আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করো হে 'উসমান! তোমার উপর তোমার নিজ পরিবারের অধিকার রয়েছে। তোমার মেহমানের অধিকার রয়েছে। এমনকি তোমার উপর তোমার নিজের জীবনের অধিকারও রয়েছে। তাই তুমি মাঝে মাঝে নফল রোযা রাখবে। আবার কখনো কখনো

রাখবে না। রাতের বেলায় কিছুক্ষণ নামায পড়বে। আবার কিছুক্ষণ ঘুমাবে। (আহ্মাদ: ৬/২৬৮ আবূ দাউদ ১৩৬৯ ইরওয়াউল-গালীল: ৭/৭৯)

এরপর একদা উক্ত সাহাবী মহিলাকে দেখা গেলো একেবারে নব বধূর ন্যায় সেজেগুজে আছে। তখন তাঁকে বলা হলো, আরে এ কী? তিনি উত্তরে বললেন: আমার ভাগ্যে তাই জুটছে যা অন্যদের ভাগ্যে জুটছে। (ইব্নু 'হিব্বান/মাওয়ারিদ ১২৮৭)

তাতে বুঝা গেলো, 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সত্যিই রাসূল ﷺ এর আদেশ ও উপদেশ মেনেছেন। উপরন্তু তাঁর বৈরাগ্যভাব পরিত্যাগ করেছেন। যা একদা তাঁর একান্ত পছন্দনীয় ছিলো।

আর এভাবেই রাসূল ﷺ এর একান্ত আনুগত্য করতে হয়। নিজের মতামতকে তাঁর আদেশের সামনে ছুঁড়ে ফেলতে হয়।

নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে সাহাবী মহিলাদের কিছু বিশেষ অবস্থান:

রাসূল ﷺ এর আদেশ-নিষেধের ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের অতি চমৎকার অবস্থানের কথা যা উপরে বর্ণিত হয়েছে তা এটাই প্রমাণ করে যে, সাহাবায়ে কিরাম (রাযিয়াল্লাহু আন্হুম) আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ এর ভালোবাসা এবং তাঁদের আদেশ-নিষেধ দ্রুত মানার ব্যাপারে সত্যিই সত্যবাদী। তবে উক্ত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানগুলো শুধু পুরুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং তা সে যুগের মহিলাদের মধ্যেও বিরাজমান। যা মূলতঃ আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে তাঁদের দৃঢ়তা ও অগ্রগামিতাই প্রমাণ করে। যার কিয়দংশ নিচে উল্লেখ করা হলো। যা নিম্নরূপ:

নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে উম্মাহাতুল-মু'মিনীন উম্মু 'হাবীবাহ্ বিন্তু আবী সুফ্ইয়ান ও যায়নাব বিন্তু জা'হাশ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) এর এক বিশেষ অবস্থান:

'হুমাইদ্ বিন্ নাফি' (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা যায়নাব্ বিন্তু আবী সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) আমাকে তিনটি হাদীস

বলেছেন। তিনি বলেন: একদা আমি নবী ﷺ এর স্ত্রী উম্মু 'হাবীবাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) এর নিকট গেলাম। যখন তাঁর পিতা আবূ সুফ্ইয়ান ইব্নু 'হারব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) মৃত্যু বরণ করেন। তখন তিনি খালূক্ব জাতীয় হলদে রঙের সুগন্ধি নিয়ে নিজ দু'টি গণ্ডদেশে লাগিয়ে বললেন: আল্লাহ্'র কসম! সুগন্ধি লাগানোর এখন আমার কোন প্রয়োজন নেই। তবে আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন:

لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

"আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী কোন মু'মিন মহিলার জন্য হালাল হবে না কোন মৃতের প্রতি তিন দিনের বেশি শোক মানানো। তবে সে নিজ স্বামীর প্রতি চার মাস দশ দিন শোক মানাতে পারে"।

যায়নাব্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) আরো বলেন: আমি আরেক দিন যায়নাব বিন্তু জা'হাশ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) এর নিকট গেলাম। যখন তাঁর ভাই মৃত্যু বরণ করলেন। তখন তিনি কিছু সুগন্ধি স্পর্শ করে বললেন: আল্লাহ্'র কসম! সুগন্ধি লাগানোর এখন আমার কোন প্রয়োজন নেই। তবে আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি তিনি একদা মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলেন:

لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

"আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী কোন মু'মিন মহিলার জন্য হালাল হবে না কোন মৃতের প্রতি তিন দিনের বেশি শোক মানানো। তবে সে নিজ স্বামীর প্রতি চার মাস দশ দিন শোক মানাতে পারে"।

যায়নাব্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) আরো বলেন: আমি উম্মু সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন: ...

(বুখারী/ফাত্হ: ৯/৩৯৪ হাদীস ৫৩৩৪, ৫৩৩৫ মুসলিম/নাওয়াওয়ী: ১০/১১১-১১২)

ইতিপূর্বে এ বইয়ের শুরুতেই সূরা আহ্যাবের ছত্রিশ নম্বর আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট বলতে গিয়ে নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার

ব্যাপারে তাঁর স্ত্রী যায়নাব বিন্‌তু জা'হাশ আল-আসাদিয়্যাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) এর আরেকটি চমৎকার অবস্থানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে সাহাবী মহিলাদের আরো কিছু বিশেষ অবস্থান:

'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি পর্যায়ক্রমে নবী ﷺ, আবূ বকর, 'উমর ও 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুম) এর সাথে রোযার ঈদের নামায আদায় করেছি। আমি তাঁদের সবাইকে দেখেছি খুতবার আগে নামায আদায় করতে। নামায শেষে তাঁরা খুতবা দিতেন। একদা আমি দেখলাম, নবী ﷺ ঘর থেকে বের হয়ে সাহাবীদের মাঝে উপস্থিত হয়ে তিনি নিজ হাতের উপর ভর দিয়ে বসলেন। এরপর তিনি তাঁদেরকে রেখে মহিলা সাহাবীদের নিকট গেলেন। তখন তাঁর সাথে ছিলেন বিলাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)। এরপর তিনি বললেন:

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْـًٔا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَٰنٍ يَفْتَرِينَهُۥ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِى مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الممتحنة: ١٢].

"হে নবী! যখন মু'মিন মহিলারা তোমার নিকট এ ব্যাপারে বায়'আত করতে আসে যে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানগুলোকে হত্যা করবে না, জেনে শুনে কারোর ব্যাপারে কোন অপবাদ বানিয়ে সমাজে প্রচার করবে না, উপরন্তু কোন ভালো কাজে তোমার অবাধ্য হবে না তখন তুমি তাদের বায়'আত গ্রহণ করো এবং তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু"। (মুমতাহিনাহ্: ১২)

উক্ত আয়াত তিলাওয়াতের পর রাসূল ﷺ মহিলা সাহাবীদেরকে

উদ্দেশ্য করে বললেন: তোমরা কি আল্লাহ্ তা'আলার কথার উপর অটল? জনৈকা মহিলা বললেন: হ্যাঁ। তখন রাসূল ﷺ বললেন: তা হলে তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার পথে সাদাকা করো। বিলাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁদের সামনে নিজ চাদরটি মেলে ধরলেন। আর রাসূল ﷺ বললেন: তোমরা সাদাকা দিতে এগিয়ে আসো। তোমাদের জন্য আমার মাতা-পিতা কুরবান হোক। তখন তাঁরা নিজেদের কানের দুল ও আংটিগুলো বিলাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর চাদরে ছুঁড়ে মারলেন।

(বুখারী/ফাত্হ: ২/৫৪০ হাদীস ৯৭৯ মুসলিম/নাওয়াওয়ী: ৬/১৭১)

জাবির বিন্ 'আব্দুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: এরপর তিনি মহিলাদের নিকট গেলেন। তাঁর সাথে ছিলেন বিলাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)। তিনি তাঁদেরকে আল্লাহ্ভীতির আদেশ করলেন। তাঁদেরকে উপদেশ দিলেন এবং সমূহ কল্যাণের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও তাঁর আনুগত্যের প্রতি উৎসাহিত করে তিনি বললেন: তোমরা সাদাকা করো। কারণ, তোমাদের অধিকাংশই জাহান্নামের ইন্ধন। তখন কালো চেহারার এক জন নিম্ন শ্রেণীর মহিলা তথা বান্দী বললো: কেন? হে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ! তিনি বললেন: কারণ, তোমাদের অভিযোগের মাত্রা খুবই বেশি এবং তোমরা নিজ স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ। তখন তাঁরা নিজেদের হার, কানের দুল ও আংটিগুলো বিলাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর চাদরে নিক্ষেপ করতে লাগলো। এমনকি তাঁরা নিজেদের সকল অলঙ্কার সাদাকা করে দিলো।

(মুসলিম ৮৮৫)

আরেকটি ঘটনা:

উম্মুল-মু'মিনীন 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আল্লাহ্ তা'আলা দয়া করুন প্রথম যুগের মুহাজির মহিলাদেরকে। যখন আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন,

﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ﴾ [النور: ٣١].

"তাদের ঘাড় ও বুক যেন তারা মাথার কাপড় তথা ওড়না দিয়ে ঢেকে রাখে"। (নূর: ৩১)

উক্ত আয়াত নাযিলের পর তাঁরা নিজেদের চাদরগুলো দু' টুকরো করে তা দিয়ে ওড়না বানিয়ে নেয়।

(বুখারী/ফাত্হ: ৮/৩৪৭ হাদীস ৪৭৫৮, ৪৭৫৯)

'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) আরো বলতেন: যখন উক্ত আয়াতটি নাযিল হয় তখন তাঁরা নিজেদের পরনের কাপড়গুলো পাড়ের দিক থেকে ছিঁড়ে তা দিয়ে নিজেদের জন্য ওড়না বানিয়ে নেয়।

স্বাফিয়্যাহ্ বিন্ত শাইবাহ্ (রাহিমাহাল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা আমরা 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) এর নিকট বসা ছিলাম। তখন তিনি কুরাইশ বংশের মহিলাদের বৈশিষ্ট্য বলতে গিয়ে বললেন: কুরাইশ বংশের মহিলাদের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তবে আল্লাহ্'র কসম! আমি আন্সারী মহিলাদের চেয়ে কুর'আনের উপর বেশি বিশ্বাসী আর কাউকে দেখিনি। যখন সূরা নূরের উক্ত আয়াতটি নাযিল হলো তখন তাঁদের পুরুষরা ঘরে গিয়ে তাঁদেরকে আয়াতটি পড়ে শুনায়। এক জন পুরুষ মসজিদ থেকে ঘরে ফিরে তার স্ত্রী, মেয়ে, বোন ও আত্মীয়া মহিলাদেরকে আয়াতটি পড়ে শুনায়। তখন তাঁরা সবাই আল্লাহ্'র কুর'আনে দৃঢ় বিশ্বাস করে নিজেদের বড় বড় চাদরগুলো দিয়ে তাঁদের শরীরগুলো মাথা থেকে নিচের দিকে ঢেকে ফেলে। অতঃপর তাঁরা মাথায় কালো কাপড় লাগিয়ে রাসূল ﷺ এর পেছনে হাঁটতো যেন তাঁদের মাথায় কাক বসে আছে। (ফাত্'হুল-বারী: ৮/৩৪৮)

আরেকটি ঘটনা:

আবূ উসাইদ্ আন্সারী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছেন। রাসূল ﷺ একদা মসজিদ থেকে বের হয়ে রাস্তায় পুরুষ ও মহিলাদেরকে একত্রিত হতে দেখে বলেন:

اسْتَأْخِرْنَ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيْقَ، عَلَيْكُنَّ بَحَافَّاتِ الطَّرِيقِ

"তোমরা একটু সরে যাও। রাস্তার মধ্যভাগে চলার কোন অধিকার তোমাদের নেই। তোমরা অবশ্যই রাস্তার কিনারায় কিনারায় চলবে"।

উক্ত হাদীস শুনার পর মহিলারা রাস্তার দেয়াল ঘেঁষে চলতো। এমনকি কখনো কখনো তাদের কাপড়গুলো দেয়ালের সাথে আটকে যেতো।

(আবূ দাউদ ৫২৭২ হাইসামী/মাওয়ারিদ ১৯৬৯ সিল্‌সিলাতুল-আ'হাদীসিস-স্বা'হী'হাহ্: ২/৫৩৭)

আরেকটি ঘটনা:

যুবাইর ইব্‌নুল-'আউয়াম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: উ'হুদের দিন জনৈকা মহিলা খুব দ্রুত এগিয়ে আসছিলো। যখন সে শহীদদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছিলো এমতাবস্থায় মহিলাটি তাঁদেরকে দেখুক তা রাসূল ﷺ পছন্দ করেননি বলে তিনি সাহাবীদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন: মহিলা! মহিলা! যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: আমি দূর থেকে বুঝতে পারলাম তিনি আমার মা স্বাফিয়্যাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা)। আমি দ্রুত তাঁর দিকে ছুটে গেলাম। তাঁকে শহীদদের কাছে পৌঁছার আগেই পেয়ে গেলাম। তিনি এক জন শক্তিশালী মহিলা ছিলেন। তিনি আমার বুকে আঘাত করে বললেন: তুমি চলে যাও। তুমি আমার কাছে এসো না। আমি বললাম: রাসূল ﷺ আপনাকে দৃঢ়ভাবে নিষেধ করেছেন সেখানে না যাওয়ার জন্য। এ কথা শুনে তিনি দাঁড়িয়ে গিয়ে দু'টি কাপড় বের করে বললেন: এ দু'টি কাপড় আমার ভাই 'হামযাহ্'র জন্য নিয়ে এসেছিলাম। আমি তাঁর শাহাদাতের ব্যাপারটি জানতে পেরেছি। সুতরাং তোমরা তাঁকে এ দু'টি কাপড় দিয়ে কাফন দিবে।

(আহ্‌মাদ্: ১/১৬৫ হাদীস ১৪১৮ বায়হাক্বী: ৩/৪০১ মাজমা'উয্-যাওয়ায়িদ: ৬/১১৮ আহ্‌কামুল-জানায়িয: ৮১)

আরেকটি ঘটনা:

'আব্দুল্লাহ্ বিন্ সুওয়াইদ আন্‌সারী তাঁর ফুফী আবূ 'হুমাইদ আস-সা'য়িদীর স্ত্রী উম্মু 'হুমাইদ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) থেকে বর্ণনা করেন: তিনি একদা নবী ﷺ এর কাছে এসে বললেন: হে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ! আমি আপনার সাথে নামায পড়তে পছন্দ করি। রাসূল ﷺ বললেন: আমি জানি, তুমি আমার সাথে নামায পড়তে পছন্দ করো। তবে তোমার শোয়ার ঘরে নামায আদায় করা তোমার জন্য অনেক উত্তম তোমার অন্য কোন রুমে নামায আদায় করার চেয়ে। তেমনিভাবে তোমার নিজের রুমে নামায আদায় করা তোমার জন্য অনেক উত্তম তোমার সাধারণ ঘরে নামায আদায় করার চেয়ে। তেমনিভাবে তোমার

ঘরে নামায আদায় করা তোমার জন্য অনেক উত্তম তোমার বংশের কিংবা এলাকার মসজিদে নামায আদায় করার চেয়ে। তেমনিভাবে তোমার বংশের কিংবা এলাকার মসজিদে নামায আদায় করা তোমার জন্য অনেক উত্তম আমার মসজিদে নামায আদায় করার চেয়ে।

উক্ত হাদীস শুনার পর তিনি তাঁর নিজের জন্য তাঁর শোয়ার ঘরের একেবারে অন্ধকার ও সর্বশেষ কিনারে নামাযের জায়গা তৈরির আদেশ করলে তাঁর জন্য তা বানিয়ে দেয়া হলো। তখন তিনি তাঁর মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সেখানেই নামায আদায় করেন।

(আহ্মাদ: ৬/৩৭১ ইব্নু খুযাইমাহ্: ৩/৯৫ হাদীস ১৬৮৯ মাজমা'উয্-যাওয়ায়িদ: ২/৩৩-৩৪)

আরেকটি ঘটনা:

আনাস্ বিন্ মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা নবী ﷺ জুলাইবীবের জন্য আন্সারী এক মেয়ের ব্যাপারে তার বাপের নিকট বিয়ের প্রস্তাব করলে সে বললো: আমি তার মায়ের সাথে আলাপ করে দেখি সে অনুমতি দেয় কী না। নবী ﷺ বললেন: ঠিক আছে, তাই করো। লোকটি তার স্ত্রীর নিকট গিয়ে ব্যাপারটি তাকে খুলে বললে সে বললো: না, আল্লাহ্'র কসম! রাসূল ﷺ কি আমার মেয়ের জন্য কেবল জুলাবীবকেই পেলেন? আমরা তো ইতিপূর্বে এর চেয়ে আরো উন্নত ছেলে অমুক অমুকের কাছেও আমাদের মেয়েটিকে বিবাহ্ দিতে চাইনি। এ দিকে মেয়েটি পর্দার আড়াল থেকে তার মাতা-পিতার কথোপকথন শুনছিলো। ইতিমধ্যে লোকটি রওয়ানা করলো নবী ﷺ কে উক্ত সংবাদটি দেয়ার জন্য। তখন মেয়েটি তার পিতাকে বললো: তোমরা কি নবী ﷺ এর আদেশটুকু অমান্য করতে চাও? নবী ﷺ যদি তোমাদের জন্য তাকেই পছন্দ করে থাকেন তা হলে তাকেই বিয়ে দিয়ে দাও। মেয়েটিকে তার মাতা-পিতার চেয়েও আরো বুদ্ধিমতী মনে হলো। তখন তারা বললো: তুমিই ঠিক বলেছো। তখন তার পিতা নবী ﷺ এর কাছে গিয়ে বললো: আপনি যদি তাকে পছন্দ করে থাকেন তা হলে আমরাও তাকে পছন্দ করলাম। নবী ﷺ বললেন: আমি তো তাকে অবশ্যই পছন্দ করেছি। তখন মেয়েটিকে তার নিকট বিবাহ্ দেয়া

হয়। মদীনাবাসীদের মাঝে একদা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লে জুলাইবীব উটের পিঠে চড়লো। কিছুক্ষণ পর দেখা গেলো, জুলাইবীব অনকেগুলো মুশ্‌রিককে মেরে নিজেই শহীদ হয়ে গেলো।

আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: আমি সে মেয়েটিকে দেখেছি, তার পরিবারই মদীনার সব চেয়ে বড় ধনী।

(আহ্‌মাদ: ৩/১৩৬ আব্দুর-রায্‌যাক্ব ১০৩৩৩ আব্দুব্‌নু 'হুমাইদ্ ১২৪৫)

নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে এক জন আন্‌সারী মেয়ের একটি বিশেষ অবস্থান:

বকর বিন্ আব্দুল্লাহ্ আল-মুযানী (রাহিমাহুল্লাহ্) মুগীরাহ্ বিন্ শু'বাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: আমি একদা নবী ﷺ এর নিকট এসে ইতিমধ্যে আমি একটি মেয়েকে বিবাহ্'র প্রস্তাব দিয়েছি বলে তাঁকে কথাটি শুনালে তিনি আমাকে বললেন: তুমি তাকে দেখে আসো। তা হলে তোমাদের মধ্যকার সুসম্পর্ক মধুময় হবে বলে আশা করা যায়। এরপর আমি একটি আন্‌সারী মেয়ের ব্যাপারে তার মাতা-পিতার নিকট বিবাহ্'র প্রস্তাব দিয়ে তাদেরকে রাসূল ﷺ এর উক্ত বাণীটি শুনিয়ে দিলে তারা ব্যাপারটিকে অপছন্দ করেন। মেয়েটি পর্দার আড়াল থেকে কথাটি শুনে বললো: যদি রাসূল ﷺ তোমাকে আমার চেহারা দেখার আদেশ দিয়ে থাকেন তা হলে তুমি তা অবশ্যই দেখে যাও। নতুবা আমি আল্লাহ্ তা'আলার কসম দিয়ে বলছি, আমি কারোর সাথে দেখা করতে চাই না। মুগীরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: অতঃপর আমি তাকে দেখেছি ও বিবাহ্ করেছি। আমি তার উপর সন্তুষ্ট। সেও আমার উপর সন্তুষ্ট।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তার মতো আর কোন মেয়ে আমি জীবনে পাইনি। অথচ আমি আমার জীবনে সত্তর কিংবা তার চেয়ে বেশি মেয়ে বিবাহ্ করেছি।

(আহ্‌মাদ: ৪/২৪৪-২৪৫ সিল্‌সিলাতুল-আ'হাদীসিস-স্বা'হী'হাহ্: ১/১৫০ হাদীস ৯৬)

সর্বদা নিজ স্বামীর কল্যাণকামী এক জন মহীয়সী নারী আবুল-হাইসাম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর স্ত্রীর ঘটনা:

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ একদা

আবুল-হাইসাম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে বললেন: তোমার কি কোন খাদেম কিংবা গোলাম আছে? তিনি বললেন: না। অতঃপর রাসূল ﷺ তাঁকে বললেন: আমার নিকট কোন যুদ্ধলব্ধ গোলাম আসলে তুমি অবশ্যই আমার সাথে দেখা করবে। এরপর একদা নবী ﷺ এর নিকট দু'টি গোলাম আসলে আবুল-হাইসাম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী ﷺ এর নিকট আসলেন। নবী ﷺ তাঁকে বললেন: তুমি এ দু'টির একটি চয়ন করো। তিনি বললেন: হে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ! আপনি আমার জন্য চয়ন করুন। তখন নবী ﷺ বললেন: যার নিকট পরামর্শ চাওয়া হয় তাকে অবশ্যই আমানতদার হতে হবে। সুতরাং তুমি একে নাও। কারণ, আমি একে নামায পড়তে দেখেছি। আর তার সাথে ভালো ব্যবহার করবে। তখন তাঁর স্ত্রী বললো: তুমি রাসূল ﷺ এর ওসিয়ত পুরোপুরি মানতে পারবে না যতক্ষণ না তাকে স্বাধীন করে দিবে। তখন আবুল-হাইসাম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন: তা হলে সে স্বাধীন। আর তখনই নবী ﷺ তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন:

إِنَّ اللهَ لَـمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا وَلاَ خَلِيْفَةً إِلاَّ وَلَهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْـمَعْرُوْفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْـمُنْكَرِ، وَبِطَانَةٌ لاَ تَأْلُوْهُ خَبَالاً، وَمَنْ يُوْقَ بِطَانَةَ السُّوْءِ فَقَدْ وُقِيَ .

"আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াতে এমন কোন নবী কিংবা খলীফাহ্ পাঠাননি যার জন্য তিনি দু' ধরনের মন্ত্রণাদাতার ব্যবস্থা করেননি। তাদের মধ্যে এক ধরনের মন্ত্রণাদাতা এমন রয়েছে যারা ওদেরকে ভালো কাজের আদেশ করে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে। আরেক ধরনের মন্ত্রণাদাতা হলো এমন যারা ওদের ক্ষতি করতে এতটুকুও কোতাহী করে না। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা যাকে খারাপ মন্ত্রণাদাতা থেকে রক্ষা করবেন সেই রক্ষা পাবে"।

(বুখারী/আল-আদাবুল-মুফ্রাদ: ৯৬ হাদীস ২৫৬)

আরেক জন সাহাবী মহিলার ঘটনা:

'আমর বিন্ শু'আইব তাঁর পিতা থেকে তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা

করেন: একদা জনৈকা মহিলা নবী ﷺ এর নিকট আসলো। তার সাথে ছিলো একটি মেয়ে। যার হাতে ছিলো স্বর্ণের দু'টি মোটা বালা। নবী ﷺ তাকে বললেন: তুমি কি এগুলোর যাকাত দাও? সে বললো: না। তখন নবী ﷺ তাকে বললেন: তুমি কি চাও আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন এ দু'টির পরিবর্তে তোমাকে দু'টি আগুনের বালা পরিয়ে দিক? এ কথা শুনার সাথে সাথেই মহিলাটি তার বালা দু'টো নবী ﷺ কে দিয়ে বললো: এ দু'টো আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ এর জন্য। (আবূ দাউদ ১৮৭ ফাতাওয়া ইব্নু বায: ৬/৩৫০)

যারা কুর'আন ও সুন্নাহ্'র বিরুদ্ধে মানুষের কথা উপস্থাপন করে তাদের ব্যাপারে সালাফে সালি'হীনের অবস্থান:

সালাফে সালি'হীন তথা সাহাবী ও তাবি'য়ীগণ কাউকে কোন ব্যক্তির কথার দরুন কুর'আন ও সুন্নাহ্'র বিরোধিতা করতে দেখলে তাঁরা খুবই কষ্ট পেতেন। এমনকি তাঁরা তা কখনো মেনে নিতে পারতেন না। চাই সে যেই হোক না কেন।

উপরন্তু তাঁরা এ জাতীয় মানুষদেরকে পরিত্যাগ ও বয়কট করতেন। এমনকি তাঁরা তাদের থেকে বহু দূরে থাকতেন ও তাদের সাথে একেবারেই কথা বলতেন না।

এ সংক্রান্ত একটি ঘটনা:

সালিম বিন্ 'আব্দুল্লাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) বলেন: আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন: "মহিলারা তোমাদের নিকট মসজিদে যাওয়ার অনুমতি চাইলে তোমরা তাতে বাধা দিও না"। এ কথা শুনার পর তাঁর ছেলে বিলাল বিন্ 'আব্দুল্লাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) বললেন: আল্লাহ্'র কসম! আমি অবশ্যই তাদেরকে মসজিদে যেতে দেবো না। ফলে 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) তাঁকে এমন কঠিন গালি দেন যা ইতিপূর্বে তিনি কখনো দেননি। উপরন্তু তিনি বলেন: আমি রাসূল ﷺ এর হাদীস বলছি। আর তুমি আল্লাহ্'র কসম খেয়ে বলছো: তাদেরকে

বাধা দিবে। এটি কেমন কথা! (মুসলিম/নাওয়াওয়ী: ৪/৬১)

এ সংক্রান্ত আরেকটি ঘটনা:

ক্বাতাদাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমরা একদা কিছু সংখ্যক মানুষ 'ইমরান বিন্ 'হুস্বাইন (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নিকট অবস্থান করছিলাম। তখন আমাদের মাঝে বাশীর বিন্ কা'বও ছিলো। ইতিমধ্যে 'ইমরান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন: "লজ্জা বলতে তা পুরোটাই কল্যাণ"। এ দিকে বাশীর বললো: আমরা কিছু কিছু দার্শনিকদের কিতাবে পাচ্ছি, কিছু কিছু লজ্জা মূলতঃ প্রশান্তি ও আল্লাহ্ তা'আলার সম্মানার্থে। আর কিছু হলো দুর্বলতা। তখন 'ইমরান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) খুব রাগ করলেন। এমনকি রাগে তাঁর চক্ষুদ্বয় লাল হয়ে গেলো। তিনি বললেন: আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদীস বর্ণনা করছি। আর তুমি এর বিরোধিতা করছো। এরপর 'ইমরান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হাদীসটি আবারো বর্ণনা করলেন। আর বাশীর তাঁর কথাটি আবারো বললো। তখন 'ইমরান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আরো বেশি রাগ করলেন। আর আমরা বললাম: আরে সে তো আমাদেরই লোক হে আবূ নুজাইদ! এতে কোন অসুবিধে হবে না।

(বুখারী/ফাত্হ: ১০/৫৩৭ হাদীস ৬১১৭ মুসলিম/নাওয়াওয়ী: ২/৭)

ইমাম নাওয়াওয়ী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: 'ইমরান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাগ করলেন। কারণ, তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদীস শুনালেন। যাতে রয়েছে, লজ্জা পুরোটাই কল্যাণকর। আর বাশীর বলছে, এর কিছু হলো দুর্বলতা মাত্র।

এখানে বিরোধিতা মানে, মূল কথার বিপরীত কথা উপস্থাপন করা। আর সে আমাদেরই লোক মানে, সে মুনাফিক, যিনদীক্ব তথা ধর্ম অস্বীকারকারী কিংবা বিদ্'আতী ইত্যাদি নয়। বরং সে ধর্মের উপর অটল একজন ব্যক্তি। শুধু সে কথাটি বুঝতে চেয়েছে মাত্র।

এ সংক্রান্ত আরেকটি ঘটনা:

সা'ঈদ্ বিন্ জুবাইর (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ মুগাফ্ফাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর এক আত্মীয় কিছু ছোট ছোট পাথর এ দিক ও দিক ছুঁড়ছিলো। তখন তিনি তাকে তা করতে নিষেধ করলেন। তিনি বললেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু) এমন করতে নিষেধ করেছেন।

নবী ﷺ বলেন: "কারণ, এ ছোট ছোট পাথর দিয়ে না কোন পশু শিকার করা যায়। না কোন শত্রুকে বধ করা যায়। বরং তা অকস্মাৎ কারোর দাঁত ভেঙ্গে ফেলে ও চোখ ফুটো করে দেয়"। এরপরও সে কাজটি আবারো করলো। তখন তিনি তাকে বললেন: আমি তোমাকে বলছি, রাসূল ﷺ এ কাজ করতে নিষেধ করেছেন। তারপরও তুমি তা করছো। আমি আর কখনো তোমার সাথে কথা বলবো না। (বুখারী/ফাত্হ: ৯/৫২২ হাদীস ৫৪৭৯ মুসলিম/নাওয়াওয়ী: ১৩/১০৬)

দারিমী শরীফের বর্ণনায় রয়েছে, আল্লাহ্'র কসম! আমি তোমার জানাযায় শরীক হবো না। তুমি অসুস্থ হলে দেখতে যাবো না। এমনকি তোমার সাথে কখনো কোন কথা বলবো না। (দারিমী: ১/১২৭ হাদীস ৪৩৮)

এ সংক্রান্ত আরেকটি ঘটনা:

সা'ঈদ্ বিন্ জুবাইর (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) বলেন: নবী ﷺ মুত'আহ্ বিবাহ্ (একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিবাহ্) করেছেন। তখন 'উরওয়াহ্ বিন্ যুবাইর (রাহিমাহুল্লাহ্) বললেন: আবূ বকর ও 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) তা করতে নিষেধ করছেন। তখন ইব্নু 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) বললেন: 'উরয়াহ্ কী বলে? (তিরস্কারের ছলে তাঁর নামটি একটু পরিবর্তন করে বললেন) বর্ণনাকারী বলেন: সে বলছে, আবূ বকর ও 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) তা করতে নিষেধ করছেন। তখন ইব্নু 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) বললেন: আমার ধারণা, তাঁরা ধ্বংস হয়ে যাবেন। আরে আমি বলছি, নবী ﷺ এর কথা। আর সে বলছে, আবূ বকর ও 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) তা করতে নিষেধ করছেন। (আহ্মাদ্: ১/৩৩৭ হাদীস ৩১২১)

মূলতঃ নবী ﷺ মুত'আহ্ বিবাহ্ করেছেন ঠিকই। তবে তিনি খাইবার যুদ্ধ ও মক্কা বিজয়ের সময় তা করা হারাম করে দেন। হয়তোবা এ হারামের ব্যাপারটি ইব্নু 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) এর নিকট পৌঁছায়নি। তাই তিনি এমন কথা বলেছেন। বলা হয়, পরিশেষে তিনি এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর এ জাতীয় ফতোয়া দেয়া থেকে

বিরত থাকেন।

'আল্লামাহ্ ইব্নু বায্ (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: যদি আবূ বকর ও 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) এর কথার দরুন রাসূল ﷺ এর সুন্নাতের বিরোধিতা করা আল্লাহ্ তা'আলার শাস্তির কারণ বলে আশঙ্কা করা হয় তা হলে যারা এঁদের ছাড়া অন্য কারোর কথা কিংবা নিজের গবেষণা ও মতামতের দরুন রাসূল ﷺ এর সুন্নাতের বিরোধিতা করে তাদের ব্যাপারে কী আশঙ্কা করা যেতে পারে? (ফাতাওয়া: ১/২২৩)

এ সংক্রান্ত আরেকটি ঘটনা:

ইব্নু শিহাব (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: সালিম বিন্ 'আব্দুল্লাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) তাঁকে বলেন: তিনি একদা জনৈক শাম এলাকার লোককে আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) এর নিকট হজ্জ ও 'উমরাহ্ একত্রে করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন: তা করা জায়িয। তখন শাম এলাকার লোকটি বললো: আপনার পিতা তো তা করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বললেন: আমার পিতা যদি তা করতে নিষেধ করেন আর রাসূল ﷺ তা করে থাকেন তা হলে আমার পিতার কথা মানা হবে, না রাসূল ﷺ এর কথা?

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বলেন: তোমরা ধ্বংস হও! তোমরা কি আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করো না? যদি 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তা নিষেধ করে থাকেন তা হলে তিনি এতে কল্যাণ তথা 'উমরাহ্'র পরিপূর্ণতার কথাই চিন্তা করেছেন। অতএব, তোমরা তা হারাম করতে যাবে কেন? যা আল্লাহ্ তা'আলা হালাল করে দিয়েছেন এবং রাসূল ﷺ তা আমলও করেছেন। রাসূল ﷺ এর সুন্নাত মানা ভালো, না 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সুন্নাত? (আহ্মাদ: ২/৯৫ হাদীস ৫৭০০)

এ সংক্রান্ত আরেকটি ঘটনা:

সালিম বিন্ আব্দুল্লাহ্ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন: "তোমাদের কেউ ঘুম থেকে জেগেই সে যেন তার হাতখানা দ্রুত কোন পানির পাত্রে ঢুকিয়ে না দেয় যতক্ষণ না সে তা তিন বার ধুয়ে নেয়। কারণ, সে তো জানে না, তার হাতখানা রাতে

কোথায় ছিলো কিংবা কোথায় বিচরণ করছিলো"। তখন জনৈক ব্যক্তি বললো: যদি পানির পাত্রটি হাউয হয়? তখন ইব্নু 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) তাকে উদ্দেশ্য করে একটি পাথর মেরে বললেন: আমি তোমাকে রাসূল ﷺ এর বাণী শুনাচ্ছি। আর তুমি বলছো, যদি তা হাউয হয়? (ইব্নু খুযাইমাহ্: ১/৭৫)

এ সংক্রান্ত আরেকটি ঘটনা:

আবুল-মুখারিক্ব (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: 'উবাদাহ্ বিন্ স্বামিত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) একদা এ কথা উল্লেখ করলেন যে, নবী ﷺ এক দিরহাম দিয়ে দু' দিরহাম কিনতে নিষেধ করেছেন। তখন জনৈক ব্যক্তি বললো: নগদ হলে তাতে কোন অসুবিধে নেই। 'উবাদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন: আমি বলছি, এ কথাটি নবী ﷺ বলেছেন। আর তুমি বলছো, তাতে কোন অসুবিধে নেই?! আল্লাহ্'র কসম! আমাকে ও তোমাকে কোন ছাদ যেন কখনো ছায়া না দেয়। তথা আমার সাথে যেন তোমার কখনো সাক্ষাৎ না হয়। (দারিমী: ১/১২৯ হাদীস ৪৪৩ ইব্নু মাজাহ্ ১৮)

এ সংক্রান্ত আরেকটি ঘটনা:

ক্বাতাদাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: ইব্নু সিরীন (রাহিমাহুল্লাহ্) একদা জনৈক ব্যক্তিকে নবী ﷺ এর একটি হাদীস শুনালে সে বললো: ওমুক ব্যক্তি এমন এমন বলেছে। ইব্নু সিরীন (রাহিমাহুল্লাহ্) বললেন: আমি তোমাকে নবী ﷺ এর হাদীস শুনাচ্ছি। আর তুমি বলছো, ওমুক এমন এমন বলেছে?! আমি আর তোমার সাথে কখনো কথা বলবো না। (দারিমী: ১/১২৮ হাদীস ৪৪১)

এ সংক্রান্ত আরেকটি ঘটনা:

যুবাইর বিন্ বাক্কার (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: সুফ্ইয়ান বিন্ 'উয়াইনাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: একদা জনৈক ব্যক্তি ইমাম মালিক বিন্ আনাস্ (রাহিমাহুল্লাহ্) এর নিকট এসে তাঁকে বললেন: হে আবূ আব্দুল্লাহ্! আমি কোন জায়গা থেকে ইহ্রাম বাঁধবো? তিনি বললেন: যুল-'হুলাইফাহ্ থেকে। যেখান থেকে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ ইহ্রাম বেঁধেছেন। লোকটি বললো: আমি মসজিদে নববী তথা রাসূল

ﷺ এর কবরের পাশ থেকে ইহ্‌রাম বাঁধতে চাচ্ছি। ইমাম মালিক (রাহিমাহুল্লাহ্) বললেন: তুমি এমন করো না। কারণ, আমি তোমার উপর ফিতনার ভয় পাচ্ছি। সে বললো: এতে কিসের ফিতনা? আমি শুধু কয়েকটি মাইল বাড়িয়ে দিতে চাচ্ছি। ইমাম মালিক (রাহিমাহুল্লাহ্) বললেন: এর চেয়ে আর বড় ফিতনা কী হতে পারে? তুমি মনে করছো যে, তুমি এমন একটি ফযীলতের কাজ করবে যা রাসূল ﷺ করেননি। আমি আল্লাহ্ তা'আলাকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন:

﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور: ٦٣]

"কাজেই যারা তার (রাসূলের) আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত যে, অকস্মাৎ তাদেরকে পেয়ে বসবে কোন ফিতনা কিংবা তাদের উপর নেমে আসবে যন্ত্রণাদায়ক কোন শাস্তি"।

[(নূর: ৬৩) (ই'তিস্বাম: ১/১৬৭ যাম্মুল-কালাম: ৩/৩/৫৪/১)]

এ সংক্রান্ত আরেকটি ঘটনা:

'আমর বিন্ মু'হাম্মাদ (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: আবূ মু'আবিয়াহ্ আত-ত্বরাইর (রাহিমাহুল্লাহ্) খলীফাহ্ হারূনুর রশীদ (রাহিমাহুল্লাহ্) কে হাদীস শুনাতেন। একদা তিনি খলীফাহ্‌কে আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর একটি হাদীস শুনান। যাতে বলা হয়েছে, আদম ও মূসা ('আলাইহিমাস-সালাম) একদা পরস্পর তর্কে লিপ্ত হলেন। তখন 'আলী বিন্ জা'ফর নামক জনৈক ব্যক্তি বললো: এটি কী করে সম্ভব? আদম ও মূসা ('আলাইহিমাস-সালাম) এর মাঝে সময়ের ব্যবধান তো অনেক বেশি। তখন খলীফাহ্ হারূনুর রশীদ তার দিকে তাড়িয়ে গিয়ে বললেন: আরে তিনি তোমাকে রাসূল ﷺ এর হাদীস শুনাচ্ছেন। আর তুমি তার বিরোধিতা করে বলছো, তা কী করে সম্ভব! খলীফাহ্ এ কথাটি বার বার বলছিলেন। পরিশেষে সে একেবারেই চুপ হয়ে গেলো।

('আক্বীদাতুস-সালাফি ওয়া আস্ব'হাবিল-'হাদীসি: ৯৭)

ইমাম স্বাবূনী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: এভাবেই প্রতিটি মানুষকে রাসূল

ﷺ এর বাণীসমূহকে অবশ্যই সম্মান করতে হবে। তা গ্রহণ ও তার সামনে আত্মসমর্পণ এমনকি তা বিশ্বাসও করতে হবে। উপরন্তু যারা এ পন্থার বিপরীতে চলে তাদেরকে কঠিনভাবে প্রতিরোধ করতে হবে। যা করেছেন খলীফাহ্ হারূনুর রশীদ (রাহিমাহুল্লাহ্) ওই ব্যক্তির সাথে যে নবী ﷺ এর বিশুদ্ধ হাদীস শুনার পরও তা কী করে সম্ভব বলে প্রশ্ন তুলেছে। মূলতঃ সে এভাবে হাদীসটিকে অস্বীকার করতে চেয়েছিলো। তা থেকে দূরে থাকতে চেয়েছিলো। সে হাদীসটিকে সেভাবে গ্রহণ করতে পারেনি যেভাবে গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক ছিলো রাসূল ﷺ এর সকল হাদীসকে। ('আক্বীদাতুস-সালাফ: ৯৭-৯৮)

তাই বলতে হয়, নবী ﷺ এর বাণীসমূহ সালাফদের অন্তরে এতো বেশি মর্যাদাপূর্ণ ছিলো যে, তাঁরা তা কখনো কারোর কথায় প্রত্যাখ্যান করতেন না। আর এভাবেই এক জন মানুষের ঈমান সত্যিকারার্থে মযবুত হয়। (মুখতাস্বারুস-স্বাওয়া'য়িক্ব: ১৪৬)

নবী ﷺ বিরোধীদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে দ্রুত শাস্তি:

যার নিকট নবী ﷺ এর কোন আদেশ-নিষেধ এসেছে; অথচ সে তা গ্রহণ করেনি ও তার উপর আমল করেনি তথা তার মর্মানুযায়ী নিজ জীবনকে পরিচালিত করেনি তা হলে সে দুনিয়াতেই আল্লাহ্ তা'আলার দ্রুত শাস্তি থেকে কখনোই নিরাপদ নয়। উপরন্তু তার জন্য তো আখিরাতের শাস্তি অবশ্যই রয়েছে। যদি না আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ক্ষমা করেন।

ইমাম আহ্মাদ্ বিন্ 'হাম্বাল (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: আমি ওদের ব্যাপারে আশ্চর্য হই যারা নবী ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীসের সনদ কিংবা সূত্র সঠিক জেনেও ইমাম সুফ্ইয়ানের মতামত গ্রহণ করে। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور: ٦٣] .

"কাজেই যারা তার (রাসূলের) আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত যে, অকস্মাৎ তাদেরকে পেয়ে বসবে কোন ফিতনা কিংবা তাদের উপর নেমে আসবে যন্ত্রণাদায়ক কোন শাস্তি"। (নূর: ৬৩)

তোমরা কি জানো, আয়াতে উল্লিখিত ফিতনা কী? ফিতনা হলো শির্ক। হয়তোবা নবী ﷺ এর বাণী প্রত্যাখ্যান করার দরুন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অন্তরে খানিকটা বক্রতা সৃষ্টি হবে। যার দরুন সে ধ্বংস হয়ে যাবে।

(কিতাবুত-তাওহীদ: হালাল জিনিস হারাম করার ব্যাপারে আলিম ও প্রশাসকদের আনুগত্য, ইবানাহ: ১/২৬০ হাদীস ৯৭)

যাহ্হাক (রাহিমাহুল্লাহ্) উক্ত আয়াতের ফিতনার ব্যাখ্যায় বলেন: এ জাতীয় মানুষের অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়। হয়তোবা কখনো তার মুখ দিয়ে অকস্মাৎ কোন কুফরি কথা বের হবে। তখন তাকে এ জন্য হত্যা করা হবে। (ইব্নু জারীর ত্বাবারী: ১৮/১৭৮)

ইব্নু জারীর ত্বাবারী (রাহিমাহুল্লাহ্) উক্ত আয়াতের আযাবের ব্যাখ্যায় বলেন: রাসূল ﷺ এর আদেশের বিরোধিতার দরুন তাদের উপর দুনিয়াতেই আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নেমে আসবে।

শাইখুল-ইসলাম ইব্নু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: যখন রাসূল ﷺ এর আদেশ অমান্যকারীকে কুফরি ও শির্ক এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করা হচ্ছে তখন তা এটাই প্রমাণ করে যে, কখনো কখনো এ জাতীয় কর্মকাণ্ড সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কুফরি ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির দিকে পৌঁছিয়ে দিবে। আর এ কথা সবারই জানা যে, যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির দিকে পৌঁছিয়ে দেয়া বলতে তা শুধু গুনাহ্কেই বুঝায়। আর কুফরির দিকে পৌঁছিয়ে দেয়া বলতে বিরোধিতার পাশাপাশি তাকে হালকা মনে করা কিংবা তাকে নিয়ে ঠাট্টা অথবা অবহেলা করাকে বুঝায়। যেমন তা ইবলিস করেছিলো। (ফাত'হুল-মাজীদ: ৩৮৯)

'আল্লামাহ্ মু'হাম্মাদ্ আল-আমীন আশ-শানক্বীত্বি (রাহিমাহুল্লাহ্)

বলেন: উক্ত আয়াতে আদেশ বলতে রাসূল কিংবা আল্লাহ্ তা'আলার আদেশকেই বুঝানো হয়েছে। যাই হোক, তবে মর্ম একই। কারণ, আদেশ তো আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকেই আসে আর রাসূল ﷺ হলেন তা প্রচারকারী।

উস্বূলি তথা ফিক্হ শাস্ত্রের সূত্রবিদরা দাবি করেন, উক্ত আয়াত আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ এর যে কোন আদেশ মানা যে বাধ্যতামূলক তা প্রমাণ করে যতক্ষণ না তার সাথে তা ভিন্ন অন্য কোন আলামত সংশ্লিষ্ট না থাকে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর আদেশ অমান্যকারীদেরকে ফিতনা ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির হুমকি দিয়েছেন। উপরন্তু তিনি তাদেরকে আদেশ অমান্যের ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন। এ সবই এ কথা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ এর যে কোন আদেশ মানা বাধ্যতামূলক যতক্ষণ না তার সাথে তার বিপরীত কিছু সংশ্লিষ্ট না থাকে। কারণ, যা বাধ্যতামূলক নয় তা ছাড়লে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আদেশকারীর পক্ষ থেকে কঠিন হুমকি ও সতর্কতার উপযুক্ত বলে কখনো বিবেচিত হয় না।

সাধারণত যে কোন আদেশ মানা যে বাধ্যতামূলক, যা উপরোক্ত আয়াত কর্তৃক প্রমাণিত তা কিন্তু কুর'আনের অন্যান্য আয়াত দ্বারাও প্রমাণিত।

তিনি আরো বলেন: বরং উক্ত শব্দের ধরন থেকে বুঝা যায় তা মানা নিতান্তই বাধ্যতামূলক। যে তা মানবে না সে অবশ্যই শাস্তির সম্মুখীন হবে।

আর উক্ত আয়াতের ফিতনা শব্দের ব্যাখ্যায় আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) বলেন: তা হলো হত্যাকাণ্ড।

'আত্বা (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: তা হলো ভূমিকম্প কিংবা ভয়ানক কোন বিপদ।

জা'ফর বিন্ মু'হাম্মাদ (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: তা হলো যালিম শাসক।

আবার কেউ কেউ বলেন: আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ এর আদেশের বিরুদ্ধাচরণের দরুন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অন্তরে মোহর মেরে দেয়া।

কোন কোন আলিম বলেন: ফিতনা মানে, দুনিয়ার কোন সঙ্কট কিংবা পরীক্ষা। আর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তো আখিরাতেই মিলবে।

তিনি আরো বলেন: কুর'আন মাজীদ খুঁজলে দেখা যায় যে, ফিতনা শব্দটি তাতে চার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যা নিম্নরূপ:

ক. ফিতনা বলতে আগুনে পুড়িয়ে দেয়াকে বুঝানো হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ يَوۡمَ هُمۡ عَلَى ٱلنَّارِ يُفۡتَنُونَ ﴾ [الذاريات: ١٣].

"যে দিন তাদেরকে আগুনে পুড়িয়ে শাস্তি দেয়া হবে"। (আয্যারিয়াত: ১৩)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُواْ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ﴾ [البروج: ١٠].

"নিশ্চয়ই যারা মু'মিন পুরুষ ও নারীদেরকে উখদূদ তথা গর্তের আগুনে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিয়েছে"। (বুরূজ: ১০)

খ. ফিতনা মানে পরীক্ষা। এটি এর প্রসিদ্ধ অর্থ।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَنَبۡلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلۡخَيۡرِ فِتۡنَةً ﴾ [الأنبياء: ٣٥].

"আমি তাদেরকে ভালো-মন্দ দিয়ে পরীক্ষা করি"। (আম্বিয়া: ৩৫)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ وَأَلَّوِ ٱسۡتَقَٰمُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسۡقَيۡنَٰهُم مَّآءً غَدَقًا ١٦ لِّنَفۡتِنَهُمۡ فِيهِ ﴾[الجن: ١٦ – ١٧].

"আমার নিকট আরো ওহী করা হয়েছে যে, তারা যদি সঠিক পথে থাকতো তা হলে আমি তাদের জন্য প্রচুর পানির ব্যবস্থা করতাম। যেন আমি তা দিয়ে তাদেরকে পরীক্ষা করতে পারি"। (জিন্ন: ১৬-১৭)

গ. পরীক্ষার ফলাফল, যদি তা খারাপ হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ ﴾ [البقرة: ١٩٣].

"তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও যতক্ষণ না ফিতনা তথা শিরক দূরীভূত হয় এবং দীন বা আনুগত্য একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য নির্ধারিত হয়"। (বাক্বারাহ্: ১৯৩)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ ﴾ [الأنفال: ٣٩].

"তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও যতক্ষণ না ফিতনা তথা শিরক কিংবা কুফরি দূরীভূত হয় এবং দীন কিংবা আনুগত্য পুরোপুরিভাবে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য নির্ধারিত হয়"।

(আনফাল: ৩৯)

ঘ. ফিতনা মানে প্রমাণ কিংবা ওযর।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلَّآ أَن قَالُوا۟ وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٣].

"তখন তাদের এ কথা বলা ছাড়া আর কোন প্রমাণ কিংবা ওযর থাকবে না যে, আমাদের প্রভু আল্লাহ্'র কসম! আমরা কখনো মুশ্‌রিক ছিলাম না"। (আন্'আম: ২৩)

এরপর তিনি বলেন: আমার সর্বাধিক ধারণা হলো উক্ত আয়াতে ফিতনা বলতে উপরের তৃতীয় অর্থকেই বুঝানো হয়েছে। তা হলে অর্থ এ দাঁড়ায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তাঁর ও তাঁর রাসূল ﷺ এর আদেশ অমান্যের দরুন আরো বেশি পথভ্রষ্ট করবেন।

(আয্ওয়াউল-বায়ান: ৬/২৫২-২৫৫)

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ إِنَّآ أَرْسَلْنَآ إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَٰهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَآ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿١٥﴾ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذْنَٰهُ أَخْذًا وَبِيلًا ﴿١٦﴾ ﴾ [المزمل: ١٥ – ١٦].

"আমি তোমাদের নিকট এক জন সাক্ষ্যদাতা রাসূল পাঠিয়েছি

যেমনিভাবে পাঠিয়েছি ফির'আউনের নিকটও এক জন রাসূল। তবে ফির'আউন সেই রাসূলকে অমান্য করলো। তাই আমি তাকে শক্তভাবে পাকড়াও করলাম"। (মুয্যাম্মিল: ১৫-১৬)

'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) এবং মুজাহিদ, ক্বাতাদাহ্, সুদ্দী ও সাওরী (রাহিমাহুমুল্লাহ্) বলেন: "ওয়াবীলা" মানে শক্ত ও কঠিন। উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: তোমাদের এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত যে, তোমরাও যদি এ রাসূলকে অস্বীকার করো তা হলে তোমাদেরও সেই অবস্থা হবে যা হয়েছিলো ফির'আউনের ক্ষেত্রে। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সক্ষম পরাক্রমশালীর ধরায় ধরলেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْأَخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰ ﴾ [النازعات: ٢٥].

"ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে পরকাল ও ইহকালের আযাবে পাকড়াও করলেন"। (নাযি'আত: ২৫)

বরং তোমরা ধ্বংস হওয়ার উপযুক্ত সব চেয়ে বেশি। যদি তোমরা নিজেদের রাসূলকে অস্বীকার করো। কারণ, তোমাদের রাসূল মূসা বিন্ 'ইমরান عليه السلام এর চেয়ে আরো বেশি সম্মানিত ও শ্রেষ্ঠ।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَٰفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿٦١﴾ فَكَيْفَ إِذَآ أَصَٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدْنَآ إِلَّآ إِحْسَٰنًا وَتَوْفِيقًا ﴿٦٢﴾ ﴾ [النساء: ٦١ – ٦٢].

"যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার নাযিলকৃত কিতাব ও তাঁর রাসূলের দিকে আসো তখন তুমি মুনাফিকদেরকে দেখবে ঘৃণাভরে তোমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে। তাদের কী অবস্থা হবে? যখন তারা তাদের কৃতকর্মের দরুন বিপদে পড়ে তোমার কাছে

এসে আল্লাহ্'র কসম খেয়ে বলবে: আমরা মূলতঃ সম্প্রীতি ও সমঝোতাই চেয়েছিলাম"। (নিসা': ৬১-৬২)

মূলতঃ উক্ত বেকুবদের মেধা ও মনন নষ্ট হয়ে গেছে। কারণ, তারা নবী ﷺ আনীত হিদায়েত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং তার পরিবর্তে তারা কিছু রঙবেরঙের কথার পেছনে পড়েছে।

(শার্'হুল-ক্বাস্বীদাতিন-নূরানিয়্যাহ্: ২/১৮৫)

নবী ﷺ বিরোধীদের শাস্তির কিছু নমুনা:

ক. সালামাহ্ বিন্ আকওয়া' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: তাঁর পিতা বলেন: জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ এর নিকট বাম হাতে খাচ্ছিলো। তখন রাসূল ﷺ তাকে বললেন: ডান হাতে খাও। সে বললো: আমি ডান হাতে খেতে পারি না। রাসূল ﷺ বললেন: তুমি যেন আর তা না পারো। বর্ণনাকারী বলেন: মূলতঃ গর্বের কারণেই লোকটি তা করেনি। তাই তারপর থেকে সে আর কখনোই তার ডান হাতটি মুখে উঠাতে পারেনি। (মুসলিম/নাওয়াওয়ী: ১৩/১৯২)

খ. আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন: জনৈক ব্যক্তি দু'টি চাদর পরে গর্ব করে লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটছিলো। অকস্মাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাকে যমিনে ধসিয়ে দিলেন। আর এভাবেই সে কিয়ামত পর্যন্ত যমিনে ধসতেই থাকবে। হাদীসটি শুনে জনৈক যুবক যার নাম এখন আমি স্মরণ করতে পারছি না যার পরনে ছিলো এক জোড়া সুন্দর পোশাক সে বললো: হে আবূ হুরাইরাহ্! যাকে যমিনে ধসিয়ে দেয়া হয়েছে সে কি এভাবে হাঁটতো? সে ভঙ্গিটি দেখানোর জন্য তার হাতখানা নেড়ে নেড়ে হাঁটতে লাগলো। ইতিমধ্যে হঠাৎ সে পা পিছলে পড়ে গেলো। যার দরুন তার পাখানা ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হলো। তখন আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁর নাক ও মুখের দিকে ইশারা করে পড়লেন:

﴿ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِءِينَ ﴾ [الحجر: ٩٥]

"নিশ্চয়ই আমি তোমার বিদ্রূপকারীদের জন্য একাই যথেষ্ট"।

[('হিজ্‌র: ৯৫) দারিমী: ১/১২৭ হাদীস ৪৩৭)]

গ. বারা' বিন্ 'আযিব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: উ'হুদ যুদ্ধে রাসূল ﷺ 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ জুবাইর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে পঞ্চাশ জন তীর নিক্ষেপকারী বাহিনীর দায়িত্ব দিলেন। তিনি তাঁদেরকে একটি জায়গায় রেখে বললেন: যদি তোমরা দেখো আমাদেরকে পাখি ছোঁ মেরে নিয়ে যাচ্ছে তারপরও তোমরা এ জায়গা থেকে এতটুকুও সরবে না যতক্ষণ না আমি তোমাদের নিকট দ্বিতীয় সংবাদ পাঠাই। এমনকি তোমরা যদি দেখো যে, আমরা শত্রুর উপর জয়লাভ করেছি এবং তাদেরকে মাড়িয়ে যাচ্ছি তারপরও তোমরা এ জায়গা থেকে এতটুকুও সরবে না যতক্ষণ না আমি তোমাদের নিকট দ্বিতীয় সংবাদ পাঠাই। বর্ণনাকারী বলেন: মোসলমানরা কাফিরদেরকে পরাজিত করেছে। আল্লাহ্'র কসম! আমি মহিলাদেরকে পাহাড়ের উপর দৌড়ে উঠতে দেখেছি। তাদের পরনের কাপড় উঠে গিয়ে তাদের পায়ের জঙ্ঘা ও অলঙ্কারাদি দেখা যাচ্ছিলো। তখন 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ জুবাইর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সাথীরা বললেন: হে বন্ধুরা! তোমরা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহ করো। তোমরা কি দেখছো না, তোমাদের সাথীরা জয়লাভ করেছে। তখন আব্দুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন: তোমরা কি এত দ্রুত রাসূল ﷺ এর কথা ভুলে গেলে? তাঁরা বললেন: আল্লাহ্'র কসম! আমরা মানুষের সাথে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহ করবো। তাঁরা যখন তাঁদের সাথীদের নিকট আসলেন তখন যুদ্ধের পট পরিবর্তন হলো। আর তাঁরাই তখন পরাজিত হলেন। আর এঁদেরকেই রাসূল ﷺ তখন পেছন থেকে ডাকছিলেন। রাসূল ﷺ এর সাথে বারো জন ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ ছিলো না। ফলে আমাদের মধ্যকার সত্তর জন সাহাবী শহীদ হয়ে গেলেন। অথচ রাসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবীদের একাংশ বদরের দিন মুশ্‌রিকদের ১৪০ জনকে আক্রান্ত করেছেন। তাদের সত্তর জনকে বন্দী করেছেন ও সত্তর জনকে হত্যা করেছেন।

(আহ্‌মাদ: ৪/২৯৩-২৯৪ বুখারী/ফাত্‌হ: ৭/৪০৫ হাদীস ৪০৪৩)

মুসনাদে আহ্‌মাদের আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে, তখন নাযিল হয়েছে,

﴿ وَعَصَيْتُم مِّنۢ بَعْدِ مَآ أَرَىٰكُم مَّا تُحِبُّونَ ﴾ [آل عمران: ١٥٢].

"আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে তোমাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু তথা বিজয় দেখানোর পরও তোমরা তোমাদের রাসূলের কথা অমান্য করলে"। (আলি 'ইমরান: ১৫২)

মানে, তোমাদেরকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ও শত্রুর পরাজয় দেখানোর পরও তোমরা তোমাদের রাসূলের অবাধ্য হলে।

'আল্লামাহ্ ইব্নুল-ক্বায়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ্) তাঁর "যাদুল-মা'আদ" নামক কিতাবে উল্লেখ করেন,

উ'হুদ যুদ্ধের কিছু ভালো পরিণাম ও গূঢ় কথা অধ্যায়।

সেগুলোর একটি হলো সাহাবীদেরকে অবাধ্যতা, ব্যর্থতা ও দ্বন্দ্বের এ পরিণাম জানিয়ে দেয়া যে, তাঁদের ভাগ্যে যা ঘটেছে তা একান্ত অবাধ্যতারই পরিণাম।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُۥٓ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِۦ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَٰزَعْتُمْ فِى ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّنۢ بَعْدِ مَآ أَرَىٰكُم مَّا تُحِبُّونَ ۚ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْءَاخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۖ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ ۗ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

[آل عمران: ١٥٢].

"উ'হুদ যুদ্ধে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে নিজ ওয়াদা পূরণ করে দেখালেন যখন তোমরা তাঁরই নির্দেশে কাফিরদেরকে ব্যাপক হত্যা করছিলে। অতঃপর তোমরা যখন নিজেরাই ব্যর্থ হলে এবং রাসূলের কথায় মতভেদ করলে উপরন্তু তোমাদেরকে তোমাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু তথা বিজয় দেখানোর পরও তোমরা তার অবাধ্য হলে তখন যা হবার হয়ে গেলো। তোমাদের কেউ কেউ দুনিয়ার প্রত্যাশী আবার কেউ কেউ আখিরাতের। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে শত্রুদের থেকে ফিরিয়ে দিলেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য। আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্য

তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের প্রতি অত্যন্ত দয়াশীল"। (আলি 'ইমরান: ১৫২)

যখন সাহাবায়ে কিরাম রাসূল ﷺ এর বিরুদ্ধাচরণ, তাঁদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও ব্যর্থতার পরিণতি ভোগ করেছেন তখন তাঁরা পরবর্তীতে পরাজয়ের কারণসমূহের ব্যাপারে সর্বদা খুব সজাগ ও সতর্ক ছিলেন।

'আল্লামাহ্ ইব্নুল-ক্বায়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ্) তাঁর "'উদ্দাতুস-স্বাবিরীন" নামক কিতাবে উল্লেখ করেন, আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলদের পরের পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ মানুষগুলোকেই বললেন: "তোমাদের কেউ কেউ দুনিয়ার প্রত্যাশী আবার কেউ কেউ আখিরাতের"।

উক্ত সম্বোধন তাঁদেরকেই উদ্দেশ্য করে যাঁরা উ'হুদ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মাঝে কেউই মুনাফিক ছিলেন না। এ জন্যই 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস'ঊদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: আমি উ'হুদ যুদ্ধ তথা উক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার আগ পর্যন্ত ধারণাই করতে পারিনি যে, রাসূল ﷺ এর সাহাবীদের কেউ কেউ দুনিয়ার প্রত্যাশী।

উক্ত আয়াতে যাঁদের কথা বলা হয়েছে তাঁরা মূলতঃ রাসূল ﷺ প্রদর্শিত যুদ্ধের স্থান ত্যাগ করেছেন যা দৃঢ়ভাবে হিফাযত করার জন্য রাসূল ﷺ একদা তাঁদেরকে আদেশ করেছিলেন। তাঁরা সত্যিই মোসলমানদের মধ্যকার শ্রেষ্ঠ মানুষ। তবে দুনিয়া কামানোর এক হঠাৎ ইচ্ছা তাঁদেরকে উক্ত জায়গা ত্যাগ ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আহরণে উৎসাহিত করেছে। তাঁরা ওদের মতো নয় যাদের সর্বকালের ইচ্ছা দুনিয়া ও দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ভোগ-বিলাস। সুতরাং উভয় ইচ্ছার মাঝে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে।

ঘ. রাসূল ﷺ একদা 'হিজ্র তথা সামূদ সম্প্রদায়ের এলাকা অতিক্রম করার সময় বলেন: তোমরা এ এলাকার পানি পান করো না। এমনকি তা দিয়ে নামাযের জন্য ওযুও করো না। তোমরা এ পানি দিয়ে যে আটাগুলো ঘুলে ফেলেছিলে তা উটগুলোকে খেতে দাও। তোমরা তা থেকে কিছুই খাবে না। এমনকি তোমাদের কেউ রাতে একা বের হবে

না। সাহাবায়ে কিরাম রাসূল ﷺ এর আদেশ-নিষেধটুকু যথাযথ মেনেছেন। তবে বানূ সা'য়িদাহ্ গোত্রের দু' জন সাহাবী একা বের হলেন। তাঁদের এক জন নিজের প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে বের হয়েছেন। আর অপর জন তাঁর উটের অনুসন্ধানে। যিনি তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে বের হয়েছেন তাঁকে সেখানেই গলা টিপে দেয়া হলো। আর যিনি তাঁর উটের অনুসন্ধানে গেলেন তাঁকে দমকা বাতাস সেখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে ত্বাই গোত্রের পাহাড়দ্বয়ে নিক্ষেপ করেছে। রাসূল ﷺ কে এ ব্যাপারে জানানো হলে তিনি বললেন: আমি কি তোমাদেরকে নিষেধ করিনি কাউকে একা বের না হতে। অতঃপর রাসূল ﷺ গলা টিপে আধমরা করে দেয়া সাহাবীর জন্য দো'আ করলে তিনি সুস্থ হয়ে যান। আর যাঁকে ত্বাই গোত্রের পাহাড়দ্বয়ে নিক্ষেপ করা হলো রাসূল ﷺ মদীনায় পৌঁছার পর তাঁকে ত্বাই গোত্রের লোকেরা নবী ﷺ এর নিকট পৌঁছে দেয়।

(ইব্নু হিশাম/সীরাহ্: ৪/১২২ ইব্নুল-ক্বাইয়িম/যাদুল-মা'আদ: ৩/৫৩১)

আবূ 'হুমাইদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমরা একদা রাসূল ﷺ এর সাথে তাবূক যুদ্ধে রওয়ানা করলাম। পথিমধ্যে আমরা ওয়াদিউল-ক্বুরা নামক এলাকা অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত তাবূক পৌঁছুলাম। তখন রাসূল ﷺ আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন: "তোমাদের উপর এক দমকা বায়ু বয়ে যাবে। সুতরাং তোমাদের কেউ যেন তাতে বের না হয়। যার নিকট উট আছে সে যেন তার উটটি ভালোভাবে বেঁধে রাখে"। কিছুক্ষণের মধ্যেই এক কঠিন বাতাস শুরু হলো। তখন জনৈক ব্যক্তি তাবু থেকে বের হলে বাতাস তাকে উঠিয়ে নিয়ে ত্বাই গোত্রের পাহাড়দ্বয়ে নিক্ষেপ করলো।

(আহ্মাদ: ৬/৪২৪-৪২৫ মুসলিম/নাওয়াওয়ী: ১৫/৪১)

ঙ. 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: যখন রাসূল ﷺ ত্বায়িফ অবরোধ করলেন তখন তিনি তাদেরকে শায়েস্তা না করে সাহাবীদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন: আমরা ইন্শাআল্লাহ্ রওয়ানা করছি। ব্যাপারটি সাহাবীদের নিকট কঠিন মনে হলো। তাঁরা বললেন: আমরা এলাকাটি বিজয় না করে এমনিতেই চলে

যাবো। হঠাৎ তিনি বললেন: ঠিক আছে পরে যাওয়া যাবে। তবে তোমরা সকাল বেলায় যুদ্ধ চালিয়ে যাও। তাঁরা সকাল বেলায় যুদ্ধ করে প্রচুর পরিমাণে আহত হন। তখন রাসূল ﷺ বললেন: আমরা ইন্‌শাআল্লাহ্ আগামী কাল রওয়ানা করছি। তখন তাঁরা সিদ্ধান্তটি পছন্দ করলে নবী ﷺ হেসে দিলেন।

(বুখারী/ফাত্‌হ: ৭/৬৪০ হাদীস ৪৩২৫ মুসলিম/নাওয়াওয়ী: ১২/১২২-১২৩)

হাদীসটির মর্ম হলো, নবী ﷺ মূলতঃ সাহাবায়ে কিরামের উপর দয়া করে ত্বায়িফ থেকে রওয়ানা করার পরিকল্পনা করলেন। কারণ, তিনি দেখলেন যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া তখন সত্যিই কঠিন। এ দিকে কাফিররাও কেল্লার ভেতর শক্ত অবস্থানে রয়েছে। তবে তিনি এ কথা জানেন ও আশা করেন যে, তিনি কিছু দিন পর তা বিনা কষ্টে জয় করবেন। যা বাস্তবে হয়েছেও। তবে যখন তিনি সেখানে থাকা ও যুদ্ধ করার ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের আগ্রহ দেখতে পেলেন তখন তিনি সেখানে আরো কিছু দিন থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন। এরপর তিনি যখন তাদের ক্ষত-বিক্ষত অবস্থা দেখলেন তখন আবারো তাঁদের উপর দয়া করে তিনি সেখান থেকে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তখন তাঁরা নিজেদের কষ্টের কথা চিন্তা করে রাসূল ﷺ এর সিদ্ধান্তেই খুশি হলেন। তাঁরা তখন নিশ্চিত হতে পেরেছেন যে, রাসূল ﷺ এর সিদ্ধান্ত ই বরকতময় ও লাভজনক এবং পরিণতির দিক দিয়ে খুবই প্রশংসনীয় ও একান্তই সঠিক। তাই তাঁরা তখনই সেখান থেকে চলে যেতে রাজি ও খুশি হলেন। আর তাঁদের এ দ্রুত মতের পরিবর্তন দেখে নবী ﷺ নিজেই আশ্চর্য হয়ে হাসলেন। (শার্‌হু স্বা'হীহি মুসলিম: ১২/১২৪)

চ. সা'ঈদ্ বিন্ মুসাইয়িব (রাহিমাহুল্লাহ্) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন: তাঁর পিতা একদা নবী ﷺ এর নিকট উপস্থিত হলে নবী ﷺ তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন: তোমার নাম কী? তিনি বললেন: 'হাযান। নবী ﷺ বললেন: তোমার নাম আজ থেকে সাহ্‌ল। আমার পিতা বললেন: আমার পিতা যে নাম রেখেছেন তা আমি পরিবর্তন করবো না। সা'ঈদ্ বিন্ মুসাইয়িব (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: এরপর

থেকে আমাদের স্বভাবের সাথে দুশ্চিন্তা সর্বদা লেগেই থাকলো। (বুখারী/ফাত্হ: ১০/৫৮৯ হাদীস ৬১৯০)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, সা'ঈদ্ বিন্ মুসাইয়িব (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: এরপর আমার ধারণা হলো, অচিরেই একমাত্র দুশ্চিন্তাই সর্বদা আমাদেরকে ঘিরে থাকবে। (আবূ দাউদ ৪৯৫৬)

ইব্নুত-তীন (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: তাঁর ধারণা, তাঁরা আর নিজেদের ইচ্ছায় কখনো সহজতা দেখতে পাবেন না।

দাঊদী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: উক্ত কঠিনতা বলতে তিনি মূলতঃ স্বভাবগত কঠিনতাকেই বুঝাতে চেয়েছেন। (ফাত্'হুল-বারী: ১০/৫৯০)

সা'ঈদ্ বিন্ মুসাইয়িব (রাহিমাহুল্লাহ্) তাঁর যথেষ্ট উচ্চ মর্যাদা ও মানুষের মাঝে তাঁর বিরল নিশ্চিত সম্মান থাকা সত্ত্বেও তিনি এ কথাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, তাঁদের মাঝে যে কঠিনতা এসেছে তা মূলতঃ তাঁর দাদার রাসূল ﷺ এর আদেশ না মানার দরুনই এসেছে।

ছ. 'আব্দুর রহ্মান বিন্ 'হারমালাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা জনৈক ব্যক্তি সা'ঈদ্ বিন্ মুসাইয়িব (রাহিমাহুল্লাহ্) এর নিকট হজ্জ কিংবা 'উমারহ্'র সফরের জন্য বিদায় নিতে আসলে তিনি তাকে বললেন: নামায না পড়ে রওয়ানা করো না। কারণ, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন: "আযানের পর মসজিদ থেকে মুনাফিক ছাড়া আর কেউই বের হয় না। তবে যার বের হওয়ার নিতান্ত কোন প্রয়োজন রয়েছে এবং সে নামায শুরু হওয়ার আগেই মসজিদে ফেরার ইচ্ছা পোষণ করে। (আত-তারগীবু ওয়াত-তারহীব ২৬০)

লোকটি বললো: আমার সাথীরা তো হার্রাহ্ নামক এলাকায় অবস্থান করছে। বর্ণনাকারী বলেন: সা'ঈদ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) বার বার লোকটিকে হাদীসটি শুনাচ্ছিলেন। আর সে তার কথাটুকু বলেই যাচ্ছে। পরিশেষে খবর পাওয়া গেলো, লোকটি তার উটের পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে তার রানের হাড়টি ভেঙ্গে গিয়েছে। (দারিমী ৪৪৬)

জ. ইব্নু ক্বুদামাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) তাঁর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, একদা আবূ ইস'হাক্ব আল-ফাযারী (রাহিমাহুল্লাহ্) ইমাম আওযা'য়ী (রাহিমাহুল্লাহ্) এর নিকট জনৈক কাফন চোরের এক জন মহিলার দাফনের পর তার

কবর খননের সময়কার একটি ঘটনা উল্লেখ করে তাঁর নিকট একটি চিঠি পাঠান। তখন আওযা'য়ী (রাহিমাহুল্লাহ্) আবূ ইস'হাক্ব (রাহিমাহুল্লাহ্) এর নিকট এ মর্মে চিঠি পাঠান যে, আহ্! তুমি কাফন চোরটিকে জিজ্ঞাসা করো যে, কোন তাওহীদপন্থীকে ক্বিবলামুখী করে দাফন করার পর সেকি তার চেহারাকে ক্বিবলা থেকে অন্য দিকে ফেরানো অবস্থায় দেখেছে না কি তাকে পূর্বাবস্থায়ই দেখেছে? লোকটিকে জিজ্ঞাসা করা হলে সে বললো: এ জাতীয় অধিকাংশ লোকের চেহারাই সে ক্বিবলা থেকে অন্য দিকে ফেরানো অবস্থায় দেখেছে। ইমাম আওযা'য়ী (রাহিমাহুল্লাহ্) কে উক্ত ব্যাপারটি জানানো হলো তিনি এর প্রতি-উত্তর লিখে পাঠান। যাতে তিনি তিন বার "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রা-জি'ঊন" লেখার পর বললেন: যার চেহারাটি ক্বিবলা থেকে অন্য দিকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে মূলতঃ সে মৃত্যুর সময় সুন্নাতের উপরই মৃত্যু বরণ করেনি। (ইব্নু ক্বুদামাহ্/আত-তাওওয়াবীন ২৮৩ ইব্নুল-ক্বাইয়িম/রূহ্ ৯৬)

শাইখুল-ইসলাম ইব্নু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: এভাবেই আল্লাহ্ তা'আলা সে ব্যক্তিকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেছেন যে রাসূল ﷺ এর বিরুদ্ধাচরণ করেছে।

'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন: "আমাকে কিয়ামতের পূর্বক্ষণেই পাঠানো হয়েছে যেন দুনিয়াতে এক আল্লাহ্ তা'আলারই ইবাদাত করা হয়। তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করা হয়। আর আমার রিযিক রাখা হয়েছে আমার বর্শার ছায়াতলে। উপরন্তু লাঞ্ছনা ও অপমান রাখা হয়েছে ওদের জন্য যারা আমার বিরুদ্ধাচরণ করবে। আর যে ব্যক্তি কোন অমুসলিম জাতির সাথে তাদের কোন নিজস্ব ব্যাপারে সাদৃশ্য বজায় রাখলো সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।

(আহ্মাদ: ২/৫০-৯২ আবূ দাউদ ৪৩১ 'আব্দুবনু 'হুমাইদ ৮৪৮ ফাতাওয়া/ইব্নু তাইমিয়্যাহ্: ২৫/৩৩১ ইরওয়াউল-গালীল/আলবানী ১২৬৯)

ইব্নু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) আরো বলেন: নবী ﷺ এর বিরোধিতা ও শত্রুতা যেমন ধ্বংসের কারণ তেমনিভাবে তাঁর ও তাঁর আনীত বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্য কাউকে তাঁর বিকল্প

হিসেবে মনেপ্রাণে মেনে নেয়াও সত্যিই ধ্বংসের কারণ। তা হলে বুঝা গেলো, সমূহ ভ্রষ্টতা ও দুর্ভাগ্য তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া ও তাঁকে অস্বীকার করার মাঝে। আর সমূহ হিদায়েত, কল্যাণ ও সফলতা তাঁর আনীত বিধানের দিকে ফিরে যাওয়া ও তাকে অন্য সব কিছুর উপর প্রাধান্য দেয়ার মাঝেই নিহিত।

সুতরাং তাঁকে কেন্দ্র করে মানুষ তিন প্রকার:

ক. যে তাঁর উপর ঈমান এনেছে। উপরন্তু সে তাঁর অনুসরণ করে ও তাঁকে সত্যিই ভালোবাসে। এমনকি তাঁকে অন্যের উপর প্রাধান্য দেয়।

খ. তাঁর শত্রু ও তাঁকে প্রত্যাখ্যানকারী।

গ. তাঁর ও তাঁর আনীত বিধান থেকে যে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

প্রথম ব্যক্তি সত্যিই সৌভাগ্যবান। আর বাকীরা ধ্বংসপ্রাপ্ত।

আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আশা করছি, তিনি যেন আমাদেরকে তাঁর উপর বিশ্বাসী ও তাঁরই অনুসরণকারীদের অন্তর্ভুক্ত করেন। উপরন্তু তিনি যেন আমৃত্যু আমাদেরকে তাঁর সুন্নাত মানার তাওফীক্ব দান করেন এবং তার উপরই আমাদের মৃত্যু দেন। (ফাতাওয়া: ১৯/১০৪-১০৫)

নবী ﷺ এর উম্মতকে তাঁর সুন্নাতগুলো আঁকড়ে ধরার প্রতি দিকনির্দেশনা দেয়ার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী মনীষীদের অতুলনীয় আগ্রহ:

রাসূল ﷺ এর সুন্নাতগুলোকে আঁকড়ে ধরার ক্ষেত্রে তাঁর উম্মতকে নসীহত ও দিকনির্দেশনা দেয়া এবং তাদেরকে হিদায়েতের পথে আনার চেষ্টায় পূর্ববর্তী মনীষীদের আগ্রহে কোন কমতিই ছিলো না। কারণ, তাঁরা জানতেন যে, নবী ﷺ এর সুন্নাত আঁকড়ে ধরাই সফলতা ও সৌভাগ্যের একমাত্র পথ। এ ছাড়া অন্যান্য পথ হলো ভ্রষ্টতা ও ধ্বংসের পথ। তাঁরা এ কথাও বুঝতেন যে, এ জাতীয় লোকদের উপর তাঁদের কথার যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। তাঁদের কিছু বাণী নিম্নরূপ:

'আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'ঊদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

الِاقْتِصَادُ فِيْ السُّنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الِاجْتِهَادِ فِيْ الْبِدْعَةِ .

"সুন্নাত পালনে ভারসাম্য বজায় রাখা অনেক ভালো বিদ্'আত পালনে অনেক পরিশ্রম করার চেয়ে"।

('হাকিম: ১/১০৩ দারিমী ২১৭ আহ্মাদ/যুহ্দ ৮৯৪ ইব্নুল-জাওযী ১০ ইব্নু 'আব্দিল-বার/জামি'উ বায়ানিল-'ইলম ২/১৮৮)

তিনি আরো বলেন:

اتَّبِعُوْا وَلاَ تَبْتَدِعُوْا فَقَدْ كُفِيْتُمْ كُلَّ ضَلاَلَةٍ .

"তোমরা নবী ﷺ এর অনুসরণ করো। কখনো বিদ্'আত করো না। কারণ, তাঁর অনুসরণের মধ্যেই তোমাদের জন্য সকল ভ্রষ্টতা থেকে নিরাপত্তার ব্যবস্থা রয়েছে"।

(দারিমী: ১/৮০ হাদীস ২০৫ আহ্মাদ/যুহ্দ ৮৯৪ লালাকায়ী/শার'হু ই'তিক্বাদি আহ্লিস-সুন্নাহ্: ১/৮৬ ইব্নু ওয়ায্যাহ্/আল-বিদা' ১০ বায়হাক্বী/মাদ্খাল ২০৪ ত্বাবারানী/কাবীর: ৯/১৫৪ হাদীস ৮৭৭০ মাজমা'উয-যাওয়ায়িদ: ১/১৮১)

'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু 'আন্হুমা) বলেন:

النَّظْرُ إِلَى الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ يَدْعُوْ إِلَى السُّنَّةِ وَيَنْهَى عَنِ الْبِدْعَةِ عِبَادَةٌ .

"যে সুন্নাতপন্থী অন্যকে সুন্নাতের দিকে আহ্বান করে এবং বিদ্'আত থেকে সতর্ক করে তার দিকে তাকানোই ইবাদাত।

(লালাকায়ী/শার'হু ই'তিক্বাদি আহ্লিস-সুন্নাহ্: ১/৫৪-৫৫ ইব্নুল-জাওযী ১১)

তিনি একদা 'উস্মান আল-আয্দীকে ওসীয়ত করতে গিয়ে আরো বলেন:

عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ وَالِاسْتِقَامَةِ، اتَّبِعْ وَلاَ تَبْتَدِعْ .

"তুমি সর্বদা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করো এবং দ্বীনের উপর অটল থাকো। উপরন্তু নবী ﷺ এর অনুসরণ করো। কখনো বিদ্'আত করো না"।

(দারিমী: ১/৬৫-৬৬ হাদীস ১৩৯ ইব্নু ওয়ায্যাহ্/আল-বিদা' ২৫)

সুফ্ইয়ান সাওরী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন:

لاَ يُقْبَلُ قَوْلٌ إِلاَّ بِعَمَلٍ، وَلاَ يَسْتَقِيْمُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ إِلاَّ بِنِيَّةٍ، وَلاَ يَسْتَقِيْمُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَنِيَّةٌ إِلاَّ بِمُوَافَقَةِ السُّنَّةِ .

"কোন কথা আমল ছাড়া গ্রহণযোগ্য নয়। আর কোন কথা ও

আমল নিয়্যাত ছাড়া গ্রহণযোগ্য নয়। তেমনিভাবে কোন কথা, আমল ও নিয়্যাত নবী ﷺ এর সুন্নাত সমর্থিত না হলে তাও গ্রহণযোগ্য নয়।

(আবূ নু'আইম/'হিলইয়াহ্: ৭/৩২ ইব্নুল-জাওযী ১১ লালাকায়ী/শার'হু ই'তিক্বাদি আহ্লিস-সুন্নাহ্: ১/৫৭)

আবূ বকর বিন্ 'আইয়াশ (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন:

السُّنَّةُ فِيْ الإِسْلاَمِ أَعَزُّ مِنَ الإِسْلاَمِ فِيْ سَائِرِ الأَدْيَانِ .

"ইসলামের মাঝে সুন্নাতের গুরুত্ব অন্যান্য ধর্মের মাঝে ইসলামের গুরুত্বের চেয়েও বেশি"।

(লালাকায়ী/শার'হু ই'তিক্বাদি আহ্লিস-সুন্নাহ্: ১/৬৬ ইব্নুল-জাওযী ১২)

ইমাম যুহ্রী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: আমাদের পূর্ববর্তী আলিমগণ বলতেন:

الِاعْتِصَامُ بِالسُّنَّةِ نَجَاةٌ .

"সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরার নামই মুক্তি"।

(দারিমী: ১/৫৮ হাদীস ৯৬ লালাকায়ী/শার'হু ই'তিক্বাদি আহ্লিস-সুন্নাহ্: ১/৯৪ আবূ নু'আইম/'হিলইয়াহ্: ৩/৩৬৯ বায়হাক্বী/মাদ্খাল ৮৬০)

ইমাম আওযা'য়ী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন:

اصْبِرْ نَفْسَكَ عَلَى السُّنَّةِ، وَقِفْ حَيْثُ وَقَفَ الْقَوْمُ، وَقُلْ بِمَا قَالُوْا، وَكُفَّ عَمَّا كَفُّوْا عَنْهُ، وَاسْلُكْ سَبِيْلَ سَلَفِكَ الصَّالِحِ، فَإِنَّهُ يَسَعُكَ مَا وَسِعَهُمْ.

"নিজকে সুন্নাতের উপর অটল রাখো। পূর্ববর্তীরা যেখানে থেমেছেন তুমিও সেখানে থামো। তাঁরা যা বলেছেন তুমিও তাই বলো। তাঁরা যা থেকে বিরত রয়েছেন তুমিও তা থেকে বিরত থাকো। উপরন্তু পূর্ববতী নেককারদের পথ অবলম্বন করো। বস্তুতঃ তাঁদের জন্য যা যথেষ্ট ছিলো তোমাদের জন্যও তা যথেষ্ট হবে"।

(লালাকায়ী/শার'হু ই'তিক্বাদি আহ্লিস-সুন্নাহ্: ১/১৫৪ ইব্নুল-জাওযী ১১)

আমীরুল-মু'মিনীন 'উমর বিন্ আব্দুল আযীয (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন:

أُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ والِاقْتِصَادِ فِيْ أَمْرِهِ، واتِّبَاعِ أَمْرِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَتَرْكِ مَا أَحْدَثَ الْمُحْدِثُوْنَ بَعْدَهُ .

"আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্ভীতি ও ধর্মীয় কাজে ভারসাম্য বজায় রাখার ওসীয়ত করছি। তেমনিভাবে তোমাদেরকে রাসূল ﷺ এর আদর্শের অনুসরণ ও তাঁর পরে আবিষ্কৃত বিদ্'আতীদের বিদ্'আত পরিত্যাগ করার ওসীয়ত করছি"।

(আবূ দাউদ ৪৬১২ ইব্নু ওয়ায্যাহ্/আল-বিদা' ৩০ আবূ নু'আইম/'হিলইয়াহ্: ৫/৩৩৮)

ফুযাইল বিন্ 'ইয়ায (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন:

أَدْرَكْتُ خِيَارَ النَّاسِ كُلَّهُمْ أَصْحَابَ سُنَّةٍ، وَيَنْهَوْنَ عَنْ أَصْحَابِ الْبِدَعِ

"আমি সকল শ্রেষ্ঠ মানুষকে সুন্নাতপন্থী পেয়েছি। তাঁরা সর্বদা মানুষদেরকে বিদ্'আতীদের থেকে সতর্ক করতেন"।

(লালাকায়ী/শার'হু ই'তিক্বাদি আহ্লিস-সুন্নাহ্: ১/১৩৮)

তিনি আরো বলেন:

طُوْبَى لِـمَنْ مَاتَ عَلَى الإِسْلاَمِ وَالسُّنَّةِ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلْيُكْثِرْ مِنْ قَوْلِ مَا شَاءَ اللهُ .

"সুসংবাদ ওই ব্যক্তির জন্য যিনি ইসলাম ও সুন্নাতের উপর মৃত্যু বরণ করেছেন। যদি ব্যাপারটি এমনই দেখো তা হলে বেশি বেশি "মা শাআল্লাহ্" বলবে"। (লালাকায়ী/শার'হু ই'তিক্বাদি আহ্লিস-সুন্নাহ্: ১/১৩৮)

'হাসান বিন্ সা-লিম (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: একদা জনৈক ব্যক্তি সাহ্ল বিন্ 'আব্দুল্লাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) এর নিকট আসলো। তার হাতে ছিলো দোয়াত ও কিতাব। লোকটি সাহ্ল (রাহিমাহুল্লাহ্) কে উদ্দেশ্য করে বললো: আমার মনে চায় আমি এমন একটি কিতাব লিখবো যা দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে উপকৃত করবেন। তিনি বললেন: লেখো। তুমি যদি মৃত্যু পর্যন্ত তোমার হাতে দোয়াত ও কিতাব রাখতে পারো তা হলে তাই করো। লোকটি বললো: হে আবূ মু'হাম্মদ্! আমাকে একটি ফায়েদার কথা বলুন। তিনি বললেন: জ্ঞান ছাড়া দুনিয়ার আর সবই মূর্খতা। আর জ্ঞান বলতে আমল ছাড়া তা সবই বিরুদ্ধপ্রমাণ। আর আমল বলতে তা সবই স্থগিত যতক্ষণ না তা কুর'আন ও সুন্নাহ্ মাফিক। আর সুন্নাত তো আল্লাহ্ভীতির উপরই নির্ভরশীল। (ইব্নুল-জাওযী ৩১৪)

ইমাম শাফি'য়ী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন:

أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنِ اسْتَبَانَتْ لَهُ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَدَعَهَا لِقَوْلِ أَحَدٍ .

"সকল আলিম এ ব্যাপারে একমত যে, কারোর নিকট রাসূল ﷺ এর কোন সুন্নাত সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলে তার কোন অধিকার থাকবে না কারোর কথার দরুন তা পরিত্যাগ করা"।

(ই'লামুল-মুওয়াক্কি'য়ীন: ১/৩৪)

তিনি আরো বলেন:

إِذَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أَقُوْلُ قَوْلاً، وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ خِلاَفُهُ، فَاعْلَمُوْا أَنَّ عَقْلِيْ قَدْ ذَهَبَ .

"যখন তোমরা আমাকে নবী ﷺ এর কোন বিশুদ্ধ হাদীসের বিপরীত কথা বলতে দেখবে তখন মনে করবে, আমি পাগল হয়ে গিয়েছি"। (বায়হাক্বী/মাদ্‌খাল ২৫০ আবূ নু'আইম/'হিলইয়াহ্: ৯/১০৬)

আবূ বকর বিন্ খুযাইমাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

لَيْسَ لِأَحَدٍ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَوْلٌ إِذَا صَحَّ الْخَبْرُ عَنْهُ .

"রাসূল ﷺ এর কথার সাথে আর কারোর কথা চলবে না যদি রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীসটি বিশুদ্ধ হয়ে থাকে"।

(বায়হাক্বী/মাদ্‌খাল ২৯)

ইয়াহ্ইয়া বিন্ আদম (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: কোন ব্যাপারে নবী ﷺ এর কথা পাওয়া গেলে তাতে আর কারোর কথার প্রয়োজন নেই। এক সময় বলা হতো, নবী ﷺ, 'আবূ বকর ও 'উমরের সুন্নাত। এর মানে হলো এই যে, নবী ﷺ এর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এ নিয়মের উপরই ছিলেন"। (বায়হাক্বী/মাদ্‌খাল ২৯)

আবূ সুলাইমান আদ-দারানী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন:

لاَ يَنْبَغِيْ لِمَنْ أُلْهِمَ شَيْئًا مِنَ الْخَيْرِ أَنْ يَفْعَلَهُ حَتَّى يَسْمَعَ بِهِ الْآثَارَ

"কারোর মনে কল্যাণের কোন কথার উদ্রেক হলে সে যেন তা দ্রুত কাজে পরিণত না করে যতক্ষণ না সে উক্ত ব্যাপারে নবী ﷺ এর কোন বাণী পায়"। (মাজাল্লাতুল-বু'হুসিল-'ইলমিয়্যাহ্: ৬৭)

শাইখুল-ইসলাম ইব্নু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: দুনিয়ার সকল মানুষকে অবশ্যই মু'হাম্মাদ ﷺ এর অনুসরণ করতে হবে। মানুষ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই ইবাদাত করবে। তবে সে ইবাদাত একমাত্র মু'হাম্মাদ ﷺ আনীত শরীয়ত অনুযায়ী হতে হবে। অন্য কারোর আদর্শ অনুযায়ী নয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا۟ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا ۚ وَإِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۖ وَٱللَّهُ وَلِىُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿١٩﴾ ﴾ [الجاثية: ١٨ – ١٩].

"অতঃপর আমি তোমাকে (নবী ﷺ) দ্বীনের একটি সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। কাজেই তুমি তারই অনুসরণ করো। কখনো মূর্খদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই তারা তোমাকে আল্লাহ্ তা'আলার পাকড়াও থেকে কিছুতেই বাঁচাতে পারবে না। নিশ্চয়ই যালিমরা একে অপরের বন্ধু। আর আল্লাহ্ তা'আলা মুত্তাকীদের বন্ধু"। (জাসিয়াহ্: ১৮-১৯)

ইব্নু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) আরো বলেন: সকল মানুষকে এ শরীয়তের উপরই ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। কখনো তা নিয়ে দলাদলি করা যাবে না"। (মাজ্মূ'উল-ফাতাওয়া: ১১/৫২৩)

তিনি আরো বলেন: আল্লাহ্ তা'আলা রাসূল ﷺ কে জিন ও মানুষের নিকট পাঠিয়েছেন। সুতরাং সবাইকে তাঁর ও তাঁর আনীত বিধানের উপর ঈমান আনতে হবে। প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে তাঁরই অনুসরণ করতে হবে। তাঁর উপর ঈমান ও তাঁর অনুসরণই হলো আল্লাহ্ তা'আলার পথ। আর সেটিই হলো আল্লাহ্'র দ্বীন, আল্লাহ্'র ইবাদাত, আল্লাহ্'র আনুগত্য এবং আল্লাহ্'র বন্ধুদেরই পথ। আর সেটিই হলো

সেই ওয়াসীলাহ্ যা ধরার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাহ্দেরকে আদেশ করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبۡتَغُوٓاْ إِلَيۡهِ ٱلۡوَسِيلَةَ ﴾ [المائدة: ٣٥] .

"হে ঈমানদারগণ! তোমারা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করো এবং তাঁর নৈকট্য পাওয়ার ওয়াসীলাহ্ অনুসন্ধান করো"। (মায়িদাহ্: ৩৫)

সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য অর্জন করতে হলে মু'হাম্মাদ ﷺ এর উপর ঈমান ও তাঁর অনুসরণের ওয়াসীলাহ্ ধরতে হবে। আর এ ধরনের ওয়াসীলাহ্ ধরা প্রতিটি ব্যক্তির উপর ফরয। যে কোন অবস্থায় তা ধরতেই হবে। প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে। রাসূল ﷺ এর জীবদ্দশ্যায় ও তাঁর মৃত্যুর পর। তাঁর উপস্থিতি ও অনুপস্থিতিতে। রাসূল ﷺ এর উপর ঈমান ও তাঁর আনুগত্যের ওয়াসীলাহ্ ধরার ব্যাপারটি কেউ কখনো কোন পরিস্থিতিতে কিংবা কোন ওযরে ছাড়তে পারে না। আর আল্লাহ্ তা'আলার সম্মান ও তাঁর রহ্মত এবং তাঁর শাস্তি ও লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি একমাত্র এ ওয়াসীলাহ্ ধরার মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব। (মাজ্মূ'উল-ফাতাওয়া: ১/১৪৩)

'আল্লামাহ্ ইব্নুল-ক্বায়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: যখন ইচ্ছার পূর্ণতা উদ্দেশ্যের পূর্ণতার অনুরূপই হয়, আর জ্ঞানের মর্যাদা তথ্য-উপাত্তের মর্যাদার উপরই নির্ভরশীল তা হলে বলতে হয়, বান্দাহ্'র চূড়ান্ত সুখ যা ছাড়া তার কোন সুখই কল্পনা করা যায় না এমনকি যা ছাড়া তার জীবনই বৃথা বলে মনে হবে তা হলো, তার ইচ্ছা এমন উদ্দেশ্যের সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে যার কোন ক্ষয় বা শেষ নেই। উপরন্তু তার হিম্মতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হতে হবে এমন সত্তা যিনি চিরঞ্জীব, যাঁর কোন মৃত্যু নেই। আর এ মহান উদ্দেশ্য ও পরিপূর্ণ সৌভাগ্যের দ্বারপ্রান্তে কখনোই পৌঁছা যাবে না তাঁর প্রিয় বান্দাহ্ ও রাসূল ﷺ আনীত জ্ঞান ছাড়া। যাঁকে মহান আল্লাহ্ তা'আলা এ জন্যই পাঠিয়েছেন এবং তাঁকে এ পথের পথপরিদর্শক বানিয়েছেন। উপরন্তু যাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর

ও তাঁর বান্দাহ্দের মধ্যকার মাধ্যম বানিয়েছেন। এমনকি যিনি তাঁরই আদেশে মানুষকে শান্তির নীড় জান্নাতের প্রতি আহ্বানকারী। যা আল্লাহ্ তা'আলা একদা তাঁরই মাধ্যমে খুলবেন। যা পাওয়ার জন্য যে কোন প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম তাঁর কাছ থেকেই শুরু এবং তাঁর কাছে গিয়েই শেষ হতে হবে।

সুতরাং তাঁর দেখানো পথ ছাড়া জান্নাতের সকল পথই বন্ধ। এমনকি তাঁর অনুসারীদের অন্তর ছাড়া সকল অন্তরই আল্লাহ্ তা'আলা বিমুখী। অতএব, যে ব্যক্তি সত্যিকারের শান্তি চায় এবং যার অন্তর জীবন্ত ও আল্লাহ্ তা'আলাকে পাওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষিত তার সকল কথা ও কাজ উক্ত সূত্র দু'টির উপরই নির্ভরশীল হতে হবে। উপরন্তু তাই হতে হবে তার জীবনের সকল অনুপ্রেরণার কেন্দ্রবিন্দু।

(মিফ্তা'হু দারিস-সা'আদাহ্: ৬৭-৬৮)

'আল্লামাহ্ ইব্নুল-ক্বায়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ্) নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আরো বলেন:

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِۦ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۟ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴾

[يونس: ٥٨].

"বলো: আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ এবং তাঁর দয়ার বদৌলতেই তা (কুর'আন) আমাদের নিকট এসেছে। অতএব, তারা যেন তা নিয়ে আনন্দিত হয়। কারণ, তা তাদের সকল সঞ্চয়যোগ্য সম্পদের চেয়েও উত্তম"। (ইউনুস: ৫৮)

তিনি আরো বলেন: সালাফে সালি'হীন তথা পূর্বসূরিদের কথায় বুঝা যায় যে, উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার রহ্মত ও দয়া মানে, ইসলাম ও নবী ﷺ এর সুন্নাত। আর উক্ত দু'টির ব্যাপারে মনের খুশি ও আনন্দ ব্যক্তির আন্তরিক জীবনের ধরন-প্রকৃতির উপরই নির্ভরশীল। অতএব, যার অন্তরে তা দৃঢ়ভাবে প্রোথিত তার অন্তর তা নিয়ে ততো বেশি খুশি। এমনকি তার অন্তর কখনো কখনো খুশিতে নেচে উঠে যখন তা সুন্নাতের সঞ্জীবনী শক্তি পেয়ে যায়। কারণ, সুন্নাত হলো আল্লাহ্

তা'আলার একটি দুর্ভেদ্য কেল্লা। যাতে প্রবেশ করলে সত্যিকারের নিরাপত্তা পাওয়া যায়। উপরন্তু তা এমন একটি বড় গেইট যা দিয়ে প্রবেশ করলে আল্লাহ্ তা'আলাকে পাওয়া যায়। কিয়ামতের দিন আমল কম হলেও এতদ্ সংশ্লিষ্টরা স্থির থাকতে সক্ষম। এর আলো তাদের সামনে তখন বিচ্ছুরিত হবে যখন বিদ্'আতী ও মুনাফিকদের কোন আলোই থাকবে না। সে দিন সুন্নাতপন্থীদের চেহারা উজ্জ্বল হবে যখন বিদ্'আতীদের চেহারা একেবারে কালো হয়ে যাবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ﴾ [آل عمران: ١٠٦] .

"সে দিন কিছু মুখ উজ্জ্বল হবে আর কিছু মুখ কালো"।

(আলি 'ইমরান: ১০৬)

ইব্নু 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) বলেন: সে দিন সুন্নাত ও ঐক্যপন্থীদের চেহারা উজ্জ্বল হবে আর বিদ্'আত ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের চেহারা কালো হবে।

মূলতঃ সুন্নাতই হলো জীবন ও আলো যা কর্তৃক এক জন বান্দাহ্ শান্তি, হিদায়াত ও সফলতা পেতে পারে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ﴾ [الأنعام: ١٢٢] .

"যে ব্যক্তি মূলতঃ মৃত ছিলো অতঃপর আমি তাকে জীবিত করলাম এবং তার জন্য আলোর ব্যবস্থা করলাম যার সাহায্যে সে মানুষের মাঝে চলাফেরা করতে পারে সে কি ওর মতো যে অন্ধকারে নিমজ্জিত। যা থেকে সে কখনোই বেরিয়ে আসতে পারবে না"।

(আন্'আম: ১২২)

সুন্নাতপন্থী মূলতঃ জীবন্ত ও আলোকিত অন্তরের অধিকারী। আর এক জন বিদ্'আতী মৃত ও অন্ধকারাচ্ছন্ন অন্তরেরই অধিকারী।

(ইজ্তিমা'উল-জুয়ূশিল-ইস্লামিয়্যাহ্: ৩৮-৩৯)

'আল্লামাহ্ ইব্নুল-ক্বায়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ্) পরকাল সম্পর্কীয় কিছু অধ্যায় এবং সে সময় মানুষের অবস্থার ভিন্নতা উপরন্তু সেখানে চলমান রকমারী ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি আরেক জায়গায় বলেন: "তখনকার আরেকটি ব্যাপার হলো, সে মহা পিপাসার দিনে মানুষের হাউযে কাউসারে অবতরণ ও তা থেকে পানি পান সেভাবেই হবে যেভাবে তারা দুনিয়াতে রাসূল ﷺ এর সুন্নাতের হাউযে অবতরণ করে তা থেকে পানি পান করেছে। অতএব, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে সুন্নাতের হাউযে অবতরণ করে তা থেকে মনভরে পানি পান করেছে সে কিয়ামতের দিনে হাউযে কাউসারে অবতরণ করে তা থেকে মনভরে পানি পান করবে।

সুতরাং রাসূল ﷺ এর দু'টি বড় বড় হাউয রয়েছে যার একটি রয়েছে দুনিয়াতে তথা তাঁর সুন্নাত ও তিনি যা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে আমাদের নিকট নিয়ে এসেছেন তা। আর তাঁর অন্য হাউযটি থাকবে আখিরাতে।

অতএব, যে ব্যক্তি দুনিয়ার হাউয থেকে পানি পান করেছে সে কিয়ামতের হাউয থেকেও পানি পান করবে। তাই এতে রয়েছে পর্যায়ক্রমে পানকারী, বঞ্চিত, কম পানকারী ও বেশি পানকারী। কিয়ামতের দিন রাসূল ﷺ ও ফিরিশ্তাগণ যাদেরকে হাউযে কাউসার থেকে পানি পান করতে দেবেন না তারা হলো ওরা যারা দুনিয়াতে নিজেদেরকে ও নিজেদের অনুসারীদেরকে রাসূল ﷺ এর সুন্নাত থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। বরং তাঁর আদর্শের উপর অন্য কারোর আদর্শকে প্রাধান্য দিয়েছে।

সুতরাং যে ব্যক্তি এ দুনিয়াতে স্বেচ্ছায় রাসূল ﷺ এর সুন্নাতের সুধা পান না করে পিপাসার্ত থেকে গেলো তথা সে তাঁর আদর্শের সুধা পান করেনি সে আখিরাতে সবচেয়ে বেশি তৃষ্ণার্ত ও পিপাসার্ত হবে। সে দিন একে অপরকে দেখে বলবে: হে অমুক! তুমি হাউযে কাউসারের পানি পান করেছো? তখন সে বলবে: হ্যাঁ, আল্লাহ্'র কসম! তখন অন্য জন বলবে: কিন্তু আল্লাহ্'র কসম! আমি এখনো এতটুকুও পানি পান করতে পারিনি। আহ্! কতোই না পিপাসা!

فَـرِدْ أَيُّهَـا الظَّمْـآنُ وَالْـوَرْدُ مُمْكِـنٌ فَـإِنْ لَـمْ تَـرِدْ فَـاعْلَمْ بِأَنَّـكَ هَالِـكٌ

وَإِنْ لَـمْ يَكُنْ رِضْـوَانُ يَـسْقِيْكَ شَرْبَةً سَيَـسْقِيْكَهَا إِذْ أَنْـتَ ظَمْـآنُ مَالِـكٌ

وَإِنْ لَـمْ تَـرِدْ فِيْ هَـذِهِ الـدَّارِ حَوْضَـهُ سَتُـصْرَفُ عَنْـهُ يَـوْمَ يَلْقَـاكَ آنَـكَ

"হে পিপাসার্ত! এখনই তুমি পানি পান করার জন্য যথাস্থানে অবতরণ করো। কারণ, এখনই তা করা সম্ভব। আর এখনই তাতে অবতরণ না করলে তুমি জেনে রাখো, নিশ্চয়ই তুমি ধ্বংসপ্রাপ্ত। সে দিন যদি রিযওয়ান (জান্নাতের দায়িত্বশীল ফিরিশ্‌তা) তোমাকে পানি পান না করায় তা হলে অচিরেই তুমি পিপাসার্ত হলে মালিকই (জাহান্নামের দায়িত্বশীল ফিরিশ্‌তা) তোমাকে পানি পান করাবে। তুমি যদি এ দুনিয়াতে নবী ﷺ এর হাউযে অবতরণ না করো তা হলে কিয়ামতের দিন তাঁর সাক্ষাতের সময় তোমাকে হাউযে কাউসার থেকে ফিরিয়ে দেয়া হবে।

এ উম্মতের সালাফে সালি'হীন তথা পূর্বসূরিগণ সুন্নাতপন্থীদের যথার্থ সম্মান এবং তাঁদের অধিকার সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। এমনকি তাদেরকে দেখলে তাঁরা খুবই খুশি এবং তাদের বিরহে তাঁরা খুবই ব্যথিত হতেন।

একদা ইমাম সুফ্‌ইয়ান সাওরী (রাহিমাহুল্লাহ্) তাঁর ইউসুফ নামক জনৈক শাগরেদকে বললেন: হে ইউসুফ! তুমি যদি পৃথিবীর একদম পূর্ব প্রান্তের কারো সম্পর্কে জানো যে, সে এক জন সুন্নাতপন্থী তা হলে তার নিকট তোমার সালাম পাঠাও। তেমনিভাবে তুমি যদি পৃথিবীর একদম পশ্চিম প্রান্তের কারো সম্পর্কে জানো যে, সে এক জন সুন্নাতপন্থী তা হলে তার নিকটও তোমার সালাম পাঠাও। কারণ, এ যুগে আহ্‌লুস-সুন্নাহ্ ওয়াল-জামা'আহ্'র সংখ্যা খুবই কম।

(আবূ নু'আইম/'হিলইয়াহ্: ৭/৩৪ ইব্‌নুল-জাওযী/তালবীস ১১ লালাকায়ী/শার'হু ই'তিক্বাদি আহ্‌লিস-সুন্নাহ্: ১/৬৪)

তিনি আরো বলেন:

اسْتَوْصُوْا بِأَهْلِ السُّنَّةِ خَيْراً، فَإِنَّهُمْ غُرَبَاءُ .

"আহ্‌লুস-সুন্নাহ্'র সাথে তোমরা ভালো ব্যবহার করো। কারণ, তারা এখন অপরিচিতের ন্যায়"।

(যাহাবী/সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা': ৭/২৭৩ ইব্‌নুল-জাওযী/তালবীস ১২ লালাকায়ী/শার'হু ই'তিক্বাদি আহ্‌লিস-সুন্নাহ্: ১/৬৪)

আইয়ূব (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন:

إِنِّيْ لَأُخْبَرُ بِمَوْتِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ فَكَأَنِّيْ أَفْقِدُ بَعْضَ أَعْضَائِيْ .

"যখন আমি সুন্নাতপন্থীদের কারোর মৃত্যুর সংবাদ পাই তখন আমার মনে হয়, আমি যেন আমার শরীরের একটি অঙ্গই হারিয়ে ফেলেছি"।

(আবূ নু'আইম/'হিলইয়াহ্: ৩/৯ ইব্‌নুল-জাওযী/তালবীস ১২ লালাকায়ী/শার'হু ই'তিক্বাদি আহ্‌লিস-সুন্নাহ্: ১/৫৯-৬০)

আসাদ্ বিন্ মূসা (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: আমরা একদা সুফ্‌ইয়ান বিন্ 'উয়াইনাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) এর নিকট বসা ছিলাম। ইতিমধ্যে তাঁর নিকট দারাওয়ারদী (রাহিমাহুল্লাহ্) এর মৃত্যুর সংবাদ আসলে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং তিনি এমন ভাব প্রকাশ করেন যে, যদি তিনি না মরতেন! আমরা বললাম: আমরা মনে করিনি যে, আপনি এমনভাবে ব্যথিত হবেন। তিনি বললেন: আরে, তিনি তো এক জন সুন্নাতপন্থী। (লালাকায়ী/শার'হু ই'তিক্বাদি আহ্‌লিস-সুন্নাহ্: ১/৬৬, ৫৬)

ইব্‌নু শাউযাব (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন:

إِنَّ مِنْ نِعْمَةِ اللهِ عَلَى الشَّابِّ إِذَا نَسَكَ أَنْ يُؤَاخِيَ صَاحِبَ سُنَّةٍ يَحْمِلُهُ عَلَيْهَا .

"এক জন যুবকের উপর আল্লাহ্ তা'আলার একটি বিরাট নিয়ামত এই যে, সে ইবাদাত করার সময় কোন সুন্নাতপন্থীকে তার সাথী বানাবে। যেন লোকটি তাকে সুন্নাতের উপর উঠাতে পারেন"।

(ইব্‌নুল-জাওযী/তালবীস ১২ লালাকায়ী/শার'হু ই'তিক্বাদি আহ্‌লিস-সুন্নাহ্: ১/৬০)

ইমাম শাফি'য়ী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন:

إِذَا رَأَيْتُ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيْثِ فَكَأَنِّيْ رَأَيْتُ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ .

"আমি যখন কোন আহ্‌লে হাদীসকে দেখি তখন আমার মনে হয়, আমি যেন রাসূল ﷺ এর কোন সাহাবীকে দেখতে পাচ্ছি"।

(আবূ নু'আইম/'হিলইয়াহ্: ৯/১০৯ ইব্‌নুল-জাওযী/তালবীস ১২)

যাকারিয়া বিন্ ইয়াহ্‌য়া (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: আবূ বকর বিন্ 'আইয়াশ (রাহিমাহুল্লাহ্) কে একদা জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো যে, হে আবূ বকর! সুন্নী কে? তিনি বললেন: সুন্নী মানে, এমন এক লোক যার সামনে দুনিয়ার কারোর মতামত উল্লেখ করা হলে সে কোন মতের প্রতিই কট্টরতা দেখায় না। (লালাকায়ী/শার'হু ই'তিক্বাদি আহ্‌লিস-সুন্নাহ্: ১/৬৫, ৫৩)

বিদ্'আত ও বিদ্'আতীদের সাথে উঠাবসার ব্যাপারে সালাফে সালি'হীনের সতর্কবাণী:

সালাফগণ এ উম্মতকে বিদ্'আত থেকে দূরে রাখার ব্যাপারে খুবই উৎসাহী ছিলেন। কারণ, বিদ্'আতই হচ্ছে এ উম্মতের মাঝে ফাটল, ফিতনা ও শত্রুতা সৃষ্টির এক বিশেষ কারণ। উপরন্তু তাতে আল্লাহ্ তা'আলা খুবই অসন্তুষ্ট হন। যার ফলশ্রুতিতে একদা তাঁর পক্ষ থেকে মানুষের উপর কঠিন আযাব নেমে আসে।

রাসূল ﷺ এর সাহাবীগণ এবং পরবর্তী সালাফগণ মানুষকে বিদ্'আত থেকে সাবধান ও ভীতি প্রদর্শন করেছেন। কারণ, বিদ্'আত মানে ধর্মের নামে বাড়াবাড়ি। আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতি ছাড়া কোন বিধান রচনা করা। উপরন্তু তা ধর্মে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও নব আবিষ্কারের ক্ষেত্রে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সাথে সামঞ্জস্য। এমনকি তা পরোক্ষভাবে ইসলাম ধর্মের অপরিপূর্ণতারই এক বিশেষ অপবাদ। যা নিম্নোক্ত আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিকও বটে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ﴾

[المائدة: ٣]

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মটি পরিপূর্ণ করে দিলাম। এমনকি আমার নিয়ামতও। আর আমি তোমাদের জন্য ইসলামকে ধর্ম হিসেবে কবুল করে নিলাম"। (মা-য়িদাহ: ৩)

তেমনিভাবে তা বিদ্'আত সংক্রান্ত সকল হাদীস বিরোধী।

(ফাতাওয়া/ইব্নু বায: ১/২২৪)

সালাফগণ বিদ্'আতের পাশাপাশি বিদ্'আতীদের ব্যাপারেও মানুষকে প্রচুর সতর্ক করেছেন। উপরন্তু তাঁরা বিদ্'আতীদের সাথে উঠাবসা করা এবং তাদের সাথী হওয়া এমনকি তাদের কথাবার্তাও শুনতে নিষেধ করেছেন। এক পর্যায়ে তাঁরা বিদ্'আতীদের থেকে দূরে থাকা, তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা এমনকি তাদেরকে পরিত্যাগ করারও আদেশ দিয়েছেন।

(আল-কাউলুল-বালীগ ফিত-তাহ্যীরি মিন জামা'আতিত-তাবলীগ: ৩১)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: যত নতুন বছরই আসুক না কেন তার চেয়ে তার পরবর্তী বছর আরো খারাপ। আমি এ কথা বলছি না যে, কোন বছরে বৃষ্টি বেশি হচ্ছে। আবার কোন বছরে কম। কোন বছরে ফসল বেশি হচ্ছে। আর কোন বছরে ফসল খুবই কম। বরং আমি বলছি, তোমাদের মধ্যকার আলিম ও ভালো লোকরা চলে যাবে। অতঃপর এমন কিছু লোক আসবে যারা যে কোন ব্যাপারকে নিজের মেধা দিয়ে যাচাই করবে। তারা কুর'আন ও হাদীসের কোন তোয়াক্কাই করবে না। যার ফলে তখন ইসলাম ত্রুটিপূর্ণ ও ধ্বংস হয়ে যাবে।

(দারিমী: ১/৭৬ হাদীস ১৮৮ ইব্নু ওয়ায্যাহ্: ৩৩ ইব্নু আব্দিল-বার/জামি'উল-ইল্ম: ২/১৩৫)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ، وَإِنْ رَآهَا النَّاسُ حَسَنَةً .

"প্রত্যেক বিদ্'আত তথা ধর্মের নামে নব আবিষ্কারই ভ্রষ্টতা। যদিও মানুষ তাকে ভালো মনে করে"।

(লালাকায়ী/শার'হু ই'তিক্বাদি আহ্লিস-সুন্নাহ্: ১/৯২ ইব্নু নাস্বর/সুন্নাহ্ ৮২ ইস্বলা'হুল-মাসাজিদ মিনাল-বিদা'য়ি ওয়াল-'আওয়ায়িদ: ১৩)

নাফি' (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমরা একদা আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) এর নিকট বসা ছিলাম। ইতিমধ্যে জনৈক ব্যক্তি তাঁকে বললেন: শাম এলাকার অমুক ব্যক্তি আপনার নিকট সালাম পাঠিয়েছে। তখন ইব্নু 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) বললেন: আমার নিকট খবর এসেছে, সে বিদ্'আত করছে। বস্তুতঃ ব্যাপারটি সত্য হয়ে থাকলে তাকে আমার পক্ষ থেকে কোন সালামই দিও না।

(আহ্মাদ: ২/১৩৭ লালাকায়ী/শার'হু ই'তিক্বাদি আহ্লিস-সুন্নাহ্: ৩/৬৩৪, ১১৩৫ মাজমা'উয্যাওয়ায়িদ: ৭/২০৩ ইত্'হাফুল-জামা'আহ্: ১/৩২১)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) বলেন:

إِنَّ أَبْغَضَ الْأُمُوْرِ إِلَى اللهِ تَعَالَى الْبِدَعُ .

"আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সর্ব নিকৃষ্ট বস্তুই হলো বিদ্'আত"।

(বায়হাক্বী: ৪/৩১৬)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ মুবারক (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

لِيَكُنْ مَجْلِسُكَ مَعَ الْمَسَاكِيْنِ، وَاحْذَرْ أَنْ تَجْلِسَ مَعَ صَاحِبِ بِدْعَةٍ

"সর্বদা দরিদ্রদের সাথে বসবে। বিদ্'আতীদের সাথে কখনোই বসবে না"।

(লালাকায়ী/শার'হু ই'তিক্বাদি আহ্লিস-সুন্নাহ্: ১/১৩৭ সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা': ৮/৩৯৯)

ইমাম মালিক (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: কেউ যদি ভালো মনে করে ইসলামের নামে নতুন কোন জিনিস আবিষ্কার করলো সে পরোক্ষভাবে এ কথাই বিশ্বাস করলো যে, নবী ﷺ রিসালাত আদায়ে খিয়ানত করেছেন। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣] .

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। এমনকি আমার নিয়ামতও। আর আমি তোমাদের জন্য

ইসলামকে ধর্ম হিসেবে কবুল করে নিলাম"। (মা-য়িদাহ: ৩)

অতএব, যা সে দিন ধর্ম হিসেবে বিবেচিত ছিলো না তা আজও ধর্ম হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। (ই'তিস্বাম/শাত্বিবী: ১/৪৯)

উক্ত আয়াত পরিষ্কারভাবে এটাই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা এ উম্মতের জন্য তাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। উপরন্তু তাদের উপর তাঁর নিয়ামতও পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। আর নবী ﷺ মৃত্যু বরণ করেননি যতক্ষণ না তিনি তা মানুষের নিকট সুস্পষ্টভাবে পৌঁছিয়ে দেন। যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'আলা এ উম্মতের জন্য যে কথা ও কাজ বিধান হিসেবে নাযিল করেছেন তা তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন। যতক্ষণ না তিনি তাঁর উম্মতকে এ কথা সুস্পষ্টভাবে বলে দেন যে, মানুষ যে কথা ও কাজ তাঁর মৃত্যুর পর ধর্মের নামে আবিষ্কার করবে তা সবই বিদ্'আত ও প্রত্যাখ্যাত। যদিও তার পেছনের নিয়্যাত ভালোই হয়ে থাকুক না কেন। (ফাতাওয়া/বিন্ বায: ১/২২৪)

একদা আসাদ বিন্ মূসা (রাহিমাহুল্লাহ্) ইমাম আসাদ বিন্ আল-ফুরাত (রাহিমাহুল্লাহ্) এর নিকট একটি চিঠি পাঠান যার ভাষ্য ছিলো এই যে, হে আমার প্রিয় ভাই! জেনে রাখুন, এ চিঠিটি আমি আপনার নিকট লিখছি। কারণ, আমার নিকট আপনার এলাকা থেকে খবর এসেছে যে, আপনি মানুষের সাথে ইনসাফের আচরণ করছেন। আপনি রাসূল ﷺ এর সুন্নাতকে প্রতিষ্ঠা করছেন। আপনি বিদ্'আতীদের বিরুদ্ধে বলছেন। আপনি তাদের দোষ-ত্রুটি মানুষের সামনে তুলে ধরছেন। আল্লাহ্ তা'আলা আপনার মাধ্যমে তাদেরকে ধ্বংস করুন। আর সুন্নাতপন্থীদেরকে শক্তিশালী করুন। এমনকি আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে বিদ্'আতীদের দোষ-ত্রুটি বলার জন্য আরো বেশি শক্তি দিন। আল্লাহ্ তা'আলা আপনার মাধ্যমে তাদেরকে এভাবেই লাঞ্ছিত করেছেন। যার ফলে তারা আজ প্রকাশ্যে কোন বিদ্'আত করতে পারছে না।

হে আমার প্রিয় ভাই! আপনি এর সাওয়াবের কথা চিন্তা করে খুশি হউন। মনে করবেন, এটি আপনার নামায, রোযা, হজ্জ এবং জিহাদের চেয়েও বেশি শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ্ তা'আলার কুর'আন প্রতিষ্ঠা এবং তাঁর

রাসূল ﷺ এর সুন্নাত পুনরুজ্জীবিত করণের তুলনায় এ আমলগুলো সত্যিই নগণ্য।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার কোন সুন্নাত পুনরুজ্জীবিত করলো আমি ও সে জান্নাতে এ দু'টি আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি অবস্থান করবো"। রাসূল ﷺ তা বুঝাতে গিয়ে তাঁর দু'টি আঙ্গুল একত্রিত করে দেখালেন। তিনি আরো বলেন: "কোন ব্যক্তি কাউকে হিদায়াতের দিকে ডাকলে সে যদি তা গ্রহণ করে তা হলে কিয়ামতের দিন তাকে হিদায়াত গ্রহণকারীর সমপরিমাণ সাওয়াব দেয়া হবে"। বস্তুতঃ কেই বা তার ব্যক্তিগত আমল দিয়ে এতটুকু সাওয়াব পেতে পারে?!

তেমনিভাবে আপনি আরো মনে রাখবেন যে, কোন বিদ্'আতের মাধ্যমে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর এক জন বন্ধুকে ঠিক করে দেন যিনি সে বিদ্'আতকে প্রতিহত করে ও তার বিস্তারিত বর্ণনা দেয়। তাই আপনি আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত সম্মানকে গুরুত্ব দিবেন ও তার অধিকারী হবেন।

নবী ﷺ যখন মু'আয (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে ইয়েমেনে পাঠান তখন তিনি তাঁকে এক বিশেষ ওসিয়ত করে বলেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমার মাধ্যমে কাউকে হিদায়াত দিলে এতো এতো লাভের চেয়েও তা অনেক উত্তম"। সুতরাং আপনি এ সুযোগটিকে গুরুত্ব দিন। সর্বদা সুন্নাতের দিকে মানুষকে ডাকুন। তা হলে মানুষ আপনাকে ভালোবাসবে এবং আপনার মৃত্যুর পর তারা আপনার স্থলাভিষিক্ত হবে। যার সাওয়াব আপনি কিয়ামত পর্যন্ত পেতে থাকবেন। তাই আপনি গভীর জ্ঞানের আলোকে খাঁটি নিয়্যাত ও সাওয়াবের আশা নিয়ে কাজ করতে থাকুন তা হলে আল্লাহ্ তা'আলা আপনার মাধ্যমে অনেক অস্থির, বক্র ও ফিতনায় পড়া অনেক বিদ্'আতীকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনবেন। তা হলে আপনি নবী ﷺ এর প্রতিনিধির ন্যায়ই কাজ করলেন। যে আমলের আর কোন তুলনাই হয় না। তবে খেয়াল রাখবেন, কোন বিদ্'আতী যেন আপনার ঘনিষ্ঠ সাথী কিংবা বন্ধু না হয়। কারণ, বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি বিদ্'আতীর সাথে উঠাবসা করলো তার নিরাপত্তা উঠে যায়

এবং তাকে তার নিজের দিকে সোপর্দ করা হয়। আর যে ব্যক্তি বিদ্‌'আতীর দিকে রওয়ানা করলো সে যেন মূলতঃ ইসলামকেই ধ্বংসের জন্য রওয়ানা করলো। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আল্লাহ্‌ তা'আলা ছাড়া যে কারোরই ইবাদাত করা হয় তার মধ্যে প্রবৃত্তিপূজারীর চেয়ে তাঁর নিকট আরো নিকৃষ্ট এমন কেউ নেই। রাসূল ﷺ বিদ্‌'আতীকে লা'নত করেছেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের পক্ষ থেকে কোন ছোট-বড়, ফরয-নফল তথা কোন ইবাদাতই গ্রহণ করবেন না। তারা যত বেশিই নামায-রোযা করুক না কেন তারা তত বেশিই আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট থেকে দূরে সরে যায়। সুতরাং আপনিও তাদের সাথে বসবেন না। তাদেরকে লাঞ্ছিত করে দূরে সরিয়ে দিন যেমনিভাবে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। এমনকি রাসূল ﷺ এবং তাঁর পরের ইসলামের বিশিষ্ট ইমামগণও তাদেরকে লাঞ্ছিত করেছেন। (ইব্‌নু ওয়ায্‌যাহ্‌/আল-বিদা'উ ওয়ান-নাহ্‌উ আন্‌হা: ৫-৭)

ইউনুস বিন্‌ 'উবাইদ (রাহিমাহুল্লাহ্‌) একদা তাঁর ছেলেকে জনৈক প্রবৃত্তিপূজারীর কাছ থেকে বের হতে দেখলে তিনি তাকে বললেন: হে আমার ছেলে! তুমি কোথা থেকে বের হলে? সে বললো: 'আমর বিন্‌ 'উবাইদের কাছ থেকে। তিনি বললেন: হে আমার ছেলে! তোমার "হাইতি" নামক হিজড়ার ঘর থেকে বের হওয়া আমার নিকট অনেক পছন্দনীয় অমুক অমুক প্রবৃত্তিপূজারীর ঘর থেকে বের হওয়ার চেয়ে। তোমার আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট চোর ও ব্যভিচারী হিসেবে সাক্ষাৎ করা আমার নিকট অনেক প্রিয় প্রবৃত্তিপূজারী কারোর কথা সঙ্গে নিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার চেয়ে।

এরপর ইমাম বারবাহারী (রহিমাহুল্লাহ্‌) বলেন: ইউনুস (রহিমাহুল্লাহ্‌) এ কথা নিশ্চিত জানেন যে, "হাইতি" নামক হিজড়া তাঁর ছেলেকে দ্বীন থেকে দূরে সরিয়ে দিবে না। তবে এক জন বিদ্‌'আতী তাকে পথভ্রষ্ট করে পরিশেষে তাকে কাফিরও বানিয়ে ফেলতে পারে।

(শার'হুস-সুন্নাহ্‌/বারবাহারী: ৫৪/১১৬)

ইমাম শাফি'য়ী (রাহিমাহুল্লাহ্‌) বলেন: শির্‌ক ছাড়া অন্য কোন গুনাহ্‌ নিয়ে আল্লাহ্‌ তা'আলার সাথে কোন বান্দাহ্‌'র সাক্ষাৎ করা অনেক

ভালো তাঁর সাথে কুপ্রবৃত্তিমূলক কোন কথা নিয়ে সাক্ষাৎ করার চেয়ে।

(আবূ নু'আইম/'হিলইয়াহ্: ৯/১১১ ইবনুল-জাওযী/তালবীস ৮১ লালাকায়ী/শার'হু ই'তিক্বাদি আহ্লিস-সুন্নাহ্: ১/১৪৬ ইব্নু আব্দিল-বার/জামি'উ বায়ানিল-'ইল্ম: ২/৯৫ স্বাবূনী/'আক্বীদাতুস-সালাফ: ৫১)

আবূ ইদ্রীস খাওলানী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলতেন: মসজিদের কোণে এমন কোন আগুনের সংবাদ পাওয়া যা আমি কোনভাবেই নিভাতে পারছি না তা আমার নিকট অতি প্রিয় মসজিদে এমন কোন বিদ্'আতের সংবাদ শুনার চেয়ে যা এখনো কেউ প্রতিহত করতে পারছে না। কারণ, কোন জাতি ধর্মের নামে কোন বিদ্'আত আবিষ্কার করলে তার পরিবর্তে আল্লাহ্ তা'আলা একটি সুন্নাত উঠিয়ে নেন। (ইব্নু ওয়ায্যাহ্/আল-বিদা'উ ওয়ান-নাহ্উ আন্হা: ৩৬ ইব্নু নাস্বর/সুন্নাহ্ ৯৯)

সুফ্ইয়ান সাওরী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: বিদ্'আত ইবলিসের নিকট গুনাহ্'র চেয়েও অধিক প্রিয়। কারণ, গুনাহ্ থেকে তাওবাহ্ করা হয়। আর বিদ্'আত থেকে কখনো তাওবাহ্ করা হয় না।

(আবূ নু'আইম/'হিলইয়াহ্: ৭/২৬ ইব্নুল-জাওযী/তালবীস ১৫ লালাকায়ী/শার'হু ই'তিক্বাদি আহ্লিস-সুন্নাহ্: ১/১৩২ 'আলী বিন্ আল-জা'আদ/মুসনাদ: ১৮০৯ ফাতাওয়া/ইব্নু তাইমিয়্যাহ্: ১১/৪৭২)

বিদ্'আত থেকে তাওবাহ্ করা হয় না মানে, এক জন বিদ্'আতী যখন কোন বিদ্'আতকে ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করে যা আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ বিধান করে যাননি তা তার নিকট খুব সুন্দরই মনে হবে। আর যখন তা তার নিকট সুন্দরই মনে হবে তখন সে তা থেকে কখনোই তাওবাহ্ করবে না। কারণ, তাওবাহ্'র চেতনাই হলো এ কথা নিশ্চিতভাবে জানা যে, তার কৃত কাজটি সত্যিই নিকৃষ্ট। যা থেকে তাওবাহ্ করা দরকার। তেমনিভাবে সে এমন একটি ভালো কাজ ছেড়েছে যা করার জন্য তাকে বাধ্যতামূলকভাবে কিংবা ঐচ্ছিকভাবে আদেশ করা হয়েছে। যা থেকে তাওবাহ্ করে সে পুনরায় উক্ত কাজটি করতে থাকে। অতএব, সে যখন কাজটিকে ভালোই মনে করছে; অথচ বাস্তবে তা খারাপ তখন সে তা থেকে কখনোই তাওবাহ্ করবে না।

তবে তা থেকে তাওবাহ্ করা সম্ভব ও তা সত্যিই বাস্তব। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা যাকে চান হিদায়াত দিতে পারেন এবং তাকে তিনি

সত্যের পথ দেখাতে পারেন। যেমনিভাবে তিনি ইতিপূর্বে প্রচুর কাফির, মুনাফিক এবং অসংখ্য বিদ্'আতীকে হিদায়াত দিয়েছেন।

(ফাতাওয়া/ইব্নু তাইমিয়্যাহ্: ১০/৯-১০)

ইমাম আবুল-'হাসান 'আলী তথা ছোট ফাসী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: সকল আলিম এ ব্যাপারে একমত যে, যে কোন গুনাহ্গার এক জন বিদ্'আতীর চেয়ে অনেক ভালো। কারণ, গুনাহ্গার মনে করে, সে সত্যিই গুনাহ্গার। তাই সে বলে: আমি সময় মতো তাওবাহ্ করে আল্লাহ্ তা'আলার দিকে ফিরে যাবো। আর এক জন বিদ্'আতী মনে করে, সে সত্যের উপর রয়েছে। তাই সে মৃত্যু পর্যন্ত উক্ত বিদ্'আতের উপর অটল থাকে। আর যে ব্যক্তি বিদ্'আতরত অবস্থায় মারা গেলো সে তার কবরকে জাহান্নামের একটি গর্ত হিসেবেই পাবে।

(মাজাল্লাতুল-বু'হুসিল-'ইল্মিয়্যাহ্, সংখ্যা ৬৭)

সুফ্ইয়ান (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: কেউ নতুন কোন বিদ্'আত সম্পর্কে জানতে পারলে সে অবশ্যই কখনো তা তার সঙ্গীদেরকে বলবে না। যদি তা তাদের সমাজে এখনো চালু না থাকে। যাতে বিদ্'আতটি তাদের অন্তরে বসে না যায়।

(আবূ নু'আইম/'হিলইয়াহ্: ৭/৩৪ সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা': ৭/২৬১)

ফুযাইল বিন্ 'ইয়ায (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: তুমি কোন বিদ্'আতীকে কোন রাস্তায় দেখলে সে রাস্তা ছেড়ে তুমি অন্য কোন রাস্তায় চলে যাও। কারণ, বিদ্'আতীর কোন আমলই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট উঠানো হয় না। যে ব্যক্তি এক জন বিদ্'আতীকে কোনভাবে সাহায্য করলো সে যেন ইসলামকেই ধ্বংসের ব্যাপারে সাহায্য করলো।

(ইব্নুল-জাওযী/তালবীস ১৬ লালাকায়ী/শার'হু ই'তিক্বাদি আহ্লিস-সুন্নাহ্: ১/১৩৭ ইব্নু ওয়ায্যাহ্/আল-বিদা'উ ওয়ান-নাহ্উ আন্হা: ৪৮)

তিনি আরো বলেন: কেউ কোন বিদ্'আতীর কাছে বসলে আল্লাহ্ তা'আলা তার সকল আমল নষ্ট করে দেন। উপরন্তু তার অন্তর থেকে ঈমান কিংবা ইসলামের নূর কিংবা আলো উঠিয়ে নেন।

(ইব্নুল-জাওযী/তালবীস ১৬ লালাকায়ী/শার'হু ই'তিক্বাদি আহ্লিস-সুন্নাহ্: ১/৩৮ সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা': ৮/৪৩৫)

তিনি আরো বলেন: যে ব্যক্তি কোন বিদ্'আতীর কাছে বসলো

তাকে প্রজ্ঞার ন্যায় একটি বিশেষ নিয়ামত কখনোই দেয়া হবে না। বস্তুতঃ যখন আল্লাহ্ তা'আলা কোন ব্যক্তির ব্যাপারে জানবেন যে, সে সত্যিই বিদ্'আতীকে ঘৃণা করে তা হলে আমি আশা করি আল্লাহ্ তা'আলা তার সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দিবেন।

(ইব্নুল-জাওযী/তালবীস ১৬ যাহাবী/সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা': ৮/৪৩৫)

মু'হাম্মাদ বিন্ নাযার আল-'হারিসী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: যে ব্যক্তি কোন বিদ্'আতীর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলো আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর থেকে ধর্মীয় নিরাপত্তা উঠিয়ে নিবেন এবং তাকে তার নিজের দিকেই সোপর্দ করবেন।

(ইব্নুল-জাওযী/তালবীস ১৬ লালাকায়ী/শার'হু ই'তিক্বাদি আহ্লিস-সুন্নাহ্: ১/১৩৬ আবূ নু'আইম/'হিলইয়াহ্: ৭/৩৩-৩৪ ইব্নু ওয়ায্যাহ্/আল-বিদা'উ ওয়ান-নাহ্উ আন্হা: ৪৮)

আইয়ূব সাখ্তিয়ানী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: এক জন বিদ্'আতী যতোই অধিক পরিশ্রম করে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদাত করুক না কেন সে ততোই আল্লাহ্ তা'আলা থেকে দূরে সরে যাবে।

(ইব্নুল-জাওযী/তালবীস ১৫ ইব্নু ওয়ায্যাহ্/আল-বিদা'উ ওয়ান-নাহ্উ আন্হা: ২৭)

ইব্রাহীম বিন্ মাইসারাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: যে ব্যক্তি কোন বিদ্'আতীকে সম্মান করলো সে যেন ইসলামকেই ধ্বংসের ব্যাপারে সহযোগিতা করলো।

(লালাকায়ী/শার'হু ই'তিক্বাদি আহ্লিস-সুন্নাহ্: ১/১৩৯ ইব্নু ওয়ায্যাহ্/আল-বিদা'উ ওয়ান-নাহ্উ আন্হা: ৪৮)

'হাসান বাস্রী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: আল্লাহ্ তা'আলা বিদ্'আতীর পক্ষ থেকে কোন কিছুই গ্রহণ করেন না।

(লালাকায়ী/শার'হু ই'তিক্বাদি আহ্লিস-সুন্নাহ্: ১/১৩৯)

হিশাম বিন্ 'হাস্সান (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: আল্লাহ্ তা'আলা বিদ্'আতীর পক্ষ থেকে কোন রোযা, নামায, যাকাত, হজ্জ, জিহাদ, 'উমরাহ্, সাদাকাহ্ এবং গোলাম স্বাধীন করা ইত্যাদি তথা ফরয কিংবা নফল কোন আমলই গ্রহণ করেন না।

(লালাকায়ী/শার'হু ই'তিক্বাদি আহ্লিস-সুন্নাহ্: ১/১৩৯ ইব্নু ওয়ায্যাহ্/আল-বিদা'উ ওয়ান-নাহ্উ আন্হা: ২৭)

ইমাম আওযা'য়ী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: 'হাস্সান বিন্ 'আত্বিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: কোন সম্প্রদায় ধর্মের নামে কোন বিদ্'আত

আবিষ্কার করলে আল্লাহ্ তা'আলা সে পরিমাণ সুন্নাত তাদের মধ্য থেকে উঠিয়ে নেন। এরপর তিনি তা কিয়ামত পর্যন্ত আর তাদের নিকট ফেরত দেন না।

(দারিমী: ১/৫৮ হাদীস ৯৮ লালাকায়ী/শার'হু ই'তিক্বাদি আহ্লিস-সুন্নাহ্: ১/৯৩ ইব্নু ওয়ায্যাহ্/আল-বিদা'উ ওয়ান-নাহ্উ আন্হা: ৩৭ তাখরীজুল-মিশ্কাত/আলবানী: ১/৬৬ হাদীস ১৮৮)

শাইখুল-ইসলাম ইব্নু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: বিদ্'আতীরা মূলতঃ রিপুজনিত গুনাহ্গারদের চেয়েও অতি নিকৃষ্ট। যা রাসূল ﷺ এর হাদীস এবং উম্মতের ইজ্মা' কর্তৃক প্রমাণিত। কারণ, নবী ﷺ খারিজীদেরকে হত্যা করার আদেশ করেছেন। অথচ এ দিকে তিনি যালিম প্রশাসকদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। এমনকি তিনি এক জন মদ্যপায়ী সম্পর্কে বলেন: "তাকে লা'নত করো না। কারণ, সে আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ কে ভালোবাসে"। অথচ তিনি যুল-খুওয়াইস্বিরাহ্ সম্পর্কে বলেন: এর বংশে এমন কিছু সম্প্রদায় জন্ম নিবে যারা কুর'আন পড়বে ঠিকই তবে তা তাদের গলা অতিক্রম করবে না। তারা ইসলাম ধর্ম থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেমনিভাবে বের হয়ে যায় তীর শিকার থেকে। তোমাদের কেউ কেউ তার নামায, রোযা ও কুর'আন তিলাওয়াতকে তাদের নামায, রোযা ও কুর'আন তিলাওয়াতের তুলনায় অতি নগণ্য মনে করবে। তোমরা তাদেরকে যেখানেই পাবে হত্যা করবে। কারণ, তাদেরকে হত্যা করায় হত্যাকারীর জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কিয়ামতের দিন সত্যিই সাওয়াব রয়েছে। (ফাতাওয়া/ইব্নু তাইমিয়্যাহ্: ২০/১০৩)

কুর'আন বুঝার জন্য সুন্নাতের প্রয়োজনীয়তা:

মানুষের মাঝে এমন কিছু লোকও রয়েছে যারা ইচ্ছা করেই শয়তানের দল ও সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছে। তখন শয়তান তাদেরকে তার আরোহী ও পদাতিক বাহিনী দিয়ে চরমভাবে পথভ্রষ্ট করেছে। তাই তারা মিথ্যাকে সত্য বানানো এবং অস্বীকৃতকে স্বীকৃতরূপে সমাজে উপস্থানের জন্য অনেক ধরনের পন্থাই গ্রহণ করেছে। অতঃপর তারা এমন কথাই বলেছে যা তাদের মূর্খতা প্রকাশ

করে এবং তাদের মনোভাবকে সুস্পষ্ট করে। তারা বলে: হাদীস কখনো শরীয়তের প্রমাণ হতে পারে না।

মূলতঃ এ ব্যাপারটি নবী ﷺ এর নবুওয়াতের অকাট্যতার একটি প্রমাণ। কারণ, রাসূল ﷺ ইতিপূর্বেই এদের সম্পর্কে বলে গেছেন। আর ব্যাপারটি সত্যিই ঘটে গেছে।

রাসূল ﷺ এর ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে রূপান্তরিত হওয়া এটাই প্রমাণ করে যে, তাঁর হাদীসগুলো সত্যিই সত্য। উপরন্তু তা পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও বেশ-কম থেকে মুক্ত।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩].

"নিশ্চয়ই আমি কুর'আন মাজীদ নাযিল করেছি। আর আমিই তার নিশ্চিত সংরক্ষক"। ('হিজ্‌র: ৯)

এটি হলো প্রবৃত্তিপূজারীদের জন্য একটি বুদ্ধিগত প্রমাণ। কারণ, তারা কুর'আন ও হাদীসের প্রমাণকে তেমন একটা মূল্যায়ন করে না।

মিক্বদাম বিন্ মা'দীকারিব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন: "মনে রেখো, অচিরেই এমন ব্যক্তির জন্ম ঘটবে যার নিকট আমার কোন হাদীস পৌঁছুবে। যখন সে আরামদায়ক কোন সোফায় হেলান দিয়ে বসা। তখন সে বলবে: আমাদের ও তোমাদের মাঝে রয়েছে আল্লাহ্'র কিতাব। তাতে আমরা যা হালাল পাবো তাই হালাল বলে মনে করবো। আর যা তাতে হারাম পাবো তাই হারাম বলে মনে করবো। অথচ আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ যা হারাম করেছেন তা আল্লাহ্ তা'আলার হারাম করা বস্তুর ন্যায়ই মানা বাধ্যতামূলক।

(আহ্‌মাদ্: ৪/১৩১ 'হাকিম: ১/১০৯ আবূ দাউদ ৪৬০৪ ইব্‌নু মাজাহ্ ১৩)

তবে আহ্‌মাদ্ ও আবূ দাউদের বর্ণনায় এভাবে এসেছে, "মনে রেখো, নিশ্চয়ই আমাকে কুর'আন ও তার ন্যায় আরেকটি জিনিস দেয়া হয়েছে। অচিরেই এক পেট ভরা লোক সোফায় বসে বলবে: তোমরা শুধু কুর'আনকেই আঁকড়ে ধরো। তাতে যা হালাল পাবে তাই হালাল বলে মনে করো। আর তাতে যা হারাম পাবে তাই হারাম বলে মনে করো"।

রাসূল ﷺ এখানে যাদের কথা বলেছেন তাদের দাবি, তারা কুর'আন মানে। হাদীস মানে না। আল্লাহ্'র কসম! তারা যদিও দাবি করে যে, তারা কুর'আনে বর্ণিত হালাল-হারাম মেনে চলে বস্তুতঃ তারা কুর'আনকেও মানে না। বরং তারা কুর'আনের বিরুদ্ধাচরণ করে। কারণ, তারা কুর'আনের সে আয়াতগুলোকে কিভাবে মানছে যাতে নবী ﷺ এর পবিত্রতা, তাঁর আনুগত্যের আদেশ ও তাঁর বিরুদ্ধাচরণ থেকে নিষেধ করা হয়েছে। যাতে বর্ণনা করা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দ্বীনকে হিফাযত করেছেন এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়া পরিচালনার জন্য অত্যন্তই উপযুক্ত।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'উদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সত্যিই বলেছেন যখন তিনি বলেন: তোমরা অচিরেই এমন কিছু সম্প্রদায় পাবে যারা তোমাদেরকে কুর'আনের দিকে ডাকবে। অথচ তারা কুর'আনকে তাদের পেছনে অবজ্ঞা করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। তাই তোমরা খাঁটি জ্ঞান অন্বেষণ করো। বিদ্'আত ও বাড়াবাড়ি থেকে বিরত থাকো। বরং তোমরা পুরোনটাকেই আঁকড়ে ধরো। (জামি'উ বায়ানিল-'ইল্‌মি ওয়াফায্‌লিহী: ২/১৯৩)

ইব্‌নু আব্দিল-বার (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: মূলতঃ বিদ্'আতীরা সবাই সুন্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তারা কুর'আনের সুন্নাত বিরোধী ব্যাখ্যা দিয়ে নিজেরাও পথভ্রষ্ট হয়েছে। আর অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করেছে। আমরা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এমন লাঞ্ছনা থেকে আশ্রয় কামনা করি। উপরন্তু তাঁর রহমতের ওয়াসিলায় আমাদের জন্য তাঁর পক্ষ থেকে তাওফীক ও পবিত্রতা কামনা করি।

(জামি'উ বায়ানিল-'ইল্‌মি ওয়াফায্‌লিহী: ২/১৯৩)

ইমাম আবূ মু'হাম্মাদ্ আল-বারবাহারী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: যখন তুমি শুনবে কারোর নিকট হাদীস বর্ণনা করা হলে সে তার প্রতি উৎসাহী হয় না। বরং সে বলে: কুর'আন দাও। তখন তুমি নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, লোকটির মাঝে ধর্মের প্রতি সত্যিই বিদ্বেষ রয়েছে। তাই তুমি তাকে সেখানে ছেড়ে রেখে অন্য কোথাও চলে যাও। (বারবাহারী/শার'হুস-সুন্নাহ্: ৪৫/১১৪)

ইমাম আ-জুর্‌রী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: প্রত্যেক জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানের

উচিত, যখন সে কাউকে বলতে শুনে যে, রাসূল ﷺ এ ব্যাপারে এ কথা বলেছেন। যা আলিমগণের কাছে গ্রহণযোগ্য। অতঃপর জনৈক মূর্খ বলে উঠলো: আমি কুর'আন ছাড়া আর কিছুই মানি না। তখন তাকে বলা হবে, তুমি এক জন খারাপ মানুষ। তোমার ব্যাপারেই নবী ﷺ ও আলিমগণ একদা আমাদেরকে সতর্ক করেছেন।

এমনকি তাকে বলা হবে, হে মূর্খ! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা ফরযগুলোকে সংক্ষিপ্তাকারে নাযিল করেছেন। অতঃপর তিনি তা নবী ﷺ কে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার আদেশ করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ٤٤].

"আমি তোমার প্রতি কুর'আন মাজীদ নাযিল করেছি যেন তুমি মানুষকে সুস্পষ্টভাবে তা বুঝিয়ে দিতে পারো যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে। যাতে তারা তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে পারে"।

(নাহ্ল: ৪৪)

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে তাঁর পক্ষ থেকে বর্ণনা করার দায়িত্ব দিয়েছেন এবং সবাইকে তাঁর আনুগত্য ও তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে নিষেধ করেছেন। উপরন্তু তিনি তাদেরকে যা করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে দূরে থাকতেও তাদেরকে আদেশ করেছেন।

রাসূল ﷺ এর সুন্নাত বিরোধীকে বলা হবে, হে মূর্খ! আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন:

﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ ﴾ [البقرة: ٤٣].

"তোমরা স্বালাত কায়িম করো এবং যাকাত দাও"।

(বাক্বারাহ্: ৪৩)

কুর'আনের কোথাও কি আছে? ফজর দু' রাক্'আত, যোহর চার রাক্'আত, আসর চার রাক্'আত, মাগরিব তিন রাক্'আত ও 'ইশা চার রাক্'আত। কুর'আনের কোথাও কি আছে নামাযের সকল বিধি-বিধান

ও সময়ের বিস্তারিত বর্ণনা? কিভাবে নামায শুদ্ধ কিংবা বাতিল হয়? বরং এ সব নবী ﷺ এর সুন্নাত থেকেই জানা যায়। কুর'আন থেকে নয়।

তেমনিভাবে যাকাত। কুর'আনের কোথাও কি আছে? দু' শত দিরহাম রুপায় পাঁচ দিরহাম রুপা যাকাত দিতে হয়। বিশ দীনার স্বর্ণে আধা দীনার স্বর্ণ যাকাত দিতে হয়। চল্লিশটি ছাগলে একটি ছাগল যাকাত দিতে হয়। পাঁচটি উটে একটি ছাগল দিতে হয়। এভাবে যাকাতের সকল বিধি-বিধান কুর'আনে পাওয়া যায় না। হাদীস থেকেই তা জেনে নিতে হয়।

এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা কুর'আন মাজীদে যা ফরয করেছেন সে সকল ফরযের সমূহ বিধি-বিধান রাসূল ﷺ এর সুন্নাত থেকেই জেনে নিতে হয়। এটি হলো মুসলিম উম্মাহ্'র সকল আলিমের কথা। যারা এর বিপরীত বলবে তারা সত্যিই মুসলিম নয়। বরং তারা ইসলাম অস্বীকারকারী মুল'হিদ। আমরা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হিদায়াতের পর ভ্রষ্টতা থেকে তাঁর আশ্রয় কামনা করি। (আজুররী/শারী'আহ্: ৪৯-৫০)

শাইখুল-ইসলাম ইব্নু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) আরো বলেন: ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ্ মু'হাম্মাদ্ বিন্ ইদ্রীস আশ-শাফি'য়ী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ যে বিধান চালু করেছেন তা কুর'আন থেকে বুঝেই চালু করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُۚ وَلَا تَكُن لِّلۡخَآئِنِينَ خَصِيمٗا ﴾ [النساء: ١٠٥] .

"নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতি সত্য কিতাবই নাযিল করেছি। যেন তুমি আল্লাহ্'র দেখানো বিধান অনুযায়ী মানুষের মাঝে ফায়সালা করতে পারো। তবে তুমি কখনো খিয়ানতকারীদের পক্ষে তর্ক করো না"। (নিসা: ১০৫)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلذِّكۡرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيۡهِمۡ وَلَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ٤٤] .

"আমি তোমার প্রতি কুর'আন মাজীদ নাযিল করেছি যেন তুমি মানুষকে সুস্পষ্টভাবে তা বুঝিয়ে দিতে পারো যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে। যাতে তারা তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে পারে"।

(নাহ্‌লঃ ৪৪)

তিনি আরো বলেনঃ

﴿ وَمَآ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِۡ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٗ لِّقَوۡمٖ يُؤۡمِنُونَ ﴾ [النحل: ٦٤].

"আমি তোমার প্রতি আমার কিতাব এ জন্যই নাযিল করেছি যে, যাতে তুমি তাদেরকে তাদের সকল বিরোধপূর্ণ বিষয়ে সুস্পষ্ট ফায়সালা দিতে পারো। মূলতঃ এ কিতাব মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য হিদায়েত ও রহ্‌মত স্বরূপ"। (নাহ্‌লঃ ৬৪)

এ জন্যই রাসূল ﷺ বলেনঃ "মনে রেখো, নিশ্চয়ই আমাকে কুর'আন ও তার ন্যায় আরেকটি জিনিস দেয়া হয়েছে"। আর তা হলো নবী ﷺ এর সুন্নাত। নবী ﷺ এর প্রতি সুন্নাত ওহীর মাধ্যমেই নাযিল হতো যেমনিভাবে নাযিল হতো কুর'আন। তবে তা কুর'আনের ন্যায় তিলাওয়াত করা হয় না। ইমাম শাফি'য়ী (রাহিমাহুল্লাহ্‌) ও অন্যান্য ইমামগণ এ ব্যাপারে আরো অনেক প্রমাণ উল্লেখ করেছেন।

(ফাতাওয়া/ইব্‌নু তাইমিয়্যাহ্‌ঃ ১৩/৩৬৩-৩৬৪ ইব্‌নু কাসীরঃ ১/৪)

ইমাম আওযা'য়ী (রাহিমাহুল্লাহ্‌) 'হাস্‌সান বিন্‌ 'আত্বিয়্যাহ্‌ (রাহিমাহুল্লাহ্‌) থেকে বর্ণনা করেনঃ জিব্রীল عليه السلام নবী ﷺ এর নিকট সুন্নাত নিয়ে অবতীর্ণ হতেন যেমনিভাবে তিনি নবী ﷺ এর নিকট কুর'আন নিয়ে অবতীর্ণ হতেন।

(দারিমীঃ ১/১৫৩ হাদীস ৫৮৮ লালাকায়ী/শার'হু ই'তিক্বাদি আহ্‌লিস-সুন্নাহ্‌ঃ ১/৮৩-৮৪ ইব্‌নু 'হাজার/ফাত্‌হঃ ১৩/৩০৫ তাখরীজু কিতাবিল-ঈমান/আলবানীঃ ৩৭)

'আল্লামাহ্‌ ইব্‌নু বায (রাহিমাহুল্লাহ্‌) বলেনঃ এতে কোন সন্দেহ নেই যে, নবী ﷺ এর সুন্নাত নাযিলকৃত ওহী। আল্লাহ্‌ তা'আলা নবী ﷺ এর সুন্নাতকে হিফাযত করেছেন যেমনিভাবে তিনি তাঁর কিতাবকে হিফাযত করেছেন। তাই তিনি তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য হাদীস যাচাই-

বাছাই ও বিশ্লেষণকারী এক দল আলিম ঠিক করে দিয়েছেন। যাঁরা হাদীস ভাণ্ডারকে বাতিলপন্থীদের বিকৃতি ও অপব্যাখ্যা এবং মূর্খ, মিথ্যুক ও ধর্ম বিদ্বেষীদের অপবাদ থেকে রক্ষা করেন। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা হাদীসকে কুর'আনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণকারীর মর্যাদা দিয়েছেন। উপরন্তু তাতে এমন কিছু বিধান রেখেছেন যা তিনি কুর'আনে রাখেননি। যেমন: বাচ্চাদের দুধ পানের বিস্তারিত নিয়ম-কানুন, মিরাস সংক্রান্ত বিধি-বিধান এবং কোন মহিলা ও তার খালা কিংবা ফুফুকে একই সঙ্গে বিবাহ্ করা ইত্যাদি। যা বিশুদ্ধ হাদীসে এসেছে। তবে তা কুর'আনে উল্লিখিত হয়নি। (ফাতাওয়া/ইব্নু বায: ১/২২১)

শাইখুল-ইসলাম ইব্নু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: এ কথা নিশ্চিত সত্য যে, আমাদের প্রিয় নবী মু'হাম্মাদ্ ﷺ কে দুনিয়ার সকল মানুষ ও জিনের প্রতি পাঠানো হয়েছে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা কুর'আনে উভয় জাতিকে সম্বোধন করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَ﴾ [الأنعام: ١٩].

"যাতে আমি এরই সাহায্যে তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট তা কখনো পৌঁছুবে তাদেরকেও সতর্ক করতে পারি"। (আন্'আম: ১৯)

সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত যে মানুষ ও জিনের নিকট এ কুর'আনের বাণী পৌঁছুবে তাদের মধ্যকার কুর'আনের আদেশ-নিষেধ অমান্যকারীদেরকে তিনি এই কুর'আনের মাধ্যমেই আল্লাহ্'র আযাবের ভীতি প্রদর্শন করেছেন। তিনি কুর'আনের মাধ্যমে সবাইকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, যার নিকট এ কুর'আন পৌঁছুবে সে যদি তা না মানে তা হলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কঠিন শাস্তি দিবেন। আর যারা তা মানবে তাদেরকে সম্মানিত করবেন।

রাসূল ﷺ নিশ্চয়ই মৃত্যু বরণ করেছেন। তাই এখন তাঁর আনুগত্য কেবল কুর'আনে বর্ণিত আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াজিব ও হারাম এবং হাদীসে বর্ণিত নবী ﷺ এর ওয়াজিব ও হারাম মেনে নেয়ার মাধ্যমেই সংঘটিত হবে। কারণ, কুর'আন মাজীদই তো নবী ﷺ এর

আনুগত্য সর্বদা বাধ্যতামূলক বলে বর্ণনা করেছে। তাতে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা নবী ﷺ এর উপর কুর'আন ও হাদীস নাযিল করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা নবী ﷺ এর স্ত্রীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন:

﴿ وَٱذۡكُرۡنَ مَا يُتۡلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنۡ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ وَٱلۡحِكۡمَةِ ﴾

[الأحزاب: ٣٤] .

"তোমাদের ঘরে আল্লাহ্ তা'আলার আয়াত ও হিকমত তথা নবী ﷺ এর হাদীস থেকে যা পাঠ করা হয় তা তোমরা চর্চা করো"।

[(আহ্যাব: ৩৪) (ফাতাওয়া/ইবনু তাইময়্যাহ্: ১৬/১৪৮-১৪৯)]

সা'ঈদ্ বিন্ জুবাইর (রাহিমাহুল্লাহ্) একদা নবী ﷺ এর একটি হাদীস বর্ণনা করলে জনৈক ব্যক্তি বললো: কুর'আনে এর বিপরীত আয়াত রয়েছে। তখন তিনি তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন: আমি তোমাকে রাসূল ﷺ এর হাদীস বলছি। আর তুমি তা কুর'আনের দোহাই দিয়ে প্রতিহত করতে চাচ্ছো। রাসূল ﷺ কুর'আন সম্পর্কে তোমার চেয়ে বেশি জানতেন।

(দারিমী: ১/১৫৪ হাদীস ৫৯০ আযুররী/শারী'আহ্: ৫১)

এমন কিছু আয়াত যার সঠিক বুঝ হাদীস ছাড়া কখনোই সম্ভবপর নয়:

প্রথম আয়াত: আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يَلۡبِسُوٓاْ إِيمَٰنَهُم بِظُلۡمٍ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلۡأَمۡنُ وَهُم مُّهۡتَدُونَ ﴾

[الأنعام: ٨٢] .

"যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের ঈমানকে যুলুম তথা শির্ক দ্বারা কলুষিত করেনি তাদের জন্য রয়েছে নিরাপত্তা এবং তারাই হলো সঠিক পথপ্রাপ্ত"। (আন্'আম: ৮২)

নবী ﷺ এর সাহাবীগণ বাহ্যতঃ উক্ত আয়াতে যুলুম বলতে সাধারণ যুলুমই বুঝেছেন। চাই তা যতোই ছোট হোক না কেন। এ

জন্যই তাঁরা উক্ত আয়াত শুনে রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলেন: হে আল্লাহ্'র রাসূল! আমাদের মাঝে এমন কে আছে যে নিজ ঈমানকে কখনো যুলুমের সাথে মিলায়নি? রাসূল ﷺ তাঁদেরকে বললেন: এখানে যুলুম বলতে সাধারণ যুলুমকে বুঝানো হয়নি। বরং এখানে যুলুম বলতে শির্ককেই বুঝানো হয়েছে। তোমরা কি লুক্বমান عليه السلام এর কথা শুনোনি?

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣] .

"নিশ্চয়ই শির্ক সত্যিই বড় যুলুম"। (লুক্বমান: ১৩)

(বুখারী/ফাত্হ: ১/১০৯ হাদীস ৩২ আহ্মাদ: ১/৩৭৮)

নবী ﷺ এর সাহাবীগণ এ উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁদের অন্তর খুবই পরিচ্ছন্ন ও তাঁদের জ্ঞান অতি গভীর। এমনকি তাঁদের মাঝে কোন চাটুকারিতাও ছিলো না। এতদ্সত্ত্বেও তাঁরা উক্ত আয়াত থেকে আল্লাহ্ তা'আলার মূল উদ্দেশ্য বুঝতে পারেননি। বস্তুতঃ নবী ﷺ তাঁদের ভুলটি ধরিয়ে না দিলে কিংবা এর সঠিক ব্যাখ্যাটি তাঁদেরকে বলে না দিলে আমরা এখনো এ ভুলের উপরই সাহাবীদের অনুসরণ করতাম। তবে আল্লাহ্ তা'আলা নবী ﷺ এর সঠিক দিক নির্দেশনা ও তাঁর সুন্নাতের মাধ্যমে আমাদেরকে এ ভুল থেকে রক্ষা করেছেন।

দ্বিতীয় আয়াত: আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ ﴾ [النساء: ١٠١] .

"যখন তোমরা দেশে-বিদেশে সফর করো তখন নামায কসর করায় তোমাদের কোন দোষ নেই। যদি তোমরা এ ব্যাপারে ভয় পাও যে, কাফিররা তোমাদেরকে বিপদগ্রস্ত করবে"। (নিসা': ১০১)

উক্ত আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ দেখলে এ কথা সহজেই বুঝা যায় যে, নামায কসর করার জন্য শত্রুর ভয় থাকা প্রয়োজন। এ জন্যই কিছু সাহাবী রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আমরা এখনো কেন

নামায কসর করবো। অথচ আমরা এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ। তখন রাসূল ﷺ তাঁদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন:

صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوْا صَدَقَتَهُ

"এটি আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য সাদাকা স্বরূপ। অতএব তোমরা তাঁর সাদাকা গ্রহণ করো"।

(তাখ্রীজু মিশ্কাতিল মাস্বাবীহ্ ১৯৩)

যদি না রাসূল ﷺ উক্ত আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যাটি হাদীসের মাধ্যমে আমাদেরকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে না দিতেন তা হলে আমরা অন্ততপক্ষে নিরাপদ অবস্থায় সফরে নামায কসর করা জায়িয হওয়ার ব্যাপারে সন্দিহান থাকতাম। যদি না আমরা সফরে নামায কসরের জন্য ভয় উপস্থিত থাকা শর্ত মনে করতাম। যা আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ। আর আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত সন্দেহটুকু নবী ﷺ এর কথা ও কাজের মাধ্যমে আমাদের মন থেকে দূর করে দিলেন। এমতাবস্থায় রাসূল ﷺ নিজেও কসর করেছেন এবং সাহাবায়ে কিরামও তাঁর সাথে কসর করেছেন।

তৃতীয় আয়াত: আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ ﴾ [المائدة: ٣]

"তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত পশু, রক্ত ও শূকরের গোস্ত"। (মায়িদাহ্: ৩)

এ দিকে নবী ﷺ এর হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, মৃত মাছ ও পঙ্গপাল এবং কলিজা ও তিল্লী খাওয়া হালাল।

রাসূল ﷺ বলেন:

أُحِلَّتْ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ: الْجَرَادُ وَالْحُوْتُ وَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ

"তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে দু' জাতীয় মৃত ও দু' জাতীয় রক্ত: পঙ্গপাল, মাছ, কলিজা ও তিল্লী"।

(আহমাদ্: ২/৯৭ ইব্নু মাজাহ্ ৩৩১৪ 'আব্দুব্নু 'হুমাইদ্ ৮২০ বায়হাক্বী: ১/২৫৪ সিল্সিলাতুল-আ'হাদীসিস-সা'হী'হাহ্: ৩/১১১ হাদীস ১১১৮)

যদি না রাসূল ﷺ উক্ত হাদীস কর্তৃক দু' জাতীয় মৃত ও দু' জাতীয়

রক্ত খাওয়া হালাল হওয়ার ব্যাপারটি উল্লেখ না করতেন তা হলে আমরা প্রকাশ্য আয়াত দ্বারা কিছু হালাল বস্তু থেকে এখনো বঞ্চিত থাকতাম।

চতুর্থ আয়াত: আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً أَوۡ دَمٗا مَّسۡفُوحًا أَوۡ لَحۡمَ خِنزِيرٖ فَإِنَّهُۥ رِجۡسٌ أَوۡ فِسۡقًا أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ﴾ [الأنعام: ١٤٥] .

"বলো: আমার নিকট যে ওহী পাঠানো হয়েছে আমি তাতে মানুষের আহার্য কোন কিছুই হারাম পাইনি মৃত পশু, প্রবাহিত রক্ত ও শূকরের গোস্ত ছাড়া। কারণ, এগুলো অপবিত্র। আর আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কারোর নামে যবেহ করা সত্যিই ফাসিকী কাজ"।

(আন্'আম: ১৪৫)

অথচ হাদীসে এমন কিছু বস্তুও হারাম করা হয়েছে যা উক্ত আয়াতে উল্লিখিত হয়নি। রাসূল ﷺ বলেন:

كُلُّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَكُلُّ ذِيْ مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ حَرَامٌ .

"হিংস্র দাঁতবিশিষ্ট প্রত্যেক পশু ও থাবা মারা প্রত্যেক পাখী হারাম"। (মুসলিম/নাওয়াওয়ী: ১৩/৮২)

রাসূল ﷺ আরো বলেন:

إِنَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ، فَإِنَّهَا رِجْسٌ .

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ তোমাদেরকে গৃহপালিত গাধা খেতে নিষেধ করেছেন। কারণ, তা নাপাক"।

(বুখারী/ফাত্হ: ৯/৫৭০ হাদীস ৫৫২৮ মুসলিম/নাওয়াওয়ী: ১৩/৯৪)

আমরা যদি হারামের ক্ষেত্রে উক্ত হাদীসগুলো গ্রহণ না করি তা হলে আমরা আল্লাহ্ তা'আলা রাসূল ﷺ এর মুখ দিয়ে যা আমাদের জন্য হারাম করেছেন তা আমরা হালাল মনে করে বসবো। যেমন: দাঁতবিশিষ্ট হিংস্র পশু ও থাবা মারা পাখী ইত্যাদি।

পঞ্চম আয়াত: আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ﴾ [الأعراف: ٣٢] .

"বলো: আল্লাহ্ প্রদত্ত সৌন্দর্য ও পবিত্র রিযিক, কে হারাম করলো?" (আ'রাফ: ৩২)

উক্ত আয়াত বাহ্যতঃ এ কথাই বুঝায় যে, আল্লাহ্ প্রদত্ত সকল সৌন্দর্যই হালাল। তা ব্যবহারে কোন ধরনের অসুবিধে নেই।

অথচ রাসূল ﷺ বর্ণনা করেছেন যে, কিছু সৌন্দর্য হারাম। রাসূল ﷺ একদা এক হাতে সিল্কের কাপড় ও অন্য হাতে স্বর্ণ নিয়ে সাহাবায়ে কিরামের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন:

إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُوْرِ أُمَّتِيْ، حِلٌّ لِإِنَاثِهَا .

"এ দু'টি বস্তু আমার উম্মতের পুরুষদের উপর হারাম। তবে তা মহিলাদের জন্য হালাল"।

(আহ্মাদ: ১/১১৫ আবূ দাউদ ৪০৫৭ নাসায়ী ৪৭৫৪ ইব্নু মাজাহ্ ৩৫৯৫ সা'হী'হুল-জামি' ২২৪)

যদি রাসূল ﷺ তাঁর উম্মতের পুরুষদের জন্য উক্ত দু'টি বস্তুর হারাম হওয়ার ব্যাপারটি তাদেরকে না জানিয়ে দিতেন তা হলে তারা না জেনে তাতে পতিত হতো।

সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যিনি আমাদের জন্য আমাদের মধ্য থেকেই এক জন রাসূল পাঠিয়েছেন। যেন তিনি আমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যেতে পারেন। তেমনিভাবে আবারো আল্লাহ্ তা'আলার জন্য সকল প্রশংসা যিনি আমাদেরকে তাঁর রাসূল ﷺ আনীত বিধান সমূহ গ্রহণ করার তাওফীক দিয়েছেন। আমরা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রতিটি ছোট-বড় কাজে তাঁর রাসূল ﷺ এর অনুসরণের আরো অধিক তাওফীক ও আরো অধিক মনের পরিতৃপ্তি কামনা করি।

ষষ্ঠ আয়াত: আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ اتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَٰنَهُمۡ أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ [التوبة: ٣١].

"তারা মহান আল্লাহ্ তা'আলাকে বাদ দিয়ে তাদের আলিম ও দরবেশদেরকে নিজেদের প্রভু বানিয়ে নিয়েছে"। (তাওবাহ: ৩১)

উক্ত আয়াত বাহ্যতঃ এ কথা বুঝায় যে, তারা মূলতঃ তাদের জন্য কিছু কিছু ইবাদাত সম্পাদন করতো। আর এভাবেই তারা আল্লাহ্ তা'আলাকে বাদ দিয়ে তাদের আলিম ও দরবেশদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে। যা 'আদি বিন্ 'হাতিম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নিজেই বুঝেছিলেন। এক বর্ণনায় রয়েছে, তিনি নবী ﷺ কে বললেন: তারা তো তাদের আলিম ও দরবেশদের জন্য নামায পড়েনি? তখন রাসূল ﷺ এ আয়াতে মহান আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্য কী তা বর্ণনা করলেন।

'আদি বিন্ 'হাতিম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি একদা নবী ﷺ এর নিকট আসলাম। তখন আমার ঘাড়ে ছিলো স্বর্ণের ক্রুশ। তখন রাসূল ﷺ আমাকে বললেন: হে 'আদি! তুমি তোমার ঘাড় থেকে এ পূজার জিনিসটি ফেলে দাও। 'আদি (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: অতঃপর আমি ক্রুশ চিহ্নটি আমার ঘাড় থেকে ফেলে দিয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হলে তিনি সূরা বারাআহ্ তথা তাওবাহ্ তিলাওয়াত করতে গিয়ে নিম্নোক্ত আয়াতটিও তিলাওয়াত করেন। যাতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ اتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَٰنَهُمۡ أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ [التوبة: ٣١].

"তারা মহান আল্লাহ্ তা'আলাকে বাদ দিয়ে তাদের আলিম ও দরবেশদেরকে নিজেদের প্রভু বানিয়ে নিয়েছে"। (তাওবাহ: ৩১)

তখন আমি বললাম: হে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ! আমরা তো তাদের ইবাদাত করি না। তিনি বললেন: তারা আল্লাহ্ তা'আলার হালাল করা কোন বস্তুকে হারাম করলে তোমরা কি তা হারাম বলে মনে করো না? আর তারা আল্লাহ্ তা'আলার হারাম করা কোন বস্তুকে হালাল করলে

তোমরা কি তা হালাল বলে মনে করো না? 'আদি (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন: জি, অবশ্যই। তখন রাসূল ﷺ তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন: বস্তুতঃ এটিই তাদের ইবাদাতের শামিল"।

(তিরমিযী ৩৩০৮ ইব্নু জারীর: ১০/১১৪ বায়হাক্বী: ১০/১১৬ কিতাবুল-ঈমান/ইব্নু তাইমিয়্যাহ্: ৬৪)

উক্ত আলোচনা থেকে এ কথা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, সর্ব কিছুর বর্ণনা সম্বলিত কুর'আন মাজীদের সঠিক অর্থ তথা প্রতিটি আয়াত থেকে আল্লাহ্ তা'আলার মূল উদ্দেশ্য বুঝতে হলে ইসলামী শরীয়তে হাদীসের বিশেষ প্রয়োজন।

আমরা অন্যান্য দৃষ্টান্ত বাদ দিয়ে শুধুমাত্র উপরোক্ত দৃষ্টান্তগুলোতেই গভীরভাবে চিন্তা করলে এ কথা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্তভাবে বুঝতে পারি যে, কুর'আন মাজীদ সঠিকভাবে বুঝতে হলে হাদীসের সাহচর্য অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।

কল্যাণের চিন্তা করেও অনেক সময় এতটুকুও কল্যাণের নাগাল পাওয়া যায় না:

অনেক মোসলমানই কোন নেক আমল সম্পাদন করতে গেলে সে কখনো কখনো তা সম্পাদন করার সময় আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি তথা খাঁটি নিয়্যাত করে থাকে। আবার কখনো কখনো তা করতে সে ভুলে যায়। তেমনিভাবে সে তা সম্পাদন করতে গেলে উক্ত কাজে নবী ﷺ এর পুরোপুরি অনুসরণের কথা কখনো কখনো তার খেয়ালে থাকে। আবার কখনো কখনো তা একেবারেই তার খেয়ালে থাকে না।

কোন নেক আমল করার সময় উক্ত দু'টি বিষয় যদি কারোর পরিপূর্ণ খেয়ালে থাকে তা হলে তার আমলটুকু নেক ও গ্রহণযোগ্য হবে। যাতে দু'টি শর্তই বিদ্যমান। আর তা আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত সন্তুষ্টি ও নবী ﷺ এর একান্ত অনুসরণ।

এগুলোর প্রথমটি কোন আমলে না থাকলে তা শির্কযুক্ত তথা অন্য কাউকে দেখানোর জন্য হয়ে থাকে। যদিও তাতে দ্বিতীয় শর্তটি পাওয়া যায়। আর কোন আমলে এগুলোর দ্বিতীয়টি না পাওয়া গেলে তা বিদ্'আত তথা আল্লাহ্ তা'আলার বিধান বহির্ভূত হয়ে যায়। যদিও

তাতে প্রথম শর্তটি পাওয়া যায়।

অতএব কারোর নেক আমল যতোই আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য হয়ে থাকুক না কেন যদি তা নবী ﷺ এর অনুসরণের আলোকে না হয়ে থাকে তা হলে তা সত্যিই প্রত্যাখ্যাত। যা আল্লাহ্ তা'আলা কখনোই গ্রহণ করবেন না। (ফাতাওয়া/ইব্নু বাযঃ ১৬/২৩০)

'আল্লামাহ্ ইব্নুল-ক্বায়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেনঃ

حَــقُّ الْإِلَــهِ عِبَــادَةٌ بِــالْأَمْرِ لاَ ... بِهَـوَى النُّفُـوْسِ فَـذَاكَ لِلـشَّيْطَانِ

مِــنْ غَــيْرِ إِشْرَاكٍ بِــهِ شَــيْئًا هُمَــا ... سَــبَبَا النَّجَــاةِ فَحَبَّــذَا الــسَّبَبَانِ

لَــمْ يَـنْجُ مِـنْ غَـضَبِ الْإِلَـهِ وَنَـارِهِ ... إِلاَّ الَّــذِيْ قَامَــتْ بِــهِ الْأَصْــلاَنِ

وَالنَّــاسُ بَعْــدُ فَمُــشْرِكٌ بِإِلَــهِهِ ... أَوْ ذُوْ ابْتِــدَاعٍ أَوْ لَــهُ الْوَصْــفَانِ

"আল্লাহ্ তা'আলার অধিকার হলো তাঁর আদেশের ভিত্তিতেই কোন ইবাদাত সম্পাদন করা। না তা কারোর মনে চেয়েছে বলে করা হলো। তা হলে তা শয়তানের জন্যই করা হবে। তেমনিভাবে তা করতে গিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কোন কিছুকে শরীক করা যাবে না। আর এ দু'টি হলো নাজাতের শর্ত। আহ্! কতোই না চমৎকার এ দু'টি শর্ত। আল্লাহ্ তাআলার রোষানল ও তাঁর জাহান্নাম থেকে সে ব্যক্তিই নাজাত পাবে যার মাঝে উক্ত সূত্র দু'টো পাওয়া যাবে। তা হলে মানুষ এ দৃষ্টিকোণে তিন প্রকারঃ কেউ তো তার মা'বূদের সাথে শির্ককারী। আবার কেউ বিদ্'আতী। আবার কেউ এমন যার মাঝে একত্রে দু'টি গুণই পাওয়া যায়"।

তাইতো কুর'আন ও হাদীসে উক্ত শর্ত দু'টোর প্রতি অবহেলা করার ব্যাপারে বিশেষভাবে সতর্ক করা হয়েছে। যাতে আমরা আমল প্রত্যাখ্যান ও বাতিল হওয়ার কারণগুলো থেকে সর্বদা দূরে থাকতে পারি।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিচে কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরা হলো।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿١٠٣﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾ ﴾ [الكهف: ١٠٣ – ١٠٤] .

"বলো: আমি কি তোমাদেরকে এমন লোকদের ব্যাপারে সংবাদ দেবো না যারা আমলের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত? তারা সে সব লোক যাদের চেষ্টা ও সাধনা দুনিয়ার জীবনে ব্যর্থ হয়েছে। অথচ তারা মনে করছে যে, তারা উত্তম কাজটিই করেছে"। (কাহ্ফ: ১০৩-১০৪)

ইমামুল-মুফাস্সিরীন ইব্নু জারীর ত্বাবারী (রাহিমাহুল্লাহ্) উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন: হে মু'হাম্মাদ্! তুমি ওদেরকে বলো যারা তোমার সাথে অকারণে ঝগড়া করছে: হে মানুষ! আমি কি তোমাদেরকে ওদের ব্যাপারে সংবাদ দেবো না? যারা সাওয়াব ও লাভের আশায় আমল করতে করতে নিজেদেরকে ক্লান্ত-শ্রান্ত করে ফেলেছে; অথচ এর পরিবর্তে তারা পেয়েছে ধ্বংস ও ব্যর্থতা। তারা মোটেও নিজেদের উদ্দেশ্যে পৌঁছুতে পারেনি। যেমন: কোন ক্রেতা লাভ ও ফায়েদার আশায় কোন মাল খরিদ করেছে অতঃপর তার আশা নিরাশায় পরিণত হয়েছে। উপরন্তু তার ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এমনকি তার লাভের জায়গায় লস এসেছে।

অতঃপর তিনি 'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর একটি উক্তি উল্লেখ করেন। যাতে তিনি বলেন: তারা হলো এমন দরবেশ যারা নিজেদেরকে গির্জায় আটকে রেখেছে। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তারা 'হারূরা এলাকার অধিবাসী তথা খারিজী।

তেমনিভাবে তিনি সা'দ্ বিন্ আবী ওয়াক্কাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর আরেকটি উক্তি উল্লেখ করেন। যাতে তিনি বলেন: তারা হলো গির্জা অধিবাসী।

এরপর তিনি বলেন: এ ব্যাপারে সঠিক কথা হলো এই যে, উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্য হলো এমন সকল আমলকারী যারা নিজেদেরকে সঠিক মনে করে। তারা মনে করে, উক্ত আমলের মাধ্যমে তারা আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত আনুগত্য করছে ও তাঁকে খুশি করছে। মূলতঃ তারা এ আমলের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলাকে অসন্তুষ্ট করছে। বরং তারা এরই মাধ্যমে ঈমানদারদের পথ থেকে দূরে সরে গিয়েছে।

যেমন: সন্ন্যাস, দুনিয়া ত্যাগ ইত্যাদি। মূলতঃ তারা ভ্রষ্টতায় অনেক পরিশ্রম করলেও তারা বস্তুতঃ কাফির। তারা যে ধর্মেরই হোক না কেন। দুনিয়ায় তাদের আমলগুলো সঠিক পথ ও হিদায়েতের উপর ছিলো না। বরং তা যুলুম ও ভ্রষ্টতার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো। কারণ, তারা আমলগুলো সম্পাদন করেছে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশের বাইরে তথা কুফরির উপর থাকা অবস্থায়। অথচ তারা মনে করছে, তারা এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য করছে এবং তাঁর আদেশ পালনে তারা খুবই পরিশ্রম করছে। (জামি'উল-বায়ান: ১৬/৩২-৩৪)

ইব্নুল-জাওযী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: তাদের ক্ষতিগ্রস্ততার কারণ হলো তারা কোন ভিত্তি ছাড়াই আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদাত করেছে। তাই তারা মনগড়া ইবাদাত করে নিজেদের জীবন ও আমল নষ্ট করেছে। (ফাত্'হুল-বারী: ৮/২৭৯)

'আল্লামাহ্ ইব্নুল-ক্বায়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: এ হলো এমন আমলকারীদের অবস্থা যারা আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি ও রাসূল ﷺ এর সুন্নাতের বাইরেই আমল করেছে। এমনকি এ হলো এমন জ্ঞানী-গুণীদের অবস্থা যারা নিজেদের জ্ঞান-সামগ্রী নবুওয়াতের চেরাগ থেকে না নিয়ে মানুষের অপবিত্র মেধা ও মত থেকে গ্রহণ করেছে। তারা নিজেদের সকল শক্তি ও চিন্তা-চেতনাকে মানুষের মতামতের সাহায্য ও তা প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত করেছে। তারা অন্যদের কথা বুঝা ও তা যে কোন সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামে প্রচারের ক্ষেত্রে প্রচুর সময় ব্যয় করছে। তারা রাসূল ﷺ আনীত বিধান থেকে বহু দূরে সরে গিয়েছে। আর তাদের কেউ কেউ এর প্রতি সামান্যটুকু গুরুত্ব দিলেও তা মূলতঃ মানুষের মাঝে সম্মান অর্জনের জন্যই করেছে।

এ দিকে রাসূল ﷺ এর একান্ত অনুসরণ, সর্ব ব্যাপারে তাঁকে ফায়সালাকারী হিসেবে মেনে নেয়া এবং তাঁর আনুগত্যের ক্ষেত্রে নিজেদের সকল শক্তি-সামর্থ্য বিনিয়োগ করা উপরন্তু তা ভালোভাবে বুঝার চেষ্টা করা এবং অন্যান্যদের সকল কথা তাঁর কথার পক্ষে হলে তা গ্রহণ করা অন্যথায় তা বর্জন করা। এমনকি ওহীর সাপোর্ট ছাড়া কারোর কোন মত ও কথার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা এগুলোর প্রতি তাদের

বিন্দুমাত্রও কোন খেয়াল নেই। উপরন্তু এগুলো তাদের উদ্দেশ্য ও পছন্দ হওয়া তো অনেক দূরের কথা। যা ছাড়া কারোর নাজাত মিলার কোন প্রশ্নই আসে না।

আফসোস তার জন্য যে নিরলস জ্ঞানার্জনে ক্লান্ত ও শ্রান্ত হয়েছে। তাতে তার সকল শক্তি ব্যয় করেছে। এমনকি তাতে তার সকল সময় নিঃশেষ করে দিয়েছে। দুনিয়ার দিকে সে এতটুকুও ভ্রুক্ষেপ করেনি। অথচ রাসূল ﷺ এর সাথে তার কোন সম্পর্কই নেই। উপরন্তু তার অন্তর খানা আল্লাহ্ তা'আলার তাওহীদ ও তাঁর উপর ভরসা এমনকি তাঁর প্রতি উন্মুখতা ও তাঁর ভালোবাসা এবং তাঁর নৈকট্যে কখনো সিক্ত হতে পারেনি। (ইজতিমা'উল-জুয়ূশিল-ইসলামিয়াহ্: ৮৯-৯০)

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَٰلَةُ ۚ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُوا۟ ٱلشَّيَٰطِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٠].

"এক দলকে তিনি সঠিক পথ দেখিয়েছেন। আর অন্য দলের জন্য ভ্রষ্টতা নির্ধারিত রয়েছে। মূলতঃ তারা আল্লাহ্ তা'আলাকে বাদ দিয়ে শয়তানদেরকে বন্ধু বানিয়ে নিয়েছে। অথচ তারা মনে করছে যে, নিশ্চয়ই তারা সঠিক পথেই রয়েছে"। (আ'রাফ: ৩০)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُۥ سُوٓءُ عَمَلِهِۦ فَرَءَاهُ حَسَنًا ۖ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ ۖ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَٰتٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ . [فاطر: ٨]

"যাকে তার মন্দ কাজগুলো সুন্দর করে দেখানো হলে সে তা উত্তম বলে মনে করেছে, সে কি অন্য ভালো লোকদের সমান হতে পারে? মূলতঃ আল্লাহ্ তা'আলা যাকে চান তাকে বিপথগামী করেন। আর যাকে তিনি চান তাকে সঠিক পথ দেখান। সুতরাং তাদের প্রতি আক্ষেপ করে তুমি নিজের জীবনকে ধ্বংস হতে দিও না। তারা যা করছে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তা সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত"। (ফাত্বির: ৮)

ইমাম ত্বাবারী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: শয়তান যার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি তার বিরুদ্ধাচরণ এবং তাঁর সাথে কুফরি ও মূর্তিপূজাকে সুন্দর করে দেখিয়েছে অতঃপর সে শয়তানের ধোঁকায় পড়ে খারাপকে ভালো এবং নিকৃষ্টকে উৎকৃষ্ট মনে করেছে তুমি তার প্রতি আক্ষেপ করে নিজ জীবনকে নষ্ট করে দিও না। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা যাকে চান তাকে তাঁর প্রতি ঈমান আনা ও তোমার প্রতি বিশ্বাস এবং তোমার অনুসরণ তথা সত্য থেকে দূরে রাখেন। আর যাকে চান তাকে তাঁর প্রতি ঈমান এবং তোমার অনুসরণ এমনকি তোমার আনীত বিধান গ্রহণের তাওফীক তথা হিদায়েত দান করেন।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ﴾ [الزخرف: ٣٧].

"নিশ্চয়ই তারা মানুষদেরকে সৎ পথে চলতে বাধা দেয়। অথচ তারা মনে করে যে, তারা সঠিক পথেই রয়েছে"। (যুখরুফ: ৩৭)

তিনি আরো বলেন:

﴿ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِۦ كَمَن زُيِّنَ لَهُۥ سُوٓءُ عَمَلِهِۦ وَٱتَّبَعُوٓا۟ أَهْوَآءَهُم ﴾ [محمد: ١٤].

"যে ব্যক্তি তার প্রভু থেকে আসা সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত সে কি ওর মতো যাকে তার মন্দ কর্মগুলো সুন্দর করে দেখানো হয়েছে। আর যারা নিজেদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করে"।

(মু'হাম্মাদ: ১৪)

'উমর বিন্ খাত্ত্বাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: কেউ কোন ভ্রষ্টতাকে হিদায়েত মনে করে সম্পাদন করলে এবং কোন হিদায়েতকে ভ্রষ্টতা মনে করে ছাড়লে তাতে তার কোন ওযর নেই। কারণ, সবই সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সকল ওযর শেষ হয়ে গিয়েছে। (বারবাহারী/শার'হুস-সুন্নাহ্: ২১-২২)

কারণ, আহ্লে সুন্নাত ও জামা'আত ধর্মের সকল ব্যাপারই তা বিশ্লেষণ পূর্বক মযবুত করে দিয়েছে। যা আজ সকল মানুষের নিকটই সুস্পষ্ট। এখন সকলকে এরই অনুসরণ করতে হবে।

ইব্নুল-ক্বায়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: সে ব্যক্তির কি কোন ওযর থাকতে পারে যে কোন ভ্রষ্টতাকে হিদায়েত মনে করে সম্পাদন করেছে? যা আল্লাহ্ তা'আলা যুখরুফের আয়াতে বলেছেন। উত্তরে বলা হবে, এ জাতীয় মানুষের কোন ওযর নেই যাদের ভ্রষ্টতার ভিত্তি হলো রাসূল ﷺ আনীত ওহীর অন্বেষণ থেকে দূরে থাকা। যদিও সে উক্ত ভ্রষ্টতাকে হিদায়েত বলেই মনে করছে। কারণ, সে তো মূলতঃ হিদায়েতের প্রতি আহ্বানকারী রাসূল ﷺ এর অনুসরণ থেকেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। সে জন্য সে অবশ্যই দোষী। তা হলে এখন কেউ পথভ্রষ্ট হলে তার একমাত্র কারণ হলো নবী ﷺ এর আদর্শ বিমুখতা ও তা জানার ব্যাপারে তার নিজের প্রচুর ত্রুটি, বিচ্যুতি ও কোতাহী।

তবে যার নিকট রাসূল ﷺ এর রিসালাত পৌঁছায়নি এবং সে তা হাতের নাগালে পেতে সত্যিই অক্ষম ছিলো তার ভ্রষ্টতার ব্যাপার অবশ্যই ভিন্ন।

কুর'আন মাজীদে যে হুমকি-ধমকিপূর্ণ আয়াতগুলো রয়েছে তা প্রথমোক্ত ব্যক্তিদের জন্য। দ্বিতীয় প্রকার ব্যক্তিদের জন্য তা নয়। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা কারোর উপর তাঁর প্রমাণ সুপ্রতিষ্ঠিত করা ছাড়া তাকে কোনভাবেই আযাব দিবেন না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥].

"আমি কাউকে আযাব দেই না যতক্ষণ না তার নিকট কোন রাসূল পাঠাই"। (ইস্রা/বানূ ইসরাঈল: ১৫)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ﴾ [النساء: ١٦٥].

"মূলতঃ রাসূলগণ ছিলেন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী। যাতে রাসূলগণের আগমনে আল্লাহ্ তা'আলার বিরুদ্ধে মানুষের কোন ধরনের অযুহাতের সুযোগ না থাকে"। (নিসা': ১৬৫)

এ জাতীয় আরো অনেক আয়াত কুর'আনে রয়েছে।

(মিফ্তা'হু দারিস-সা'আদাহ্/ইব্নুল-ক্বায়্যিম: ৫৮-৫৯)

তিনি আরো বলেন:

﴿ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۝٣ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً ۝٤ ﴾ [الغاشية: ٣ – ٤] .

"সে দিন তারা হবে খুবই ক্লান্ত-শ্রান্ত। তারা সে দিন সত্যিই জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে"। (গাশিয়াহ্: ৩-৪)

'ইমরান আল-জূনী (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা 'উমর বিন্ খাত্ত্বাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এক খ্রিস্টান ধর্ম যাজকের গির্জার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি ধর্ম যাজককে ডাক দিলে সে তাঁর দিকে একটু মাথা উঁচু করে তাকায়। আর 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তার দিকে তাকাচ্ছেন ও কাঁদছেন। তখন তাঁকে বলা হলো, হে আমীরুল-মু'মিনীন! আপনি একে দেখে কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন: আমি কুর'আনের উক্ত আয়াত দু'টো স্মরণ করেই কাঁদছি। ('হাকিম: ২/৫২১-৫২২)

'হুমাইদ্ বিন্ 'হুমাইদ্ আবুত-ত্বওয়ীল (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি একদা আনাস্ বিন্ মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে এ কথা বলতে শুনেছেন যে, একদা তিন ব্যক্তি নবী ﷺ এর স্ত্রীদের নিকট এসে তাঁর ইবাদাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তাদেরকে সে সম্পর্কে জানিয়ে দেয়া হলো। তারা তা অতি সামান্য মনে করে বললো: নবী ﷺ এর সাথে আমাদের কোন তুলনাই হয় না। তাঁর আগ-পর সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। অতঃপর তাদের এক জন বললো: আমি কিন্তু যত দিন বেঁচে থাকবো সর্বদা পুরো রাতই নফল নামায আদায় করবো। দ্বিতীয় জন বললো: আমি কিন্তু পুরো জীবন রোযা রাখবো। কখনো রোযা ছাড়বো না। তৃতীয় জন বললো: আমি আদৌ বিবাহ করবো না এমনকি কখনো মহিলাদের সংস্পর্শেও যাবো না। রাসূল ﷺ কে এ সম্পর্কে জানানো হলে তিনি বললেন:

أَنْتُمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللهِ إِنِّيْ لَأَخْشَاكُمْ لله وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّيْ أَصُوْمُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّيْ وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ .

"তোমরাই কি এমন এমন বলেছো? জেনে রাখো, আল্লাহ্'র কসম! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের চাইতেও অনেক অনেক বেশি আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করি। তবুও আমি কখনো কখনো রোযা রাখি। আবার কখনো কখনো রাখি না। রাতে কিছুক্ষণ নফল নামায পড়ি। আবার কিছুক্ষণ ঘুমও যাই উপরন্তু আমি স্ত্রী সহবাসও করি। অতএব যে ব্যক্তি আমার আদর্শ বিমুখ হলো সে আমার উম্মত নয়"।

(বুখারী, হাদীস ৫০৬৩ মুসলিম, হাদীস ১৪০১)

উক্ত তিন ব্যক্তি তাদের প্রতিজ্ঞায় আল্লাহ্'র কসম! কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই ইচ্ছে করেনি। তারা সত্যিই এ ব্যাপারে নিষ্ঠাবান ছিলো। তাদের নিষ্ঠা বুঝা যায় তাদের কর্মকাণ্ডের ধরন দেখলেই যা করতে তারা একদা প্রতিজ্ঞা করেছিলো। তাদের এক জন সর্বদা রোযা রাখার ইচ্ছা পোষণ করেছিলো। যা বান্দাহ্ ও আল্লাহ্ তা'আলার মধ্যকার একটি অত্যন্ত গোপনীয় ব্যাপার। যা তিনি ছাড়া আর কেউই জানেন না। তাদের আরেক জন পুরো রাত নফল নামায পড়ার ইচ্ছা পোষণ করেছিলো। যা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে একান্ত সাক্ষাতের একটি বিশেষ মাধ্যম। তবে তাদের কাজগুলোতে যখন আমল কবুল হওয়ার একটি শর্ত তথা নবী ﷺ এর পূর্ণ অনুসরণ পাওয়া যায়নি তখন রাসূল ﷺ তা গোস্সাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাই তিনি তাদের কাজগুলোকে সমর্থন করেননি। বরং তাদেরকে এ কথা জানিয়ে দিয়েছেন যে, এ রকম কাজ তাঁর সুন্নাত বিরোধী। এমনকি তাঁকে অসম্মান করারও শামিল।

উপরোক্ত যারা নিজেদের প্রতিজ্ঞাকৃত কাজে নবী ﷺ এর পূর্ণ অনুসরণের কোন তোয়াক্কাই করেনি এদের বিপরীতে এমন তিন জনের কথাও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যারা নিজেদের কাজে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির কোন তোয়াক্কাই করেনি। যা আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

'উক্ববাহ্ বিন্ মুসলিম (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: তাঁকে একদা শুফাইয়্যা আল-আস্বা'হী (রাহিমাহুল্লাহ্) বর্ণনা করেন যে, তিনি একদা মদীনায় প্রবেশ করে দেখেন যে, জনৈক ব্যক্তিকে অনেকগুলো মানুষ ঘিরে রেখেছে। তখন তিনি বললেন: লোকটি কে? লোকেরা

বললো: ইনি হলেন বিশিষ্ট সাহাবী আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)। তিনি বলেন: অতঃপর আমি তাঁর খুব নিকটবর্তী হয়ে তাঁর সামনেই বসলাম। তিনি তখন সবাইকে হাদীস শুনাচ্ছেন। যখন তিনি হাদীস বর্ণনা শেষে চুপ করে একাকী হলেন তখন আমি তাঁকে বললাম: আমি আপনার নিকট এমন একটি হাদীস বর্ণনা করার আবেদন করছি যা আপনি সরাসরি রাসূল ﷺ এর কাছ থেকে শুনেছেন। এমনকি তা বুঝেছেন ও হৃদয়ঙ্গম করেছেন।

তখন আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন: ঠিক আছে আমি তাই করবো। আমি তোমাকে এমন একটি হাদীস বলবো যা আমাকে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ নিজ মুখেই বলেছেন এবং তা আমি সম্পূর্ণরূপে বুঝেছি ও হৃদয়ঙ্গম করেছি। অতঃপর তিনি কিছুক্ষণের জন্য অচেতন হয়ে গেলেন। আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলে তিনি সচেতন হয়ে বললেন: আমি তোমাকে এমন একটি হাদীস বলবো যা আমাকে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ নিজ মুখেই বলেছেন। তখন আমি এ ঘরে একাই ছিলাম। আমার সাথে আর কেউই ছিলো না। এরপর তিনি আবার আরেকটু বেশি অচেতন হলেন। চেতনা ফেরার পর তিনি তাঁর চেহারা মুছে আবারো বললেন: ঠিক আছে আমি তাই করবো। আমি তোমাকে এমন একটি হাদীস বলবো যা আমাকে আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ নিজ মুখেই বলেছেন। তখন এ ঘরে আমি এবং তিনিই ছিলেন। আমাদের সাথে আর কেউ ছিলো না। এরপর তিনি আবার আরেকটু বেশিই অচেতন হলেন। এমনকি তিনি মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন। আমি তাঁকে দীর্ঘক্ষণ হেলান দিয়ে রাখলে তিনি সচেতন হয়ে বললেন: আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ আমাকে বলেছেন:

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাঁর বান্দাহ্দের মাঝে ফায়সালা করার জন্য তিনি তাদের নিকট অবতরণ করবেন। প্রতিটি উম্মত সে দিন আল্লাহ্ তা'আলার ভয়ে ভীত হয়ে নিজ হাঁটুদ্বয় গেড়ে বসে শুধুমাত্র তাঁর ফায়সালার জন্যই অপেক্ষমাণ থাকবে। তিনি সর্ব প্রথম যাদেরকে বিচারের জন্য ডাকবেন তারা হলো জনৈক ব্যক্তি যে কুর'আন মাজীদ শিখেছে। আরেক জন যে আল্লাহ্ তা'আলার

রাস্তায় শহীদ হয়েছে। আরেক জন যে সম্পদশালী। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা কুর'আন পড়ুয়াকে বলবেন: আমি কি তোমাকে সে জ্ঞান শিক্ষা দিইনি যা আমি নিজ রাসূলের উপর অবতীর্ণ করেছি? সে বলবে: জী, হে আমার প্রভু! তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন: তুমি যা জেনেছো সে মতে তুমি কী আমল করেছো? সে বলবে: আমি রাত-দিন এ কুর'আন মাজীদ তিলাওয়াত করেছি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বলবেন: তুমি মিথ্যা বলেছো। ফিরিশ্তাগণও বলবেন: তুমি মিথ্যা বলেছো। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন: বরং তুমি কুর'আন তিলাওয়াতের মাধ্যমে এটাই চেয়েছিলে যে, তোমাকে ক্বারী বলা হোক। আর তাই বলা হয়েছে।

অতঃপর সম্পদশালীকে উপস্থিত করা হলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বলবেন: আমি কি তোমার রিযিকটুকু বাড়িয়ে দিইনি। যার দরুন তুমি কখনো কারোর নিকট কোন কিছুর মুখাপেক্ষী হওনি। সে বলবে: জী, হে আমার প্রভু! তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বলবেন: আমি তোমাকে যে সম্পদ দিয়েছে তা দিয়ে তুমি কী করেছিলে? সে বলবে: আমি তা দিয়ে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করেছি। সাদাকা করেছি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বলবেন: তুমি মিথ্যা বলেছো। ফিরিশ্তাগণও বলবেন: সে মিথ্যা বলেছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন: বরং তুমি এর মাধ্যমে এটাই চেয়েছিলে যে, তোমার ব্যাপারে বলা হোক, অমুক ব্যক্তি দানশীল। আর তাই বলা হয়েছে।

আর যাকে আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় হত্যা করা হয়েছে তাকে উপস্থিত করা হলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বলবেন: তোমাকে মূলতঃ কী জন্য হত্যা করা হয়েছে তা সত্য করে বলো? সে বলবে: আপনি আপনার পথে যুদ্ধ করার আদেশ করেছেন তাই আমি আপনার পথে যুদ্ধে উপনীত হলে আমাকে সেখানেই হত্যা করা হয়। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বলবেন: তুমি মিথ্যা বলেছো। ফিরিশ্তাগণও বলবেন: তুমি মিথ্যা বলেছো। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন: বরং এর মাধ্যমে তোমার ইচ্ছা ছিলো যে, তোমার ব্যাপারে বলা হোক, অমুক সাহসী। আর তাই বলা হয়েছে।

অতঃপর রাসূল ﷺ আমার হাঁটুর উপর আঘাত করে বললেন: হে আবূ হুরাইরাহ্! আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টির এ তিন জাতীয় ব্যক্তিকে দিয়েই সর্ব প্রথম কিয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হবে।

এরপর শুফাইয়্যা (রাহিমাহুল্লাহ্) মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নিকট প্রবেশ করে তাঁকে আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর হাদীসটি শুনালে তিনি বলেন: এদের সাথে এমন ব্যবহার করা হলে আর বাকীদের সাথে কেমন ব্যবহার করা হবে?! অতঃপর তিনি এতো বেশী কাঁদলেন যে, আমাদের মনে হলো তিনি মারা যাবেন। আমরা বললাম: আরে এ লোকটি তো আমাদের নিকট অকল্যাণ নিয়ে এসেছে। অতঃপর মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর হুঁশ ফিরে আসলে তিনি তাঁর চেহারা মুছে বললেন: আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ সত্যই বলেছেন:

﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَٰلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿١٥﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا۟ فِيهَا وَبَٰطِلٌ مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾ ﴾ [هود: ١٥ – ١٦].

"যারা দুনিয়ার জীবন ও তার শোভা-সৌন্দর্য কামনা করে তাদেরকে আমি এখানেই তাদের কর্মফল পুরোপুরি দিয়ে দেবো। তা থেকে তাদেরকে এতটুকুও কম দেয়া হবে না। এদের জন্য পরকালে আগুন ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। বরং তাদের দুনিয়ার সকল কর্মকাণ্ড নিষ্ফল ও বাতিল হয়ে যাবে"।

[(হূদ: ১৫-১৬) (তিরমিযী ২৫০২ ইব্নু খুযাইমাহ্: ৪/১১৫ হাদীস ২৪২৮ 'হাকিম: ১/৪১৯)]

উক্ত তিন জন আল্লাহ্ তা'আলার অতি পছন্দনীয় কিছু কর্মকাণ্ড নিয়ে এসেছে যথাক্রমে তা ধর্মীয় জ্ঞান, সাদাকা ও আল্লাহ্ তা'আলার পথে যুদ্ধ করা; তবে তাদের কর্মে যখন আমল কবুল হওয়ার একটি বিশেষ শর্ত তথা একনিষ্ঠতা ও আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি পাওয়া যায়নি তখন তা প্রত্যাখ্যান করে দেয়া হলো উপরন্তু তারা আল্লাহ্ তা'আলার

শাস্তির ভাগী হলো।

উক্ত আয়াত ও হাদীস আমল কবুল হওয়ার শর্ত দু'টির বিশেষ গুরুত্ব বুঝায়। সুতরাং যার আমলে তা পাওয়া যাবে যদিও তা অতি সামান্যই হোক না কেন আল্লাহ্ তা'আলা তা কবুল করবেন। এমনকি তা তার ফায়দায় আসবে। আর যার আমলে এ দু'টি কিংবা এর কোনটি পাওয়া যাবে না তার আমল তার কোন ফায়দায়ই আসবে না যদিও তা অনেক হোক না কেন। বরং তা তার শাস্তিরই কারণ হবে।

উপরন্তু উক্ত সাহাবীদ্বয় তথা আবূ হুরাইরাহ্ ও মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) এর কথাও একটু চিন্তা করুন। তাঁরা এ কঠিন ব্যাধির কথা চিন্তা করে বেহুঁশ হয়ে গেলেন। যা হাদীসে বর্ণিত ব্যক্তিদের আমলগুলো নষ্ট করে দিলো।

এ হলো মু'হাম্মাদ্ ﷺ এর সাহাবীগণের করুণ অবস্থা। অথচ তাঁরা ছিলেন সত্যিকারের ঈমানদার। যাঁদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা ধর্মীয় জ্ঞান এবং তাঁর ও তাঁর রাসূল ﷺ এর কথার উদ্দেশ্য বুঝার ব্যাপারে প্রচুর দক্ষতা দান করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা দিয়েছেন যা অন্য কাউকে দেননি। নবী ﷺ এর সাহচর্য, তাঁর সার্বিক সহযোগিতা ও তাঁর প্রতি অতুলনীয় সম্মান, ইসলামের শুরু যুগেই তাঁর প্রতি ঈমান এবং তাঁর শত্রুর সাথে জিহাদ এমনকি দুনিয়ার আনাচে-কানাচে তাঁর ধর্ম প্রচার ইত্যাদি ইত্যাদি। এতদ্সত্ত্বেও তাঁদের কেউ কেউ আমলের ক্ষেত্রে কাউকে দেখানো কিংবা শুনানোর ইচ্ছার ন্যায় গুনাহ্'র ভয়ে বেহুঁশ হয়ে যেতেন। আর আমরা তো সত্যিই এর ধারে-কাছেও নেই। তবে আল্লাহ্ তা'আলা যাকে দয়া করেছেন তার কথা সত্যিই ভিন্ন।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন যাঁদের জীবনী পরবর্তীদের জন্য একটি শিক্ষালয় স্বরূপ। তাঁরা হলেন রাসূল ﷺ এর সাহাবীগণ।

'আমর বিন্ ইয়াহ্য়া (রাহিমাহুল্লাহ্) তাঁর পিতার সূত্রে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: আমরা ফজরের নামাযের কিছুক্ষণ আগ থেকেই আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'উদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর ঘরের দরজায় বসে থাকতাম।

তিনি ঘর থেকে বের হলেই আমরা তাঁর সাথে মসজিদের দিকে রওয়ানা করতাম। একদা আবূ মূসা আশ্'আরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আমাদের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন: আবূ আব্দুর রহ্মান কি বের হয়েছেন? আমরা বললাম: না, তিনি এখনো বের হননি। তাই তিনি আমাদের সাথেই বসে পড়লেন। আর ইতিমধ্যে ইব্নু মাস্'ঊদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বের হলেন। তিনি বের হলেই আমরা সবাই দাঁড়িয়ে গেলাম। তখন আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন: হে আবূ আব্দুর রহ্মান! আমি একটু আগে মসজিদের মধ্যে এমন একটি কাজ দেখেছি যা ইতিপূর্বে আর কখনো দেখিনি। তবে আল্লাহ্'র প্রশংসা কাজটি সত্যিই ভালো। ইব্নু মাস্'ঊদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন: সেটি কী? আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন: আপনি বেঁচে থাকলে তা অবশ্যই দেখতে পাবেন। আমি মসজিদে গিয়ে কিছু লোককে কয়েকটি গ্রুপে ভাগ হয়ে গোলাকারে বসতে দেখেছি। প্রতিটি গ্রুপে এক জন করে নেতা রয়েছে। আর সবার হাতে কিছু কিছু ছোট পাথরও রয়েছে। নেতা লোকটি সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলে: তোমরা একশ' বার "সুব্'হানাল্লাহ্" বলো। তখন সবাই একশ' বার "সুব্'হানাল্লাহ্" বলে। তখন ইব্নু মাস্'ঊদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন: তুমি তাদেরকে কী বললে? আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন: আমি তাদেরকে কিছুই বলিনি। আমি কেবল আপনার আদেশ ও মতামতের অপেক্ষায় রয়েছি। ইব্নু মাস্'ঊদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন: তুমি কেন তাদেরকে তাদের গুনাহ্গুলো গণতে আদেশ করোনি? আর আমি তাদের নেকিগুলো নষ্ট না হওয়ার জামিন হতাম। অতঃপর তিনি মসজিদের দিকে রওয়ানা করলেন। আর আমরাও তাঁর সাথে রওয়ানা করলাম। ইতিমধ্যে তিনি তাদের একটি গ্রুপের নিকট এসে তাদেরকে বললেন: আমি তোমাদেরকে এ কী করতে দেখলাম? তারা বললো: হে আবূ আব্দুর রহ্মান! আমরা এ পাথরগুলো দিয়ে আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, সুব'হানাল্লাহ্ ইত্যাদির যিকির গণেছি। তিনি বললেন: তোমরা তোমাদের গুনাহ্গুলো গণনা করো। আর আমি তোমাদের সাওয়াবগুলো নষ্ট না হওয়ার জামিন হচ্ছি। আফসোস! হে মু'হাম্মাদ্ ﷺ এর উম্মতরা! তোমরা কতো দ্রুতই না ধ্বংস হয়ে যাচ্ছো। অথচ এখনো তোমাদের নবী ﷺ এর অনেক

সাহাবী বেঁচে আছেন। তাঁর কাপড় এখনো পুরনো হয়নি। তাঁর প্লেটগুলো এখনো ভেঙ্গে যায়নি। সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন! তোমরা কি রাসূল ﷺ এর আদর্শের চেয়ে আরো উত্তম কোন আদর্শের উপর রয়েছো? না তোমরা মূলতঃ ভ্রষ্টতার দরজাই খুলে বসেছো? তারা বললো: হে আবূ আব্দুর রহ্মান! আল্লাহ্'র কসম! আমরা তো কেবল কল্যাণকর কিছুই করতে চেয়েছি। এ ছাড়া আর অন্য কিছু নয়। তিনি বললেন: অনেক কল্যাণকামীই শেষ পর্যন্ত আর কল্যাণের নাগালই পায় না। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

إِنَّ قَوْمًا يَقْرَؤُوْنَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُوْنَ مِنَ الْإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ .

"কিছু সংখ্যক মানুষ কুর'আন পড়বে ঠিকই। তবে সে কুর'আন তাদের গলা অতিক্রম করবে না। তারা ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে যেমনিভাবে বের হয়ে যায় তীর শিকার থেকে"। (আহ্মাদ: ১/১০৪)

আল্লাহ্'র কসম! আমি জানি না। তবে হয়তো বা তোমাদের অধিকাংশই তাদের মধ্যেই গণ্য। অতঃপর তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন।

'আমর বিন্ সালামাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: আমি এদের অধিকাংশকেই নাহরাওয়ানের যুদ্ধে খারিজীদের সাথে মিলে আমাদের গায়ে আঘাত করতে দেখেছি।

(দারিমী: ১/৭-৮ আল্বিদা'/ইব্নু ওয়ায্যাহ্: ৮-৯ ত্বাবারানী/কবীর: ৯/১২৭ হাদীস ৮৬৩৬ সিলসিলাতুল-আ'হাদীসিস-সা'হী'হাহ্: ৫/১২)

উক্ত হাদীস ও ঘটনাটির কিছু ফায়েদা:

ক. ইবাদাত বেশি হওয়া মূলতঃ ধর্তব্য নয়। বরং তা সুন্নাত অনুযায়ী তথা বিদ্'আতমুক্ত হওয়াই অতি গুরুত্বপূর্ণ। আর এ কথাই ইব্নু মাস'উদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) অন্য জায়গায় বলেছেন: সুন্নাত অনুযায়ী স্বাভাবিক আমল করা বিদ্'আতযুক্ত অনেক আমলের চেয়েও অনেক ভালো।

খ. ছোট বিদ্'আত বড় বিদ্'আতের দিকে নিয়ে যায়। আপনি দেখতেই পাচ্ছেন, এ গ্রুপগুলোর লোকেরা পরবর্তীতে খারিজী হয়ে

গেলো। যাদেরকে একদা বিশিষ্ট খলীফাহ্ 'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হত্যা করেছেন। কেউ আছে কি এখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে?

(সিলসিলাতুল-আ'হাদীসিস-সা'হী'হাহ্: ৫/১৩-১৪)

সা'ঈদ্ বিন্ মুসাইয়িব (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি একদা জনৈক ব্যক্তিকে ফজরের আযানের পর দু' রাক্'আতের বেশি নামায পড়তে দেখেছেন। তিনি দেখলেন, লোকটি ঘন ঘন রুকু' সাজ্দাহ্ দিয়ে অনেকগুলো রাক্'আত নামায আদায় করছে। তখন তিনি তাকে তা করতে নিষেধ করলে লোকটি তাঁকে বললো: হে আবূ মু'হাম্মাদ্! আল্লাহ্ তা'আলা কি আমাকে নামায পড়ার জন্য শাস্তি দিবেন? তিনি বললেন: না। বরং তিনি তোমাকে নবী ﷺ এর সুন্নাত বিরোধিতার জন্য শাস্তি দিবেন। (ইরওয়াউল-গালীল: ২/২৩৫)

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ

"যখন ফজরের সময় হয়ে যাবে তখন ফজরের জামা'আতের পূর্বে ফজরের দু' রাক্'আত সুন্নাত ছাড়া আর কিছুই পড়া যাবে না"।

(ইরওয়াউল-গালীল: ২/২৩২ হাদীস ৪৭৮)

এটি মূলতঃ সা'ঈদ্ বিন্ মুসাইয়িব (রাহিমাহুল্লাহ্) এর একটি অতি চমৎকার উত্তর। যা বিদ্'আতীদের বিরুদ্ধে একটি কঠিন অস্ত্র সমতুল্য। যারা অকেগুলো বিদ্'আতকে যিকির ও নামায হিসেবে খুব ভালো ইবাদাত বলেই মনে করে। তাই তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামা'আতকে এ বলে তিরস্কার করে যে, আরে এরা তো মূলতঃ যিকির এবং নামাযকেই মানতে চায় না। না, তা সঠিক নয়। বরং তারা মূলতঃ যিকির ও নামাযের ক্ষেত্রে ওদের সুন্নাত বিরোধিতাকেই প্রত্যাখ্যান করে। নামায ও যিকিরকে নয়। (ইরওয়াউল-গালীল: ২/২৩৬)

উক্ত অধ্যায়ে বর্ণিত সকল হাদীস এবং সাহাবী ও তাবি'য়ীদের সমূহ বাণীর সঠিক মর্মার্থ এক জন মোসলমান ভালোভাবে চিন্তা করলে সে অবশ্যই এমন কাজ করতে ভয় পাবে যা সে নিজের ধারণায় আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য ও তাঁর সন্তুষ্টির ওয়াসীলা বলে মনে করে। অথচ

বস্তুতঃ তা তাঁর রাগ ও কঠিন শাস্তির কারণ। কারণ, তাতে কখনো আল্লাহ্ তা'আলার সাথে শির্ক পাওয়া যায়। আবার কখনো তাতে লোক দেখানোর ইচ্ছা থাকে। আবার কখনো তাতে আল্লাহ্ তা'আলার শরীয়ত বিরোধী বিদ্'আতও পাওয়া যায়। কোন মোসলমান উক্ত হাদীস ও মনীষীদের কথাগুলো জানার পর সে আর শান্ত হয়ে আরামে চোখ বন্ধ করে থাকতে পারে না। সে আর পারে না দুনিয়ার কোন ভোগ-বিলাসে লিপ্ত থাকতে যতক্ষণ না সে এ কথা নিশ্চিতভাবে জানে যে, সে বস্তুতঃ এমন সুস্পষ্ট সত্য পথের উপরই রয়েছে যার উপর তাঁর প্রভু সন্তুষ্ট।

وَكَيْفَ تَنَامُ الْعَيْنُ وَهِيَ قَرِيْرَةٌ وَلَمْ تَدْرِ أَيَّ الْمَحَلَّيْنِ تَنْزِلُ

"কি ভাবে তোমার চোখ শীতল হয়ে ঘুমোতে পারে। অথচ তোমার জানা নেই তুমি সত্যিই সে দু' জায়গার কোন জায়গাটিতে অবতরণ করেছো"।

বরং এক জন মোসলমান তখনই শান্ত হতে পারে যখন তার সমূহ আমল যথাসাধ্য একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি ও নবী ﷺ এর সুন্নাত মাফিক হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

"আল্লাহ্ তা'আলা কারোর সাধ্যাতীত কোন কিছু তার উপর চাপিয়ে দেন না"। (বাক্বারাহ্: ২৮৬)

আর তা করতে হবে তাঁর সকল আদেশের আনুগত্য ও তাঁর সকল নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার মাধ্যমেই। আর উক্ত দু'টি শর্ত তখনই বাস্তবায়ন করা সম্ভবপর হবে যখন আল্লাহ্ তা'আলার কুর'আন ও নবী ﷺ এর সুন্নাতকে সাহাবী ও তাবি'য়ীদের বুঝ অনুযায়ী বুঝা হবে। এ ছাড়া আর কারোর বুঝ অনুযায়ী নয়।

উক্ত আলোচনা - যাতে শরীয়তকে আঁকড়ে ধরা এবং আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় নবী ﷺ যে বিধানের দিকে ডেকেছেন তার উপর

অটল থাকা বর্ণিত হয়েছে - তা নিয়ে কোন বুদ্ধিমান চিন্তা করলে সে অবশ্যই এ কথা নিশ্চিতভাবে জানতে পারবে যে, তাকে অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলার কুর'আন ও নবী ﷺ এর সুন্নাত উপরন্তু খুলাফায়ে রাশিদীন, সকল সাহাবায়ে কিরাম ও তাবি'য়ীদের আদর্শ মানতে হবে। ধর্ম নিয়ে কোন ধরনের অহেতুক ঝগড়া-ফাসাদ করা যাবে না। বিদ'আতীদের সাথে চলা যাবে না। সর্বদা নবী ﷺ এর অনুসরণই করতে হবে। কখনো বিদ্'আত করা চলবে না। পূর্ববতী মনীষী ও ইমামদের জ্ঞান আমাদের জন্য সত্যিই যথেষ্ট। আমরা কখনো বিদ্'আতী ও ভ্রষ্টদের জ্ঞানের মুখাপেক্ষী নই। মূলতঃ আল্লাহ্ তা'আলাই সকল হিদায়েতের তাওফীক দাতা ও সাহায্যকারী।

وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، وَالْحَمْدُ لله الَّذِيْ بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ.

সূচীপত্রঃ

বিষয়ঃ	পৃষ্ঠাঃ
ভূমিকা	৫
নবী ﷺ এর আনুগত্যের আদেশ ও এর প্রতি দিক নির্দেশনা মূলক আয়াতসমূহ	১০
প্রথম আয়াত	১০
দ্বিতীয় আয়াত	১৩
তৃতীয় আয়াত	১৫
চতুর্থ আয়াত	১৬
পঞ্চম আয়াত	২০
ষষ্ঠ আয়াত	২৫
সপ্তম আয়াত	৩০
অষ্টম আয়াত	৩৩
নবম আয়াত	৩৪
দশম আয়াত	৩৫
অনুগতদের উত্তম পরিণতি	৩৬
প্রথম আয়াত	৩৬
দ্বিতীয় আয়াত	৩৮
তৃতীয় আয়াত	৪৫
চতুর্থ আয়াত	৪৬
পঞ্চম আয়াত	৪৮
ষষ্ঠ আয়াত	৪৯
সপ্তম আয়াত	৫০
অষ্টম আয়াত	৫০
পাপী ও অবাধ্যদের শাস্তি	৫১
প্রথম আয়াত	৫১
দ্বিতীয় আয়াত	৫১
তৃতীয় আয়াত	৫২

বিষয়ঃ	পৃষ্ঠাঃ
চতুর্থ আয়াত	৫৩
পঞ্চম আয়াত	৫৪
ষষ্ঠ আয়াত	৫৭
সপ্তম আয়াত	৫৯
অষ্টম আয়াত	৬০
হাদীসে নবী ﷺ এর আনুগত্যের আদেশ	৬০
প্রথম হাদীস	৬১
দ্বিতীয় হাদীস	৬৪
তৃতীয় হাদীস	৬৬
চতুর্থ হাদীস	৬৭
পঞ্চম হাদীস	৬৮
ষষ্ঠ হাদীস	৭১
সপ্তম হাদীস	৭১
অষ্টম হাদীস	৭৪
নবম হাদীস	৭৬
দশম হাদীস	৭৭
একাদশ হাদীস	৭৯
দ্বাদশ হাদীস	৮৩
ত্রয়োদশ হাদীস	৮৫
হাদীস থেকে নবী ﷺ এর বিরুদ্ধাচরণের ব্যাপারে সতর্ক বাণী	৮৬
প্রথম হাদীস	৮৬
দ্বিতীয় হাদীস	৮৮
তৃতীয় হাদীস	৮৯
চতুর্থ হাদীস	৯২
পঞ্চম হাদীস	৯৫
ষষ্ঠ হাদীস	৯৬
বিধানকর্তার আদেশ-নিষেধের প্রতি সাহাবীগণের অবস্থান	৯৮

বিষয়ঃ **পৃষ্ঠাঃ**

সাহাবীদের প্রশংসা সম্বলিত কিছু আয়াত ৯৮
সাহাবীদের প্রশংসা সম্বলিত কিছু হাদীস ১০৬
সাহাবীগণ সম্পর্কে সালাফে সালি'হীনের বাণীসমূহ..... ১০৮
আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের আনুগত্যপূর্ণ কিছু অবস্থান..... ১১৪
আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ এর হিজরতের আদেশ মানার ব্যাপারে মুহাজিরদের অবস্থান..... ১১৪
নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে আনসারী সাহাবীগণের বিশেষ অবস্থান ১১৫
নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বিশেষ অবস্থান..... ১২০
নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে 'উমর বিন্ খাত্ত্বাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বিশেষ অবস্থান..... ১২৩
নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে 'উস্মান বিন্ 'আফ্ফান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বিশেষ অবস্থান ১৩২
নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে 'আলী বিন্ আবূ ত্বালিব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বিশেষ অবস্থান..... ১৩৩
নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে মু'আবিয়াহ্ বিন্ আবূ সুফ্য়ান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বিশেষ অবস্থান..... ১৩৬
নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে যমযমের দায়িত্বশীল 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর পরিবারের বিশেষ অবস্থান..... ১৩৭
নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে অন্যান্য সাহাবীদের বিশেষ অবস্থান ১৩৮
নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে আবূ 'উবাইদাহ্, আবূ ত্বাল'হা ও উবাই ইব্নু কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আন্হুম) এর বিশেষ অবস্থান..... ১৪১
'হুনাইন যুদ্ধে নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে

বিষয়ঃ **পৃষ্ঠাঃ**

সাহাবায়ে কিরাম (রাযিয়াল্লাহু আন্হুম) এর বিশেষ অবস্থান..... ১৪৩
নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে 'আউফ্ বিন্ মালিক আশ্জা'য়ী ও তাঁর সাথীদের বিশেষ অবস্থান..... ১৪৫
নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে রাফি' বিন্ খাদীজ্ ও তাঁর চাচার বিশেষ অবস্থান ১৪৬
নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর বিন্ 'আস্ব (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) এর বিশেষ অবস্থান ১৪৮
নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বিশেষ অবস্থান..... ১৪৯
নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে 'হুযাইফাহ্ বিন্ ইয়ামান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বিশেষ অবস্থান..... ১৫৩
নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে আবুল-য়ুস্র কা'ব্ বিন্ 'আমর সুলামী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বিশেষ অবস্থান..... ১৫৫
নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে মিক্বদাদ্ বিন্ আস্ওয়াদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বিশেষ অবস্থান..... ১৫৫
নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে জারীর বিন্ আব্দুল্লাহ্ বাজালী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বিশেষ অবস্থান..... ১৫৯
নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে সা'দ্ বিন্ আবী ওয়াক্কাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বিশেষ অবস্থান..... ১৬০
নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে নবী ﷺ এর স্বাধীন করা গোলাম আবূ রাফি' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বিশেষ অবস্থান..... ১৬১
নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে মিস্ওয়ার বিন্ মাখরামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বিশেষ অবস্থান ১৬১
নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে আবূ সা'ঈদ্ খুদ্রী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বিশেষ অবস্থান..... ১৬২
নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে আবূ যার্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বিশেষ অবস্থান ১৬৩

বিষয়ঃ **পৃষ্ঠাঃ**

নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে 'উক্ববাহ্ বিন্ 'আমির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বিশেষ অবস্থান ১৬৬

নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে জাবির বিন্ সুলাইম আল-হুজাইমী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বিশেষ অবস্থান..... ১৬৭

নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে সাউবান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বিশেষ অবস্থান ১৬৭

নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে সালিম বিন্ 'উবাইদ্ আল-আশ্জা'য়ী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বিশেষ অবস্থান..... ১৬৮

নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে সুওয়াইদ্ বিন্ মিক্বরিন (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বিশেষ অবস্থান..... ১৬৯

নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে মা'ক্বিল্ বিন্ ইয়াসার আল-মুযানী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বিশেষ অবস্থান..... ১৬৯

নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে 'উসমান্ বিন্ মায'ঊন (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বিশেষ অবস্থান ১৭২

নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে সাহাবী মহিলাদের বিশেষ অবস্থান ১৭৩

নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে উম্মাহাতুল-মু'মিনীন উম্মু 'হাবীবাহ্ বিন্তু আবী সুফ্ইয়ান ও যায়নাব বিন্তু জা'হাশ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) এর বিশেষ অবস্থান..... ১৭৩

নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে সাহাবী মহিলাদের আরো কিছু বিশেষ অবস্থান ১৭৫

নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মানার ব্যাপারে এক জন আন্সারী মেয়ের বিশেষ অবস্থান ১৮০

সর্বদা নিজ স্বামীর কল্যাণকামী মহীয়সী নারী আবুল-হাইসাম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর স্ত্রীর ঘটনা ১৮০

যারা কুর'আন ও সুন্নাহ্'র বিরুদ্ধে মানুষের কথা উপস্থাপন করে তাদের ব্যাপারে সালাফে সালি'হীনের অবস্থান..... ১৮২

বিষয়ঃ **পৃষ্ঠাঃ**

নবী ﷺ এর অবাধ্যদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে দ্রুত শাস্তি ১৮৮
উম্মতকে নবী ﷺ এর সুন্নাত আঁকড়ে ধরার প্রতি দিকনির্দেশনা দেয়ার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী মনীষীদের অতুলনীয় আগ্রহ ২০২
বিদ্'আত ও বিদ্'আতীদের সাথে উঠাবসার ব্যাপারে সালাফে সালি'হীনের সতর্কবাণী ২১৪
কুর'আন বুঝার জন্য সুন্নাতের প্রয়োজনীয়তা ২২৩
এমন কিছু আয়াত যার সঠিক বুঝ হাদীস ছাড়া সম্ভবপর নয় ২৩০
কল্যাণের চিন্তা করেও অনেক সময় এতটুকুও কল্যাণের নাগাল পাওয়া যায় না ২৩৬
উক্ত হাদীস ও ঘটনার কিছু ফায়েদা ২৫০

সমাপ্ত